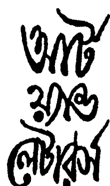
রেনীর প্রেম

এমিল জোলা



পাবলিশার্স

৩৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

অর্থ কুসুম হাউস

কলিকাতা—১২

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স-এর তরফ হইতে
শ্রীরণজিৎ সেন কর্তৃক ৩৪ নং চিত্তরঞ্জন
এভিনিউ হইতে প্রকাশিত।

দাম—৪ টাকা মাত্র

১৩৬১ সাল প্রথম স্তবক

শ্রীবিমান গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
মূল ফরাসী গ্রন্থ 'Lacurée'
হইতে অনূদিত।

প্রচ্ছদপটটি শ্রীঅমূল্য দাস
কর্তৃক কুমারী স্বপ্নাসেনের
কল্পনায় অঙ্কিত।

মুদ্রাকর :—গিরীন্দ্রশঙ্কর বক্সী
৫১ নং মলঙ্গা লেন
পূরবী প্রেস হইতে মুদ্রিত

লা-কিউরী

অগম্যগমনের লালসায়িত কাহিনী বইখানির উপজীব্য—তাই ম্যাক্সিম যখন বিয়ে করার জন্য ও'র সৎ-মাকে ত্যাগ করে তখনই আসে তার অবক্ষয়িত মৃত্যু। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট, জোলার মনে এই সামান্য ইংগীতই বিরাট আকার ধারণ করে—এবং অবিলম্বে তিনি উপলব্ধি করেন যে এই সামান্য গল্পই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের রূপক। রেণীই প্যারিস·····ওর দরজী ওর্ম্‌স্—স্বয়ং সম্রাট; ওর পোষাক, যার কাপড়ের দাম ষাট ফ্রাঙ্ক আর যার মজুরী ছ'শো ফ্রাঙ্ক হচ্ছে, সেই বিরাট বুলেভা আর সুন্দর প্রাসাদশ্রেণী—যা' নির্মাণের ধ্বংসমুখী অমিতব্যয়িতায় সহরকে সাজিয়ে তোলা হোয়েছে। পার্ক মঁকোর উৎসব ঝংকারে উত্তমর্ণদের একদিন থামিয়ে রাখা হোয়েছিল বটে—কিন্তু রেণী যখন মারা গেল তখন সেই ঋণের বোঝা শোধ করলেন ওর বাবা—অর্থাৎ মঁসিয়ে থিএরের গণতন্ত্র।

'রেণীর প্রেম' (LA Cure'e) দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের নিখুঁত ছবি কিনা আমি বলতে পারিনা। এরমধ্যে সেই সমাজের এবং তখনকার জীবনধারার খুঁটিনাটি চিত্রিত হোয়েছে কিনা আমি জানিনা—এবং এ বিষয়ে আমার কিছু বলারও নেই। কারণ লেখকের কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যগুলির মধ্যে দিয়ে যে অনুপম সৌন্দর্যময় সোণালী কবিতা জন্মলাভ করেছে, আমি তাতেই সন্তুষ্ট। তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী হোলেও জনগণের নায়ক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি দেখলেন—প্যারিস অনশনক্লিষ্ট। এদের শাসন করতে গেলে আগে এদের ভরণ কোরতে হ'বে। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি বিরাট সহরটাকে বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের একটা অভিনব এবং সুচতুর উপায় ঠাওরালেন। শত্রুদের তিনি নোতুন নামকরণ কোরে খেতাব দিয়ে বশীভূত

করলেন। শৃঙ্খলমুক্ত কোরে ওদের লোভকে পরিতুষ্ট করার অফুরন্ত সুযোগ দিলেন। গণিকালয়ের অতিথি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না—সুতরাং সারা প্যারিসকে গণিকালয়ে পরিণত করলে কেমন হয়? কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে যা' সত্য জাতির পক্ষেও তাইই সত্য। বিলাসের শয্যাই এই গণিকা-নগরীর অপঘাত—দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে এই জোলার অভিমত। LA Cure e দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের একটি কোণ মাত্র। কিন্তু এত সুষ্ঠু এবং সামঞ্জস্য-সহকারে নির্মিত অংশ আমি আর দেখিনি। অবশ্য এর মধ্যেও ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, একথা আমি স্বীকার করি: চরিত্রগুলি কতকটা যেন শ্রেণীর মুখপাত্র হো'য়ে উঠেছে। নরনারীর ব্যক্তিত্বের চেয়ে শ্রেণীর প্রতীকধর্মিতাই তাদের মধ্যে স্পষ্টতর। কিন্তু হ্যামলেট (Hamlet) কিম্বা ওরেষ্টীসেরও (Orestes) এ ত্রুটি আছে—আবার হোকুসাই (Hokousi) এবং হোক্কেই (Hokkei)-এর সুন্দর চিত্র-কলাও এ ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তবু সম্ভব অসম্ভব দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও LA Cure'er শেষ পাতাটি পড়ার পর মনের ওপর যে একটি গভীর শৈল্পিক সৌন্দর্য ছাপ রেখে যায়, একথা যে মানুষ কাণা, খোঁড়া কিংবা বোবা সেও স্বীকার করবে।'

—G. M.

এক

"ওর নোতুন প্রণয়ী লাল রং পছন্দ করে না,"—ম্যাক্সিম হাসতে হাসতে বলল।

রেণী একটুখানি সোজা হোয়ে বসল। ওর দৃষ্টিশক্তি স্বভাবতই ক্ষীণ। চোখের দীর্ঘ পল্লবিত পাতা দুটি ধীরে ধীরে বড় সুন্দর ভংগীতে মুদিত কোরে ও বলে :

"ও, সেইজন্য ও চুলের রং বদ্‌লেছে বুঝি ?—আমি ভেবেছিলাম লরা ছ্য অবিণী যাচ্ছে।"

গাড়ীগুলো মন্থরগতিতে বয় ছ্য বুলোঁ দিয়ে চলেছে। অক্টোবরের অস্তগামী সূর্যের সোনালী কিরণে আলোকস্নাত রাজপথ…। গাড়ীগুলো ভীড়ের জন্য মাঝে মাঝে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। আর সেই সুযোগে আরোহীরা পরস্পরকে দেখে নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্য গাড়ীর আরোহী বা আরোহিনীদের সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করছে।

রেণী সুমুখে ঝুঁকে দেখছে। ওর হাতখানি গাড়ীর দরজায় বিন্যস্ত। এতক্ষণ ও পিছনের আসনে হেলান দিয়ে করুণ স্বপ্নে বিভোর হোয়ে নিঃশব্দে বসেছিল। এখন যেন গত কয়েক ঘণ্টার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। ওর পরণে বেগুনী রংয়ের পোষাক। বড় বড় ঝালর দেওয়া, সুমুখ দিকে মখমলের কাজ করা, একটা সাদা বহির্বাস। সবকিছু মিলে ওর রূপ যেন অতিরিক্ত প্রাণবন্ত হোয়ে উঠেছে।

থোকা থোকা লাল গোলাপফুল আঁকা ওড়নার তলা দিয়ে ওর মাথার মাখমের মত অদ্ভুত হালকা সোনালী রংয়ের চুলগুলো বেরিয়ে পড়েছে। দুষ্টু ছেলের মত ও বারবার চোখের পাতা দু'টি বুঁজছে আর খুলছে। ও'র মসৃণ কপালে একটি মাত্র দীর্ঘ রেখা……। অভিমানী শিশুর মত ও ওপরের ঠোঁট ফুলিয়ে বসে রয়েছে। ভালোভাবে দেখতে না পাওয়ায় হাতের ছোট্ট দূরবীনটি চোখের

স্নমুখে ধরে রেণী, লরা ছ অরিণীকে দেখতে থাকে ঃ স্বাস্থ্যবতী লরা পরম প্রশান্ত ভংগীতে বসে আছে।

এদিকে ম্যাক্সিম তখন নিঃশব্দে পাশের ব্রুহাম এবং ল্যাণ্ডোগুলোর আরোহিনীদের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। রেণী তার দিকে ফিরে প্রশ্ন করে ঃ

"আচ্ছা, সত্যি কি লরা ছ অরিণীকে তোমার স্নুন্দর মনে হয়? ও'র জড়োয়া গয়নাগুলো বিক্রী হয়ে যাবার কথা শুনে সেদিন তুমি ও'র যা প্রশংসা করছিলে···! হ্যাঁ, তোমার বাবা আমাকে নীলাম থেকে যে কণ্ঠহার আর মুকুট কিনে দিয়েছে, সেগুলো তুমি দেখোনি, না?"

"ওঃ। বাবা খুব কাজের লোক!" ম্যাক্সিম ঘৃণার হাসি হেসে বলে। "এদিকে লরার ধার শোধ করছে আবার বৌকেও জড়োয়া গয়না কিনে দিচ্ছে!"

রেণী বিরক্তিস্যূচক ভংগী কোরে মৃদু হেসে গুঞ্জন কোরে ওঠে ঃ "বিট্‌লে বদ্‌মায়েস!"

ম্যাক্সিম কিন্তু তখন অন্যদিকে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে। পথচারিণী একজন মহিলার সবুজ পোষাক তা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—সে ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখতে থাকে। রেণীও অর্দ্ধমুদিত ভাবলেশহীন চোখে অলস ভংগীতে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। ও ও'র এই বিশেষ ভংগীমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে সজ্ঞান। তাছাড়া ও অত্যন্ত ক্লান্তিও অনুভব কোরছে। তাই চোখদুটি সম্পূর্ণ মুদিত কোরে ও'র বহ্নিশিখার মত সুসমঞ্জস আঙুলগুলি দিয়ে ও ভাল্লুকের চামড়ার লোমগুলি নিয়ে অন্যমনে খেলা করতে থাকে। হঠাৎ গাড়ীটা থম্‌কে দাঁড়ায়। পাশে একটা গাড়ী সশব্দে মোড় ঘুরছে। সেই গাড়ীর আরোহিনী দুজনের দিকে চেয়ে ও নমস্কার জানায়। মহিলা দুটি গাড়ীটার আসনে দেহ এলিয়ে দিয়েছে। ও'দের একজন হ'চ্ছে মার্শনেস ছ এসপানে। মার্শনেসের স্বামী সম্রাটের এডিকং।

মার্শনেসের নামে অনেক কুৎসা আছে। সে সেই 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের' আমলে অন্যতম নায়িকারূপে পরিগনিত। অন্য জন—মাদাম হাফনার। সে কোলমারের একজন ক্রোরপতি ব্যবসায়ীকে বিবাহ করেছে। সম্রাট এই ধনকুবেরটিকে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে নামাচ্ছেন। ইস্কুল থেকেই রেণীর সঙ্গে এদের আলাপ। এরা কখনো পরস্পরের সঙ্গ-চ্যুত হয় না। এদের ক্রীশ্চান নাম: এ্যাডিলাইন এবং সুশান। রেণী এদের ঐনামেই ডাকে। ও'দের দিকে চেয়ে হেসে রেণী আবার আগের মত জড়সড় হোয়ে বসে পড়তেই ম্যাক্সিমের হাসির শব্দে তা'র দিকে ফিরে বলে:

"তুমি ও রকম ভাবে হেসো না।—আমার সত্যি মন খারাপ হোয়ে গেছে।" ম্যাক্সিম তখনও ও'র বসার ভংগী দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসছে।

"আমাদের মনে কিন্তু ঈর্ষা জেগে উঠেছে। আমরা সহানুভূতি লাভের যোগ্য!"

ম্যাক্সিম কণ্ঠস্বরটা ইচ্ছে করে বিকৃত কোরে বলে।

রেণী যেন আশ্চর্য হোয়ে যায়।

"আমি? কেন? ঈর্ষা কিসের জন্য?"

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় তাচ্ছিল্যের ভংগী কোরে বলে:

"ও:! ঐ মুটকী লরার জন্য? না, না, ও'কে নিয়ে আমি ব্যস্ত নই।"

"এ্যরিষ্টাইড সত্যিই যদি ওর দেনা শোধ ক'রে ওকে পালানোর হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকে তো বুঝব এরিষ্টাইডের টাকার মায়া আমি যতখানি ভাবতাম তার চেয়ে কম। এতে সে আবার মেয়ে মহলে প্রিয়পাত্র হোয়ে উঠবে। আমি ও বেচারীর ব্যাপারে কখনো মাথা গলাই না।"

রেণীর মুখে মৃদুহাসি ফুটে ওঠে। "বেচারী" কথাটি ও যেন

সম্পূর্ণ উদাসীন বন্ধুর মত ভংগীতে বলে। কিন্তু হঠাৎ আবার ও বিষণ্ণ হোয়ে ওঠে। বিষাদক্লিষ্ট নারীর মত ও চারদিকে দেখতে দেখতে গুঞ্জন করতে থাকে ঃ

"ঈর্ষার কথাই ওঠেনা—আমি বরং এতে সুখীই হয়েছি। না, আমার একটুও ঈর্ষা নেই।"

ও ইতস্তত করে চুপ কোরে যায়।

"তুমি তো জান, আমি সত্যি বিরক্ত হোয়ে উঠেছি।"—ও বলে।

"তোমার মধ্যে কোনোদিনই তো খুব সজীবতা দেখা যায়নি। আমার মনে হয় তোমার স্নায়বিক দুর্বলতাই এর কারণ।"—ম্যাক্সিম শান্তভাবে বলে।

রেণী গাড়ীর আসনে দেহ এলিয়ে দেয়।

"আমার স্নায়বিক দুর্বলতা ?"—হঠাৎ ওর কণ্ঠস্বর সুতীক্ষ্ণ হোয়ে ওঠে। পরক্ষণেই ও মাতৃত্বের ভংগীতে বলে ঃ "দেখ, আমি বুড়ী হোয়ে যাচ্ছি। আমার ত্রিশ বছর বয়স হোলো। এখন আর আমি কোনো কিছুতেই আনন্দ পাইনা। তোমার বয়স মাত্র কুড়ি—তুমি এখন আমার অবস্থা বুঝবে না।"

"তুমি কি তোমার স্বীকৃতি শোনাবার জন্য আমাকে সঙ্গে এনেছ নাকি ?"—ম্যাক্সিম ওকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে। "রক্ষে করো, তোমার স্বীকৃতি একবার আরম্ভ হোলে অনেকক্ষণ চলবে !"

ওর স্পর্দ্ধিত মন্তব্য শুনে রেণী হেসে ফেলে। ওর হাসির মধ্যে আদুরে ছেলের দুষ্টুমীকে প্রশ্রয় দেওয়ার ভাব ফুটে ওঠে।

"তোমার অভিযোগ করা সাজে না"—ম্যাক্সিম বলে যায়। "তুমি জামাকাপড়ে হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ কোরছ। রাজপ্রাসাদে বাস কোরছ। ভালো ভালো ঘোড়া পুষেছ। তোমার খেয়াল-খুশীগুলো আইনের মত মানা হোচ্ছে। খবরের কাগজগুলো জরুরী খবরের মত তোমার প্রত্যেক নোতুন ধরণের পোষাকের কথা

ছাপ্‌ছে। সমস্ত মেয়েরা তোমাকে ঈর্ষা করে—আর পুরুষেরা জীবনের দশটি বছর তপস্যায় ব্যয় কোরলে তবে তোমার আঙুলের ডগাটুকু চুম্বন করার অধিকার পায়। বলো না, তাই নয় কি ?"

রেণী মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ও আবার তখন চোখ নীচু কোরে ভাল্লুকের চামড়াটার লোমগুলো পাকাচ্ছে।

"আহা! বিনয়ে আর কাজ নেই! স্বীকার করো যে তুমি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ। নিজেদের মধ্যে আমরা এসব নিয়ে আলোচনা কোরতে পারি। তুমি সর্বত্রই রাণীর মত যা খুশী তাই করো—টুইলারী, মন্ত্রীসভা, ধনীর প্রাসাদ, ছোট বড় সব জায়গায়ই। পৃথিবীতে এমন কোনো আনন্দ নেই যা' তুমি ভোগ করোনি। তোমার প্রতি আমার যেটুকু শ্রদ্ধা আছে তা' যদি না আমাকে বাধা দেয় এবং যদি নির্ভয়ে বলার সাহস হয় তো আমি বোলব······"

সে কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামিয়ে হেসে নিয়ে শেষ কোরে ফেলে ঃ "আমি বোলব যে তুমি সব কিছুই চেখে দেখেছ!'

রেণী একটুও রাগ প্রকাশ করেনা।

ম্যাক্সিম আরো বেশী ঠাট্টার সুরে বলতে থাকে ঃ "তবু তোমার একঘেঁয়ে লাগছে। কিন্তু এ আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই নয়! কি চাও তুমি? তুমি কিসের কল্পনা কোরছ?"

রেণী ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে ও নিজেও জানেনা। ও মুখ নীচু কোরে রয়েছে। তবু ম্যাক্সিম ওর মুখে এমন একটা গাম্ভীর্য, এমন একটা বেদনার ছায়া দেখতে পায় যে সে চুপ কোরে যায়। সে গাড়ীগুলোর দিকে দেখতে থাকে। গাড়ীগুলো দীঘির শেষ প্রান্তে পৌঁছে সারি ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিরাট চত্বরটা গাড়ীতে ভরে উঠেছে। এখন আর ঘেষাঘেঁসী না থাকায় গাড়ী-গুলো বড় সুন্দরভাবে মোড় ফিরছে আর সেই কঠিন মাটীর ওপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ দ্রুততালে বেজে উঠছে।

ঘুরে এসে আবার সারিবদ্ধ হোতে গিয়ে গাড়ীটা এমনভাবে দুলে উঠল যে ম্যাক্সিমের মধ্যে একটা নিরাকার উচ্ছৃঙ্খলতা জেগে ওঠে। রেণীকে আত্মহারা কোরে দেবার উদ্দেশ্যে সে আবার আরম্ভ করে ঃ "দেখ, তোমার কিন্তু পাল্কি-গাড়ী ছাড়া আর কিছুতে চড়া উচিত নয়। হ্যাঁ, সেটাই তোমার পক্ষে উচিত—কারণ, ঐ প্যারিসে ফিরতিমুখী জনতার দিকে দেখনা,—ওরা এখনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তোমাকে পূজো কোরতে পারে। তুমি ওদের কাছে রাণীর অভ্যর্থনা লাভ কোরছ—ঐ যে তোমার বন্ধু মসিঁয়ে মুসীকে দেখ, ও বোধ হয় তোমাকে একটা চুমু ছুঁড়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা সামলাতে পারছে না।"

বাস্তবিক, তখন একজন অশ্বারোহী রেণীকে নমস্কার জানাচ্ছে। ম্যাক্সিম বিদ্রুপের ছলে কথাগুলো বলছিল। কিন্তু রেণী একবার পাশ ফিরেও না দেখে শুধু ইশারা ইঙ্গিতেই নিজের বক্তব্য বলে। কিন্তু এবার ম্যাক্সিম একটা বিক্ষুব্ধ ভংগী কোরে ওঠে ঃ "সত্যি এটা খুব খারাপ! তোমার তো সবই আছে—আর কি চাও তুমি?"

রেণী মুখ তোলে। ওর উজ্জ্বল চোখের নিবিড় দৃষ্টিতে অতৃপ্ত কৌতূহলের সুতীব্র বাসনা।

"আমি অন্য কিছু চাই"—ও চাপা গলায় বলে।

"কিন্তু তোমার তো সবই আছে।" ম্যাক্সিম হাসতে হাসতে বলে। "অন্য কিছু বললে তো ঠিক উত্তর হোলো না। সেই 'অন্য কিছু' জিনিষটা কি?"

"কেন? অন্য কিছু···হ্যাঁ, নিশ্চয়! আমি অন্য কিছুই চাই। কিন্তু কেমন কোরে বলি সেটা কি? আমি নিজেই কি ছাই জানি—কিন্তু দেখ, আমার আর ঐ নাচ, ভোজসভায় আনন্দ উৎসব কিছুই ভালো লাগেনা। ও সব একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি। এ সব বড় কষ্টকর। পুরুষ জাতটা একেবারে অসহ্য—হ্যাঁ, সত্যি অসহ্য!"

ম্যাক্সিম সশব্দে হেসে ওঠে। রূপসী রেণীর আভিজাত্যের মধ্যে দিয়ে দুর্দম কামনা প্রকট হোয়ে ওঠে। ওর চোখের বারবার পলক

পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কপালের রেখাটা আরো রুক্ষভাবে ফুটে ওঠে। যে ভোগের আনন্দ ওর বহু আকাঙ্ক্ষিত, তবু আজো যা অব্যক্তই রয়ে গেছে, তারই পরিতৃপ্তির আশায় ও ক্রুদ্ধ শিশুর মত ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকে। ম্যাক্সিম তখনো হাসছে। কিন্তু ও এতই অভিভূত হোয়ে পড়েছে যে তাকে থামাতেও পারে না। অর্দ্ধ-শায়িত ভংগীতে গাড়ী চলার ছন্দে দোলায়িত হোতে হোতে ও থম্‌কে থম্‌কে বলতে থাকে ঃ

"হ্যাঁ, সত্যি, তুমিও অসহ্য। ম্যাক্সিম, এ আমি তোমার জন্য বলছি না, তুমি খুবই ছেলেমানুষ। কিন্তু তোমাকে যদি বলতাম আগে আগে এ্যারিষ্টাইড এবং অন্য যারাই আমাকে ভালবেসেছে সকলেই কি ভাবে আমাকে জ্বালিয়েছে! আমরা দুজন ঘনিষ্ট বন্ধুর মত। তোমার সঙ্গে আমি কখনো সম্পর্ক নিয়ে হৈ চৈ করিনি। বাস্তবিক সেই ঐশ্বর্যময়ী, বহু আরাধিত এবং সম্মানিত নারীর জীবনে আমি এক একদিন এমন ক্লান্তি বোধ করেছি যে আমারও লরা অ্য অরিনীর মত পুরুষের জীবনযাপন করতে ইচ্ছে হ'য়েছে।"

ম্যাক্সিম আরো জোরে হেসে ওঠে। রেণীও নিজের কথায় আরো জোর দিয়ে বলে—

"হ্যাঁ, আমারও লরা অ্য অরিণী হোতেই ইচ্ছে হোতো। সে জীবন নিশ্চয়ই এত বিস্বাদ নয়।"

ও কিছুক্ষণ চুপ কোরে থাকে। মনে হয় ও যেন ভাবছে যদি ও লরা হোতো তাহলে কি কোরত। তারপর আবার শুরু করে ঃ

"ওদেরও অনেক কষ্ট আছে নিশ্চয়। প্রকৃতপক্ষে ওদেরও কোনো আনন্দই নেই। জীবনটা যদি তিক্ত হোয়ে যায় তাহলে আর কিইবা রইল। তার জন্য আমি বলছিলাম অন্য কিছু প্রয়োজন। আমি অবশ্য জানিনা সেই অন্য কিছুটা কি। কিন্তু অন্য কিছু বলতে আমি বোঝাতে চাইছি এমন কিছু যা সকলের জীবনে ঘটেনা—যা'

প্রাত্যহিক ঘটনা নয়—যা দুর্লভ—যে আনন্দ অজানা···॥”—ওর কণ্ঠে নৈরাশ্যের সুর বেজে ওঠে। ক্রমে ওর কণ্ঠস্বর কোমল হোয়ে আসে।

ওর শেষের কথাগুলো যেন স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যায়। স্বপ্নের মধ্যে কি যেন ও খুঁজে বেড়ায়। গাড়ীটা তখন রাজপথ দিয়ে ‘বয়ের’ দিকে চলেছে। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হোয়ে আসে। পথের পাশের বস্তুগুলো যেন ছুটে পালিয়ে যায়। কুঞ্জবনগুলো যেন অন্ধকারে প্রাচীরের মত দেখাচ্ছে···হল্‌দে রংকরা লোহার চেয়ার-গুলো, যেখানে ছুটির দিনে লোকেরা বসে বসে গল্প জমায় সেগুলোও শূন্য···বাগানের চেয়ার বেঞ্চিগুলো শীতের রিক্ততা নিয়ে বিষন্ন মূর্তিতে মিলিয়ে যেতে থাকে। প্রত্যাগামী গাড়ীর চাকার একঘেঁয়ে শব্দ করুণ কান্নার মত জনশূন্য পথের ওপর ভেসে বেড়ায়।

ওদের গাড়ী এ্যাভিন্যু দ্য লা রেঁই—হর্টেন্সীর মোড় ঘুরে বুলেভা মেলসার্বসের কাছে রু মঁকোর শেষ প্রান্তে একটা প্রাসাদ উদ্যানের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। আঙ্গিনার লোহার ফটক দুটোতে সোনালী কারুকার্য। থামের উপর কারুকার্যখচিত কলসীর আকারে এক জোড়া বাতিদান থেকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হোচ্ছে। দুটো গেটের মাঝখানে দারোয়ানের ঘরটা অনেকটা ছোট গ্রীক মন্দিরের মত দেখতে। গাড়ীটা আঙিনায় ঢোকার আগে ম্যাক্সিম লঘুভাবে লাফিয়ে নেমে যায়।

রেণী ওকে হাতধরে আটকে বলে: “আমরা সাড়ে সাতটার সময় খেতে বসব। এখনো একঘণ্টা সময় আছে। তোমার জামা-কাপড় বদলাবার যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যেন বসিয়ে রেখ না।”

“মেরিউলরা আসবে। তোমার বাবা চায় তুমি লুইসীর দিকে একটু বেশী নজর দাও··· ।” —ও বাঁকা হাসি হেসে বলে।

ম্যাক্সিম তাচ্ছিল্যের ভংগী করে:

“কি সাংঘাতিক লোক! আমি বিয়ে কোরতে রাজী আছি কিন্তু

প্রেম করা···ন্না, ওটা শুধু বোকামী। রেণী, তুমি যদি আজ আমাকে লুইসীর হাত থেকে বাঁচাও তো বড় ভাল হয়।"

হাস্যরসিক অভিনেতা লাস্থচের মত সে মুখে একটা হাস্যোদ্দীপক ভংগী ফুটিয়ে তোলে। হাসির কথা বলার সময় সে সাধারণত লাস্থচের অনুকরণ করে থাকে।

"কি গো মা বাঁচাবে তো ?"—সে প্রশ্ন করে।

রেণী বন্ধুর মত ওর করমর্দন করে দ্রুতকণ্ঠে নির্লজ্জের মত বলে ঃ "আমি যদি তোমার বাবাকে বিয়ে না করতাম তা'হলে বোধহয় তুমি আমার সঙ্গেই প্রেম কোরতে।"

রেণীর কথায় ম্যাক্সিমের ভারী মজা লাগে। সে সশব্দে হেসে ওঠে।

গাড়ীটা সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড কাঁচের বারান্দার তলায় চওড়া নীচু সিঁড়ি। কাঁচগুলোর প্রান্ত ঝালরের মত ঢেউ খেলানো। তিনতলা বাড়াটার নীচের তলায় সেরেস্তাখানা। সেরেস্তাখানার ঘষা কাচের চতুষ্কোণ জানালাগুলো এত নীচু যে মনে হয় যেন মাটির ওপরই লাগানো। সারি সারি সরু থামের মধ্যে হলের দরজা। থামগুলো দেয়ালের গায়েই বসানো। দেখে মনে হয় যেন স্মুখে একটা গোলাকার ঘর রয়েছে। থামগুলো বেঁকে ছাদের কাছে একটা বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে। ওদিকে প্রত্যেক তলাতে স্মুখের দিকে সমান্তরাল ভাবে পাঁচটি কোরে জানালা। জানালাগুলোতে সাদাসিধে পাথরের পাড় বসানো। ছাদটা চতুষ্কোণ এবং ছাদের নীচেই কতকগুলো জানালা।

রেণী সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে 'স্কার্ট'টা টেনে ঠিক করে নেয়। ওদের ফেরার শব্দ থামতেই আঙ্গিনাটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। চারিদিকের এই আভিজাত্যের স্তব্ধতা শুধু জলপড়ার শব্দে ভেঙে যেতে থাকে। সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদটা অন্ধকারে একটা কালো স্তূপের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু নীচের জানালাগুলো থেকে আলো

পড়ে পাথর দিয়ে সাজানো প্রাঙ্গণের পথটা ঝিক্‌মিক্ কোরতে থাকে। এখনি অবশ্য বাড়ীটা শরতের প্রথম সান্ধ্যভোজ সভা উপলক্ষে আলোকিত হোয়ে উঠবে।

রেণী 'হল' ঘরের দরজাটা ঠেলে ঢোকা মাত্র ওর সঙ্গে ওর স্বামীর খাস খানসামার দেখা হয়ে যায়। সে হাতে একটা রূপোর কেটলী নিয়ে চাকরদের ঘরের দিকে চলেছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ লোকটিকে কালো পোষাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে। তার ফ্যাকাসে মুখে ইংরেজ কূটনীতিবিদের মত এক জোড়া গোঁফ। তার গম্ভীর ভারিক্কী চাল চলন দেখলে তাকে যেন ম্যাজিষ্ট্রেট বলে মনে হয়।

"ব্যাপটিষ্টী, তোমার বাবু ফিরেছেন ?"—রেণী প্রশ্ন করে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি কাপড়-জামা পরছেন।"

সে এমনভাবে রেণীকে নমস্কার করে যে মনে হয় যেন কোনো রাজপুত্র জনতার সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করছে।

রেণী হাতের দস্তানাটা খুলতে খুলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

হ'লটা সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরটায় ঢুকলেই যেন হঠাৎ দমবন্ধ হোয়ে আসে। সিঁড়ি এবং মেঝের পুরু গালচে, দরজা, দেয়াল প্রভৃতির লাল মখমলের পর্দা ঘরটাকে গীর্জার মত স্তব্ধতা এবং উষ্ণ সুবাসে ভরপুর কোরে রেখেছে। দেয়ালের পর্দাগুলো ওপর থেকে ঝোলানো। সুউচ্চ ছাদটায় সোনালী জাফরীর ওপর আরবীয় কারু-কার্য। সিঁড়ির দুধারে মর্মর পাথরের আল্‌সে। হাতলগুলো লাল মখমল মোড়া। সিঁড়িটা দুটো শাখায় বিভক্ত হোয়ে বেঁকে চলে গেছে। শাখা দু'টোর মাঝখানে বৈঠকখানার দরজা। সিঁড়িটার প্রথম তলা পর্যন্ত দেয়াল জুড়ে একটা প্রকাণ্ড আয়না। নীচের সিঁড়ির ঠিক পাদদেশে মর্মর পাথরের ধারির ওপর দু'টি কারুকার্য-খচিত ব্রোঞ্জের অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্তি প্রকাণ্ড বাতিদান ধারণ করে রয়েছে। প্রত্যেকটি বাতির মধ্যে পাঁচটি কোরে বর্তি-মুখ (বার্নার)। কিন্তু ঘষা কাচের গোলকের জন্য আলোর তীব্র ঔজ্জ্বল্য

অনেকটা কমে কোমল হোয়ে যায়। দুপাশে সুন্দর 'ম্যাজলিকা' ভাসে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য গাছের সারি।

রেণী উপরে উঠতে থাকে। প্রত্যেক ধাপে থেমে থেমে ও আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে থাকে। ও যেন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর মত নিজেকে প্রশ্ন কোরছে, প্রকৃতই ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে কিনা।

ও'র নিজের ঘরটি দোতলায় পার্ক মঁকোর ওপরেই। ঘরে গিয়ে ও ওর পরিচারিকা সিলেস্টীকে ডেকে সান্ধ্যভোজ সভার উপযোগী পোষাক পরতে আরম্ভ করে। প্রায় পৌনে একঘণ্টা ধরে রেণী ধীরে ধীরে সাজগোছ করে। সাজা শেষ হোলে ও জানালাটা খুলে দেয়। ঘরটার বদ্ধ হাওয়া গরম হোয়ে উঠেছে। জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ও চিন্তামগ্ন হোয়ে যায়। সিলেষ্টি নিঃশব্দে ওর পিছনে ঘরের জিনিষপত্র গোছাতে থাকে।

নীচের পার্কটা অন্ধকারে নিমগ্ন। দীর্ঘ তরুশ্রেণীর ঘন কালো ছায়া দমকা বাতাসে দুলে উঠছে। পাতা ঝরার মর্মর, উপল-সংকুল বেলা ভূমিতে তরঙ্গভঙ্গের শব্দ মনে করিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকারের জোয়ার ভাটাকে ছিন্ন কোরে মাঝে মাঝে গাড়ীর হলুদে আলোক-চক্ষু জ্বলে উঠে এ্যভান্যু দ্য রেই হর্টেন্সা ও বুলেভার্দ মেলসার্বসের সংযোজক পথের নিকুঞ্জগুলির আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে। শরতের বিষাদক্লিষ্ট পরিবেশের মধ্যে রেণীর বিষন্নতা আবার ফিরে আসে। ও নিজেকে আবার ওর পিতৃগৃহে শিশুরূপে কল্পনা কোরতে থাকে। আইল—সেণ্টলুইএ ও'র বাবার নিস্তব্ধ প্রাসাদ···সেখানে গত দুই শতাব্দী ধরে বিরদ দু স্যাটেল পরিবারের বিষন্ন গাম্ভীর্য লালিত হচ্ছে। ও'র মনে পড়ে যায় কিভাবে হঠাৎ ও'র বিয়ে হোয়ে গেল। এই বিপত্নীক ভদ্রলোক কেমনভাবে ও'কে লাভ করার জন্য আত্ম-বিক্রয় কোরল। রুগোঁ নামটা স্যাকার্ডে পরিবর্তিত কোরল। স্যাকার্ড নামটা যখন প্রথম ও শুনেছিল তখন কেবলমাত্র দু'টো অক্ষরই ও'র কানে গিয়েছিল। ও'র মনে হোয়েছিল ঐ দু'টি অক্ষর যেন

দুটি খোস্তার মত শুধু মাটী খুঁড়ে সোনা সংগ্রহ কোরছে। তারপর ওর স্বামী ও'কে অধিকার কোরে এই বিক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে—এখানে প্রতিদিনে যেন ও'র মস্তিষ্ক একটু একটু কোরে বিকৃত হোয়ে যাচ্ছে। শিশুসুলভ আনন্দে রেণী সেই বিগতদিনে ওর ছোট বোন ক্রিষ্টাইনের সঙ্গে খেলাধূলার কথা ভাবতে থাকে। হয়তো একদিন সকালবেলা ও ও'র দশ বছরের ভোগবিলাসের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখবে ওর স্বামীর এই জুয়াখেলায় ও উন্মত্ত, লাঞ্ছিত। সেই জুয়ায় ও'র স্বামীও হয়তো নিঃস্ব। চিন্তাগুলো ভবিষ্যতের ছবির মত দ্রুত ও'র চোখের সুমুখ দিয়ে ভেসে যায়। সিলেষ্টী নীচে চলে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে রেণীকে চুপি চুপি বলে: "কর্তা, আপনাকে নীচে ডাকছেন। বৈঠকখানায় কয়েকজন ভদ্রলোক এসে গেছেন।"

রেণী চম্‌কে ওঠে। ও'র কাঁধে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে এটুকুও ও এতক্ষণ অনুভব কোরতে পারছিল না। আয়নার সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে ও একটু থেমে যন্ত্রচালিতের মত একবার নিজকে দেখে নেয়। তারপর মুখে জোর কোরে হাসি ফুটিয়ে ও নীচে নেমে যায়।

অতিথিরা প্রায় সকলেই এসে গেছে। ওর বোন ক্রিষ্টাইন এসেছে। ক্রিষ্টাইনের বয়স কুড়ি বছর। সে সাদা মসলিনের পোষাক পরে সহজভাবে সাজগোজ করেছে। 'নোটারী' অবার্টের বিধবা, রেণীর পিসী এলিজাবেথ কালো সাটীনের পোষাক পরে এসেছেন। ভদ্রমহিলার বয়স ষাট বছর। অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির ছোট্ট মানুষটি। ও'র ননদ সিডনী রুগোঁও এসেছেন। সিডনীকে দেখলে বেশ ভদ্র মনে হয়। কিন্তু তার বয়স কত তা' কিছুতেই বোঝা যায় না। তা'র মুখখানা মোমের মত নরম্। ওর ফ্যাকাসে রংয়ের পোষাকটার রং বোধ হয় আরো উঠে যাচ্ছে। তারপর মেরিউলরা এলো। কিছুদিন আগে মসিঁয়ে মেরিউলের স্ত্রীবিয়োগের অশৌচ কেটেছে। দীর্ঘদেহ মেরিউল সুপুরুষ। তা'র চাল চলনও বেশ

গম্ভীর। খানসামা ব্যাপটিষ্টীর সঙ্গে ও'র আশ্চর্য সাদৃশ্য। মেরিউলের মেয়ে লুইসীও এসেছে। লুইসীর বয়স বছর সতের হবে। ও'র দুর্বল নূজদেহে লাল ছোপ দেওয়া সাদা সিল্কের পোষাক। এদের পরে একটু ভারিক্কী গোছের একদল লোক ঘরে ঢোকে। ওদের অনেকেই সরকারের কাছে পুরস্কার প্রাপ্ত পদস্থ লোক। তারপর যে দলটি এল তাদের মুখে পাপের চিহ্ন যেন পরিস্ফুট হোয়ে রয়েছে। এদের সঙ্গে পাঁচ ছ'টি সুন্দরী মহিলা। তাদের মাঝখানে হল্‌দে পোষাক পরা মার্শনেস দ্য এসপানে এবং ভায়োলেট রংয়ের পোষাকে সজ্জিতা মাদাম হাফনার। মসিঁয়ে দ্য মুসী, অর্থাৎ সেই অশ্বারোহী ভদ্রলোক যার নমস্কার রেণী আমল দেয়নি, তিনিও এসেছেন। মুসীর মুখে, প্রত্যাখানের সম্ভাবনায় শংকিত প্রণয়ীর মত একটা অস্বস্তির ছায়া। অতিথিদের এই দলগুলির মধ্যে আরো দু'টি লোক পিঠের দিকে হাত রেখে গম্ভীরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা হোলো মিগ্‌নন এবং সারিয়ার। এরা কন্‌ট্রাক্‌টর। স্যাকার্ডের সঙ্গে আগামী কাল ও'দের কতকগুলো কাজকর্ম আছে। ভোজসভার উপযোগী পোষাক পরে ওরা যেন কষ্ট পাচ্ছে।

এ্যারিষ্টাইড স্যাকার্ড দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করছে। একটু ভারিক্কী গোছের যে দলটি একটু আগে ঢুকেছিল তাদের সঙ্গে সে কথা বলছে। তার কথাবার্তায় দক্ষিন দেশবাসী-সুলভ সজীবতা। মাঝে মাঝে সে নাকে কেমন একটা শব্দ করছে। অভ্যাগতদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে সে দু একটি সৌজন্য সূচক কথা বলছে।

স্যাকার্ড বেঁটেখাটো মানুষ—চেহারাটা কেমন যেন করুণ দেখতে। তার চাল চলন দেখলে তাকে আশ্রিত বলেই মনে হয়। তার ছোট্ট চেহারার মধ্যে একমাত্র 'লিজিয়ণ অফ অনারের' চিহ্নে লাল রংয়ের মস্ত বড় ধারকটিই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

রেণী ঘরে ঢোকা মাত্র একটা স্তুতির গুঞ্জন শুরু হোয়ে যায়।

রেণীকে সত্যি অপূর্ব দেখাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নেমে আসায় সে হাঁফিয়ে উঠেছে। ওর চোখ দু'টি এতক্ষণ পার্ক মঁকোর অন্ধকারে অভ্যস্ত হোয়ে গিয়েছিল। এই আলোর বন্যায় ওর চোখে বারবার পলক পড়তে থাকে। ক্ষীণ দৃষ্টি লোকের মত ও ইতস্তত করে। কিন্তু ও'র এই সন্ত্রস্ততা ওকে যেন আরো সুন্দর কোরে তোলে।

মার্শনেস ওকে দেখে ওর কাছে এসে হাতখানি ধরে ও'র আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। তারপর সে বাঁশীর মত কণ্ঠে বলে, "তুমি অত্যন্ত সুন্দর!" ঘরের সকলেই মাদাম স্যাকার্ড অর্থাৎ রেণীকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। রেণী সমাজে মাদাম স্যাকার্ড নামেই পরিচিতা। সেও পুরুষদের প্রায় সকলের সঙ্গে-ই করমর্দন করে। তারপর ক্রিষ্টাইনকে জড়িয়ে ধরে বাবার খবর জিজ্ঞেস করে। ওর বাবা কখনো এবাড়ীতে আসেননি। ও মেয়েদের ভীড়ের সুমুখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর হীরের কণ্ঠহার এবং মুকুটটা পরীক্ষা কোরতে থাকে।

মাদাম হাফনার লোভ সংবরণ কোরতে পারেনা। কাছে এসে বহুক্ষণ ধরে জহরতগুলো দেখে ঈর্ষান্বিত কণ্ঠে বলে ঃ "কণ্ঠহার আর মুকুট, না?"

রেণী ঘাড়নেড়ে সমর্থন করে। মেয়েরা সকলেই প্রশংসায় মুখর হোয়ে ওঠে। পাথরগুলো চমৎকার। ওরা যেন কতকটা ঈর্ষাপ্রসূত প্রশংসায় লরা ড্য অরিনীর নীলামের আলোচনা শুরু করে। স্যাকার্ড ওখান থেকেই এগুলো কিনেছে। ওরা অভিযোগ করে, যত ভালো ভালো পাথর সবই আজকাল এ'ধরণের দুশ্চরিত্রা মেয়েগুলো দখল করেছে। এমন হোয়ে দাঁড়াচ্ছে যে নিষ্ঠাবতী মেয়েরা ভবিষ্যতে হয়তো হীরে জহরত আর পাবেই না।

এই সময় ম্যাক্সিম ঘরে ঢোকে। সাজগোছ করে ও'কে সুন্দর দেখাচ্ছে। কতকটা যেন বন্ধুর মত ভংগীতে বাবার কাঁধের ওপর ঝুঁকে সে ঐ কণ্ট্রাক্টর দুজনকে দেখিয়ে কি যেন বলে। স্যাকার্ডও প্রশংসিত অভিনেতার মত নিঃশব্দে হাসে।

আরো কয়েক জন অতিথি এল। বৈঠকখানায় তখন ত্রিশজন অভ্যাগত উপস্থিত। আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয়। তাদের কথার ফাঁকে দেয়ালের ওপাশ থেকে বাসনের ঝনঝনানি শোনা যায়।

ব্যাপটিষ্টী পাট করা দরজাটা খুলে জানিয়ে গেল খাবার দেওয়া হয়েছে। সকলে ও ঘরে চল্‌ল। স্যাকার্ড মার্শনেসের হাত ধরে এগিয়ে যায়। রেণী বৃদ্ধ ব্যারণ গরদকে হাত ধরে নিয়ে যায়। ব্যারণ গরদ সিনেটের সভ্য। সকলেই তাঁকে নমস্কার জানায়। ম্যাক্সিম লুইসীকে হাত ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অন্যসব অতিথিরাও দুজন দুজন কোরে এগোতে থাকে। সবশেষে কণ্ট্রাক্টর দুজন চলেছে।

চতুষ্কোণ খাবার ঘরটা মস্ত বড়। দেয়ালে সোনালী রংএর কাজ করা পিয়ার গাছ আঁকা উঁচু 'ডেডো'। সম্ভবতঃ ভালো ভালো ছবি টাঙ্গাবার জন্য ঘরে চারটে বড় বড় কুলুঙ্গী তৈরী করা হোয়েছিল। কিন্তু কি ধরণের ছবি ভালো মানাবে বুঝে উঠতে না পারায় সেগুলো এখনো খালিই রয়েছে। কুলুঙ্গীগুলোতে ঘন সবুজ মখমলের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র, দরজা জানালার সবুজ মখমলের পর্দা, ঘরটার আবহাওয়া একটা বিষন্ন গাম্ভীর্যে ভরিয়ে তুলেছে। কাজেই ঘবে ঢুকলে সকলের নজর স্বাভাবিকভাবে টেবিলের ওপর রাখা ঝক্‌মকে জিনিষপত্রগুলোর ওপর এবং উজ্জ্বল আলোর ওপরই পড়বে। পুরুষেরা মেয়েদের হাত ধরে হাসি মুখে ঘরে ঢুকল। কিন্তু ঘরে ঢোকামাত্র সকলের মুখে একটা শান্ত গাম্ভীর্য পরিস্ফুট হোয়ে উঠল। ফুলদানিতে রাখা ফুলগুলো ঘরের উষ্ণ পরিবেশটাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ঘরের হাওয়ায় খাবার এবং গোলাপফুলের একটা মিশ্র সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে। চিংড়ী-মাছের তীক্ষ্ণ গন্ধ আর লেবুর টকগন্ধ সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে।

প্রত্যেককে এক একটা নাম লেখা খাদ্য তালিকা দেওয়া হোলো। চেয়ারের শব্দে আর সিল্কের খস্‌খসানিতে ঘরের নৈঃশব্দ ভেঙে যেতে থাকে। টেবিলের উজ্জ্বল আলোয় কালো পোষাকের পাশে মেয়েদের

হীরকখচিত অনাবৃত স্কন্ধদেশ দুধের মত সাদা দেখায়। পরস্পরের সঙ্গে হাস্যবিনিময় করে অতিথিরা খাওয়া আরম্ভ করে। চামচের টুং টাং শব্দে ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে পড়ে। ব্যাপটিষ্টী কুটনীতিবিদের মত গাম্ভীর্য সহকারে প্রধান খানসামার কাজ করে যায়। সে শুধু এই সব নিমন্ত্রণ সভার কাজের জন্য ছ'জন সহকারীর ব্যবস্থা কোরেছে। সে ঘরের শেষ প্রান্তে একটি টেবিলে খাবারগুলো ডিসে তুলে দিচ্ছে—আর তিনজন লোক সেগুলো অতিথিদের কাছে এনে মৃদুস্বরে খাদ্যের নামটা বলছে। বাকী তিনজন রুটি আর মদ পরিবেশন কোরছে।

অতিথিদের সংখ্যা এত বেশী যে সকলে মিলে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। তবু দ্বিতীয় দফা খাদ্য এবং মদ পরিবেশনের সময় কথা বার্তার আওয়াজ বেড়ে ওঠে। হাসির কলধ্বনিতে পাতলা কাচের গ্লাসগুলো টুং টাং করে ওঠে। রেণী ব্যারণ গরদ এবং মসিঁয়ে তুর্তে—লারোচীর মাঝখানে বসেছে। মঁসিয়ে তুর্তে-লারোচী আগে বাতি তৈরীর ব্যবসা কোরতেন। উনি বিখ্যাত লোক—পৌরসভার সদস্য, ক্রেডিট ভিঠিকোলের পরিচালক এবং মরোক্কো বন্দরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। স্যাকার্ড তাঁর উল্টো দিকে, ম্যাদাম দ্য এসপানে এবং হাফনারের মাঝে বসে, তোয়াজ করার ভংগীতে তাঁকে কখনো "প্রিয় সহকর্মী" কখনো বা "শাসনকর্তা" নামে সম্ভাষণ কোরছে। ওদের পরে রাজনীতিবিদের দলটি খেতে বসেছে। প্রথমে বসেছেন প্রিফেক্ট মসিঁয়ে হুপে দ্য লা মু। তারপর তাঁর তিনজন সহকারী। সহকারীদের মধ্যে মসিঁয়ে হাফনারের চওড়া মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এই ধরণের মুখ আলসাস প্রদেশের অধিবাসীর বিশেষত্ব। ওদের পরে একজন মন্ত্রীর সেক্রেটারী তরুণ যুবক মসিঁয়ে দ্য সাফ্রে। সাফ্রে সুপুরুষ। মসিঁয়ে মেরিউল প্রিফেক্টের মুখোমুখী বসে সলজ্জ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সে বহুদিন থেকেই সহকারী সমিতির কর্মপ্রার্থী। মসিঁয়ে দ্য এসপানে কখনো তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কোন সামাজিক উৎসবে আসেন না। পদস্থ

অতিথিদের মাঝখানে মেয়েরা বসেছে। স্যাকার্ড ইচ্ছে করেই তা'র বোন' সিডনীকে কন্ট্রাক্টর দুজনের মাঝে বসিয়েছে। সিডনীকে দেখে মনে হচ্ছে ও'কে যেন কন্ট্রাক্টর দুজনকে বশ করার জন্যই ওখানে বসানো হোয়েছে। মাদাম মিসেলিঁ মসিঁয়ে দ্য সাক্রের পাশে বসে মৃদুস্বরে সাগ্রহে সাক্রেব সঙ্গে কথা বলছে। টেবিলের আর একদিকে রাষ্ট্রীয় পরিষদের কয়েকজন হিসাব পরীক্ষক প্রভৃতি বসেছে। মসিঁয়ে দ্য মুসী রেণীর দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। ম্যাক্সিম লুইসীর পাশে বসেছে। ওকে দেখে মনে হোচ্ছে ও যেন ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে। ও'দের দিক থেকেই প্রথমে হাসির শব্দ উচ্চতর হয়ে উঠতে থাকে। হাসি ঠাট্টার টুকরো টুকরো কথাও শোনা যেতে থাকে।

মসিঁয়ে হুপে সাহস করে প্রশ্ন করেনঃ "মন্ত্রী ম'শাই আজ আসবেন নাকি ?"

"না, ভাইয়ের আজ বিশেষ কাজ আছে। তিনি সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" স্যাকার্ড বিরক্তি চাপা দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে।

সেক্রেটারী সাক্রে মাদাম মিসেলিঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তা'র সম্বন্ধেই কথা হোচ্ছে বুঝতে পেরে সে মুখ তুলে বলেঃ "হ্যাঁ, আজ ন'টার সময় রাজকীয় সীল রক্ষকের বাড়ীতে মন্ত্রীসভার একটা সম্মেলন হবে।"

এদিকে মসিঁয়ে তুর্তেঁ—লারোচী, মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও গম্ভীরভাবে বলতে থাকেন, "এর ফলটা খুব ভালই হবে। এই নগর-ঋণের ব্যাপারটা এ যুগের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক কাজগুলির অন্যতম হোয়ে থাকবে। আহা! আপনারা..."

মসিঁয়ে তুর্তেঁ-লারোচী এমন ভংগীতে কথাগুলো বলতে থাকেন যে শুনে মনে হয় তিনি যেন পৌরসভায় মনোযোগী শ্রোতাদের সম্মুখে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু টেবিলের ওদিক থেকে হাসির উচ্চ শব্দে তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। ম্যাক্সিম বোধ হয় কোনো

উপকথা বলছিল। হাসির মধ্যে ও'র কথা শুনতে পাওয়া যায়ঃ "দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমার এখনো শেষ হয়নি। সেই হতভাগ্য অশ্বারোহীটিকে পথের একজন মজুর তুলে নিয়ে গেল। লোকে বলত যে সে নাকি ও'কে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া শেখাচ্ছিল। "একমাত্র তা'র স্বামী ছাড়া আর কোনো লোক যে তা'র হাঁটুর ওপরে কোনো এক জায়গায় যে তিলটি আছে সেটি দেখেছে বলে বড়াই কোরবে, এটা সে চাইতো না।"

সকলে হাসতে থাকে। লুইসী পুরুষদের চেয়েও উচ্চতর স্বরে হেসে ওঠে। ও'দের এই উল্লাসের মধ্যে একজন চাকর হাঁসের মাংস পরিবেশন করতে এগিয়ে আসে। চাকরটার মুখের গাম্ভীর্য দেখলে মনে হয়, এসব যেন তা'র কানেই যাচ্ছে না।

মসিঁয়ে তুতেঁ—লারোচীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হ'চ্ছেনা দেখে স্যাকার্ড বিরক্ত হোয়ে ওঠে। মসিঁয়ে লারোচীর কথা সে যে শুনছে এটা বোঝাবার জন্য সে আরম্ভ করে ঃ

"এই নগর—ঋণের···"

মসিঁয়ে তুতেঁ—লারোচী খেই হারাবার পাত্র নন। হাসি থামতেই তিনি শুরু করেন ঃ "গত কাল আমাদের একটা বিশেষ আনন্দের দিন। আমাদের শাসন ব্যবস্থাকে অনেকবার ঘৃণ্য আক্রমণ করা হোয়েছে। আমাদের পৌরপরিষদ নাকি এই নগরটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখুন, কাল ঋণের তহবিল খোলা মাত্র প্রত্যেকেই টাকা জমা দিতে আরম্ভ করেছে। এমন কি যারা আমাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা কোরত তা'রাও বাদ যায় নি।"

"সত্যি, আপনারা আশ্চর্য কাজ করেছেন। প্যারিস পৃথিবীর রাজধানী হোয়ে উঠল"—স্যাকার্ড বলে।

"বাস্তবিক, এটা তাজ্জব ব্যাপার। মনে করুন, আমার মত ঘুণ প্যারিসবাসী কিনা প্যারিসে রাস্তা খুঁজে পায় না! কালকে হোটেল গু ভিলে থেকে লাক্সেমবুর্গ যেতে গিয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলে-

ছিলাম। তাজ্জব ব্যাপার নয় ?"—মসিঁয়ে ছপে বাধা দিয়ে বলেন।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই চুপ করে যায়। অতিথিদের মধ্যে যারা একটু ভারিক্কী গোছের তারা সকলেই শুনছে।

"প্যারিসকে এই রূপান্তরিকরণ দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের গৌরব।" —মসিঁয়ে তুর্তেঁ-লারোচী বলেন। "আমাদের সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। ও'দের সম্রাটের পায়ের ধূলো নেওয়া উচিত। আমি আজই সকালে পরিষদে নগর—ঋণের সফলতার আলোচনার সময় বলেছি : 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের বিরোধীপক্ষ যাই বলুক না কেন, প্যারিস নতুন কোরে গড়া মানে তাকে আরো উর্বর কোরে তোলা।"

স্যাকার্ড মৃদু হেসে চোখ বোঁজে। মনে হয় সে যেন প্রবচনটি উপভোগ কোরছে। সে মাদাম দ্য এসপানের পিছনে ঝুঁকে যাতে সকলে শুনতে পায়, এমনভাবে মসিঁয়ে ছপেকে বলে : "উনি অত্যন্ত রসিক মানুষ!"

প্যারিসের রাস্তাঘাটের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ায় মসিঁয়ে সারিয়ার সম্ভবত অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ঝুঁকে পড়ে শুনতে থাকে। ও'র সংগী মিগ্‌নন্ ওদিকে মাদাম সিডোনীকে নিয়ে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে। খাওয়ার সময় থেকেই স্যাকার্ড আড়চোখে কণ্ট্রাক্টর দুজনের ওপর নজর রাখছিল।

"কর্তৃপক্ষ খুব সাহায্য লাভ কোরছে। সকলেই এই বিরাট কাজে কিছু না কিছু সহায়তা কোরতে চায়। বিশেষতঃ বড় বড় কোম্পানীগুলির সাহায্য না পেলে কাজ এত তাড়াতাড়ি এগুতো না।" এদিকে ঘুরে নির্লজ্জ খোসামোদের ভংগীতে সে বলে যায় :

"মসিঁয়ে মিগ্‌নন্ এবং সারিয়ার এবিষয়ে অনেক কিছুই জানেন। একাজে তাঁরাও যথেষ্ট পরিশ্রম কোরেছেন। কাজেই এই গৌরবে তাঁদেরও অংশ আছে।"

কণ্ট্রাক্টর দুজন তা'র স্তুতিটা বেশ সহজভাবে হজম কোরে নেয়।

মাদাম সিডোনী চিন্তাকুলভাবে মিগ্‌নন্‌কে বলছিল : "না, এ আপনি আমার মন রেখে বলছেন ; আমার আর গোলাপী রংয়ের কাপড় পরার বয়স নেই…।" মিগ্‌নন্‌ ও'র কথার মাঝখানেই স্যাকার্ডকে বলে :

"আপনার কথা আপনার উদারতার পরিচয় দিচ্ছে। আমরা তো শুধু ব্যবসাই করেছি।" সারিয়ার মিগ্‌ননের চেয়ে মার্জিত রুচি সম্পন্ন। সে হাতের পোমার্ডের গেলাসটা নামিয়ে রেখে এই সুযোগে নিজের বক্তব্য বলে নেয় : "প্যারিসের এই কাজটার জন্য মজুররা বাঁচতে পারছে।"

"সেই সঙ্গে আরো বলুন যে এটা বড় বড় ব্যাবসা-বাণিজ্যগুলোকেও নোতুন শক্তি দান করেছে"—মসিঁয়ে তুর্তে-লারোচী বলেন।

মসিঁয়ে হুপের ধারণা তিনি একজন কলা রসিক। তিনি তাড়াতাড়ি যোগ দেন : "আর এর শৈল্পিক দিক্‌টার কথা ভুলে যাবেন না। রাস্তাগুলো চমৎকার হোয়েছে।"

মসিঁয়ে মেরিউল অন্তত কিছু বলার উদ্দেশে বলে ওঠেন : "কাজটা সুন্দর হোয়েছে।"

হাফনার সাধারণতঃ গভীর বিষয়ে কথা, বলতে ভালোবাসেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলেন ; "এর খরচটা আমাদের ভবিষ্য বংশীয়রাই বহন কোরবে—সেটাই ন্যায়সংগত।"

সাক্রে কিছুক্ষণ থেকে মাদাম মিসেলিঁকে আর যেন জমাতে পারছিল না। সে যে ওঁদের আলোচনা মন দিয়ে শুনছে এটা বোঝাবার জন্য বলে ওঠে : "বাস্তবিক, ওটাই ন্যায়সংগত।"

খাওয়া শেষ হোলো। রেণী সন্ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়ালো। বৈঠকখানায় কফি পরিবেশন করার ব্যবস্থা হোয়েছে। ও'রা বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। কফি শেষ কোরে পুরুষেরা ধুমপানের কক্ষে চলে গেল। মসিঁয়ে মুসী ম্যাক্সিমের চেয়ে বছর ছ'য়েকের বড় হলেও কলেজ থেকেই ও'কে চিনত। সে ঘনিষ্ঠভাবে ও'র হাত

ধরে দেউড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেণীর বিরুদ্ধে ওর কাছে অভিযোগ করে।

"ও'র কি হোয়েছে বর্ল তো? কাল যখন ও'র সঙ্গে দেখা হোয়েছিল ও তো বেশ ভালই ছিল। কিন্তু আজ ও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'রছে যেন আমাদের ঝগড়া হোয়ে গিয়েছে। আমি কি দোষ করেছি?

ম্যাক্সিম, তুমি ভাই ওকে দয়া কোরে বোল যে ও'র ব্যবহারে আমি সত্যি মর্মাহত।"

"কি হোয়েছে জানলেও আমি বোলতাম না!"—ম্যাক্সিম হাসতে হাসতে বলে। "রেণীর মেজাজ ভালো নেই। আমি ও'র রাগের ধাক্কা সাম্‌লাতে পারব না। তোমাদের গোলমাল তোমরা নিজেরাই মিটিয়ে নিও।"

"বেশ কাজটি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ!"—ম্যাক্সিম হাভানা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে।

কিন্তু মুসী ও'কে ছাড়তে চায় না। সে ওদের বন্ধুত্বের কথা তুলে বলে: সুযোগ পেলেই সে দেখাবে ম্যাক্সিমকে সে কত ভালোবাসে। রেণীকে সে অত্যন্ত ভালবাসে, তাই সে দারুণ কষ্ট পাচ্ছে।

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি ব'লব। কিন্তু ফল যে কি হবে সে বিষয়ে আমি কোনো কথা দিতে পারছি না। আমার ধারণা রেণী আমাকে আমার নিজের চরকায় তেল দিতে বলে দেবে।" —ম্যাক্সিম বলে।

চুরুটের গোড়াটা ফেলে দিয়ে ও বৈঠকখানায় ফিরে আসে। অতিথিদের অনেকেই সেখানে ফিরে এসেছে। পুরুষেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে কথাবার্তা কইছে। মেয়েরা কৌচগুলোতে বসে রয়েছে। কয়েকজন চাকর রুপোর ট্রেতে করে বরফ আর 'পাঞ্চের' গেলাস নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন কোরছে।

ম্যাক্সিম রেণীর সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে বৈঠকখানার মধ্যে দিয়ে

সোজা চলে যায়। সে জানে মেয়েদের কোথায় পাওয়া যাবে। ধূমপানের ঘরের অপর প্রান্তে আর একটি গোলাকার ঘর আছে; ঘরটি মেয়েদের নিভৃত আলাপের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ঘরটি চমৎকারভাবে সাজানো। মাখনের রংয়ের সাটীনের পর্দাগুলো ঘরটার আবহাওয়া একটা উষ্ণ বিলাসিতায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ঘরটি সাজানোর মধ্যে বেশ সুরুচি এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে।

রেণী এই ঘরটিকে বিশেষভাবে পছন্দ করে। ঘবটির ফরাসী কায়দার জানালাগুলো দিয়ে এই প্রাসাদের প্রকাণ্ড সব্জী-ঘরটা দেখা যায়। ও'র দিনের বেলাকার অবসর সময়ের বেশীরভাগই ও এখানে কাটায়। পর্দাগুলোর হালকা হল্‌দে রংয়ের পটভূমিকায় ওর চুলগুলো অদ্ভুত সোনালী দেখায়। ঘরের সেই প্রভাতী আলোর মত রংয়ের মধ্যে ও'র মাথাটা গোলাপী আর সাদার বিমিশ্রিত রংয়ে উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে। ওকে দেখে মনে হয় ও যেন ঊষার উদয়ে নিদ্রোত্থিত ডায়না। আর এই জন্যেই ও এই ঘরটিকে এত পছন্দ করে। ঘরটি ও'র সৌন্দর্যকে অলৌকিক করে তোলে।

রেণী অন্যমনে মার্শনেসের কথা শুনছিল। ম্যাক্সিমকে দরজায় দেখে ও উঠে দাঁড়ালো। ও যে এ বাড়ীর কর্ত্রী সেটা যেন ও দেখাতে চায়। রেণী বৈঠকখানায় ঢুকল। ম্যাক্সিমও তার পিছনে যায়। বৈঠকখানায় একটু ঘোরাফেরা কোরে, অতিথিদের দু'একজনের সঙ্গে করমর্দন কোরে সে ম্যাক্সিমকে একপাশে টেনে নিয়ে যায়।

ও শ্লেষের সুরে চুপি চুপি বলে: "কি, কাজটা বেশ সহজ মনে হোলো তো? প্রেম করাটাকে তুমি যতটা বোকামি ভেবেছিলে ত'তটা মনে হোলো না তো?"

"তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।" লুসীর পক্ষসমর্থনে উদ্যত ম্যাক্সিম উত্তর দেয়।

"আমার মনে হয়, তোমাকে লুইসীর হাত থেকে না বাঁচিয়েই আমি ভালো করেছি। তোমাদের দুজনের সময় মোটেই নষ্ঠ হয়নি।"

একটু যেন বিরক্তির সঙ্গে ও আবার বলে : "খেতে বসে তোমরা একেবারে অসভ্যতা শুরু ক'রেছিলে।"

ম্যাক্সিম সশব্দে হেসে ওঠে।

"আমরা পরস্পরকে গল্প বলছিলাম। আমি ও'কে জানতাম না। ও ভারী মজার। অনেকটা ছোট ছেলের মত।"

অভিমানিনী নারীর মত রেণীর মুখে একটা উষ্মার ছাপ পরিস্ফুট হোয়ে ওঠে। ম্যাক্সিম এর আগে ও'র মধ্যে এতটা বিতৃষ্ণার ভাব কখনো দেখেনি। সে ঘনিষ্ঠভাবে হাসতে হাসতে বলে : "তোমার কি মনে হয়, আমি টেবিলের তলা দিয়ে ও'র পায়ে খোঁচা দিচ্ছিলাম? চুলোয় যাক্, ভাবী বধূর সঙ্গে কেমন ব্যবহার কোরতে হয় তা' সকলেই জানে। আমার তা'র চেয়ে আরো জরুরী কথা তোমাকে বলার আছে। শোনো—কি শুনছ তো?

সে কণ্ঠস্বর আরো নীচু করে নেয়।

"কথাটা এই যে মসিঁয়ে মুসী অত্যন্ত দুঃখিত। উনি এইমাত্র আমাকে বলছিলেন। অবশ্য তোমাদের মধ্যে যদি ঝগড়াঝাটি হোয়ে থাকে তো তোমাদের ভাব করিয়ে দেওয়াটা আমার কাজ নয়। মুসী কলেজে আমার সঙ্গে পড়েছে—তাই বেচারীর কষ্ট দেখে আমি ও'কে কথা দিয়েছি যে তোমাকে ও'র কথা বোলব।"

সে চুপ করে যায়। রেণী অদ্ভুত দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে থাকে।

"তুমি উত্তর দিচ্ছ না যে? যাক্, আমি আমার কথা রেখেছি। তোমরা এবার' যা খুশী কোরতে পারো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তোমাকে আমার অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হ'চ্ছে। আমিও বেচারীর জন্য দুঃখিত। তোমার জায়গায় আমি হোলে আমি অন্তত ও'কে দু'একটা কোমল কথা বলে পাঠাতাম।"

রেণী তার উজ্জ্বল দৃষ্টি ম্যাক্সিমের মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে উত্তর দেয় :

"তোমার মসিঁয়ে মুসীকে গিয়ে বল যে ওর ব্যবহারে আমি বিরক্তি বোধ করছি।"

ও হাসি মুখে অতিথিদের কারো সঙ্গে করমর্দন কোরে, কারুকে বা নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। ম্যাক্সিম আশ্চর্য হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সে নিজের মনেই হেসে ওঠে।

মুসীকে খবরটা জানাবার তার কোনোই আগ্রহ নেই। সে বৈঠকখানায় চলে যায়। ভোজসভা শেষ হয়ে গেছে। রাত্তির গভীর হোয়ে উঠেছে। অতিথিরা আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে। মনে তিক্ততা নিয়ে শুতে যাবার ইচ্ছে না থাকায় ম্যাক্সিম লুইসীকে খোজে। হলের দরজার সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল মাদাম মিসেলিঁর দেহে তা'র স্বামী একটা গোলাপী আর নীল রংয়ের চাদর জড়িয়ে দিচ্ছে।

"ও ভারী-চমৎকার লোক"—মাদাম মিসেলিঁ তা'র স্বামীকে বলছে। "খাওয়ার সময় আমরা সারাক্ষণ তোমার কথা বলছিলাম। ও তোমার বিষয়ে মন্ত্রীকে বোলবে। তবে ব্যাপারটা তাঁর অধিকারভুক্ত নয় কিনা……"

ওদের কাছেই একজন চাকর ব্যারণ গরদকে 'ফারকোট' পরাচ্ছে দেখে সে তা'র স্বামীর কানে কানে বলে: "ঐ বুড়ো ভদ্রলোক সব ব্যবস্থা ঠিক কোরতে পারেন। মন্ত্রীসভায় ওঁর অসীম ক্ষমতা। কাল মেরিউলদের ওখানে চেষ্টা করতে হ'বে ……"

মসিঁয়ে মিসেলিঁ হাসতে থাকে। সে অত্যন্ত সাবধানে তা'র স্ত্রীকে ধরে নিয়ে চলে যায়। হ'লে লুইসী নেই দেখে ম্যাক্সিম সোজা ছোট বৈঠকখানাটাতে চলে যায়। লুইসী প্রায় একাই সেখানে তা'র বাবার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। মেরিউল সারাক্ষণ ধূমপানের ঘরে রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে কাটিয়েছে। মার্শনেস আর মাদাম হাফনার চলে গেছে। কেবলমাত্র মাদাম সিডোনী বসে বসে কয়েকজন মহিলাকে সে পশুপক্ষী কি রকম ভালোবাসে তারই গল্প বলছে।

"আরে আমার ক্ষুদে কর্তা যে! এস, এস। বসে পড়—বাবা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন না? উনি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছেন যে সমিতির কাজটা পেয়ে গেছেন।"

ম্যাক্সিমও তেমনি ঠাট্টার সুরে ও'র কথার উত্তর দেয়। ও'রা আবার খেতে বসে যেমন হাসছিল তেমনি সশব্দে হাসতে শুরু করে। ম্যাক্সিম ও'র পাশেই একটা নীচু চেয়ারে বসে আছে। সে ও'র হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বন্ধুর মত খেলা কোরতে থাকে। ও'র লাল ছোপ দেওয়া সাদা পোষাক, সমতল বক্ষ এবং দুষ্টুছেলের মত মাথা দেখলে ও'কে মেয়ের ছদ্মবেশ পরা ছেলে বলেই মনে হয়। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ওর শিশুসুলভ চোখ দু'টিতে কামনার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। ও ও'র ছোট ছোট হাত দুটো আর ন্যুব্জ দেহটা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকে। ম্যাক্সিমের খেলায় ওর একটুও লজ্জা হয় না। রেণী সব্জী ঘরের মধ্যে নিজেকে একটু আড়ালে রেখে ও'দের দেখতে থাকে। ও'রা নিজেদের মধ্যে এমন হাসাহাসি কোরছে যে সেদিকে ওদের দৃষ্টিই পড়ে না।

কিছুক্ষণ আগে ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে ম্যাক্সিম আর লুইসীকে দেখে রেণী কতকগুলো লতাগুল্মের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেই গীর্জার মত দেখতে উষ্ণ সব্জী ঘরের কাঁচের ছাদ এবং দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে রেণীর চারপাশে ঘনশ্যাম উদ্ভিজ্জের বড় বড় পাতা আর ফুলের স্তবক দেখা যাচ্ছে। আর রেণী উজ্জ্বল আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে দূর থেকে লুইসী আর ম্যাক্সিমকে আপনমনেই ভেবে চলেছে। ও'র এই চিন্তাধারা এখন আর 'বয়ের' শীতার্তপথের অবাস্তব কল্পনা নয়···কাকজ্যোৎস্নার অন্তরালবর্তী অস্পষ্ট বাসনা নয়। ওর এই চিন্তা সুদৃশ্য রাজপথে ঘোড়ার পায়ের শব্দে আর ঘুমিয়ে পড়বে না।···পথের পাশের কুঞ্জবনগুলির দৃশ্যও একে ঘুম পাড়াতে পারবে না। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে ও ও'র সারা দেহ দিয়ে একটা সুস্পষ্ট, তীক্ষ্ণ কামনা অনুভব করতে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলের

মত উত্তপ্ত ঘরটির মধ্যে ও'র চারিদিকে যেন একটা অসীম প্রেম, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুতীব্র বাসনা ভেসে বেড়ায়। সেই অন্ধকার লতা-গুল্মের অন্তরালে, তীব্র সুবাসিত ঘনসন্নিবিষ্ট আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও যেন এক মাতাল শক্তির সঘন আলোড়ন অনুভব কোরতে থাকে। পায়ের কাছে গরম জলের কুণ্ডের জলটা ভাসমান শিকড়ের রসে ঘন হোয়ে উঠেছে। ওখান থেকে একটা উষ্ণ বাষ্প উঠে ও'র সারা দেহ কুয়াশার মত জড়িয়ে ধরে উত্তপ্ত করে তোলে। ও'র মনে হয় লালসায় আর্দ্র একটি হাত ও'র দেহ স্পর্শ ক'রছে। ওর মাথার ওপর 'পাম' গাছের সুদীর্ঘ পত্রাবলীর সুবাস ঝরে পড়তে থাকে। ঘরের উষ্ণ আবহাওয়া, অত্যুজ্জ্বল আলো আর ফুল এ সবের চেয়ে ওখানকার সুগন্ধ ও'কে যেন আরো শক্তিহীন করে তোলে। সমস্ত ঘরটা একটা অদ্ভুত উগ্র উত্তেজক সুগন্ধে ভরে আছে। এই গন্ধের মধ্যে মানব দেহের ঘামের গন্ধ, নারীর নিশ্বাসের সুবাস, চুলের সৌরভ সবই যেন মিশে রয়েছে। ঘরের মুর্চ্ছাতুর মলয় সমীরণে যেন কি এক তীব্র বিষাক্ত গন্ধ মিশে গিয়েছে। কিন্তু বিমিশ্র গন্ধের মধ্যে একটি সমস্ত গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে। ভ্যানিলার মৃদু সৌরভ অথবা অর্কিডের তীব্র গন্ধ সবই তা'র কাছে চাপা পড়ে গেছে। সে গন্ধ হচ্ছে মানবদেহের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়জ গন্ধ, প্রেমের গন্ধ, সকালবেলা তরুণ দম্পতির রুদ্ধ কক্ষে যে গন্ধ পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময়ে পাশের কুঞ্জভবন থেকে কথার শব্দ ভেসে আসে। স্যাকার্ড মিগ্নন্ আর সারিয়ারের সঙ্গে কথা বলছে।

সারিয়ারের মোটা গলার আওয়াজ ভেসে আসে : "না মসিঁয়ে স্যাকার্ড। মিটার প্রতি দু'শো ফ্রাঙ্কের বেশী দিয়ে আমরা ওটা আপনার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবো না।"

"কিন্তু আমার অংশে আপনারা আড়াইশো ফ্রাঙ্ক হিসাবে দাম ধার্য করেছেন"—স্যাকার্ড তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে।

"আচ্ছা, বেশ! আমরা দুশো পঁচিশ ফ্রাঙ্ক কোরে দেব।"

পাম গাছের মধ্যে থেকে ওদের কর্কশ কণ্ঠস্বর ঝন্‌ঝন্‌ কোরে বাজ্‌তে থাকে। কিন্তু ওদের কথার শব্দ রেণীর স্বপ্নের ওপর দিয়ে একটা অর্থহীন আওয়াজের মত ভেসে চলে যায়। ও'র প্রলাপের মন্ত্রে পাপ-স্পর্শে উত্তপ্ত একটা অজানা আনন্দ ও'র সুমুখে মূর্তি গ্রহণ করতে থাকে। ও'র জীবনের এই সর্বশেষ আনন্দ বোধ হয় এ পর্যন্ত যত কিছু ভোগ করেছে সকলের চেয়ে তীব্রতম। ওর অবসাদও লুপ্ত হোয়ে যায়।

যে গুল্মটির আড়ালে রেণী অর্দ্ধলুক্কায়িত হোয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটি মাদাগাস্কার থেকে আনা ট্যাঙ্গিনিয়া জাতীয়। গাছটি সাংঘাতিক। ও'র বড় বড় চৌকো পাতাগুলো এবং সাদাটে রংয়ের কাণ্ডটার মধ্যে যে শিরাগুলো রয়েছে তা'র ক্ষুদ্রতমটির মধ্যেও বিসাক্ত রস প্রবাহিত হচ্ছে। ম্যাক্সিম আর লুইসীর আনন্দ কলরোল শুন্‌তে শুন্‌তে সেই ছোট্ট বৈঠকখানায় সূর্যাস্তের সোনালী প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে চেয়ে রেণীর মন যেন কোথায় নিরুদ্দেশ হোয়ে যায়। ও'র বিশুষ্ক কণ্ঠতালু জ্বালা কোরতে থাকে। হঠাৎ এক সময়ে ও ও'র ঠোঁটের সুমুখে, ট্যাঙ্গিনিয়ার একটি ছোট্ট শাখা মুখের মধ্যে নিয়ে তা'র তিক্ত পাতাগুলি দাঁতে চেপে ধরে।

দুই

শিকারী পাখী যেমন রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছোঁ মারে এ্যারিষ্টাইড-রুগোঁও ঠিক তেমনি শাসনতন্ত্রের পতনের দিন সকালে প্যারিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ও প্লাসাঁ থেকে প্যারিসে আসে। প্লাসাঁ দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ছোট জেলা সহর। সেখানে ও'র বাবা বহুদিন চেষ্টা কোরে রাজনৈতিক গোলযোগের তালে একটা 'ট্যাক্স কলেক্টরের' পদ পেয়েছিল। ও'র বয়স তখন বেশী নয়। কাজেই বোকার মত ও এমন কতকগুলো কাজ কোরে ফেলে যে গৌরব বা লাভ তো হোলোই না, মাঝখান থেকে ও শুধু নিজেকে বিপন্ন কোরে তুল্‌ল। তাই সে সময় গোলমাল থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসতে পারলেই ও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে কোরত। নিজের ভুলে নিজেই ক্ষিপ্ত হোয়ে ও দেশকে গালাগালি কোরতে কোরতে দারুণ লোভ নিয়ে ও প্যারিসে পালিয়ে এল। ও প্রতিজ্ঞা কোরল এ রকম ভুল আর সে কখনো করবে না। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করার সময় ও'র পাতলা ঠোঁটে যে হাসিটি ফুটে উঠেছিল তার অর্থ সত্যি ভয়ংকর।

১৮৫২ সালের গোড়ার দিকে ও প্যারিসে এল। ও'র সঙ্গে ওর স্ত্রী এ্যানজেলী। এ্যানজেলী সুন্দরী কিন্তু ব্যক্তিত্বহীনা নারী। তাকে ও রু সেন্ট-জেকস্‌এ একটা ছোট্ট বাসায় এমনভাবে রেখে দিল যে মনে হোতো সে যেন ওর একটা অপ্রয়োজনীয় আসবাব মাত্র। এ্যানজেলী ওদের চার বছরের মেয়ে ক্লটীলডাকে ছেড়ে আসতে রাজী হয়নি। এ্যারিষ্টাইড ক্লটীলডাকে ও'র আত্মীয়দের কাছে রেখে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ও স্ত্রীর কথায় এই সর্তে রাজী হয় যে ও'দের এগারো বছরের ছেলে ম্যাক্সিম তা'র ঠাকুরমার কাছ থেকে প্লাসাঁ কলেজে লেখাপড়া শিখবে। আসলে এ্যারিষ্টাইড ঝাড়া হাত পা হ'তে চেয়েছিল। যে পুরুষ পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে জীবনপণ কোরে,

সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম কোরে উন্নতি কোরতে নামছে, একটি নারী আর শিশুর ভার তা'কে ব্যহত কোরে তুলবে বলে ও মনে করে।

এ্যারিষ্টাইডের এক ভাই, ইউজেন রুগোঁ কাছেই রু দ্য পেনথেভ্র্এ বাস কোরত। ও ইউজেনের ভরসাতেই বিশেষ কোরে প্যারিসে এসেছে। শাসনতন্ত্রের পতনে যারা সক্রিয় সহায়তা কোরেছে ইউজেন তাদের অন্যতম। ইউজেনের তখন প্রচুর প্রতিপত্তি। উকীল হিসাবে বিশেষ অর্জন কোরতে না পাবলেও অদূর ভবিষ্যতে সে যে একজন মস্ত বড় রাজনৈতিক নেতা হোয়ে উঠবে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু প্যারিসে পদার্পণ কোরে সেদিন সন্ধ্যায়ই ও ইউজেনের বাসায় গেল না। জুয়াড়ীদের মত ও'র মনেও কতকগুলো সংস্কাব ছিল। ইউজেনের ভাগ্যপরিবর্তনে ঈর্ষান্বিত মনে ও রু সেণ্ট-জেক্সে নিজের বাসায় ফিরে এল।

নিজেব ধুলিধূসরিত নোংরা জামাকাপড়ের দিকে চেয়ে ওর মনটা খারাপ হোয়ে যায়। ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্যলাভের কল্পনায় ও নিজেকে স্বান্ত্বনা দিতে থাকে। কিন্তু ঐশ্বর্যের চিন্তাও কিছুক্ষণের মধ্যে ও'র কাছে তিক্ত হোয়ে ওঠে। প্যারিসের ব্যবসা বাণিজ্যে কর্মমুখর পথের দৃশ্য ও'র মনটাকে আশায় উজ্জীবিত করে তুলেছিল। কাজকর্মের সন্ধানে ও পথে বেরিয়েও ছিল। কিন্তু প্যারিসের পথে পথে উচ্ছল আনন্দ উপ্‌ছে পড়ছে দেখে ও বুকে জ্বালা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। ও আরো হিংস্র হোয়ে ওঠে। ফুটপাথে এই যে কর্মব্যস্ত মানুষের ভীড়, যারা ও'কে মানুষের মধ্যে গন্যই কোরল না, তা'দের কেমনভাবে পরাজিত কোবে কেমনভাবে ঠকাবে ও সেই মতলবই আঁটতে থাকে। ও ভবিষ্যজীবনে একটা ঘোরতর যুদ্ধের কল্পনায় মগ্ন হোয়ে যায়। ভোগের এমন তীব্র ক্ষুধা, এমন অবিলম্বিত অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এর আগে আর কখনো সে অনুভব করেনি।

পরেরদিন ভোর হোতে না হোতেই ও ভাইয়ের সঙ্গে দেখা কোরতে গেল। ইউজেন দুটি বড় বড় ঘর নিয়ে বাস করে। ঘর দুটি

অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বিশেষ কোনো আসবাবপত্রও ঘরে নেই। ঘরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এ্যারিষ্টাইডের কাঁপুনি ধরে। ও আশা করেছিল যে ও'র ভাইকে ভোগবিলাসে নিমজ্জিত দেখতে পাবে।

ইউজেন একটা ছোট্ট কালো রংয়ের টেবিলে বসে কাজ করছে। সে মৃদু হেসে ধীর কণ্ঠে বলে: "ও! তুমি। আমি আশা করেছিলাম, তুমি আসবে।"

এ্যারিষ্টাইড বিরক্ত হোয়ে ওঠে। ও ইউজেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, ওর এতদিন বৃথা নষ্ট হোয়েছে অথচ ইউজেন তা'তে বাধা দেয়নি। ও যখন দেশে বাজে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, ইউজেন তখনও একটা সদুপদেশ দেয়নি। এমন কি গণতন্ত্রের পতনের দিন পর্যন্ত ও যে গণতান্ত্রিকই ছিল এ দুঃখ ও কিছুতেই ভুলতে পারবে না। ওর এই বোকামিকে কোনোদিন ক্ষমাও করতে পারবে না। ইউজেন আবার কলমটা তুলে নিল। ও'র কথা শেষ হোলে ধীরে ধীরে সে বলে: "সব ভুলই সংশোধন করা যায়। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

সে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে চেয়ে পরিস্কার কণ্ঠে কথাগুলো বলে যে এ্যারিষ্টাইডের মাথা আপনি নুয়ে পড়ে। ও'র মনে হয়, ইউজেন তা'র অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নেমে যাচ্ছে। ইউজেন বন্ধুর মত বলতে থাকে:

"তুমি আমার কাছে কাজের জন্য এসেছ, কেমন? আমি তোমার কথা আগেই ভেবেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি কিছু যোগাড় কোরে উঠতে পারিনি। কিন্তু বুঝতে পারছো তো প্রথম সুযোগেই আমি তোমাকে ঢোকাতে পারি না। তোমার এমন একটা কাজ দরকার যা'তে তুমি অথবা আমি বিপদে না পড়ি অথচ তুমিও চালিয়ে যেতে পারবে। না, না, প্রতিবাদ কোরনা। এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা পরস্পরের মধ্যে খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা কোরতে পারি।"

এ্যারিষ্টাইড কোনো কথা বলতে না পেরে শুধু হাসতে থাকে।

"আমি জানি তুমি চালাক লোক। কাজেই ভবিষ্যতে নিজের গুছিয়ে না নিয়ে তুমি নিশ্চয় আর বোকামি কোরবে না। সুযোগ পেলেই আমি তোমার ব্যবস্থা কোরে দেব। ইতিমধ্যে যদি কখনো তোমার বিশ পঁচিশ ফ্রাঙ্ক দরকার হয় তো আমার কাছে এস।"

দক্ষিণ ফ্রান্সে যে বিপ্লবের সুযোগে ওদের বাবা ট্যাক্স কলেক্‌টারের চাকরি পেয়েছে, সেই বিপ্লবটা নিয়ে ওরা কিছুক্ষণ আলোচনা করে। কথা বলতে বলতে ইউজেন জামা কাপড় পরতে থাকে। পথে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন হবার আগে ইউজেন ও'কে মৃদুস্বরে বলে ঃ "প্রথমতঃ একটা কথা বলে রাখি, যতদিন পর্যন্ত আমি তোমার কাজ যোগাড় করে না দিচ্ছি, ততদিন যেখানে সেখানে না ঘুরে চুপচাপ বাড়ীতে বসে থেকো। আমার ভাই অন্য কারো তাঁবেদারী করে, এটা আমি চাই না।

কিছুদিন পরে এ্যারিষ্টাইড ও'র ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। ইউজেন ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। বুকের মধ্যে প্রণয়ীর মিলন উদ্বেগের মত ধড়ফড়ানি নিয়ে ও ভাইয়ের বাসায় ছুটল। ইউজেন সেদিনের মতই সেই টেবিলে বসে কাজ কোরছে। ও'র দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে সে বলে ঃ

"কাল তোমার ব্যবস্থা কোরে ফেলেছি। তুমি হোটেল দ্য ভিলের পথ বিভাগের সহ—তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হোয়েছো। তোমার মাইনে হবে দুহাজার চারশো ফ্রাঙ্ক।"

এ্যারিষ্টাইড চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থাকে। ও'র মুখখানা বিবর্ণ হোয়ে যায়। এমন কি কাগজটা ও হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে পারে না। ও'র মনে হয় ইউজেন বোধ হয় ওর সঙ্গে ঠাট্টা কোরছে। বছরে অন্ততঃ ছ'হাজার ফ্রাঙ্কের একটা চাকরি ও আশা করছিল। ওর মনের মধ্যে কি হোচ্ছে বুঝতে পেরে ইউজেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাতে নিয়োগপত্রটা দিয়ে বলেঃ "নাও, ধরো। একদিন

তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে এ আমি বলে রাখছি। এই চাকরিটা আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। আমি জানি ভবিষ্যতে তুমি এর থেকে বেশ গুছিয়ে নিতে পারবে। শুধু চোখ কান খুলে কাজ করে যাও। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে—কিছুদিনের মধ্যে তুমি সব বুঝতে পারবে এবং কি করা উচিত তাও জানতে পারবে। এখন আমি যা বলি মন দিয়ে শোন। যত খুশী রোজগার করো, আমি আপত্তি কোরব না—কিন্তু কোনো বোকামি, কোনো কেলেঙ্কারি করা চলবে না। তাহ'লে আমি তখুনি তোমাকে চেপে দেব।"

ইউজেনের প্রতিশ্রুতিতে যে কাজ হয়নি ভয় প্রদর্শনে সে কাজ হোয়ে গেল। ইউজেন ভবিষ্যৎ উন্নতির যে ইঙ্গিত কোরেছে তার চিন্তায় এ্যারিষ্টাইডের লালসার বাসনা আবার জ্বলে উঠল। ওর মনে হোলো ভীড়ের মধ্যে এতদিনে ও পথ পেয়েছে। এবার অনায়াসে হত্যালীলা চালানো যাবে। তবে কাজটা আইন বাঁচিয়ে কোরতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে গোলমাল না হয়। ইউজেন সেই মাসটা খরচ চালাবার জন্য ওকে দুশো ফ্রাঙ্ক দিল। ও কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হোয়ে বসে রইল।

"আমি ভাবছি আমার নামটা বদ্‌লে ফেলব"—ইউজেন বল্‌ল। "তোমারও নাম বদ্‌লে ফেলা উচিত। আমরা পরস্পরের ব্যাপারে যতটা সতন্ত্র থাকি ততটা ভালো।"

"তোমার খুশী"—এ্যারিষ্টাইড বলল।

"তোমাকে কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। যা কিছু করবার তা আমিই কোরে দেব। তোমার স্ত্রীর নাম অনুযায়ী তোমার নামটা সিকার্ডট করতে আপত্তি আছে?"

এ্যারিষ্টাইড আপনমনে ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে নামটা কেমন শোনায় বোঝার জন্য আবৃত্তি করতে থাকে: "সিকার্ডট—এ্যারিষ্টাইড সিকার্ডট—না, নামটা হাস্যকর। নামটা শুনলেই যেন মনে হয় লোকটা নিঃস্ব।"

"বেশ, তাহলে ভাল কিছু বল।"—ইউজেন বলে।

"ঐ 'অট্'টুকু বাদ দাও। সিকার্ড……মন্দ হবে না, কি বল? অবশ্য হয়তো একটু জবড়জং গোছের……"

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ও হঠাৎ বলে ওঠে: "এতক্ষণে পেয়েছি! স্যাকার্ড, এ্যারিষ্টাইড স্যাকার্ড। এ নামটা বেশ ধনী লোকের মত। স্যাকার্ড নামটা উচ্চারণ করতে যে শব্দ হয় সেটা অনেকটা পাঁচ ফ্রাঙ্কের মুদ্রার বাজনার মত।"

ইউজেন মৃদু হেসে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রুপ করে: "নামটা শুনলে তোমাকে হয় চোর না হয় ক্রোরপতি বলে মনে হবে।"

কয়েকদিন পরে স্যাকার্ড হোটেল দ্য ভিলের কাজে যোগ দিল। সেখানে গিয়ে ও জানতে পারল যে ওকে চাকরিটা পাইয়ে দিতে ইউজেনকে তা'র ক্ষমতার ব্যবহার কোরতে হোয়েছে। ইউজেনের জন্যই ও'দের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা না নিয়েই ও'কে চাকরিটা দেওয়া হোয়েছে।

স্যাকার্ড আর তার স্ত্রী কম মাইনের কেরাণীর মত একঘেঁয়ে জীবনযাপন করতে আরম্ভ করে। ও'রা প্লাসাঁতে যেমন ছিল এখানেও সেই ভাবেই চলতে থাকে। ওদের এতদিনের ঐশ্বর্যের স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে যায়। দারিদ্রের পীড়ন ওদের কাছে আরো কষ্টকর হোয়ে ওঠে। কারণ এই নোতুন জীবনের শিক্ষানবিশী যে কতদিন চলবে সে সম্বন্ধে কোনো স্থিরতা নেই। প্যারিসে দরিদ্র হোয়ে বাস করা ভয়ানক কষ্টকর। সংজ্ঞাহীনা নারীর মত অসাড়ভাবে এ্যানজেলী নিজেদের দুরবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তার সারাদিনটা হয় রান্নাঘরে নয়তো মেয়ের সঙ্গে খেলা করে কেটে যায়। হাতের টাকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে একটুও দুঃখ করেনা। কিন্তু এ্যারিষ্টাইড এই দারিদ্র্যে, রাগে কাঁপতে থাকে। ও এই নগন্য জীবন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এমন কোরতে থাকে যে মনে হয় যেন একটা পিঞ্জরাবদ্ধ জানোয়ার সব ভেঙেচুরে বেরিয়ে যাবার

চেষ্টা কোরছে। ও'র কাছে জীবনটা দুর্বহ হোয়ে উঠেছে। ওর অহঙ্কারে আঘাত লাগছে। ওর অতৃপ্ত বাসনা ওকে দারুণভাবে খুঁচিয়ে মারছে। তার ওপর আবার ও যখন জানতে পারে যে মহাসভার নির্বাচনে ওর ভাই প্লাসাঁ থেকে দাঁড়াচ্ছে তখন ওর কষ্ট আরো বেড়ে ওঠে। ইউজেন যে ওর চেয়ে অনেক বড় হোয়ে গেছে, একথা ও ভালো করেই জানে। কাজেই ও বোকার মত ইউজেনকে হিংসে করেনা বটে, কিন্তু তাকে এটুকু দোষ দেয় যে সে ইচ্ছে করলে ওর আরো সুবিধে করে দিতে পারতো। অনেকবারই ওকে ধার দেনা করার জন্য ইউজেনের দ্বারস্থ হোতে হোয়েছে। ইউজেন টাকা ধার দিয়েছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ওর সাহস এবং মনের জোরের অভাব নিয়ে ওকে রূঢ়ভাবে বকাবকি করেছে। শেষপর্যন্ত এ্যারিষ্টাইড দুঃখকষ্টের সঙ্গে লড়াই কোরতে কোমর বেঁধে নেমেছে। ও প্রতিজ্ঞা করেছে যে আর কারো কাছে ও এক পয়সাও ধার করবে না। ও ওর প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছে—কিন্তু ফলে মাসের শেষ আটদিন এ্যানজেলী শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুকনো রুটি চিবোতে বাধ্য হয়েছে। এই শিক্ষানবিশীতে এ্যারিষ্টাইডের ভয়াবহ শিক্ষা সমাপ্ত হোলো। ওর পাতলা ঠোঁট দু'টো আরো চেপে বন্ধ হোয়ে গেল। লোককে শুনিয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা ও ছেড়ে দিল। ওর অস্থিচর্মসার দেহ বোবার মত নীরব হোয়ে গেল। সারাদিনে প্রতিটি মুহূর্তে ও একটিমাত্র অবিচলিত উদ্দেশ্যকে লালন কোরে তুলতে লাগল।

১৮৫৩ সালের গোড়ার দিকেই এ্যারিষ্টাইড পথ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হোলো। ওর মাইনে হোলো সাড়ে চার হাজার ফ্রাঙ্ক। ঠিক প্রয়োজনের সময়েই ওর পদোন্নতিটা ঘটল। এ্যানজেলী দিন দিন রোগা হোয়ে যাচ্ছিল—ক্লটীলডাও ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। ও দুটি ঘর সমেত সেই পুরোনো বাসাটা বদলাল না। খাবার ঘরে আখবোট কাঠের আসবাব আর শোবার ঘরের মেহগনীর

আসবাবপত্রগুলোই ও রেখে দিল। ও কিছুতেই ধার করতে রাজী নয়। প্রচুর সঞ্চয় না কোরে পরের টাকাও ছুঁতে ও রাজী নয়। এমন কি ও ও'র স্বভাববিরুদ্ধভাবে দুএক পয়সা উপরি পাওনাও ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। কেবল সব সময়ে ও সুযোগ খুঁজতে থাকে। এদিকে এ্যানজেলো সম্পূর্ণ সুখী হোয়ে উঠেছে। সে দুএকটা নোতুন জামাকাপড় কেনে। প্রত্যেকদিন 'রোষ্ট' করার জন্য মাংস কেনে। সে তার স্বামীর চাপা রাগ, জটীল সমস্যা সমাধানরত মানুষের মত গভীর চিন্তার কারণ বুঝে উঠতে পারে না।

ইউজেনের পরামর্শ মত এ্যারিষ্টাইড সব সময়ে চোখ কান খুলে রাখে। এ্যারিষ্টাইড ও'র পদোন্নতির জন্য ইউজেনকে ধন্যবাদ দিতে গেলে, সে ও'র চেহারা দেখে বুঝতে পারে ও'র মধ্যে কত বড় বিপ্লব হোয়ে গেছে। কিন্তু তবু ইউজেন ও'কে বলে যে ও'র চেহারা ভালোই হোয়েছে। এ্যারিষ্টাইড দারুণ ঈর্ষায় অন্তরে যতই কঠোর হোয়ে উঠছিল, বাইরে ঠিক ততটাই কোমল এবং নম্র হোতে থাকে। এই ক'মাসে ও চমৎকার হাস্যরসিক অভিনেতায় পরিণত হোয়েছে। ও'র দক্ষিণদেশীয় আমুদে ভাবভংগী ও সব সময়ে বজায় রাখে। হোটেল দ্য ভিলেতে ও'র সহকর্মীরা ও'কে খুব আমুদে লোক বলেই মনে কোরত। ও ক্রমে একজন সহকারী মন্ত্রীর এত ঘনিষ্ঠ হোয়ে ওঠে যে সকলেই বুঝতে পারে ও একটা ভালো চাকরী পাবেই। সহকারী মন্ত্রীর সঙ্গে ও'র এই সম্পর্কের জন্য ও কর্তাদেরও সুনজরে পড়ে যায়। কাজেই ও ওর পদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা হাতে পেয়ে যায়। আর এই ক্ষমতার সুযোগে ও এমনভাবে কয়েকটা গোপন ব্যাপারের অনুসন্ধান করতে থাকে যে মনে হয় ও যেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়েই এসব কোরছে। প্রায় দু'বছর ধরে ও এমনি কোরে চারিদিকে ঘুরতে থাকে। সারাদিন দেখা যায় ও কখনো পথে দাঁড়িয়ে আছে, কখনো বা ঘরের মধ্যে, কখনো আবার এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে নানা

কাজের সূত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর সারাক্ষণ ঘোরাঘুরি দেখে ও'র সহকর্মীরা বোলতঃ "ওর পা দু'টো বোধ হয় পারা দিয়ে তৈরী—তাই ও এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারে না।" ও'র ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ওকে ফাঁকিবাজ বোলত। তা'রা যখন বোলত যে ও কাজে ফাঁকি দেবার জন্যই এরকম ঘুরে বেড়ায় তখন ও কোনো প্রতিবাদ না কোরে শুধু হাস্‌ত। এ্যারিষ্টাইড চালাক লোক। ও কখনো কোনো ঘরে চাবীর গর্তে কান পেতে কিছু শুনত না, পাছে ধরা পড়ে যায়। সাধারণত ও কোরত কি যে ঘরে কথাবার্তা হ'চ্ছে হঠাৎ দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকে পড়ত। হাতে এমনভাবে কোনো কাগজপত্র নিয়ে ঢুকত যে লোকে যা'তে মনে করে, কোনো কাজে ও ঘরে ঢুকেছে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে ও সব কথা শুনে নিত। ও'র এই কৌশলের মধ্যে সত্যি বেশ বুদ্ধির পরিচয় ছিল। শেষ পর্যন্ত এমন হোয়ে গিয়েছিল যে ও ঘরে ঢুকলে কেউ আর চুপ কোরে যেত না—কারণ সকলেরই ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে ও নিজের কাজেই সব সময়ে ব্যস্ত। এছাড়া সবকিছু দেখে নেওয়ার ও'র আর একটা উপায় ছিল। ও'র সহকর্মীদের কাজ জমে গেলে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে ও'দের কাজ করে দিত। কাজ কোরে দেওয়ার সুযোগে ও সহজভাবে তাদের খাতাপত্র দেখে নিত। সংবাদ বাহকদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে খবর বার করে নেওয়াটা ছিল ওর সবচেয়ে বড় কৌশল। ও তা'দের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার কোরত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও'দের সঙ্গে গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা কোরে ও সব খবর বার কোরে নিত। ও'রা এ্যারিষ্টাইডকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কোরত। তা'রা ও'র সুখ্যাতি কোরে প্রায়ই বোলত, "ভদ্রলোকের একটুও অহঙ্কার নেই।"

কোথাও কোনো কেলেঙ্কারি ঘটলে অন্য কেউ জানার আগেই ও'র কানে চলে যেত। এইভাবে দু'বছরে হোটেল দ্য ভিলের সমস্ত রহস্য ও জেনে নিল। ওখানকার ছোট বড় প্রত্যেকটি কর্মচারীকেই ও চিনে নিল এবং সমস্ত নথিপত্রের তথ্যও ও'র নখদর্পণে এসে গেল।

প্যারিস সম্বন্ধে স্যাকার্ড অত্যন্ত কৌতুহলী হোয়ে ওঠে। তখন আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। সভাপতি যুবরাজ তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমণের পর বোনাপার্টিষ্টদের প্রিয়পাত্র হোয়ে উঠেছেন। সমালোচক এবং সংবাদপত্রগুলো চুপ কোরে গিয়েছে। শক্তিশালী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণ দুর্বিপাকের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। শাসনতন্ত্র তা'দের রক্ষা কোরছে। রাজনৈতিক সমস্যায় মাথা না ঘামিয়ে যে যার নিজের কাজ করতে পারছে। এখন তাদের হাতে এত অবসর যে তারা অবসর বিনোদনের চিন্তাতেই নিমগ্ন হোয়ে পড়েছে। ইউজেন একদিন এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল—প্যারিসের জনসাধারণ এখন ফুর্তি করার চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। কথাটা সত্য।

প্রথম দিন থেকেই স্যাকার্ড লক্ষ কোরেছিল যে প্যারিসের চারদিকে ফাট্‌কা আর জুয়ার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ও মন দিয়ে এসব লক্ষ্য করছিল। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল যে ও'র চারদিকে টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। হোটেল দ্য ভিলেতে ঘুরতে ঘুরতে ও জানতে পারল যে প্যারিসকে রূপান্তরিত করার এক বিরাট পরিকল্পনা তৈরী হোচ্ছে। বহু নোতুন রাস্তা তৈরী হবে, পুরোনো বাড়ী ঘর ভেঙে ফেলা হবে; অনেক জমি এবং বাড়ী বিক্রি হ'বে। এই সব পরিকল্পনা সারা সহরে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে। চারিদিকে একেবারে বিলাসিতার আগুণ জ্বলে উঠেছে। এই খবরগুলো জানার সঙ্গে সঙ্গেই এ্যারিষ্টাইড কাজ শুরু কোরে দেয়। উন্নতি করার সুযোগ পেয়ে ওর মনে আবার আনন্দ ফিরে আসে। এমন কি চেহারাও একটু ফিরে যায়। এখন আর ও দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত পথে পথে খাদ্যের সন্ধানে ঘোরে না। অফিসেও আরো হাসিখুশী হোয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ও ইউজেনের সঙ্গে দেখা কোরতে যায়। ও যে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করছে এরজন্যে ইউজেনও ওর প্রশংসা করে। ১৮৫৪ সালের গোড়ার দিকে একদিন স্যাকার্ড ইউজেনকে গোপনে

ও'র কতকগুলো পরিকল্পনার কথা বোলল। কিন্তু কাজে নামতে গেলে কিছু টাকা আগাম দেওয়া দরকার। শুনে ইউজেন শুধু বোলল : "টাকা যোগাড় করার চেষ্টা কর।"

"হ্যাঁ চেষ্টা কোরতে হ'বে।" —এ্যারিষ্টাইড রাগ না কোরে বলল। ইউজেন ও'কে টাকা দিতে রাজী নয় এটা যে ও বুঝতে পেরেছে তা' ও প্রকাশ কোরল না।

এ্যারিষ্টাইডের এক বোন প্যারিসে বাস কোরত। তা'র নাম সিডোনী রুগোঁ। সিডোনী প্লাসার একজন উকিলের মুহুরীকে বিয়ে করেছে। সে সিডোনীকে নিয়ে প্যারিসে এসে রু সেণ্ট-অনরেতে দক্ষিণদেশীয় জিনিষপত্রের একটা দোকান কোরেছে। কিন্তু এ্যারিষ্টাইড যখন প্যারিসে এসে সিডোনীর খবর নিল তখন তা'র স্বামী তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। দোকানটাও উঠে গেছে। সিডোনী তখন রু দু ফবুর্গ-পয়সোনীয়ের এ একটা বাড়ীর দোতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে বাস করে। ঐ বাড়ীরই নীচে একটা ছোট্ট দোকানঘর ভাড়া নিয়ে সে জরী, ফিতে ইত্যাদির দোকান কোরেছে। কিন্তু ফিতে ব্যবসাটা আসলে তা'র ছদ্ম আবরণ মাত্র। সে ওপরের ঘরগুলো নানারকম জিনিষপত্রে ভরিয়ে ফেলেছে। এ সব যে সে কোথা থেকে কেনে তা' কেউ জানে না। সে কখনো গাটাপার্চার জিনিষপত্র, কখনো বা কোনো রকম মাথায় মাখা তেল, বিকলাঙ্গ চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিক্রী করে। এ্যারিষ্টাইড প্রথম যখন তার সঙ্গে দেখা কোরতে গেল তখন সে পিয়ানোর ব্যবসা নিয়ে পড়েছে। ঘরগুলো পিয়ানোয় ঠাসা। এমন কি ছিমছাম্ কোরে সাজানো শোবার ঘরটাতেও দু'একটা পিয়ানো রয়েছে। সিডোনী দু'টো ব্যবসাই চমৎকার কায়দায় চালিয়ে যাচ্ছে। তার ওপরের ঘরের জিনিষপত্রের খদ্দেরদের সে বাড়ীর পিছনে রু প্যাপিলঁ থেকে গাড়ী ঢোকার যে দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে ভিতরে নিয়ে আসে। বাড়ীর ভেতরের গোপন সিঁড়িটার খবর যারা জানে তারা ছাড়া

সিডোনীর চালাকী কেউই বুঝতে পারে না। ওপরের ঘরে ও খদ্দেরদের কাছে ও'র স্বামীর নাম অনুযায়ী মাদাম তুসে নামে পরিচয় দেয়। আর এদিকে দোকানের দরজায় পদবীটা বাদ দিয়ে শুধু নামটুকুই লিখে রেখেছে। সেইজন্য লোকে সাধারণত মাদাম সিডোনী বলেই ডাকে।

সিডোনীর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। কিন্তু ও এমন এলোমেলো ভাবে সাজপোষাক পরে এবং নারীর লালিত্য সম্বন্ধে ও এমন উদাসীন যে ও'কে বয়সের তুলনায় অনেক বুড়ো দেখায়। ও'র চেহারা দেখে বয়স বলা সত্যি খুব শক্ত। ও সব সময়ে কালো পোষাক পরে থাকে। জামাটার তলা থেকে সুতো বেরিয়ে গেছে। অনবরত ব্যবহার করায় রংও উঠে গেছে। উকীলদের পুরোনো গাউনগুলোর যেমন দূরবস্থা হয় ও'র পোষাকের অবস্থাও তেমনি। মাথার কালো টুপিটা ও এমনভাবে কপালের ওপর নামিয়ে দেয় যে মাথার সব চুলগুলো ঢাকা পড়ে যায়। হাতলের কাছটা সেলাই করা একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে, মোটা জুতো পায়ে ও দ্রুতবেগে সারা সহরটা ঘুরে বেড়ায়। ব্যাগটা ওর নিত্য সাথী। ব্যাগের মধ্যে রাজ্যের জিনিষ ঠাসা থাকে। ডালাটা খুল্‌লে ব্যাগের মধ্যে থেকে নানারকম জিনিষেয় নমুনা, ডায়েরী, পকেট বই প্রভৃতি বেরিয়ে পড়ে। বিশেষত সব সময়ে ওটার মধ্যে কিছু না কিছু দলিল দস্তাবেজ থাকেই। দলিলের অস্পষ্ট লেখা ও কিন্তু অসাধারণ দক্ষতায় গড়গড় কোরে প'ড়ে যেতে পারে। ও যেন দালাল ও উকিলের সমন্বয়। আইন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ও ব্যস্ত হোয়ে আছে। ও'র কাছ থেকে কেউ যদি সামান্য জিনিষও কেনে তো তা'কে সন্তুষ্ট করার জন্য ও তা'র অনেক কাজ করে দেয়। তাই অনেক সময়েই খদ্দেরের হোয়ে ও'কে উকিল ব্যারিষ্টারের বাড়ী যাওয়া আসা করতে হয়।

এমনিভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও'র ব্যাগে এক একটা মামলার কাগজ পত্র পড়ে থাকে। খদ্দেরের এই সব মামলা মোকদ্দমার জন্য

ও দারুণ পরিশ্রম করে। প্যারিসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ও হেঁটে হেঁটে ঘোরে। গাড়ী চড়া তো দূরের কথা—ও কথা মনেও ঠাঁই দেয় না। এই সমস্ত কাজ থেকে ও'র কতটুকু লাভ হয় তা' বলা কঠিন। অপরের ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের জন্যই ও প্রথমটা এই ধরনের কাজগুলো হাতে নিলেও শেষ পর্যন্ত এর থেকে ও কিছু কিছু খুচরো লাভ বার কোরে নেয়।

এই সব কাজ করে দেওয়ায় ও'র নানাদিক থেকে প্রচুর নিমন্ত্রণ জোটে—তাছাড়া এখন সেখান থেকে দুএক ফ্রাঙ্ক কোরে বেশ কিছু বার কোরেও নেয়। কিন্তু এগুলোর চেয়ে ও'র সবচেয়ে বড় লাভ এই যে ও অনেকের গোপন কথা জানতে পারায় কোথায় ব্যবসার সুবিধে কোথায় অসুবিধে বুঝতে পেরে যায়। পরের বাড়ীতে নিত্য যাওয়া আসা করা এবং তাদের সব ব্যাপার ওয়াকী-বহাল থাকায় কোথায় কি জিনিষ প্রয়োজন ও কতটাকা তা'র জন্য খদ্দের খরচ কোরবে এসব ওর খবরের ভাগাড়ে পরিণত হোয়েছে। কোথায় কোন বাড়ীতে একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, কোন পরিবার তিন হাজার ফ্রাঙ্ক ধার করার চেষ্টা কোরছে, কোন ভদ্রলোক চড়া সুদে এবং মোটামুটী রকমের বন্ধক রেখে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক ধার দিতে চান এসব খবর তা'র কণ্ঠস্থ। এর চেয়ে আরো গোপন খবরও ওর তহবিলে প্রচুর আছে ঃ কোথায় কোন ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই, স্বামীকে আপন করার চেষ্টা কোরেও সে পারেনি ; কোথায় কোন মা মেয়েকে ভালো পাত্রে বিয়ে দেওয়ার জন্য নানারকম চেষ্টা কোরছে, কোন জমিদারের কিশোর মেয়েদের ওপর বিশেষ ঝোঁক—এসবও ও'র নখদর্পণে। ও করে কি সেই মা'টি যে মেয়েকে ভালো বরে বিয়ে দিতে চায় জমিদার ভদ্রলোককে তার কাছে নিয়ে যায়, যে ভদ্রলোক ধার দিতে প্রস্তুত তা'র কাছ থেকে সেই দুঃস্থ পরিবারটিকে ধার পাইয়ে দেয়, যে ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গে বনছে না একদিকে তা'কে সান্ত্বনা দেয় আর একদিকে তার

স্বামীকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করে। এইভাবে ও পরস্পরের প্রয়োজন সরবরাহ কোরতে থাকে।

কাজেই স্যাকার্ড তা'র পরিকল্পনাকে কাজে খাটাবার জন্য যখন টাকার প্রয়োজন অনুভব কোরল তখন সিডোনীর কথাই প্রথম তা'র মনে হোলো। সিডোনী ও'র কথা শুনে বেশ সহজভাবেই বলল যে ওর হাতে বন্ধক দেবার মত জিনিষ যখন নেই তখন টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। ওরা বোর্সের পোষ্টঅফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এটাই সিডোনীর কাজ করার জায়গা। প্রত্যেকদিন ঠিক তিনটের সময় তা'কে এখানে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। সম্ভবত এখানেই তা'র মক্কেলরা তা'র সঙ্গে দেখা কোরত।

সিডোনীর জবাব শুনে স্যাকার্ড চলে যেতে উদ্যত হোলো। সিডোনী হঠাৎ নিজের মনেই বলে উঠল : "আহা! তুমি যদি বিবাহিত না হোতে···!" সিডোনীর এই খেদোক্তির তাৎপর্য জিজ্ঞেস না কোরলেও কথাগুলো স্যাকার্ডকে ভাবিয়ে তোলে।

আরো কয়েক মাস পরের কথা। ওদিকে তখন 'ক্রিমীয়ার যুদ্ধ' আরম্ভ হোয়েছে। কিন্তু অত দূরের যুদ্ধে প্যারিসের কোনো পরিবর্তণ হয় নি। প্যারিসে তেমনি আগের মতই প্রণয়লীলা আর জুয়ার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। প্যারিসে এই উন্মত্ততা যতই বেড়ে উঠতে থাকে স্যাকার্ড ততই ক্ষোভে নিজের হাত কামড়াতে থাকে। চারিদিকে এই টাকার ছড়াছড়ি দেখতে দেখতে ও যেন ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে থাকে। ওর বুদ্ধি, মনের জোর সবই যেন সেই এক স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যায়। ভূতে পাওয়া মানুষের মত ও ও'র অবিচলিত লক্ষ্য সুমুখে রেখে অন্য মনে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এইভাবে যখন ওর দিন যাচ্ছে সেই সময় হঠাৎ একদিন এ্যানজেলীকে অসুস্থ হোয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে ও বিস্মিত এবং বিরক্ত হোয়ে ওঠে। ও'র পারিবারিক জীবন এতদিন ঘড়ির মত নিয়মিত ছিল। কিন্তু সেখানেও ক্রমে গোলমাল শুরু

হয়। এটাকে প্রতিহিংসা পরায়ণ নিয়তির নির্দেশ মনে কোরে ও আরো ক্ষুব্ধ হোয়ে ওঠে। বেচারী এ্যানজেলী স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে ও'কে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে—বলে ঃ কিছু না, শুধু ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে। কিন্তু ডাক্তার এসে তা'কে দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোয়ে উঠল। স্যাকার্ডকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে বলে গেল যে এ্যানজেলীর বুকে সর্দি জমেছে—বাঁচবে কিনা বলা যায় না। সেই মুহূর্ত থেকে স্যাকার্ড আর এতটুকুও রাগ না কোরে এ্যানজেলীর সেবা আরম্ভ কোরল। অফিস যাওয়া বন্ধ কোরে সারাদিন ও নিদ্রিত এ্যানজেলীর দিকে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে তা'র বিছানার পাশে বসে রইল। দারুণ জ্বরে এ্যানজেলীর মুখ চোখ লাল হোয়ে ওঠে—সে হাঁফাতে থাকে।

মাদাম সিডোনীর প্রচুর কাজ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা এসে এ্যানজেলীর পথ্য তৈরী করে দেয়। সিডোনীর মতে পথ্যই হোচ্ছে রোগের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, অন্য নানারকম কাজে সিডোনী যেমন রোজগার করে ইচ্ছে করলে 'নার্সের' কাজেও সে তেমনি রোজগার কোরতে পারত। অসুখ-বিসুখ এবং ওষুধপত্র সম্বন্ধে জানার ওর বিলক্ষণ আগ্রহ আছে। মুমূর্ষু রোগীর বিছানার পাশে যে ধরনের হৃদয় বিদারক আলোচনা হয় সেই ধরনের আলোচনাও ওর বেশ ভালো লাগে। তাছাড়া এ্যানজেলীকে ও সত্যি ভালোবাসত। যে সব মেয়ের মধ্যে একটু প্রণয়াসক্তি দেখা যায় তাদের ও স্বভাবতই ভালোবাসে। তাদের প্রতি ওর ভালোবাসা ও নানাভাবে প্রকাশ করে। ওর এই ভালোবাসার কারণ এই যে তারা মানুষকে আনন্দ দেয়। ও তাদের সঙ্গে এমন সাবধানে ব্যবহার করে যে মনে হয় তারা যেন দোকানের মহামূল্য সামগ্রী। ও তাদের নানারকম আদরের নামে ডাকে। প্রণয়ী-পুরুষ তা'র প্রিয়ার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে ও'র ব্যবহারের মধ্যেও সেই রকম ভাব ভংগী ফুটে ওঠে। এ্যানজেলীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা না করলেও

কতকটা যেন নিয়ম রক্ষা করার জন্যই ও তা'কে তেমনি ভাবেই আদর কোরত। কাজেই এ্যানজেলী অসুখে পড়ায় ওর স্নেহ-বর্ষণ একেবারে করুণ হোয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ ঘরটা ও'র আদরের শব্দে পূর্ণ হোয়ে ওঠে। আর এদিকে স্যাকার্ড দারুণ দুঃখে দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হোয়ে বসে বসে ও'র ঘোরাফেরা দেখতে থাকে।

এ্যানজেলীর অবস্থা আরো খারাপ হোয়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যেবেলা ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল—রাত্তির কাটে কি না সন্দেহ। সিডোনী সকাল সকাল এ্যারিষ্টাইডের বাসায় চলে এল। সজল চোখে সে এ্যারিষ্টাইড আর এ্যানজেলীকে দেখতে থাকে। তা'র দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে বিদ্যুত খেলে যায়। ডাক্তার চলে গেলে সে আলোটা নিবিয়ে দেয়। চারিদিক নিস্তব্ধ…। সেই আর্দ্র উষ্ণ ঘরটার মধ্যে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়। ঘড়ি বন্ধ হবার আগে যেমন প্রবল ভাবে টিক্‌টিক্ করে ওঠে এ্যানজেলীর এলোমেলো শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও তেমনি হোয়ে ওঠে। মাদাম সিডোনী এ্যানজেলীকে পথ্য খাওয়াবার চেষ্টা ছেড়ে দেয়। রোগের সাথে যুদ্ধ কোরে আর লাভ নেই। সে অগ্নিকুণ্ডের ধারে এ্যারিষ্টাইডের পাশে চুপ কোরে বসে থাকে। এ্যারিষ্টাইড অগ্নিকুণ্ডে বারবার কয়লা দেয়। তারপর সম্ভবত ঘরের উত্তপ্ত আবহাওয়া আর করুণ দৃশ্য সহ্য কোরতে না পেরে ও পাশের ঘরে চলে যায়। ক্লটীলডাকে এ ঘরে বন্ধ কোরে রাখা হোয়েছে। সে নিশ্চিন্ত মনে কম্বলের ওপর বসে পুতুল নিয়ে খেলছে। সে বাবার দিকে চেয়ে হাসে। ঠিক সেই মুহূর্তে সিডোনী ঘরে ঢুকে ও'কে পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে : "শেষ হোয়ে এল। ডাক্তার কি বলে গেল শুনেছ তো!"

দরজাটা হাট কোরে খোলা। ওপর থেকে এ্যানজেলীর কণ্ঠের মৃদু ঘড়ঘড়ানি ভেসে আসছে।

স্যাকার্ড কথা বলতে পারেনা।—শুধু মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়।

সিডোনী তা'র ব্যবসায়ী স্থলভ ভংগীতে কাঁদতে থাকে।

ঃ "ও বড় ভালো মানুষ ছিল। তুমি হয়তো অনেক বড়লোকের মেয়ে পাবে—হয়তো অনেক সংসার অভিজ্ঞা মেয়ে পাবে কিন্তু অমন মন আর পাবে না।"

সিডোনী এমনভাবে কথাগুলো বলে যে মনে হয় এ্যানজেলী যেন মারা গেছে। সে হঠাৎ চুপ কোরে গিয়ে চোখ মুছতে থাকে। তার ভাবভংগী দেখে বোঝা যায় যে সে আলোচনাটা আরো টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

ঃ "তোমার কি দরকারী কিছু বলার আছে?"—স্যাকার্ড কাজের কথা পাড়ার জন্য বলে।

ঃ "আমি তোমার ব্যাপার নিয়েই এতদিন চেষ্টা করছিলাম। সেই যে তুমি যে বিষয়ে আমাকে বলেছিলে! একটা উপায়ও পেয়েছি··· কিন্তু আজ এমন অবস্থায় বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।"

সিডোনী আবার চোখ মোছে। স্যাকার্ড তা'কে বলার স্থযোগ দেবার জন্য চুপ কোরে শুনে যায়। সিডোনী আবার আরম্ভ করে ঃ "যা'র কথা বলছি সে মেয়েটি একেবারে ছেলে মানুষ। কিন্তু তার আত্মীয়স্বজনরা এখুনি তার বিয়ে দিতে চায়। মেয়েটির জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ও'র পিসী ও'কে বাঁচাবার জন্য সব কিছুই দিতে প্রস্তুত···"

সে এমনভাবে থেমে থেমে কান্না ভরা কণ্ঠে কথাগুলো বলে যে মনে হয় সে যেন এ্যানজেলীর জন্যই কাঁদছে। সে চায় এ্যারিষ্টাইড ধৈর্য হারিয়ে প্রশ্ন করুক—তাহলে আর এরকম সময়ে কথাগুলো বলার দায়িত্বটা তার একার থাকবে না। এ্যারিষ্টাইড সত্যিই ক্রমে গরম হোয়ে উঠছিল।

"যা বলার আছে চট্পট্ বলে ফেল। ওরা কেন মেয়েটির বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো কোরছে।"—এ্যারিষ্টাইড বলে ওঠে।

"মেয়েটি সবেমাত্র স্কুল ছেড়ে গ্রামে ওর এক সহপাঠিনীর বাড়ীতে

বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে একটি লোক ও'কে প্রলোভন দেখিয়ে সর্বনাশ করে। ওর বাবা ও'র অবস্থা জানতে পেরে ভীষণ রেগে যায়। সে হয়তো ওকে মেরেই ফেলত। তখন ও'র পিসী ওকে বাঁচাবার জন্য সাহায্য কোরতে প্রস্তুত হয়। ওরা ওর বাবাকে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে যে, যে লোকটি ও'র সর্বনাশ কোরেছে সে লোক হিসাবে মন্দ নয় এবং সে তার সাময়িক ভুলের প্রতিকার কোরতে রাজী আছে।"

"অর্থাৎ সে লোকটি ওকে বিয়ে কোরবে?"—স্যাকার্ড একটু আশ্চর্য হোয়ে বিরক্তভাবে প্রশ্ন করে।

"না, সে বিয়ে করতে পারবেনা—সে বিবাহিত।"

দুজনেই চুপ কোরে যায়। এ্যানজেলীর গলার যন্ত্রনাকাতর ঘড়ঘড় শব্দে স্তব্ধ পরিবেশটা যেন থরথর কোরে কাঁপতে থাকে। ক্লটীলডা খেলা বন্ধ কোরে একবার সিডোনীর দিকে আবার তার বাবার দিকে চেয়ে দেখতে থাকে। তা'র বড় বড় চোখ দুটিতে চিন্তার ঘন ছায়া। সে যেন ওদের কথা বুঝতে পেরেছে। স্যাকার্ড কয়েকটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে:

: "ও'র বয়স কত?"

: "উনিশ।"

: "কতদিন অন্তঃসত্ত্বা?"

: "তিন মাস। কাজেই গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।"

: "বংশটা কেমন—সমৃদ্ধ বংশ তো?"

: "সেকেলে মধ্যবিত্ত পরিবার। ও'র বাবা বিচারক। অনেক টাকা পাওয়া যাবে।"

: "পিসী কত দিতে রাজী?"

: "এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক।"

আবার দুজনেই চুপ কোরে যায়। সিডোনীর কণ্ঠে আর কোনো জড়তা নেই। পাকা ব্যবসাদার যেমন কথায় ভুলিয়ে পুরোনো মাল

গছাবার চেষ্টা করে তা'র কথাতেও তেমনি সুর বাজতে থাকে। স্যাকার্ড একবার আড়চোখে তা'র দিকে চেয়ে দেখে একটু ইতস্তত কোরে বলে : "তুমি কি নেবে ?"

"সে পরে দেখা যাবে'খন। তুমি এর বদলে আমার একটা কাজ করে দিলেও চলবে।" কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে ওকে নীরব দেখে সে পরিস্কার জিজ্ঞেস করে :

"কি ঠিক করলে ? ওরা বিপদে পড়েছে—কেলেঙ্কারীটাকে ওরা চাপা দিতে চায়। কাল ওর বাবাকে সেই লোকটির নাম জানানোর কথা আছে। এখন তুমি যদি রাজী থাকো তো তোমার একটা 'কার্ড' লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিই।"

স্যাকার্ড যেন হঠাৎ স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে ওঠে। ও'র মনে হয় পাশের ঘর থেকে কেমন একটা শব্দ আসছে। চমকে উঠে দ্রুতগতিতে ও ওঘরে চলে যায়।

"আমি পারবো না"—ও বিক্ষুব্ধভাবে বলে ওঠে। "না, আমি কিছুতেই পারবো না।" সিডোনী ও'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তা'র দৃষ্টি থেকে তীব্র ঘৃণা মিশ্রিত ভর্ৎসনা ঝরে পড়ে। স্যাকার্ডের শিরা উপশিরায় রুগোঁ বংশের লোভ—উন্মত্ত রক্ত নেচে ওঠে। ও ওর পকেট বই থেকে একটা 'কার্ড' বার কোরে বোনের হাতে দেয়। সিডোনী সতর্কভাবে ঠিকানাটা কেটে 'কার্ডটা' একটা খামে পুরে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘড়িতে তখন প্রায় ন'টা বাজে।

নিঃসঙ্গ স্যাকার্ড এগিয়ে গিয়ে জানালার বরফের মত ঠাণ্ডা সার্সিতে মাথা রেখে দাঁড়ায়। ও এত অন্যমনস্ক হোয়ে পড়ে যে জানালার কাঁচে টোকা দিয়ে বাজানোর অভ্যাসটুকু পর্যন্ত ভুলে যায়। বাইরে কালো রাত্রি···ওপর থেকে একটা অন্ধকারের স্তূপ ঝুলে রয়েছে। দারুণ অস্বস্তিতে ও এ্যানজেলীর ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ও এতক্ষণ এ্যানজেলীর কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকে ও ভীষণভাবে চমকে ওঠে : এ্যানজেলী বালিশ

হেলান দিয়ে উঁচু হোয়ে উঠেছে······তা'র চোখ দুটি সম্পূর্ণ ঘোলা··· ঠোঁটে গালে প্রাণের রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে। রুটীলডা পুতুল হাতে নিয়ে বিছানার ধারে বসে আছে। এ ঘরে সে অনেকক্ষণ ঢুকতে পারেনি। কাজেই বাবা পিছন ফিরতেই সে শিশু সুলভ কৌতুহলের টানে এ ঘরে ছুটে এসেছে। স্যাকার্ডের মাথায় তখনো ওর বোনের কথাগুলো ঘুরছিল। তাই এ্যানজেলীর এই অবস্থা দেখে তা'র স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হোয়ে যায়। একটা ভয়াবহ চিন্তায় ও'র চোখ বোধ হয় জ্বলে ওঠে। এ্যানজেলী দারুণ আতঙ্কে বিছানার চাদরে মুখ লুকোতে গিয়ে দেওয়ালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার মৃত্যুর বড় বেশী দেরী ছিল না। এই হঠাৎ জেগে ওঠা, নির্বানোন্মুখ প্রদীপের শেষ বারের মত জ্বলে ওঠা ছাড়া কিছুই নয়। মুমূর্ষু এ্যানজেলী আর নড়তে পারে না শুধু একদৃষ্টে স্বামীব দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় সে যেন ও'র প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

স্যাকার্ড মুহুর্তের জন্য ভেবেছিল এ্যানজেলীর এই দানাপাওয়া পূর্ণজীবন লাভ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। নিয়তি বোধ হয় তা'কে দরিদ্রই রাখতে চায়। কিন্তু এখন সেই হতভাগিনীর অবস্থা দেখে ও বুঝতে পারে আর এক ঘণ্টাও কাটবে না। একটা কথা ভেবে ও'র মনটা দারুণ অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। এ্যানজেলীর দৃষ্টি দেখে ও বুঝতে পারে যে সে সিডোনীর সঙ্গে ওর কথাবার্তার সব কিছুই শুনতে পেয়েছে। তাই সে বোধহয় ভয় পেয়েছিল যে যদি তাড়াতাড়ি মৃত্যু না হয় তাহলে ও হয়তো তাকে গলাটিপে মেরে ফেলবে। সরল, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ যখন শেষ মুহুর্তে জানতে পারে জগতে কত পাপ, কত গ্লানি—যখন সে বুঝতে পারে যা'র সঙ্গে সে জীবন কাটালো সেও একটা ভয়ঙ্কর দস্যু, তখন তা'র চোখে মুখে যে সভয় বিস্ময় ফুটে ওঠে এ্যানজেলীর চোখেও সেই ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু ক্রমে তা'র দৃষ্টি কোমল হোয়ে ওঠে। সে বোধহয় নিজের মনেই স্যাকার্ডের পক্ষ সমর্থনের মত যুক্তি খুঁজে পায়। সে ভেবে দেখে স্যাকার্ড

এতদিন বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম কোরেছে। কিন্তু স্যাকার্ড এ্যানজেলীর স্থির দৃষ্টি সহ্য কোরতে পারে না। ও'র মনে হয় এ্যানজেলীর চোখে সুতীব্র ভর্ৎসনা ফুটে উঠেছে। ও ঘরের অন্ধকার কোনে পালিয়ে গিয়ে আসবাবপত্র ধরে নিজেকে সামলে নেয়। ও'র মনে হয় বুঝি এখুনি ও মুর্ছিত হোয়ে পড়বে। যে দুঃস্বপ্ন ওকে উন্মত্ত কোরে তুল্ছে তা'কে তাড়াবার জন্য ও প্রাণপণ চেষ্টা কোরতে থাকে। ও আলোর দিকে এগিয়ে যায়। এ্যানজেলী ইশারায় ও'কে কথা বল্তে বারণ কোরে তেমনি ভয় চকিত দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে বুঝিবা ক্ষমার চিহ্ন ফুটে ওঠে।

ও ক্লটীলডাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য কোলে তুলে নিতে যায়। এ্যানজেলী ইশারায় বারণ করে। সে যেন চায় ও যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনি থাকুক। ধীরে ধীরে তা'র প্রাণবায়ু শূন্যে মিশে যায়। কিন্তু একবারও সে ওর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে চেয়ে থাকে। তা'র দৃষ্টিতে ও যতই বিবর্ণ হোয়ে ওঠে ততই যেন তার দৃষ্টি কোমলতর হোয়ে ওঠে। বোধহয় শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে ওকে ক্ষমা করে। যেমন ভীরুভাবে ও এতদিন বেঁচেছে তেমনি ভীরুভাবেই সে মৃত্যুবরণ করে···সারাজীবনের সঙ্কোচ মরণেও বোধহয় তাকে ত্যাগ করেনি।

স্যাকার্ড স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ্যানজেলীর প্রাণহীন চোখ দুটি তখনো তা'র দিকেই নিবদ্ধ। ক্লটীলডা বিছানার ধারে বসে আস্তে আস্তে পুতুলটাকে আদর কোরছে—হয় তো সে ভয় পাচ্ছে যদি তা'র মা' হঠাৎ জেগে ওঠে।

* * *

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন সন্ধ্যেবেলা সিডোনী স্যাকার্ডকে তার বাসায় ডেকে নিয়ে গেল। সেখানেই সব কথাবার্তা স্থির হোয়ে গেল। স্যাকার্ড স্থির কোরল ক্লটীলডাকে ও'র আর একভাই পাসক্যাল

রুগোঁর কাছে পাঠিয়ে দেবে। পাসক্যাল প্লাসাঁয় ডাক্তারী করে। সে অবিবাহিত। ক্লটীলডাকে পাঠিয়ে দেবার কথা সে বহুবার বলেছে। সে চায় তার সঙ্গীহীন নিস্তব্ধ বাড়ী একটি শিশুর আনন্দ কলরবে পূর্ণ হোয়ে উঠুক। সিডোনী ওকে বুঝিয়ে দেয় যে ও'র আর রু সেণ্ট-জেক্‌সে্‌র বাসায় থাকা উচিত নয়। হোটেল দ্য ভিলের কাছেই সে ও'র জন্য একটা সুসজ্জিত বাসা ভাড়া নেবে। বাসাটা ভাড়াটে বাড়ীর মত না হোলেই ভালো—কারণ তাহলে আসবাব-পত্রগুলো ও'র নিজস্ব বলে মনে হবে। রু সেণ্ট-জেক্‌সে্‌ অস্থাবর যা' কিছু আছে সব বিক্রী কোরে ফেলা দরকার। কারণ অতীতের কোনো চিহ্ন আর না রাখাই ভালো। ওগুলো বিক্রী কোরে যা' পাওয়া যাবে সেই টাকায় নোতুন বৌয়ের কিছু জামাকাপড় কিনতে হ'বে।

তিনদিন পরে ক্লটীলডাকে এক বৃদ্ধার কাছে দিয়ে আসা হোলো। ভদ্রমহিলা দক্ষিণ ফ্রান্সে যাচ্ছিলেন। আর এদিকে এ্যারিষ্টাইড স্যাকার্ড কারুকার্য করা চটি পায়ে দিয়ে মারেস পাড়ায় রু পেনের ওপরে একটা মস্ত বাড়ীর সুসজ্জিত বাসায়, এই তিনদিনের মধ্যে ভাগ্য পরিবর্তনের আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে বিজয়ীর মত ঘুরে বেড়ায়।

এ্যাঞ্জেলীর মৃত্যুর দিন সন্ধ্যেবেলা মাদাম সিডোনী বিরদ-পরিবারে যে আকস্মিক বিপদের কাহিনী বলেছিল তা প্রকৃতই সত্যি। সেই মেয়েটির বাবা মঁসিয়ে বিরদ দু স্যাটেল ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি এই সুপ্রাচীন মধ্যবিত্ত বংশের শেষ কুলপ্রদীপ। তাঁর স্ত্রী খুব কম বয়সেই মারা যায়। বিরদের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা গোপন ক্ষত ছিল—সেই ক্ষতই তাঁকে আরো গম্ভীর কোরে তুলেছিল। মেয়ে রেণীর যখন আট বছর তখন তাঁর স্ত্রী আর একটি কন্যা সন্তান প্রসব কোরে মারা গেল। নবজাত মেয়েটির নাম রাখা হোলো ক্রীষ্টাইন। ক্রীষ্টাইনকে মঁসিয়ে বিরদের বোন অর্থাৎ নোটারী অবটটের স্ত্রী মানুষ করতে লাগলেন। রেণীকে কনভেণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। উনিশ

বছর বয়সে কনভেণ্ট ছেড়ে সে তার সহপাঠিনী এ্যডীলাইনের বাড়ীতে গ্রীষ্মটা কাটাতে গেল। এ্যডিলাইনের বাবার নিভার্নেইসে একটা সুন্দর বাগানবাড়ী ছিল। কিন্তু অক্টোবর মাসে যখন সে ফিরে এল, তার পিসী এলিজাবেথ রেণীর বিষাদক্লিষ্ট মূর্তি দেখে আশ্চর্য হোয়ে গেলেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি দেখতে পেলেন রেণী বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। সে যেন দারুণ যন্ত্রনায় ছটফট কোরছে। দারুণ দুঃখে রেণী তাঁকে এক হৃদয় বিদারক কাহিনী বলল :

সে যখন গ্রামে ছিল সে সময় একদিন একজন লোক জোর কোরে তার সর্বনাশ কোরেছে। সে আত্মরক্ষা করার সাহসটুকু পর্যন্ত পায়নি—কেমনভাবে আত্মরক্ষা করবে তাও সে বুঝতে পারেনি। লোকটা ধনী এবং বিবাহিত—বাড়ীতে সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান। বয়সও হোয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর।

রেণীর কথা শুনে এলিজাবেথ ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। নিজেকেও তার যেন অপরাধী মনে হোতে থাকে। রেণীকেও না নিয়ে কেবল ক্রীষ্টাইনকে মানুষ করার ভার নেওয়ার জন্য তার মনটা খারাপ হোয়ে যায়। রেণীকেও সে যদি নিজের কাছে রাখত তাহলে হয়তো ও'র এই সর্বনাশ হোতো না। তার মনটা অত্যন্ত কোমল। কাজেই রেণীর দুঃখে সে অনুশোচনায় পূর্ণ হোয়ে ও'কে বাঁচাবার জন্য ব্যগ্র হোয়ে ওঠে। রেণীর বাবাকে যথেষ্ট সতর্কভাবে ওরা সব কথা জানায়। এলিজাবেথ ও'র বাবার রাগ নিজের ঘাড়েই টেনে নিল। শেষকালে বিপদের ধাক্কায় বিহ্বল হ'য়ে গিয়ে এলিজাবেথ রেণীর বিয়ের পরিকল্পনা করতে থাকে। ওর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে ওর বাবা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর রেণীরও ভবিষ্যতের ব্যবস্থা হোয়ে যাবে। এই লজ্জাকর বিপদের হাত থেকে বাঁচবার ঐ একমাত্র উপায়।

মাদাম সিডোনী এই কাহিনী জানতে পেরে স্যাকার্ডের সঙ্গে রেণীর বিয়ে দিতে রাজী করাল। এলিজাবেথ রেণীর প্রতি সিডোনীর ভালোবাসা দেখে এবং সে যে নিজের পরিবারের একজনের

সঙ্গে রেণীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছে এর জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ হোয়ে রইল। রু ড্য ফবুর্গ-পয়সনিয়েরের বাসায় এলিজাবেথের সঙ্গে স্যাকার্ডের প্রথম দিন সাক্ষাৎ হোলো। এলিজাবেথ অত্যন্ত ভীত হোয়ে পড়ে। সে যে একলক্ষ ফ্রাঙ্ক দিতে প্রস্তুত আছে একথাটাও সে উল্লেখ করতে সাহস করেনা। স্যাকার্ডই প্রথম ঝানু উকীলের মত টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সে এমনভাবে কথা বলে যেন কোনো মক্কেলের হোয়ে কথা বলছে। সে বলে, মাদমোয়াজেল রেণীর স্বামীর সংসার যাত্রা শুরু করার পক্ষে একলক্ষ ফ্রাঙ্ক কিছুই নয়। "মাদ-মোয়াজেল" কথাটার ওপর সে যেন একটু বিশেষ জোর দেয়। মঁসিয়ে বিরদ গরীব জামাইকে আরো বেশী ঘৃণা কোরবেন। তিনি ভাববেন তাঁর মেয়ের টাকার লোভেই সে ওকে প্রলোভিত কোরেছে! উনি হয়তো গোপনে খোঁজ খবরও নিতে পারেন। তাছাড়া অন্তত দু লক্ষ ফ্রাঙ্ক না পেলে সে রেণীকে বিয়ে করতে পারবে না। কারণ লোকে হয়তো তাকে অর্থপিশাচ বলবে—কাজেই ঐ সামান্য টাকার জন্য এত বড় বদ্‌নাম নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। স্যাকার্ডের নম্র-শান্ত ভংগী দেখে ঘাবড়ে গিয়ে এলিজাবেথ ও'র কথায় রাজী হোয়ে যায়। এলিজাবেথ হতবুদ্ধি হোয়ে বিদায় নিল। সে যেন ভাবতেই পারেনা যে স্যাকার্ডের মত একটা ঘৃণ্য জীবের সংগে কি কোরে এত বড় একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব।

এরপর ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য এলিজাবেথ স্যাকার্ডের সঙ্গে ও'র রুপেইনের বাসায় দেখা কোরল। এবার সে মসিঁয়ে বিরদের কাছ থেকেই আসছে। বিরদ রেণীর সঙ্গে বিয়ের আগে যে লোক তাঁর মেয়ের সর্বনাশ কোরেছে তার মুখ দেখতে প্রস্তুত নন। মেয়েকেও তিনি ঘরে ঢুকতে দেন না। কথাবার্তা পাকা করার সব ভার এলিজাবেথের ওপর। স্যাকার্ডের সুসজ্জিত ঘর বাড়ী দেখে এলিজাবেথের মনটা খুশী হোয়ে ওঠে। তার ভয় ছিল দরিদ্র মাদাম সিডোনীর ভাই হয়তো একটা চোরছ্যাঁচোড় গোছের লোক।

স্যাকার্ড একটা সুন্দর 'ড্রেসিং গাউন' পরে এলিজাবেথকে অভ্যর্থনা কোরে ঘরে এনে বসায়।

এলিজাবেথ বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে। স্যাকার্ড এই ব্যাপারে একটা পরম ঔদাস্য দেখায়। গত সপ্তাহে সাতদিন ধরে ও বিবাহ সংক্রান্ত আইনকানুনগুলো খুঁটিয়ে পড়েছে। ও'র এই কাজটার ওপর ভবিষ্যতের কাজকর্মের স্বাধীনতা কতটা নির্ভর কোরবে এ সব ও ভেবে দেখেছে।

"দেখুন, এই সব টাকাকড়ির অপ্রিয় প্রসঙ্গ আর তুলবেন না।" —ও বলে। "আমার মতে মাদমোয়াজেল রেণীর টাকা তাঁর নিজের থাকুক—আমার নিজের টাকা আমার থাক। যাইহোক 'নোটারী' এ বিষয়ে যা' বলবেন তাই হ'বে।"

এলিজাবেথ এই ব্যবস্থা সমর্থন করে। তা'র ভয় ছিল হয়তো স্যাকার্ড রেণীর পণের টাকাটা হস্তগত করার চেষ্টা কোরবে। সে স্যাকার্ডের কঠিন মনটাকে অস্পষ্টভাবে অনুভব কোরতে পারছিল।

"আমার ভাইয়ের বেশীর ভাগই স্থাবর সম্পত্তি—জমি আর বাড়ী" —এলিজাবেথ কি ভাবে রেণীর পণ দেওয়া হবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলে। "মেয়েকে বঞ্চিত ক'রে শাস্তি দেবার মত মানুষ সে নয়। সে ও'কে সোলোনের প্রায় তিনলাখ ফ্রাঙ্কের সম্পত্তি আর প্যারিসের দু'লাখ ফ্রাঙ্কের বাড়ীটা দেবে।"

স্যাকার্ড আশ্চর্য হোয়ে যায়। ও এত টাকা পাবার আশা করেনি। ও'র মুখখানা লাল হোয়ে ওঠে। বিস্ময় চাপা দেবার জন্য ও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়।

"অর্থাৎ মোট পাঁচলাখ ফ্রাঙ্ক হোলো। তবে সোলোনের সম্পত্তির আয় মাত্র শতকরা দু'ফ্রাঙ্ক। তোমার কাছে আমি কিছু লুকোবো না।"

স্যাকার্ড হাসে। ও এমন ঔদাসিন্যের ভাব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে এতে ও'র কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—কারণ স্ত্রীর

সম্পত্তিতে ও হস্তক্ষেপ কোরতে যাচ্ছে না। ও আরাম কেদারায় পরম ঔদাস্যের ভংগীতে বসে অন্যমনে পায়ে কোরে চটিটা নাড়াচাড়া করতে থাকে। অর্থাৎ ও বোঝাতে চায় কেবল ভদ্রতার খাতিরেই যেন এসব কথা ও শুন্‌ছে।

এলিজাবেথ অত্যন্ত সরল। সে খুব সাবধানে কথা বলতে থাকে, যা'তে ও'র মনে না কোনো আঘাত লাগে।

"তাছাড়া আমার নিজেরও রেণীকে কিছু উপহার দেবার ইচ্ছে আছে। আমার নিজের কোনো ছেলেপুলে নেই। কাজেই আমার সম্পত্তিও ভাইঝিরাই পাবে। ওদের একজন বিপদে পড়েছে বলে আমি হাত গুটোবো না। ও'দের বিয়ের যৌতুক আমি ঠিক কোরেই রেখেছি। রেণীকে আমি সারোনের কাছে বেশ খানিকটা জমি দেব। ও'টার দাম দুলাখ ফ্রাঙ্ক হ'বে। অবশ্য······"

"জমি' কথাটা শুনে স্যাকার্ড চম্‌কে ওঠে। ঔদাস্যের ভান করলেও ও বেশ মন দিয়েই এলিজাবেথের কথাগুলো শুনছিল। এলিজাবেথ হতবুদ্ধি হোয়ে থেমে যায়। সে যেন কথাগুলো ঠিক কি ভাবে বলা উচিত তা ভেবে পায় না। সঙ্কোচে মুখ লাল কোরে সে আবার আরম্ভ করে :

"আমি চাই যে জমিটার মালিকানা সত্ব রেণীর প্রথম সন্তানেরই যেন থাকে। আমি কেন একথা বলছি বুঝেছ তো? ঐ শিশুটি যে তোমার গলগ্রহ হোয়ে ওঠে এটা আমি চাইনা। অবশ্য যদি শিশুটি মারা যায় তো সম্পত্তির মালিক হ'বে রেণী।"

স্যাকার্ড মুখে একটুও নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেয় না। কিন্তু ও'র কোঁচকানো কপাল দেখলেই বোঝা যায় যে কত গভীরভাবে ও ভাবছে। সারোনের জমির কথা শোনামাত্র ও'র মাথায় নানা-রকম পরিকল্পনা খেল্‌তে থাকে। রেণীর সন্তানের কথা উল্লেখে হয়তো স্যাকার্ড আহত হোয়েছে মনে কোরে এলিজাবেথ ভয় পেয়ে যায়। সে আর কথা বলতে পারে না—লজ্জায় মুখ-নীচু কোরে বসে থাকে।

স্যাকার্ড নিজেই তার স্বাভাবিক মিষ্টিসুরে কথা আরম্ভ করেঃ

"যে বাড়ীটার দাম দু'লাখ ফ্রাঙ্ক বললেন সেটা কোন রাস্তার ওপর ?"

"রু দ্য লা পিপিনিয়েরএ—প্রায় রু দ্য এ্যাসটর্জের মোড়ে।"

এলিজাবেথের এই সহজ কথাগুলো ও'র ওপর দারুণভাবে কাজ করে। ও আর কিছুতেই আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। চেয়ারটা এলিজাবেথের কাছে এগিয়ে এনে ও মোলায়েম স্বরে বলেঃ "দেখুন ওসব কথা এখন থাক—আমরা অনেকক্ষণ তো নীরস টাকাকড়ির কথা আলোচনা করলাম। এখন আপনাকে কতকগুলো কথা খুলে না বল্‌লে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ থেকে যাবে। কারণ আপনার সমর্থন আমার দরকার। কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী মারা গেছেন। আমার দু'টি শিশুসন্তান আছে—তা'দের আমার মানুষ কোরতে হ'বে। আমি স্বভাবতই খুব ভেবেচিন্তে কাজ করি। আমার মনে হয় আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করলে আমি সব দিক থেকেই ভালো কোরব!" ও অনেকক্ষণ ধরে নিজের কথা বলে যায়। ও'র মোলায়েম ভংগীর মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে কিন্তু একটা নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য ফুটে উঠতে থাকে। ও এলিজাবেথকে ইউজেন এবং ও'র বাবার কথাও বলে। শেষ পর্যন্ত এলিজাবেথের সঙ্গে নিজের একটা বেশ স্নেহের সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে ও কথা শেষ করে। এলিজাবেথও বেশ খুশী হোয়ে ওঠে। সে বুঝ্‌তে পাবে এতদিন ধরে যে ব্যাপারটার সুরাহা করার জন্য সে কষ্ট পাচ্ছিল সেটা এই চালাকচতুর মানুষটির হাতে বেশ আনন্দময় পরিণতি লাভ কোরবে। পরেরদিন 'নোটারীর' সঙ্গে দেখা কোরতে যাওয়ায় কথা ঠিক হোয়ে যায়।

এলিজাবেথ চলে যাওয়া মাত্র স্যাকার্ড হোটেল দ্য ভিলেতে গিয়ে কতকগুলো দলিলপত্র দেখাশোনা কোরতে থাকে। এগুলোর খবর ও'র আগেই জানা ছিল। 'নোটারীর' সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়ে স্যাকার্ড একটা আপত্তি তুল্‌ল। ও বলল যে রেণী যে পণ পাচ্ছে তার

সবই স্থাবর সম্পত্তি, এই নিয়ে রেণী অত্যন্ত অসুবিধেয় পড়বে। কাজেই যদি বাড়ীটা বিক্রী কোরে সেই টাকাটা খাটানো যায় তো সবচেয়ে ভালো হয়। এলিজাবেথ এ বিষয়ে মঁসিয়ে বিরদের সঙ্গে পরামর্শ কোরবে বলল। বিরদ তখনো ঘর থেকে বেরোন না।

স্যাকার্ড পথে বেরিয়ে পড়ল। ও রু দ্য লা পিপিনিয়ের দেখে গভীরভাবে চিন্তা কোরতে কোরতে সারা প্যারিসটা ঘুরে বেড়াতে লাগল। ও'র তখনকার ভাবভংগী দেখলে মনে হোতো ও যেন একজন মস্ত বড় সেনাপতি কোনো একটা চরম যুদ্ধের আগে চিন্তামগ্ন হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরেরদিন সকালে এলিজাবেথ জানালো যে মঁসিয়ে বিরদ সব ভার তা'র ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। আগে যেমন কথা হোয়েছিল সেই ভাবেই বিবাহের চুক্তিপত্র তৈরী হোলো। স্যাকার্ড পেল দু'লাখ ফ্রাঙ্ক—আর রেণী পণ-হিসাবে সোলোনের সম্পত্তি রু দ্য লা পিপিনিয়েরের বাড়ীটা পেল। বাড়ীটা অবশ্য সে পরে বিক্রী কোরে দেবে। আর তা'র প্রথম সন্তানটি যদি মারা যায় তো পিসীর যৌতুক সারোনের জমিটা সেই পাবে। চুক্তিপত্র অনুযায়ী ও'দের দুজনের সম্পত্তি সম্পূর্ণ পৃথক কোরে দেওয়া হোলো। যে যার নিজের সম্পত্তি নিয়ে যা খুশী কোরতে পারবে। এলিজাবেথ 'নোটারীর' কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। এই ব্যবস্থায় সে খুব খুশী হোয়ে উঠল। কারণ এতে তাঁর ভাইঝিকে কারো অধীনতা স্বীকার কোরতে হ'বে না—এবং তা'ব সম্পত্তিতেও কেউ হস্তক্ষেপ কোরতে পারবে না।

সেন্ট-লুই—এন লাইলের গির্জায় বিয়ে হোয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত স্যাকার্ড বা রেণী কেউই কারুকে দেখে নি। বিরদ প্রাসাদের একটা নীচু ঘরে সন্ধ্যের পর ও'দের প্রথম সাক্ষাৎ হোলো। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দুজনেই দুজনকে ভালো কোরে দেখতে থাকে। বিয়ের ব্যবস্থা হোতে আরম্ভ করার পর থেকেই রেণী তার স্বাভাবিক

সচঞ্চল লঘু প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে। তা'র দীর্ঘ দেহের অপূর্ব রূপের মধ্যে কোথায় যেন একটা উগ্রতা আছে।

তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন তা'র স্কুল জীবনের খেয়ালখুশীর মধ্যে আপনাআপনিই বিকশিত হোয়ে উঠেছে। স্যাকার্ডকে রেণীর যেন একটু কুশ্রী বলেই মনে হোলো। কিন্তু তবু ওর কুশ্রীতার মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য, একটা বুদ্ধির প্রখরতা আছে—সেটা রেণীর মন্দ লাগে না। তাছাড়া আচার ব্যবহারের দিক থেকে ও একেবারে নিখুঁত। রেণীকে দেখে ও শুধু একটু হাস্‌ল। রেণীকে ওর একটু বেশী লম্বা বলে মনে হয়—বোধহয় ওর নিজের চেয়েও লম্বা। ওরা বেশ সহজ ভাবেই দু'একটা কথাবার্তা বলে। রেণীর বাবা সেখানে উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় ভাবতেন যে এরা বহুদিন থেকেই পরস্পরকে চেনে এবং এরাই দুজনে সেই মারাত্মক ভুলটা কোরে বসে আছে। এলিজাবেথ ওদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়।— ওদের মুখ লজ্জায় লাল হোয়ে ওঠে।

বিয়ের পরদিন ওদের দুজনকে মঁসিয়ে বিরদের কাছে নিয়ে যাওয়া হোলো। বিয়ের দিন ইউজেনও গির্জায় এসেছিল। সে কিছুদিন আগে একটা বক্তৃতা দিয়ে আরো প্রতিপত্তিশালী হোয়ে উঠেছে। রেণী বাবাকে দেখে কেঁদে ফেলল। মঁসিয়ে বিরদ যেন এই কয়দিনে আরো বৃদ্ধ হোয়ে পড়েছেন। তাঁকে আরো বেশী গম্ভীর, আরো শোকাতুর দেখাচ্ছে। স্যাকার্ড, যে কোনো কিছুতেই ঘাবড়ায় না, সেও ঘরটার কন্‌কনে হাওয়া, ম্লান আলো আর দীর্ঘ দেহ বৃদ্ধের করুণ গাম্ভীর্যে যেন জমে বরফ হোয়ে যায়। বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ চোখ দুটি যেন ও'র অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। বিরদ ধীরে ধীরে মেয়ের কপালে চুম্বন করলেন। তিনি যেন এই চুম্বনের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি মেয়েকে ক্ষমা কোরেছেন। তারপর স্যাকার্ডের দিকে চেয়ে বললেন :

"আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি। আশাকরি এরপর তুমি

এমন ব্যবহার কোরবে যা'তে আমরা তোমার অন্যায় ভুলে যেতে পারি।"

তিনি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকেন। ও বুঝতে পারে মঁসিয়ে বিরদ যদি না তাঁর মেয়ের লজ্জায় অমনভাবে ভেঙে পড়তেন তাহলে মাদাম সিডোনীর চালাকি তিনি এক মুহূর্তে সহজেই ধরতে পারতেন। সিডোনী বুদ্ধিমতীর মতই ও'কে এবং এলিজাবেথকে মিলিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। এমন কি বিয়েতেও সে আসেনি। ও মনে মনে ঠিক কোরে ফেলে যে বৃদ্ধের সঙ্গে খুব খোলাখুলিভাবে কথা বলবে। বৃদ্ধ বোধহয় তাঁর মেয়ের চল্লিশ বছরের প্রণয়ীকে একটু কুশ্রী দেখে আশ্চর্য হোয়ে গেছেন।

প্রথম কয়েকটি রাত ওদের বিরদ প্রাসাদেই কাটাতে হোলো। বাড়ীর গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যে নাটকীয় ঘটনা ঘটছে সে সম্বন্ধে মাত্র চোদ্দ বছরের বালিকা ক্রীষ্টাইন যাতে কিছু বুঝতে না পারে, তাই মাসখানেক আগে তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে। সেখান থেকে বাড়ী ফিরে সেও তা'র ভগ্নীপতির দিকে আশ্চর্য হোয়ে চেয়ে রইল। কারণ তা'রও মনে হচ্ছিল তার ভগ্নীপতির বয়স যেন একটু বেশীই—এবং দেখতেও ভালো নয়। একমাত্র বেণীই তার স্বামীর বয়স অথবা কুশ্রীতার জন্য কোনো দুঃখ অনুভব করেনা। স্যাকার্ডের প্রতি তার যেমন ভালোবাসা নেই তেমনি ঘৃণাও নেই। তার প্রশান্ত ভংগীর মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু একটা শ্লেষমিশ্রিত বিরাগ ফুটে ওঠে। স্যাকার্ড সারা বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে বেশ সহজ হোয়ে উঠেছে। তা'র সরল হাসিখুশী ব্যবহারে সে ক্রমে সকলেরই ঘনিষ্ঠ হোয়ে ওঠে। কাজেই যেদিন ও'রা ওখান থেকে রু দ্য রিভোলিতে নিজেদের সুসজ্জিত বাসায় চলে গেল সেদিন আর মঁসিয়ে বিরদের চোখে কোনো বিস্ময় বা বিরূপ ফুটে উঠল না—আর ক্রীষ্টাইন তো তা'র জামাইবাবুর সঙ্গে পুরোনো বন্ধুর মত লাফালাফি

কোরে খেলাই কোরতে থাকে। মেয়েলী হিসাব অনুযায়ী রেণীর তখন চারমাস চল্‌ছে। স্যাকার্ড তা'কে দেশে পাঠিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে এমন সময় সিডোনীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল—রেণীর গর্ভপাত হোয়ে গেল।

রেণী শারীরিক চিহ্নগুলো ঢাকা দেবার জন্য আঁটসাট করে জামাকাপড় পরে। তা'র ঝল্‌মলে স্কার্টের নীচে সব ঢাকা পড়ে যায়। তাছাড়া কয়েক সপ্তাহ সে বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারে না। স্যাকার্ড এই ব্যাপারটায় মনে মনে খুবই আনন্দিত হোয়ে ওঠে। ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন—বিয়েতে প্রচুর টাকা পাওয়া গেছে, বৌও খুবই সুন্দরী। তারওপর এখন আর কোনো দায়ও ঘাড়ে রইল না। একটা মৃত প্রাণের জন্য ও দুলাখ ফ্রাঙ্ক পেয়ে গেল। তখন থেকে ও কেবল সারোনের জমিটা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ ক'রে। একটা ফাট্‌কা খেলার ওপর ও ওর মনপ্রান অর্পণ করে—এই ফাট্‌কাটাই ও'র ভবিষ্যৎ উন্নতির বনেদ্ হোয়ে উঠবে।

ও'র স্ত্রীর বংশগৌরব রক্ষা করার জন্য তখনি হোটেল দ্য ভিলের চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন হবে বলে ও মনে করে না। হাতে অনেকগুলো কাজ আছে—আগে সেগুলো শেষ করতে হ'বে—তারপর একটা কাজ যোগাড় করতে হ'বে। আসল কথা হচ্ছে এই যে ও এখানে যে চাল চেলেছে তার পরিণতিটা ও দেখতে চায়। এখানে ওর বেশ সুবিধে হচ্ছে—কারণ এখানে ঠকাবার সুযোগ প্রচুর।

ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একটা সহজ এবং বাস্তব পরিকল্পনা ঠিক কোরে রেখেছে। কাজ শুরু করার জন্য ওর হা'তে এখন যথেষ্ট টাকা আছে। এতটাকা ও আশাই করেনি। কাজেই এবার বেশ ভালোভাবে কাজ আরম্ভ কোরতে হ'বে।

প্রথমে ও মতলব করেছিল যে কতকগুলো জমি অথবা বাড়ী ও এই সময় কিনে ফেলবে। ও আগেই খবর পেয়েছিল যে এই জায়গাজমিগুলো সরকারের নোতুন পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে গেছে।

কমদামে এখন কিনে রাখলে সরকারের কাছ থেকে তখন প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় কোরে নেওয়া যাবে। ও আগে ভেবেছিল যে এগুলো ও ধারে কিনবে। তা'রপর সরকারের কাছ থেকে টাকা পেলে ধার শোধ করে উদ্বৃত্ত টাকাটা লাভ কোরবে। তখন ও'র টাকা ছিল না। কিন্তু বিয়েতে দুলাখ ফ্রাঙ্ক পেয়ে ও'র সুবিধে হোয়ে গেল। ও মতলব ঠিক কোরে নেয়ঃ প্রথমে কারো বেনামে ওর স্ত্রীর বাড়ীটা কিনতে হ'বে। ও হোটেল দ্য ভিলের কাগজপত্র থেকে এবং কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে খবর পেয়েছে যে ও জায়গাটা সরকারের পরিকল্পনায় আছে—কাজেই ওর টাকা তিনগুণ হোয়ে ফিরে আসবে।

এই জন্যেই এলিজাবেথের কাছে বাড়ীটা কোন রাস্তার ওপর অবস্থিত শুনে সে চমকে উঠেছিল। নোতুন যে রাস্তাটা হবে ও'টা ঠিক তা'র ওপরই পড়বে। এসব খবর এখনো জনসাধারণের কাছে গোপন ছিল। নোতুন রাস্তাটার জন্য বাড়ীটা ভাঙতে হ'বে। নোতুন রাস্তাটার নাম হ'বে বুলেভা মেলসার্বস।

এদিকে রেণী রু দ্য রিভোলির সুসজ্জিত ঘরে বসে নিজের পোষাক পরিচ্ছদের কথা ভাবছে। তার ইচ্ছে সে প্যারিসের সুসজ্জিত মহিলাদের অন্যতম হোয়ে ওঠে। রেণী যখন এই সব ভাবছে তা'র স্বামী তখন নিজের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হোয়ে উঠেছে।

স্যাকার্ড, লারসনোর বেনামে রেণীর বাড়ীটা কিনে ফেলল। লারসনো হোটেল দ্য ভিলেতে স্যাকার্ডের মত খবর জানার উদ্দেশ্যে ওখানকার শাসনকর্তার 'টানার' কাগজপত্র পরীক্ষা কোরতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ওখানকার কাজ খুইয়ে সে দালালি কোরতে আরম্ভ করে। রু সেণ্ট জেক্‌সে একটা অন্ধকার নোংরা জায়গায় ও অফিস করে। এই অবস্থায় পড়ে গিয়ে ওর গর্ব এবং অর্থলিপ্সায় অত্যন্ত আঘাত লাগে। বিয়ের আগে স্যাকার্ডের অবস্থা আর তা'র অবস্থা একই রকম ছিল। সে বোলত যে, সে নাকি পাঁচ ফ্রাঙ্কের মুদ্রা

জাল করার একটা 'কল' আবিষ্কার কোরেছে। টাকার অভাবেই সে ও'টাকে কাজে খাটাতে পারছে না। সে স্যাকার্ডের সঙ্গে সহজেই একটা বন্দবস্ত কোরে নিয়ে মাত্র দেড়লাখ ফ্রাঙ্কে রেণীর বাড়ীটা কিনে নিল। রেণীর তখন টাকার ভয়ানক দরকার। স্যাকার্ড এমন ভাব দেখায় যে সে যেন এসব ব্যাপারে নেই। সে শুধু রেণীর বাড়ী বিক্রী করাটাকে সমর্থন করে। বাড়ীটা বিক্রী করে রেণী তা'র হোয়ে সুদে খাটাবার জন্য একলাখ ফ্রাঙ্ক স্যাকার্ডের হাতে দেয়। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক সে সরিয়ে রাখল। স্যাকার্ড সমস্ত বুঝে মনে মনে হাসে। ও চায় রেণী তার টাকাগুলো উড়িয়ে দেয়। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক নিশ্চয় জামাকাপড় এবং গহনা গাটিতে উড়ে যাবে। টাকাগুলো উড়ে গেলেই ও'র লাভ। ও'র প্রথম কাজটার সাফল্যে ও এত সন্তুষ্ট হোয়ে ওঠে যে রেণীর কাছে ওর সততা প্রমান কোরতে ও ব্যস্ত হোয়ে ওঠে। রেণীর একলাখ ফ্রাঙ্ক লগ্নী করে ও লগ্নীর নিদর্শনপত্রগুলো রেণীকে দিল। মনে মনে ও জানত যে এগুলো থেকে রেণী টাকা উসুল কোরতে পারবে না— কাজেই প্রয়োজনের সময় ওগুলো ওরই হাতে আসবে।

"নাও, এগুলো তোমার সাজপোষাকে খরচ কোর"—ও উদারভাবে বলে।

বাড়ীটা হাতে পেয়ে ও প্রথমে কতকগুলো কাল্পনিক নামে বাড়ীটা দু'তিনবার কেনা বেচা কোরে দাম চড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে শেষবার বিক্রী করার সময় ও বাড়ীটার দাম তিনলাখ ফ্রাঙ্কে তুলে দিল। এদিকে লারসনো ভাড়াটেদের কাছ থেকে বাড়ীওয়ালা হিসাবে ভাড়া আদায় কোরে যেতে লাগল। সে ভাড়াটেদের ওপর নানাভাবে চাপ দিয়ে টাকা আদায় কোরতে থাকে। ভাড়াটেদের উঠিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে সে ভাড়া বাড়িয়ে দিল। ভাড়াটেরাও ভয় পেয়ে গেল। কাজেই লারসনো যখন বলল যে প্রথম পাঁচ বছর ও'দের শুধু খাতাকলমেই বেশী ভাড়া লিখতে

হবে—আসলে টাকা দিতে হ'বে না তখন ওরা রাজী হোয়ে গেল।

বাড়ীওলার, ভাড়াটেকে যখন তখন উঠিয়ে দেবার আইন সঙ্গত অধিকার গত পনেরো বছর ধরে প্যারিসকে তোলপাড় কোরে দিয়েছে। এই আইনের জন্যে কেউ বেশ দু'পয়সা গুছিয়েও নিয়েছে—কারুর আবার সর্বনাশ হোয়ে গেছে।

নোতুন রাস্তার পরিকল্পনা অবিলম্বেই স্থির হোয়ে গেল। রাস্তার নক্‌সা তৈরী হোলো—বাড়ী জমিগুলোর দাম ধার্য করা হোলো। আনুমানিক মূল্যটা সাধারণত ভাড়ার ওপরই হিসাব কোরে ধার্য করা হয়। 'ক্ষতিপূরণ সমিতিটা' পৌরপরিষদের সভ্যদের নিয়ে গঠিত। ওরা সাধারণত ভাড়া হিসাবে বাড়ীর যা' দাম হওয়া উচিত তা'র চেয়ে কিছু কম কোরে দাম ধার্য করে। কারণ যা'দের বাড়ী তা'রা আবার দামটা যা হওয়া উচিত তা'র চেয়ে বেশী বলবে এটা জানা কথা। তখন দুপক্ষই একটু কমিয়ে বাড়িয়ে একটা মাঝামাঝি রফা কোরে নেওয়া যাবে। নিজেদের মধ্যে রফা না হোলে অবশ্য ব্যাপারটা কয়েকজন 'জুরির' কাছে দেওয়া হবে। তাঁরা দুপক্ষের মধ্যে যা'দেব দামটা ঠিক বলে 'রায়' দেবেন তা'র দামটাই ধার্য হ'বে —এরপর আর কোনো আপত্তি চল্‌বে না।

স্যাকার্ড প্রথমে ভেবেছিল হোটেল দ্য ভিলের চাকরির সুযোগে সে নিজেই তা'র বাড়ীটার দাম ধার্য করার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখল যে তাহলে 'ক্ষতিপূরণ সমিতির' সভ্যদের ওপর আর ও'র প্রভাব খাটবে না। কাজেই ও মিসেলীন নামে ও'র একজন সদাপ্রফুল্ল তরুণ সহকর্মীকে ঐ কাজটায় মনোনয়ন পাইয়ে দিল। মিসেলীনের স্ত্রীকে অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। একবার মিসেলীনের অসুখের সময় স্যাকার্ড তাকে কর্তার কাছে স্বামীর ছুটি চাইবার জন্য আসতে দেখেছিল। মাদাম মিসেলীনের ভাবভংগী নম্র হোলেও স্যাকার্ড বুঝেছিল যে তা'র হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। মিসেলীন প্রায়ই অসুখের ছুতো কোরে আগাম টাকা আদায় কোরে নিত।

এইরকম একবার অসুখের ছুতোয় মিসেলীন ছুটি নেয়। ও'র স্ত্রী সকালে অফিসে এসেছিল—স্যাকার্ড সেইসময় হঠাৎ বাইরে রাস্তায় গিয়ে দেখে মিসেলীন চুরুট মুখে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও'দের এই চালাকি দেখে স্যাকার্ডের মনটা ও'দের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। যে কোনো উপায়েই হোক টাকা রোজগার করাটাকে ও খুব পছন্দ করে। মিসেলীনকে কাজটা পাইয়ে দিয়ে ও মাদাম মিসেলীনের সঙ্গে দেখা কোরল। ও তা'কে বেণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বাড়ীতে যেতে অনুরোধ জানাল। গল্পে ছলে তা'র কাছে সহকারী মন্ত্রী, বক্ত ইউজেনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও জানিয়ে দিল। মাদাম মিসেলীন সব বুঝে নিল। সেদিন থেকে মিসেলীনের সঙ্গে ও'র খুব ঘনিষ্ঠতা হোয়ে গেল। কিন্তু স্যাকার্ড তখনও মিসেলীনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরতে পারছিল না। তাই ও'র বাড়ীটার দাম ধার্য করার সময় ও হঠাৎ সেখানে গিয়ে হাজির হোলো। ও সেখানে গিয়ে মিসেলীনের কাজে সাহায্য কোরতে লাগল। মিসেলীন মানুষ অত্যন্ত বোকা। তা'র স্ত্রীর কথা অনুযায়ী সব বিষয়ে সে স্যাকার্ডকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। তাছাড়া সে কিছু সন্দেহ করতেও পারে না। সে ভাবল স্যাকার্ড বুঝি তা'কে নিয়ে 'কাফে'তে খেতে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি তা'র কাজ শেষ করে দেবার চেষ্টা করছে। বাড়ীভাড়ার রসিদ, ভাড়াটের সঙ্গে চুক্তিপত্র মাদাম সিডোনীর লেখা হিসাবের খাতা স্যাকার্ড দ্রুত পড়ে যেতে থাকে। মিসেলীন ওগুলো একবার মিলিয়ে দেখার সুযোগটুকু পর্যন্ত পায় না। লারসনোও সেখানে রয়েছে—সে যেন স্যাকার্ডকে চেনে না এমনি ভান করছে।

"পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্ক দাম ধরো"—স্যাকার্ড বলে। "বাড়ীটার দাম আরো বেশীই হ'বে। চটপট্ করো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। হোটেল দ্য ভিলের কিছু কিছু কর্মচারীকে অদল বদল করা হ'বে। তোমার স্ত্রীকে জানানোর জন্য এ সম্বন্ধে তোমায় কিছু বোলব।"

এইভাবে কাজ সারা হোয়ে গেল। কিন্তু তখনো ও'র মনে কতকগুলো ভয় ছিল। 'ক্ষতিপূরণ সমিতি' হয়তো দামটা একটু বেশী বলে মনে করবে—কারণ বাড়ীটার দাম যে দুলাখ ফ্রাঙ্ক এটা খুবই জানাজানি হোয়ে গেছে। এবিষয়ে বেশী খোঁজখবর নিলে ওকে বিপদে পড়তে হ'বে। ও'র ভাইয়ের কথাগুলো ও'র মনে পড়ে যায়ঃ "কোনো কেলেঙ্কারি করা চলবে না—তাহলে আমি তোমাকে চেপে দেব।" ইউজেন মুখে যা' বলেছে কাজেও তাই কোরবে। কাজেই 'ক্ষতিপূরণ সমিতির' সভ্যদের বশীভূত করা দরকার। দুজন প্রতিপত্তি-শালী লোকের কথা ওর মনে পড়ে যায়—এদের দুজনকে পথে নমস্কার করে ও ও'র প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কোরে নিয়েছে। পৌরসভায় ছত্রিশজন সভ্য সম্রাটের নিজের মনোনীত। উপমন্ত্রী, উকিল, ডাক্তার, বড় বড় ব্যবসাদার, পরিষদের সভ্য ইত্যাদিতে শাসন-কর্তা একটা তালিকা তৈরী করেছিলেন—সম্রাট এঁদের তা'র থেকে বেছে নিয়েছেন। এঁরা সকলেই সমসাময়িক শাসন-তন্ত্রের অত্যন্ত বাধ্য। কিন্তু এঁদের মধ্যে ব্যারণ গরদ এবং মঁসিয়ে তুতেঁ—লারোচী টুইলারীর বিশেষ প্রিয়পাত্র। স্যাকার্ড কয়েকটা কাজ করে দিয়ে এঁদের দুজনের সাহায্য পেয়ে গেল। এমনভাবে এঁদের কাজগুলো করে দিল যে ওঁরা ভাবলেন কাজগুলো যে কত দরকারী তা' সে বুঝতেই পারছেনা। ও ব্যারণ গরদের সঙ্গে ও'র বোনের পরিচয় করিয়ে দিল। ব্যারণ তখন একটা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সিডোনী কিছুদিন থেকে টুইলারীর পর্দা, আস্তরণ ইত্যাদি সরবরাহ করার সুযোগলাভের জন্য চেষ্টা কোরছিল। ও যেন তাকে এবিষয়ে ব্যারণের সাহায্য পাইয়ে দেবার জন্যই তা'কে ওঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছে এমনি ভান কোরল। স্যাকার্ড ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সরে গেল। ব্যারণ কোন একটি বোকা লোকের দশ বছরের মেয়ের ওপর একটু বেশী 'নেক-নজর' দিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। সিডোনী তাঁকে কথা দিল যে সে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা কোরে তাকে

বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কোরবে। এদিকে মঁসিয়ে তুর্তে—লারোচীকে স্যাকার্ড নিজেই ও'র হাতের-মুঠোয় পুরে ফেলল। একদিন সুযোগ কোরে বারান্দায় তাঁর সঙ্গে দেখা কোরে কথায় কথায় ও বিখ্যাত ক্রেডিট ভিটিকোলের প্রসঙ্গ তুলল। ওর কাছে কতকগুলো খবর পেয়ে সেই সুবিখ্যাত শাসনকর্তা এমন আশ্চর্য হোয়ে গেলেন যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল তিনি স্যাকার্ডের হাত ধরে ঘনিষ্ঠ-ভাবে গল্প করছেন। তারপর ঝাড়া একটি ঘণ্টা তিনি ওকে বারান্দাতে আটকে রাখলেন। 'স্যাকার্ড তাঁর কানে কানে কতকগুলো আশ্চর্য রকমের লেনদেনের মতলব দিল। বিদায় নেবার সময় বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে ও'র করমর্দন কোরে তিনি ও'র দিকে রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গেলেন।

"তুমি নিশ্চয় এ'র মধ্যে থাকবে"—তিনি চুপি চুপি বলে গেলেন। স্যাকার্ড এই ব্যাপারটায় সত্যি আশ্চর্যরকম বুদ্ধির পরিচয় দিল। ও ব্যারণ এবং মঁসিয়ে তুর্তে লারোচাকে এই কাজে একসঙ্গে মিলতে দিল না। ও দুজনের সঙ্গে আলাদা আলাদা দেখা কোরে জানালো যে রু দ্য লা পিপিনিয়েরে ও'র এক বন্ধুর বাড়ী কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ও এবিষয়ে দুজনেরই সাহায্য চাইল—এবং ও'দের দু জনকেই বলল যে ও 'ক্ষতিপূরণ সমিতির' আর কারুকে জানাচ্ছে না—শুধু ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে সেইজন্য কেবলমাত্র ও'দের ওপরই নির্ভর কোরছে।

স্যাকার্ডের যে ভয় পেয়েছিল সেটা অমূলক নয়। ও আগে থেকেই তাই সাবধান হোয়েছিল। 'ক্ষতিপূরণ সমিতির' একজন সভ্যের বাড়ী রু দ্য এ্যাসটর্জে। ও র বাড়াটার দাম নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হোলে তিনি পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্ক দাম ধার্য করার আপত্তি করলেন। তাঁর মতে দামটা ওর অর্দ্ধেকেরও কম হওয়া উচিত। স্যাকার্ড চালাকি কোরে সাতলাখ ফ্রাঙ্কের দাবী জানিয়ে রেখেছিল। মঁসিয়ে তুর্তে—লারোচীর স্বভাবই সভ্যদের অত্যন্ত অপ্রিয়। সেদিন ঐ প্রসঙ্গটা

উঠলে তিনি দারুণ রেগে উঠলেন। তিনি [illegible] পক্ষ সমর্থন কোরতে আরম্ভ কোরলেন।

তিনি বললেন : "দেখুন, আমরা সকলেই জমিদার শ্রেণীর। সম্রাট একটা বিরাট কাজে হাত দিয়েছেন—এখন এইসব ছোটখাট বিষয় নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাড়ীটার দাম যে পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্ক হবেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদেরই একজন লোক দামটা ধার্য কোরেছেন। আমরা যাদের নিয়ে কাজ করছি, যাদের সঙ্গে বাস করছি, তারা যে সকলে চোর এরকম মনোভাব সত্যি নিন্দনীয়। এইভাবে আমাদের সন্দেহ বাতিকতা যদি বেড়ে চলে তাহোলে শেষে আমরা পরস্পরকেও সন্দেহ কোরতে আরম্ভ কোরব।"

ব্যারণ গরদ গম্ভীরভাবে বসে আশ্চর্য হোয়ে আড়চোখে মঁসিয়ে লারোচার রু দ্য লা পিপিনিয়েরের বাড়ীওলার প্রবল পক্ষ সমর্থন দেখতে থাকেন। তাঁর মনে একটা সন্দেহ জেগে ওঠে। যাইহোক, লারোচার এই তীব্র বক্তৃতা তাঁকে কোনো কথা বলার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। তিনি শুধু সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়তে থাকেন। কিন্তু রু দ্য এ্যাসটর্জের সেই সভ্যটি সমিতির এই দুজন স্বেচ্ছাচারী সভ্যকে এই বিষয়ে বাধা দিতে বদ্ধ পরিকর হোয়ে ওঠেন। তাঁর ধারণা এবিষয়ে তিনি ওঁদের চেয়ে ঢের বেশী ওয়াকিফহাল। কাজেই তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করলেন। তখন মঁসিয়ে লারোচা, ব্যারণের সমর্থন লক্ষ্য কোরে, এই সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোর ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তীক্ষ্ণস্বরে বললেন :

"বেশ আমরা আপনাদের সন্দেহ দূর কোরব। আপনারা যদি রাজী থাকেন তো ব্যাপারটা আমি নিজের হাতেই নিই—ব্যারণ গরদ আমাকে অনুসন্ধান করতে সাহায্য কোরবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোন গোপন প্রচেষ্টা আমাদের অভিমতকে না ক্ষুণ্ণ করে এটা আমাদের দেখা কর্তব্য।"—ব্যারণ গম্ভীরভাবে বললেন।

ম্‌সিয়ে লারোচী তখন দলিলপত্রগুলো তাঁর বিরাট পকেটে পুরে ফেলেছেন। সমিতির আর কোনো আপত্তি করার উপায় রইল না। সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে লারোচী এবং গরদ না হেসে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। ওঁরা বুঝতে পারেন যে এবিষয়ে ওঁরা পরস্পরের সহযোগী। এতে ওঁদের নিজেদের ওপর আস্থা আরো বেড়ে গেল। ওঁরা দুজন ওঁদের স্বাভাবিক কুটিলতার সাহায্যে ব্যাপারটার নানারকম ব্যাখ্যা করতে থাকেন। যাতে সকলের কানে যায় এমনিভাবে চেঁচিয়ে ওঁরা জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করে আলোচনা কোরতে থাকেন। সকলের মধ্যে একটা অবিশ্বাস অনুপ্রবেশ কোরেছে বলে নিন্দাও কোরতে থাকেন। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ব্যারণ মৃদু হেসে বললেন: "এঃ! ভুলে গিয়েছিলাম! আমি দু'একদিনের জন্য দেশে যাচ্ছি। এই অনুসন্ধানটা দয়া করে আপনি একাই কোরে ফেলুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা—আমি যে বাইরে যাচ্ছি একথা কারুকে বলবেন না। আমার সহকর্মীরা এমনিতেই তো অতিরিক্ত ছুটি নিই বলে অভিযোগ করছেন।"

: "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি এখনি রু দ্য লা পিপিনিয়েরে য চ্ছি।"—লারোচী বললেন।

ব্যারণের এই গোলমেলে ব্যাপার থেকে এমন চমৎকার উপায়ে কেটে পড়ার জন্য মনে মনে তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা কোরতে কোরতে লারোচী চুপচাপ ব ড়ী ফিরে গেলেন। দলিলপত্রগুলো তাঁর পকেটেই পড়ে রইল। সমিতির পরবর্তী সভায় তিনি নিজের এবং ব্যারণের অভিমত হিসাবে সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন যে বাড়ীটার ধার্য দাম পাঁচলাখ, এবং দাবী সাত লাখ ফ্রাঙ্কের মধ্যে, একটা মাঝামাঝি রফা কোরে ছ'লাখ ফ্রাঙ্ক দেওয়া হোক। আর কোনো আপত্তি উঠল না। রু দ্য এ্যাসটর্জের সেই ভদ্রলোক নিশ্চয় ইতিমধ্যে কি করা উচিত ভেবে নিয়ে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরলভাবে বললেন যে তাঁর ভুল হোয়েছিল—তিনি ভেবেছিলেন ওটার পরের বাড়ীটার কথা হচ্ছে।

স্যাকার্ডের জয় হোলো। তা'র টাকা চারগুণ হোয়ে ফিরে এল—পরন্তু সে দু'জন সহযোগী পেয়ে গেল। কিন্তু একটা ব্যাপারে ও অস্বস্তি অনুভব কোরতে লাগল। মাদাম সিডোনীর লেখা হিসাবের খাতাগুলো ও নষ্ট কোরে ফেলতে চাইছিল—কিন্তু সেগুলো খুঁজে পাওয়া গেল না। ও লারসনোর কাছে ছুটলো। লারসনো স্পষ্টই বলল যে সেগুলো তা'র কাছেই আছে এবং সেগুলো সে হাতছাড়াও কোরবে না। লারসনোর কথা শুনে সে একটুও রাগ না কোরে যেন লারসনোর বিপদের আশংকাতেই ও চিন্তিত হোয়ে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বলল যে এখন ও নিশ্চিন্ত হোতে পারবে—কারণ হাতের লেখা তো বেশীর ভাগই লারসনোর। কিন্তু আসলে তখন ওর ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে। একটা মারাত্মক দলিলের কথা ও'র মনে পড়ছিল—দলিলটা জাল। ও নিজেই বোকার মত সেটা তৈরী কোরেছিল। সেটাও নিশ্চয় হিসাবের খাতার মধ্যে আছে। মোটারকম পারিশ্রমিক পেয়ে লারসনো রু দ্য রিভোলীতে একটা দালালি অফিস কোরে বসল। বড় গোছের বারবনিতার ঘরের মত জমকালোভাবে সে অফিসটা সাজালো। স্যাকার্ড হোটেল দ্য ভিলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে হাতে মোটা টাকা নিয়ে ফাট্‌কা খেলায় নেমে পড়ল—আর ওদিকে রেণী নেশাগ্রস্থের মত সারা প্যারিসটাকে তা'র জড়োয়া গয়না, দামী দামী পোষাকপরিচ্ছদ আর আমোদ উল্লাসে মুখর কোরে তুলল।

তিন

১৮৫৪ সালের ছুটিটা পর্যন্ত ম্যাক্সিম প্লাসাঁর কলেজেই রইল। ও'র বয়স তখন তেরো বছর কয়েক মাস হ'বে। সবেমাত্র ও পঞ্চম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হোয়েছে। এইসময় স্যাকার্ড তাকে প্যারিসে নিয়ে আসবে স্থির কোরল। স্যাকার্ড ভাবল যে ম্যাক্সিমের বয়সী একটি ছেলে থাকলে ও'র জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুবিধাই হবে—তাছাড়া ও'কে পুনর্বিবাহিত বিপত্নীক ধনী ভদ্রলোক বলে মানাবে। সে রেণীকে তার পরিকল্পনা জানাল। রেণীর কাছে সে নিজের সভ্যতা সংস্কৃতির বড়াই কোরত। রেণী অত্যন্ত উদাসীনভাবে বলল ঃ

"বেশ তো, ছেলেকে আনো না। ও এলে আমাদের একটু আনন্দ দিতে পারবে। সকালের দিকটা যা' একঘেঁয়ে লাগে!"

এক সপ্তাহ পরে ম্যাক্সিম এল। ম্যাক্সিম এর মধ্যেই বেশ লম্বা হোয়ে উঠেছে। ওর ছিপছিপে চেহারা—সুন্দর মুখখানা একটু মেয়েলী গোছের, চোখদুটি বড় বড়, কোঁকড়ানো চুলগুলোর রং কটা। কিন্তু অত্যন্ত কুৎসিতভাবে ওকে সাজানো হয়েছে। চুলগুলোতে এমন কদমছুঁ'ট্ দেওয়া হোয়েছে যে প্রায় মাথার সাদা চামড়া দেখা যাচ্ছে। প্যাণ্ট্‌টা ছোট হওয়ায় তলা দিয়ে পা বেরিয়ে পড়েছে, পায়ে একটা গাড়োয়ানদের মত জুতো, জামাটা ছেঁড়া এবং এমন বিশ্রী কাট-ছাঁটের যে ওকে যেন কুঁজো দেখাচ্ছে। ও নোতুন জায়গায় এসে আশ্চর্যভাবে চারদিক দেখতে থাকে। ও'র চাওনিটার মধ্যে কিন্তু কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই। বরং মনে হয় অকালপক্ক, ধূর্ত, অসভ্য ছেলের মত ও কারুকেই তখুনি বিশ্বাস কোরতে পারছেনা।

রেণী ম্যাক্সিমকে দেখতে পেয়ে চাকরকে জিজ্ঞাসা কোরল ঃ "এই ছেলেটি তো?"—ম্যাক্সিম মাথায় তা'র সমান লম্বা দেখে সে আশ্চর্য হোয়ে যায়।

ম্যাক্সিম বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে তা'কে যেন গিলে খেতে থাকে। রেণীর ধবধবে ফর্সা রং, জামার মধ্যে থেকে পরিদৃশ্যমান অর্দ্ধাবৃত স্তনযুগল, মাথায় উঁচু কোরে বাঁধা চুল, দস্তানা ঢাকা ছোট ছোট হাত, পুরুষের মত সুচোলো মুখওলা জুতো পরা পা দুটি দেখে ও মনে মনে খুশী হোয়ে ওঠে। ও'র মনে হয় সেই সাজানো ঘরের মধ্যে যেন একটা পরী নেমে এসেছে। ও অপ্রতিভভাবে রেণীর দিকে চেয়ে হাসে। কিন্তু এই অপ্রতিভ ভংগীর মধ্যে দিয়ে ওর বালক সুলভ সৌন্দর্য ফুটে উঠতে থাকে।

"বাঃ! বেশ ছেলে!" রেণী বলে। "কি আশ্চর্য! ওর চুলগুলো কি বিশ্রীভাবে ছেঁটে দিয়েছে। খোকা শোনো, তোমার বাবা রাত্রে খাবার আগে ফিরবেন না। তুমি আমার সঙ্গে থাক। আমি তোমার সৎমা গো! আমাকে একটা চুমো খাবে না?" "নিশ্চয়"—ম্যাক্সিম বলে। রেণীর কাঁধে হাত রেখে ও তার দু'গালে চুমো খায়। রেণী নিজেকে মুক্ত কোরে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে: "কি দুষ্টু ছেলেরে!" তারপর এগিয়ে গিয়ে একটু গম্ভীরভাবে বলল: "আমরা দুজন আজ বন্ধু হোলাম—কেমন? আমি ভেবেছিলাম তোমার মা হ'ব। আমি আমার দরজীর জন্য অপেক্ষা কোরতে কোরতে ভাবছিলাম যে তোমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার কোরব—তোমাকে, ভালোভাবে মানুষ কোরব। দেখ, তোমার আমাকে খুব ভালো লাগবে!"

ম্যাক্সিম ওর সুনীল চোখের বেহায়া মেয়ের মত দৃষ্টি দিয়ে রেণীকে দেখছিল। হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করে বসল—"তোমার বয়স কত?"

: "ও প্রশ্নটা কোরতে নেই"—রেণী বলে। "বেচারী জানে না। ও'কে এসব শেখাতে হ'বে। যাইহোক, সৌভাগ্যক্রমে আমি এখনো আমার বয়স বলতে পারি—আমার একুশ বছর চলছে।"

: "আমি শীগ্‌গীরই চোদ্দয় পড়ব। তুমি আমার দিদি হোতে..." ম্যাক্সিম থেমে যায়। কিন্তু ও'র চোখ দুটি দেখে বোঝা যায় যে ও

আশা কোরেছিল ও'র সংসার বয়স একটু বেশীই হবে। রেণীর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ও তার ঘাড়ের দিকে এমন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে যে রেণী শেষ র্যন্ত লজ্জায় লাল হোয়ে ওঠে। তাছাড়া, তখন তা'র চঞ্চল মস্তিষ্কে নোতুন খেয়াল জেগে উঠেছে। একটা কোনো বিষয় নিয়ে সে বেশীক্ষণ কাটাতে পারে না। সে বেড়িয়ে বেড়িয়ে তা'র দরজীর কথা বল্‌তে আরম্ভ করে—বোধহয় সে ভুলে যায় যে যার সঙ্গে সে কথা বলছে সে শিশু মাত্র।

"তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য আমার এখানে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু হোয়ে উঠল না—ওর্‌ম্‌স আজ সকালে এই পোষাকটা দিয়ে গেছে। প'রে দেখলাম বেশ ভালো মানাচ্ছে। পোষাকটা চমৎকার না?"

সে আয়নার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। ম্যাক্সিম তা'র পিছনে এগিয়ে এসে সবদিক থেকে ঘুরে ঘুরে তাকে কেমন মানিয়েছে দেখে।

"এর ওপর যখন কোট পরব! কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি বাঁ কাঁধের কাছে একটা মস্ত বড় ভাঁজ পড়ছে—দেখতে পেয়েছ? ভাঁজটা বড় বিশ্রী। মনে হচ্ছে আমার একটা কাঁধ যেন আর একটা কাঁধের চেয়ে উঁচু।"

ম্যাক্সিম ভাঁজটার ওপর দিয়ে বুলিয়ে ওটাকে সমান করার চেষ্টা করে। কিন্তু দুরন্ত স্কুলের ছেলের মত হাতটা ওখানে রাখতেই কেমন যেন আরাম লাগে। কাজেই ইচ্ছে করে ও একটু বেশীক্ষণ হাতটা ওখানে রেখে দেয়।

"আমি আর অপেক্ষা কোরতে পারব না"—রেণী বলল। "গাড়ীতে ঘোড়া জুড়তে বলেছি—আমি ওর্‌ম্‌সের ওখানে গিয়ে ও'র এই ভুলের কথা বলব। ও বলেছিল এটা ঠিক কোরে দেবে।"

ম্যাক্সিম আর রেণীর প্রথম সাক্ষাৎ এমনিভাবে শেষ হোলো। প্যারিসে আসার মাসখানেক পর পর্যন্ত ম্যাক্সিম স্কুলে গেল না।

গোড়ার দিকে রেণী ওকে নিয়ে পুতুলের মত খেলা কোরত। সে ওর চুল আঁচড়ে দিত—ম্যাক্সিমও আগ্রহে তা'র সব কাজ সমর্থন কোরতো। ওর বাবার দরজীকে দিয়ে তৈরী করানো জামাকাপড় প'রে ও যেদিন রেণীর সুমুখে এল, রেণী তো বিস্মিত আনন্দে চেঁচিয়েই উঠল। "তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে"—সে বলে উঠল। কিন্তু ও'র চুলগুলো অত্যন্ত আস্তে আস্তে বাড়ছিল—এইটুকুই যা' অসুবিধে। রেণী প্রায়ই বোলত যে মুখের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হ'চ্ছে—চুল। সে নিজের চুলেরও খুব যত্ন নিত। অনেকদিন থেকে সে তা'র চুলের রং নিয়ে খুঁতখুঁত কোরত। তা'র চুলের হালকা হলুদে রং দেখলে ভালো মাখনের কথা মনে পড়ে যায়। যখন আবার চুলে হলুদে রং করার 'রেয়াজ' উঠল তখন সে খুশী হোয়ে উঠল। কিন্তু তবু পাছে লোকে মনে করে যে বাধ্য হোয়েই তাকে এই চলতি 'রেয়াজ' অনুসরণ কোরতে হচ্ছে তাই সে সকলকে বোলত যে প্রত্যেক মাসে সে চুলে রং লাগায়।

ছুটির পর ম্যাক্সিম লাইসী বোনাপার্টে চলে গেল। এটা সমাজের উচ্চশ্রেণীর কলেজ। কাজেই স্যাকার্ডও ছেলের জন্য এই কলেজটা বেছে নিল। অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির হোলেও ম্যাক্সিমের বুদ্ধিটা ছিল সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু ও ওর বুদ্ধিটা পড়াশুনোয় না খাটিয়ে অন্যদিকে খাটাতে লাগল। কিন্তু তবু যা' হোক্, ও মোটামুটি ভালো ছাত্রই ছিল। ও নির্বোধ উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের দলে পড়ত না—বরং ওকে সুসজ্জিত, মার্জিতরুচি ভদ্র তরুণ দলেই ফেলা চলত। একমাত্র সাজগোজের ব্যাপারেই ও পাগল হোয়ে থাকত। প্যারিস ওর চোখ খুলে দিয়েছিল—ও সবসময় নিখুঁত কেতাদুরস্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরে থাকতে চাইত। এইজন্যে সহপাঠীরা ওর নাম দিয়েছিল: 'ব্রুমেল'।

রেণী ম্যাক্সিমের মা এবং শিক্ষয়িত্রী হোতে চেয়েছিল। সে তা'র ছাত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হোয়ে ওঠে। বাস্তবিকই সে সর্বদাই ও'র

শিক্ষা যাতে ভালো হয় তা'র জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরত। সেই সময় রেণীর দিনগুলো বড় দুঃখে কাটছিল। তা'র একজন প্রণয়ী তা'কে ছেড়ে ডাচেস দ্য ষ্টারনিরের কাছে চলে গিয়েছিল। এই নিয়ে সারা প্যারিসে একটা কেলেঙ্কারি পড়ে যায়। রেণী ম্যাক্সিমকে নিয়ে এই দুঃখ ভুলে থাকতে চায়। নিজেকে সে তা'র বয়সের চেয়ে বড় ভেবে সান্ত্বনা লাভ করার জন্য ম্যাক্সিমের কাছে মায়ের ভূমিকা অভিনয় করতে থাকে। সে ম্যাক্সিমের খামখেয়ালী অভিভাবিকা হোয়ে ওঠে। ম্যাক্সিম তা'র কাছে ডাচেস দ্য ষ্টারনিরের কথা তুলে মজা দেখত। 'বয়' দিয়ে গাড়ী কোরে যখনই ওরা যেত ম্যাক্সিম কোনো না কোনো ছলে হয়তো একটু হৃদয়হীন ভাবেই ডাচেসের কথা তুলে আড়চোখে তাকে লক্ষ্য কোরত। ও যে রেণীর শেষ অভিযানের কথা জানে তা' এসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যেত। ডাচেসের কথা উঠলেই রেণী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে গালাগালি কোরত: ডাচেসকে বুড়ির মত দেখতে, সে মুখেঃ রং মাখে, সর্বত্রই তা'র গোপন প্রণয়ী আছে। সম্রাটের শয্যাসঙ্গিনী হবার আশায় সে নাকি সম্রাটের একজন পরিচারকের কাছে দেহ বিলিয়ে দিয়েছিল ইত্যাদি। রেণী ডাচেসকে সমানে গালমন্দ কোরত আর ম্যাক্সিম তাকে আরো ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য বোলত, ডাচেসকে দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। এইরকম শিক্ষায় ম্যাক্সিমের বুদ্ধি ক্রমে তীক্ষ্ণতর হোয়ে উঠতে থাকে। রেণী ওর সঙ্গে বয়-থিয়েটার বা বৈঠকখানায় যেখানেই যেত সেখানেই এমনি বোলত। কাজেই ম্যাক্সিম এইসব ব্যাপারে ক্রমেই কৃতবিদ্য হোয়ে ওঠে।

এইরকম চমৎকার শিক্ষার ফল ফলতেও বেশী দেরী হোলো না। সতেরো বছর বয়সেই ম্যাক্সিম রেণীর একটি পরিচারিকার সঙ্গে প্রেম কোরতে আরম্ভ কোরল। পরিচারিকাটি অন্তঃসত্ত্বা হোয়ে গেল। তখন তা'কে আর বাচ্ছাটিকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে খোরপোষ বাবদ কিছু কিছু টাকা পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর রইল

না। রেণী এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে উঠল। স্যাকার্ড কেবলমাত্র এর ব্যয়ের দিকটাই ভাবতে লাগল—কিন্তু রেণী ম্যাক্সিমকে খুব বকাবকি কোরে তবে ছাড়ল। ম্যাক্সিমকে সে ভদ্রলোকের মত গড়ে তুলতে চাইছিল—আর ম্যাক্সিম কিনা এই রকম নীচুস্তরের মেয়ের সঙ্গে জঘন্য কাণ্ড কোরে বসল ! ও যদি কোনো তথাকথিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে কীর্তিটি কোরত তাহলে রেণী এতটা ক্ষুণ্ণ হোতো না।

স্যাকার্ড কিন্তু এই দু'টি 'শিশু' সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাত না। সে তার ছেলে এবং স্ত্রী দুজনকেই শিশুর দলে ফেলেছিল। ওদের সে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। ও'রা দুজন বন্ধুর মত ঘুরত—বাড়ীটা ওদের আনন্দকলরবে মুখর হোয়ে থাকত।

স্যাকার্ড এতদিন পরে পথ খুঁজে পেয়েছে। ফাট্‌কার বাজারে সে বিখ্যাত হোয়ে উঠল। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সে খেল্‌তে শুরু কোরল। রু ছ লা পিপিনিয়েরের অদ্ভুত সাফল্যের পর সে আরো দৃঢ়ভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদিকে যেমন তা'র সাফল্যে প্যারিসে সাড়া পড়ে গেল—আর একদিকে তেমনি অনেকের সর্বনাশে প্যারিসে কান্নাও উঠল। প্রথম দিকটায় সে শুধু এমন কাজগুলোয় হাত দিতে লাগল যা'তে কোনো বিপদের আশংকা নেই। প্রথম-বারের মত বাড়ী কিনে সে তা'র বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় কোরতে লাগল। ক্রমে সে সহরে পাঁচ ছ'খানা বাড়ী কিনে ফেলল। একদিন যখন সে সামান্য পথ পরিদর্শকের কাজ কোরত তখন এই বাড়ীগুলোর দিকেই সে অবাক হোয়ে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু এসব তার চাতুর্যের প্রথম অবস্থার কথা। বাড়ী ভাড়া দেওয়া কিম্বা ভাড়াটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কোরে সরকারকে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি কাজে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই সে তার প্রতিভাকে আরো জটিলতর কাজে নিযুক্ত কোরে দিল।

স্যাকার্ড ঠকানোর একটা অভিনব উপায় আবিষ্কার কোরল।

সে গোপনে যেন প্যারিস সহরের পক্ষ থেকেই কিনছে এইভাবে বাড়ী কিনতে আরম্ভ কোরল। রাষ্ট্রীয় পরিষদের একটা নির্দেশের ফলে প্যারিস সহরের অবস্থা তখন সাংঘাতিক হোয়ে উঠেছিল। সহরের কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে ভাড়াটেদের তুলে দেবার আশায় ব্যক্তিগত নামে বাড়ী কিনছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিষদ হঠাৎ বলে বসল যে ভাড়াটে বা মালিককে বেদখল করা হচ্ছে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এইসময় স্যাকার্ড সহরের জন্য ও'র নিজের নামে বাড়ী কিনে দেবার প্রস্তাব কোরল। সে বাড়ী কিনে, ভাড়াটে উঠিয়ে, কিছু মুনাফা রেখে নির্দিষ্ট দিনে বাড়ী সহর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত কোরতে লাগল। প্রথমদিকে সে বাড়ীগুলো হয় সহরের নামে নয় তো শাসনকর্তার নামে কিনছিল। কিন্তু যখন দেখল ব্যবসাটা বেশ লাভজনক তখন সে সরকারের টাকায় নিজের নামেই কিনতে লাগল। এদিকে আবার এই সৎকার্যের পুরস্কার-স্বরূপ সে সহরের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তা এবং খোলা জায়গা তৈরী করার অধিকার পেয়ে গেল। কিন্তু রাস্তা তৈরী না কোরে সে শুধু তার অধিকারটুকু বিক্রী কোরে লাভ কোরতে লাগল। সারা সহরে এ একটা মজার খেলা শুরু হোয়ে গেল। লোকে পথ-ঘাট নিয়ে শেয়ার বাজারের মত ফাট্‌কা খেলতে লাগল। কয়েকজন মহিলা এবং কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর বারবিলাসিনী যাদের কর্তাব্যক্তিদের ওপর প্রভাব আছে তাঁরাও এই খেলায় নেমে পড়ল। ওদেরই একজন যার দাঁতের খ্যাতি সর্বত্র সে তো পথঘাট নিয়ে যা' খুশী তাই কোরতে লাগল। স্যাকার্ডের হাতের মুঠোয় বেনো জলের মত হুহু কোরে যতই টাকা ঢুকতে লাগল ততই তার লালসা বেড়ে যেতে লাগল। তা'র মনে হোতে লাগল তা'র চারদিকে টাকার বিরাট সমুদ্র বিস্তৃত হোয়ে রয়েছে। যেটা একদিন তা'র কাছে পুষ্করিণী মাত্র ছিল সেইটাই আজ তরঙ্গে তরঙ্গে ফুলে ফুলে উঠে দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রে পরিণত হোয়েছে। সেই সমুদ্রের তরঙ্গ-

বিক্ষোভের মধ্যে থেকে টাকার ঝংকার উঠে তার হৃদয়ে আলোড়ন তুলছে। সে ক্রমশ আরো দুঃসাহসী হোয়ে ওঠে। অসম সাহসী সাঁতারুর মত সে সেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কখনো ঝড় কখনো বা শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে নানারকম ভাবে সাঁতার দিয়ে সে সমুদ্র পার হোতে থাকে। ডুবে মরার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সে একমাত্র নিজের শক্তি এবং সাহসের ওপরই নির্ভর করে।

স্যাকার্ডের মত লোকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় রেণীর দাম্পত্যজীবন প্রায় ছিল না বললেই চলে। অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ স্বামীর সঙ্গে দেখাই হোতো না। অন্য কোনো দিকে স্যাকার্ডের ক্রুটি ছিলনা; দরাজ হাতে ও রেণীকে টাকা যুগিয়ে যেত। যার কাছে অর্থ গচ্ছিত রাখা হোয়েছে তাকে লোকে যে রকম ভালোবাসে রেণীও স্যাকার্ডকে সেই রকমই ভালোবাসত। বিরদপ্রাসাদে বেড়াতে গেলে সে তার বাবার কাছে স্যাকার্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোরত। কিন্তু জামাই ধনী হোয়ে ওঠা সত্বেও মঁসিয়ে বিরদের রুক্ষ মনোভাব একটুও বদলায়নি। কিন্তু রেণীর মনে স্যাকার্ডের প্রতি আর কোনো ঘৃণা ছিল না। ঐ মানুষটি জীবনটাকে এমন ব্যবসা বলে মেনে নিয়েছে যে তার হাতে নারী, শিশু, পাথর অথবা বিবেক যা' কিছুই পড়ুক না কেন সে তাকে টাকাতেই রূপান্তরিত কোরে নেবে। কাজেই এ হেন লোক বিয়েটাকেও মুনাফা করে নিয়ে থাকলে আর নিন্দা করার কি আছে। ঐ মুনাফাটুকু করার পর থেকে সে রেণীকে তা'র একটা সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছে। রেণী যেন তার ঐ সুন্দর বাড়ীগুলো, যেগুলো সমাজে তার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে, যেগুলো থেকে সে প্রচুর লাভ করার আশা রাখে, সেগুলোরই একটি। রেণী সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরে, ফুর্তিতে, উল্লাসে, সারা প্যারিসের মাথা ঘুরিয়ে দিক, এইটাই সে চায়। এতে তা'র অবস্থা আরো সুদৃঢ় হবে এবং ঐশ্বর্যও দ্বিগুণ হোয়ে উঠবে। ও'র স্ত্রীর মাধ্যমে ও নিজেকে চঞ্চলমতি, সুশ্রী তরুণরূপে রূপায়িত কোরে

তুলতে চায়। রেণী নিজের অজ্ঞাতসারেই ও'র কাজের অংশীদার এবং সহকর্মী হোয়ে পড়ে। নোতুন একজোড়া ঘোড়া, দুহাজার ক্রাউন দামের একটা পোষাক অথবা কোনো প্রণয়ীর প্রতি একটু দুর্বলতা ও'র অনেক লাভজনক প্রচেষ্টাকে সফল কোরে তোলে। তাছাড়া, অনেক সময় ও ক্লান্তির ভান কোরে রেণীকে মন্ত্রী অথবা বড় গোছের কারুর কাছে কোনো কিছুর উত্তর নিতে বা অন্য কোনো কাজে পাঠায়। পাঠাবার সময় ও'র সোহাগ মিশ্রিত ঠাট্টার বিশেষ ভংগীতে বলে দেয় : "বেশ মিষ্টি ব্যবহার কোর যেন !" তারপর সফল হোয়ে ফিবে এলে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে ও বলে : "যাক্‌, তুমি তাহলে মিষ্টি ব্যবহার কোরেছিলে ?'—রেণী হাসে। ও রেণীকে মাদাম মিসেলীনের মত কোরে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। ও নিজে স্থূল বসিকতা, একটু অশ্লীল ইঙ্গিত পছন্দ করে। তাছাড়া রেণী যদি 'মিষ্টি ব্যবহার' না করে তাহলে ঐ সব মন্ত্রীদের বা কর্তা ব্যক্তিদের ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার কোরতে হ'বে—আর টাকা খরচ কোরে ঘুষ দিতে ও বুক ফেটে মরে যাবে। লোককে ঠকানো, যা পাওনা তা'র চেয়ে কম দেয়ার মধ্যেই ওর সবচেয়ে আনন্দ। ওকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত : "আমি যদি মেয়েমানুষ হোতাম তাহলে আমি আমার দেহ বিক্রী কোবে দিতাম কিন্তু তবু জিনিষপত্র দিতে পারতাম না।"

আর ওদিকে অর্দ্ধোন্মাদ রেণীকে বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব। প্যারিসের আকাশে হঠাৎ একদিন সে বিলাসলালসায়িত উল্কার মত ফুটে উঠল। কিন্তু সে যদি বাড়ীতে মানুষ হোতো তাহলে সে নিঃসন্দেহে উন্মত্ত লালসাকে ধর্ম অথবা অন্য কোনো তৃপ্তিজনক কাজের সাহায্যে কতকটা প্রশমিত কোরে রাখতে পারত। মনের দিক থেকে সে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তার মধ্যে যথেষ্ট ন্যায়নিষ্ঠা এবং যৌক্তিকতা ছিল। তার মনে পাপপুণ্যের ভয় ছিল এবং কতকগুলো প্রবল সংস্কার ছিল। সে তা'র বাবার ধাতে গড়া।

তাই তার মধ্যে একটা শান্ত দূরদৃষ্টি এবং কতকগুলো সাধাসিধে ধর্মজ্ঞান বর্তমান ছিল। কিন্তু তবু তার এই ধরণের প্রকৃতির মধ্যেই কতকগুলো অদ্ভুত খেয়াল, চিরজাগ্রত কৌতূহল আর গোপন করার বাসনা বেড়ে উঠেছিল। গীর্জায় গেলে গীর্জার দুর্জ্ঞেয় আসক্তি-ভারাক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে, তরুণ বন্ধুদের দেহজ আকর্ষণের মধ্যে, তার মুক্ত কল্পনাবিহারী মন এক অভিনব শিক্ষার পরিকল্পনা কোরত। সে ভাবত পাপ করা শিখতে হবে। এক এক সময় তার মস্তিষ্ক এমন বিকৃত হোয়ে উঠত যে পুরোহিত তার 'স্বীকৃতি' শুনে নিজেই লজ্জায় পড়ে যেতেন। একদিন যেমন হোল, সে 'স্বীকৃতি' দিতে গিয়ে বলল প্রার্থনা শুনতে শুনতে হঠাৎ তার উঠে দাঁড়িয়ে পুরোহিতকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এইসব পাপ চিন্তার পরই সে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ত। 'কুম্ভীপাকের' কথা তার মনে পড়ে যেত। কিন্তু যে অপরাধের জন্য স্যাকার্ডের সঙ্গে তার বিয়ে হোলো—সেই পাশবিক অত্যাচারের অভিজ্ঞতা তাকে নিজের ওপর ঘৃণায় পূর্ণ কোরে দেয়। সে জীবনের সবকিছু ছেড়ে দিতে উন্মুখ হোয়ে ওঠে। সে ভাবে: শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে আর লাভ নেই কারণ শয়তান সে নিজেই। তার চিন্তার ধারাই তা'কে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মন্দের দিকেই ঠেলে নিয়ে গেল। তখনো তার মধ্যে কামনার চেয়ে কৌতূহলই বেশী ছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সমাজের মধ্যে পড়ে, প্রচুর অর্থ হাতে পেয়ে, খেয়াল আর কল্পনাবিলাসের মধ্যে সে আত্মসমর্পণ কোরল এবং শেষ পর্যন্ত যেটুকু নীতিজ্ঞান বাকী ছিল সেটুকুও কৌতূহলের তাড়নায় বিসর্জন দিল।

ম্যাক্সিম ক্রমে বড় হোয়ে ওঠে। এখন ও কৃশদেহ তরুণ যুবক। কিন্তু ওর গালে তখনো শৈশবের লালিমা—চোখে সুনীল দৃষ্টি। কোঁকড়ানো চুলগুলোর জন্য ওকে আরো মেয়েলী দেখায়। ওর মা এ্যাঞ্জেলীর মত ওরও কোমল দৃষ্টি এবং পাণ্ডুর গৌরবর্ণ গায়ের রং।

কিন্তু এ্যাঞ্জেলীর মত বুদ্ধিহীন ঔদাসীন্য ও'র মধ্যে নেই। ও রুগোঁ বংশের মার্জিত রুচি এবং সৌখীন দুঃশীলতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। ও ওর মায়ের কৈশোরের সন্তান। হয়তো বা সেইজন্যই ও'র মধ্যে ওর বাবার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আর মায়ের আত্মত্যাগ এবং দুর্বলতা একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ ওর মধ্যে ও'র মা বাবার দোষক্রুটিগুলো আরো বৃহত্তর এবং সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। রুগোঁদের বংশের বৈশিষ্ট্য দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। ম্যাক্সিমের মধ্যেই যেন আর তা'কে খুঁজে পাওয়া যায় না। চপলমতি ম্যাক্সিমের মধ্যে যৌনজ্ঞান নিশ্চয় বহুদিন পর্যন্ত প্রসুপ্তই থেকে যেত। ও স্যাকার্ডের মত মুনাফালোভী এবং ভোগবিলাসী হয়নি। ও ভীরুর মত সঞ্চিত সম্পদের ওপর নির্ভর কোরেই জীবন কাটিয়ে দিতে চাইত। এই পর্যুদস্ত সমাজে, হয়তো বা যথাসময়েই, সে একটা নপুংসকের মত মনোবৃত্তি নিয়ে প্রবেশলাভ করেছিল। মেয়েদের মত শক্ত কোরে কোমর বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে ও যখন বয় দ্য বুলোনে বেড়াতে যেত তখন তা'কে যেন সেই যুগের প্রতীক বলে মনে হোতো। ঘোড়ার দুল্‌কি চালে ও'র লঘু দেহ নেচে উঠত। ও'র গুরু নিতম্ব, দীর্ঘ ঋজু বাহু, সপ্রালু ভংগী, থিয়েটারের কল্যাণে শেখা অশ্লীল কথাবার্তা তা'কে সকলের মনোহারী কোরে তুলত। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই ও বিস্ময়ের বস্তু হোয়ে উঠল। কতকগুলো পাশব কল্পনা ও'কে পেয়ে বসল। সেকেলে লোকেদের মত ও'র কাছে পাপ মোটেই ঘৃণ্য নয়,—যৌবনের প্রকাশ মন্ত্র। তাই পাপ তার অঙ্গের ভূষণে পরিণত হোলো। ওর সুনীল হাস্যমুখর চোখ দুটিতে ও'র প্রকৃতির সুস্পষ্ট ছায়া দেখা যেত। ও'র দৃষ্টিতে একটা আকর্ষণ করার চেষ্টা এবং বুদ্ধিহীনতা আয়নার মত প্রতিফলিত হোতো। ওর চোখে ছিল গনিকার মত নির্লজ্জতা যা' দেখলে বোঝা যেত স্ফূর্তি এবং উল্লাস ছাড়া ও আর কিছুই চায় না।

এই সময় থেকে ম্যাক্সিমই রেণীকে শিক্ষা দিতে শুরু কোরল।

তা'র সঙ্গে 'বয়ে' বেড়াতে যেতে যেতে ও বারবিলাসিনীদের নানারকম কাহিনী শুনিয়ে রেণীকে উজ্জীবিত কোরে তুলত। দিঘীর কাছে কোনো নবাগতাকে দেখলেই কে তা'র প্রণয়ী, কত কোরে সে তাকে হাতখরচ দেয়, কি ভাবে সে বাস করে ইত্যাদি ম্যাক্সিম বর্ণনা কোরতে আরম্ভ কোরত। এইসব মেয়েদের জীবনযাত্রা প্রণালী ওর সুপরিচিত। ও যেন প্যারিসের বারবনিতাদের জীবন্ত তালিকা বিশেষ—এদের খুঁটিনাটি সবই ওর নখদর্পণে। ওর এই নোংরা খবরগুলো রেণী উপভোগ কোরত। রেসের দিনে লঙচাম্পস দিয়ে গাড়ী কোরে যেতে যেতে রেণী সাগ্রহে ওর কাছে ব্লান্সী মুলারের কাহিনী শুনত। মুলার কেমন কোরে একজন নাপিতের সহযোগিতায় রাজদূতের সহকারীকে ঠকিয়েছিল। রেণীর এসব শোনার যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও বাইরের দিকে সে সমাজের উচ্চস্তরের মহিলাদের মত গাম্ভীর্য রক্ষা কোরে যেত। আবার কখনো ও এক ব্যারণের কথা বোলত। তিনি নাকি একদিন, সেই লাল চুলওলা রোগা কাউন্ট যিনি 'চিংড়ীমাছ' নামে খ্যাত, তাঁকে বাড়ীর কুলুঙ্গীর মধ্যে আবিষ্কার কোরেছিলেন।

ওদের ঘনিষ্ঠতা এত বেড়ে ওঠে যে রেণী ম্যাক্সিমকে তার গোপন দুঃখবেদনার কাহিনীগুলোও শোনায়। ম্যাক্সিম তাকে সান্ত্বনা দেয়, পরামর্শ দেয়। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হোতো স্যাকার্ডের যেন অস্তিত্বই নেই। ওরা ওদের শৈশবের কথাও পরস্পরের কাছে বলে। বিশেষত বয় দ্য বুলোনে বেড়াবার সময় যেসব কথা বলা চলেনা অথবা যা' বলা শক্ত, এমন সব কথাগুলো আলোচনা করার একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা ওদের মনে জেগে ওঠে। যে আনন্দের জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অশ্লীল কথা বলে অথবা যে আনন্দ নরনারীকে অন্তত আলোচনার মধ্যেও পাপের দিকে নামিয়ে নিয়ে যায়, সেই আনন্দেই ওরা এই ধরনের আলোচনা করতে থাকে। এই ধরনের লালসায়িত আলোচনার জন্য ওরা কেউ কারুকে দোষ তো দেয়ই

না বরং গাড়ীর গদীতে হেলান দিয়ে বসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত অতীত জীবনের খেয়ালখুশীর কথা স্মরণ কোরে, ওরা উপভোগই করতে থাকে। শেষপর্যন্ত ওদের আলোচনা দুর্নীতির অন্ধতম গহ্বরে নেমে যায়। রেণী বলে-স্কুলে তা'র সহপাঠিনীরা অত্যন্ত খারাপ ছিল — ম্যাক্সিম যেন তা'কে টেক্কা দিয়ে প্লাসাঁর কলেজের কতকগুলো লজ্জাকর ঘটনার বিবরণ দেয়।

"ওঃ! সে আমি বলতে পারছিনা···" ব'লে রেণী ম্যাক্সিমের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিরে কদর্য গানের আকারে বাঁধা কনভেন্টের একটা গল্প বলে। নিজের কণ্ঠস্বরটুকু শুনতে পেলেই বোধহয় ও লজ্জা পেত তাই ম্যাক্সিমের কানে কানে কথাগুলো ও বল্‌তে চায়। ম্যাক্সিমের এরকম কদর্য গল্প অনেক জানা ছিল। সে রেণীর কানের কাছে কতকগুলো অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করে। ক্রমে ওরা বিক্ষুব্ধ হোয়ে ওঠে—ওদের ঐন্দ্রিয় কল্পনা, অপ্রকাশিত কামনার রোমাঞ্চকর স্পর্শে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। গাড়ীটা শান্তভাবে চলতে থাকে। ওরা একটি অভিসাররাত্রি যাপনের চেয়েও বেশী ক্লান্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। দুজন যুবক বন্ধু, কোনো নারীর সহায়তা ছাড়াও কেবলমাত্র পরস্পরের সঙ্গে কুৎসিত আলোচনা দ্বারা যে গ্লানি সঞ্চয় করে ওদের মধ্যেও সেই গ্লানি জমে ওঠে।

কিন্তু ম্যাক্সিম এবং তা'র বাবা এর চেয়ে ঢের বেশী ব্যভিচার এক সঙ্গেই করেছে। স্যাকার্ড ভাবত ধনী লোকের পক্ষে নারী সম্ভোগ প্রয়োজন—এবং তা'র জন্য একটু আধটু বোকামিও করা যেতে পারে। প্রেমিক হিসাবে সে চিরকালই হঠকারী। টাকাই ছিল তা'র কাছে বেশী প্রিয়। কিন্তু তবু তা'র ঐশ্বর্য দেখানোর জন্যই সে মাঝে মাঝে যত্রতত্র গিয়ে টাকা ওড়াতো। কখনো কখনো আবার সে এইসব কুখ্যাত নারীদের তা'র ব্যবসার বিজ্ঞাপন হিসাবেও ব্যবহার কোরত। ম্যাক্সিম কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পর এমনও ঘটেছে যে ম্যাক্সিম এবং তা'র বাবা একই মেয়ে মানুষের ঘরে উপস্থিত হোয়ে পড়েছে।

স্যাকার্ড কিছুই মনে করেনি বরং মজা দেখে হেসে ফেলেছে। কখনো কখনো আবার ও'রা প্রতিদ্বন্দ্বীও হোয়ে উঠেছে।

মেবাইলে ওরা সকলেরই সুপরিচিত। খাওয়া দাওয়ার পর পরস্পরের হাত ধরে ওরা বাগানে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে নানারকম মন্তব্য করে। হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে তারা মাঝে মাঝে সশব্দে হেসে ওঠে। কাজের কথা উঠলে পরস্পরকে সাহায্য করে। অনেক সময় ওরা মেয়েদের দলের সঙ্গে বসে এক সঙ্গেই মদ খায়। ছেলের প্রেমের ব্যাপারে স্যাকার্ড দক্ষতার সঙ্গে দৌত্য করে। একাজে সে খুবই দক্ষ। সারা রাত্তির পর্যন্ত তাদের বন্ধুর মত মেয়েদের পিছন পিছন গ্যাসালোকিত পথে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

যে মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করছিল তারই স্মৃতি নিয়ে ওরা বাড়ী ফেরে। ওদের হালকা মন, অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা বাড়ীটাকে যেন গনিকালয়ে পরিণত কোরে তোলে। ও'দের পরস্পরের হাত ধরে চলা দেখলেই বোঝা যায় কোথা থেকে ওরা আসছে। এমনি একটা পরিবেশের মধ্যে রেণী তার ইন্দ্রিয়জ খেয়াল-বাসনাগুলোকে অনুভব কোরতে থাকে। সে অধীরভাবে ঝংকার দিয়ে ওঠে :

"কোথা থেকে আসা হ'চ্ছে, শুনি ? গা' থেকে যা' তামাক আর মৃগনাভীর গন্ধ বেরুচ্ছে ! আমার মাথা ধরিয়ে দেবে দেখছি !"

ওদের গায়ের অদ্ভুত গন্ধে সত্যি তা'র কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু রুগোঁ পরিবারের সকলের গায়ে এই গন্ধটাই পাওয়া যায়।

স্যাকার্ডের স্বভাবটা এমন যে সে জীবিত বা জড় কোনো বস্তুই বিক্রী না কোরে অথবা তা'র থেকে কিছু মুনাফা না কোরে বেশীক্ষণ কাছে রাখতে পারে না। কাজেই ছেলে কুড়িতে পা' দিতে না দিতেই সে ওকে কাজে লাগাবার জন্য ব্যস্ত হোয়ে উঠল। ছেলেকে দেখতে সুন্দর, তার ওপর একজন মন্ত্রীর ভাইপো, বিরাট ধনীর ছেলে। অতএব

মূলধন হিসাবে ভালোই। ওর বয়স কম হ'লেও এখন থেকেই সম্বন্ধ আরম্ভ করা এবং পণের টাকাটা আদায় কোরে নেওয়ার বাধা নেই। তারপর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী বিয়ে এগোনো পিছোনো চলতে পারে। স্যাকার্ড প্রকৃতই ভাগ্যবান লোক। একটা কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে সে একটি দীর্ঘদেহ সুপুরুষ ভদ্রলোকের সন্ধান পেয়ে গেল। ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে হু মেরিউল—অবশ্য আসল নাম বোনেট। স্যাকার্ড নিজেও পরিচালনা মণ্ডলীর একজন। দু'দিনের মধ্যেই সে মেরিউলকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলল। আগে লা হাভ্রেতে মেরিউলের চিনির কল ছিল। স্যাকার্ড বুঝে নিল এর সঙ্গে সম্পর্ক করাটা লাভজনক—কাজেই সে মেরিউলের মেয়ে লুইসীর সঙ্গে ম্যাক্সিমের বিয়ের কথাটা মেরিউলের মাথায় ঢুকিয়ে দিল। মেরিউলের মুখ খুলে গেল। সে ভাবল এই বিয়ের মতলবটা বুঝি তা'র মাথা থেকেই বেরিয়েছে। একজন মন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক করাটাকে সে নিজের সৌভাগ্য বলে মেনে নিল। লুইসীকে এমন একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-সমন্বিত ছেলের হাতে তুলে দিতে পারাটা ভাগ্যের কথা।

মেরিউল বলল সে লুইসীর জন্য দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক পণ দেবে। লুইসী বিকৃতদেহ এবং কুশ্রী। তবুও তা'র মধ্যে মোহনীয় কিছু আছে। সে হয়তো বেশী দিন বাঁচবে না—কারণ সে ধীরে ধীরে কোন রকমের বুকের রোগে আক্রান্ত হোয়ে পড়ছে। এই রোগই তার উৎসাহ, আনন্দচাঞ্চল্য এবং সৌন্দর্য নষ্ট কোরে দিচ্ছে। মেয়েরা অসুস্থ হোয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি বুড়ী হোয়ে যায়—তাদের নারীত্ব যথা সময়ের আগেই এসে যায়। লুইসীও তাই ইন্দ্রিয়তৎপর হোয়ে উঠেছে। পনেরো বছর বয়সেই তার পূর্ণ যৌবন এসে গেছে। ও'র বৃষস্কন্ধ পিতৃদেব ওকে দেখলে বিশ্বাসই কোরতে পারেনা যে ও তার মেয়ে। ওর মায়ের চেহারা খুবই ভালো ছিল। কিন্তু লুইসীর এই না বাড়া কোন এক ক্রোড়পতি উচ্ছৃঙ্খল ভদ্রলোকের আচার-

ব্যবহারের কারণ স্বরূপ। লোকে ও'র মায়ের সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী বলে। লোকে বলে ও'র মা হেলেন দ্য মেরিউল নাকি অত্যন্ত লজ্জাকর লাম্পট্যের ফলে মারা গেছে। দুরারোগ্য ক্ষতের মত স্ফূর্তি ওকে কুরে কুরে খেয়ে নিয়েছে। তা'র স্বামী তা'র এই উন্মত্ততা বুঝতে পারেনি। তা'র উচিত ছিল স্ত্রীকে পাগলা গারদে পাঠান। এই অসুস্থতার মধ্যে বেড়ে ওঠার জন্য লুইসীর রক্তে তেজ রইল না, হাত পাগুলো হোলো বাঁকাবাঁকা। মস্তিস্কটাও ওর আক্রান্ত হোলো—তার ওপর আবার ওর স্মৃতিটা শুধু নোংরা জীবনের ছবিতেই ভরে রইল। এক এক সময় ওর মনে হোতো ও যেন আর একজন কারুর অস্তিত্ব কেমন যেন গোলমেলেভাবে অনুভব কোরতে পারছে। অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য ও'র মনের ওপর দিয়ে আবছা ভাবে ভেসে যেত। ও দেখতে পেত নারী এবং পুরুষেরা পরস্পরকে চুম্বন কোরছে। নানা-রমক উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারের দৃশ্য দেখতে দেখতে ওর শিশুসুলভ কৌতূহল জেগে উঠত। তখন ও'র মধ্যে ও'র মা আত্মপ্রকাশ কোরত। এমনিভাবে সারা শৈশবটাই ও'র পাপের মধ্যে কেটে গেল। তা'রপর বড় হোতে সে যখন সব কিছু দেখতে লাগল তখন আর তার কোনো বিস্ময়বোধ হোলো না। কারণ, সবই তা'র মনে পড়ে যেত—সবই তার আগে থেকেই জানা ছিল। কাজেই যে কাজ করা উচিত নয় সে কাজ ও অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবেই করে ফেলত। বহুদিন অনুপস্থিতির পর লোকে যেমন নিশ্চিন্তভাবে নিজের বাড়ী ফিরে আসে ও'র নিশ্চিন্ততা দেখেও তেমনি মনে হোতো। এই অদ্ভুত মেয়েটাকে ম্যাক্সিমের তাই ভালো লাগত। ওর পাপপরায়ণ মনটাই ম্যাক্সিমকে আনন্দ দিত। অন্যদিকে আবার পূর্ণবয়স্কা মহিলার লজ্জাশীলতা এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে কুমারীর জীবনযাপন কোরত। ওর মধ্যে একটা ধৃষ্টতা ছিল, শিশুসুলভ প্রকৃতির সঙ্গে বলিষ্ঠতা মিশ্রিত হোয়ে ছিল। আর এইসবের জন্যই ম্যাক্সিমের তা'কে ভালো লাগত।

হাসিঠাট্টার মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হোয়ে গেল। বিয়ের বরকনে এখন যে যার বাপের বাড়ীতেই থাকবে। দু'টি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। মঁসিয়ে মেরিউল রাষ্ট্রীয় সভায় মনোনয়ন পেয়ে গিয়েছিল এখন স্যাকার্ড এই নোতুন শিকারের ওপর নজর রাখল। বিয়ের যৌতুকের মধ্যে ম্যাক্সিমকে রাষ্ট্রীয় পরিষদে হিসাব পরীক্ষকের চাকরি করে দেওয়ার কথা ঠিক হোয়ে গেল।

তখন স্যাকার্ডের সৌভাগ্য-সূর্য মধ্যগগণে। তার ঐশ্বর্য প্যারিসের বুকের ওপর দাবাগ্নির মত উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। তখন প্যারিস থেকে যে যা' পাচ্ছে দস্তুর মত দু'হাতে লুটে নিচ্ছে। ছ'মাসের মধ্যে যে যতটা পারল পেট ভরিয়ে নিল। পুরোনো বাড়ী-ভাঙা এবং নোতুন রাস্তা তৈরী ইত্যাদি থেকে যে পারল সে ভাগ্য ফিরিয়ে নিল। সারা সহরে তখন অর্থ আর কাম লালসার বীভৎস উৎসব চলেছে। চারিদিকে পাপের তরঙ্গ বিক্ষোভ। ঘরে ঘরে পাপের বান ডেকেছে—পার্কের ঝরণাগুলো দিয়ে সুতীক্ষ্ণ বৃষ্টিধারার মত অঝোরে পাপ ঝরে পড়ছে। গভীররাত্রে সেইন নদীর সেতুর ওপর দাঁড়ালে মনে হয় সেইনের বুকের ওপর দিয়ে সারা সহরের আবর্জনা ভেসে যাচ্ছে। উচ্ছিষ্ট খাদ্য, শয্যায় পরিত্যক্ত ফিতের বন্ধনী, ভাড়াটে গাড়ীর মধ্যে ফেলে যাওয়া পরচুল, কাঁচুলির মধ্যে থেকে পড়ে যাওয়া নোটের তাড়া—যা কিছু মানুষের কাছে পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পর অকিঞ্চিৎকর হোয়ে ওঠে সবই নদীর জলে ভেসে চলেছে।

এই সুযোগে সহরের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া জমির ওপর স্যাকার্ডের পার্কমঁকোর প্রাসাদটার নির্মাণ শেষ হোয়ে গেছে। স্যাকার্ড দোতলায় সোনালী আর কালচে ভায়োলেট রংএ কাজ করা একটা প্রকাণ্ড ঘর নিজের ব্যবহারের জন্য রেখেছিল। ঘরের বড় বড় কাঁচের দরজা লাগানো বইএর আলমারিগুলো শুধু ব্যবসার কাগজপত্রে ঠাসা—একটিও বই ওতে পাওয়া যাবে না। দেয়ালের মধ্যে গভীরভাবে বসানো প্রকাণ্ড কুলুঙ্গীগুলোর মধ্যে গোপনে

প্রেমালাপ জমাবার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। ঘরটির মধ্যে তা'র ঐশ্বর্যের নির্লজ্জ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যে কাজেই সে হাত দেয় তাই সফল হোয়ে ওঠে। সে অতিথি অভ্যাগতদের কাছে এমনভাবে তা'র ঐশ্বর্যের গল্প করে যে তারা বিহ্বল হোয়ে পড়ে। ও'র কতটা সত্যি তা'র কতটা মিথ্যে সেটুকু পর্যন্ত তারা বুঝে উঠতে পারেনা। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ কথার মধ্যে দিয়ে সে লক্ষ লক্ষ টাকার হাউই ওড়াতে থাকে। আর সেই হাউইএর আগুনে যে অত্যন্ত অবিশ্বাসী তা'র চোখেও ধাঁধাঁ লেগে যায়। তার এই সংএর মত কার্যকলাপের জন্যই সে ফাট্‌কা বাজারের ঘুণ খেলোয়াড়রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। কেউই জানত না প্রকৃতপক্ষে সে কত টাকার মালিক। তার অংশীদারকে এমনভাবে বোঝানো হোয়েছিল যে তারা তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী বলে বিশ্বাস কোরত। তারা ভাবত তাদের অজ্ঞাত বহু ফাট্‌কায় সে প্রচুর টাকা করেছে। স্যাকার্ড যথেষ্ট খরচ কোরত। অথচ তবু তার ক্যাশবাক্স যে কি কোরে ভরতি থাকে, কোথা থেকে যে তার টাকা আসে, তা কেউই জানত না। স্যাকার্ড উন্মাদের মত টাকা ছড়ায়—মুঠো মুঠো টাকা জানালা দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা তার সিন্দুকের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খালি হোয়ে যায়। কিন্তু রাত না পোহাতেই আবার সিন্দুক ভরে ওঠে। এযে কি কোরে সম্ভব হয় তা' কেউ বুঝে উঠতে পারতো না। বর্ষাস্ফীতা স্রোতস্বিনীর মত ঐশ্বর্যের স্রোতে রেণীর পণের সম্পত্তি কোথায় ভেসে গেল। রেণী প্রথম প্রথম কারুকে বিশ্বাস কোরতে না পারায় নিজেই নিজের সম্পত্তি দেখাশোনা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্রমশ সে এইসব টাকাকড়ির ব্যাপারে ক্লান্ত হোয়ে পড়ল। তাছাড়া স্বামীর পাশে নিজেকে তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র বোলে মনে হোতো। তার ওপর ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়ায় স্বামীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তা'র অার গত্যন্তর রইল না। সে স্বামীর .কাছেও টাকা ধার নিতে লাগল—

এবং ক্রমশ স্যাকার্ডের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়ল। স্যাকার্ড তার দুর্বলতা দেখে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বিলগুলো মিটিয়ে দিত। রেণীও তখন আর আত্মসমর্পণ না কোরে পারত না। সে হয় 'ষ্টেট বণ্ড' অথবা অন্য কিছু বিক্রী করার জন্য স্যাকার্ডের হাতে তুলে দিত। পার্ক মঁকোর প্রাসাদে যখন তারা উঠে গেল তখন রেণী প্রায় নিঃস্ব হোয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের হোয়ে স্যাকার্ড নিজেই রু দ্য লা পিপিনিয়েরের বাড়ীটার জন্য তাকে এক লাখ ফ্রাঙ্কের ওপর সুদ দিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে আবার সে ওকে দিয়ে লা সলোনের সম্পত্তিটা বিক্রী করিয়ে টাকাটা অন্যত্র খাটাবার ব্যবস্থা কোরল। ওকে বোঝালো এইভাবে খাটালে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা। কাজেই একমাত্র সারোণের সম্পত্তি ছাড়া ওর আর কিছুই রইল না। পিসী এলিজাবেথ পাছে দুঃখ পান এই ভেবে সে কিছুতেই ঐ সম্পত্তিটা বিক্রী কোরতে রাজী হোলো না। কিন্তু স্যাকার্ডও তার পুরোনো সহযোগী লারসনোর সাহায্যে এ বিষয়ে একটা নোতুন চাল চালবার মতলব কোরল। রেণী স্যাকার্ডের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ সে ও'র সম্পত্তি নিয়ে নিলেও, ও'র ঐসব সম্পত্তি থেকে যা আয় হোতো তা'র পাঁচ ছ'গুন টাকা দিচ্ছে। একলাখ ফ্রাঙ্কের সুদ এবং সলোনের সম্পত্তির খাজনা থেকে বড় জোর ও'র মোট ন'দশ হাজার ফ্রাঙ্ক আয় হোতো। ন'দশ হাজার ফ্রাঙ্কে ও'র কাপড় জামার খরচই কুলোতো না। কিন্তু স্যাকার্ড তা'র জায়গায় ঐ টাকাটার পনেরো কুড়িগুণ ওকে দিচ্ছে। সে যদিও ও'কে একশ ফ্রাঙ্ক ঠকিয়ে নেবার জন্যও বহু পরিশ্রম কোরতে ইতস্তত করে না, তবু এটাও সত্যি যে ওকে সে রাণীর মত সুখে রেখেছে। কাজেই অন্য সকলের মত সেও তা'র স্বামীর সিন্দুকটাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ও'র স্বামীর এই ঐশ্বর্যস্রোতস্বিনীর উৎপত্তিস্থল যে কোথায় সে রহস্য ভেদ করার আগ্রহই ওর ছিল না। ও শুধু ঐ স্রোতে অবগাহন কোরেই খুশী হোয়ে থাকত।

ও'রা যখন পার্কমঁকোতে উঠে গেল সেইসময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যা রেণীর জীবনে চিরকালের মত ছাপ রেখে গেল। রেণী অনেকদিন থেকে রাজকীয় নাচের মজলিসে নিয়ে যাবার জন্য ইউজেনকে অনুরোধ কোরছিল। তা'র ভাইএর অবস্থা এখন যথেষ্ট ভালো হোয়েছে বলে মনে কোরে ইউজেন শেষপর্যন্ত রাজী হোলো। আনন্দে রেণীর তো মাসখানেক ঘুমই হোলো না। শেষকালে সেই বিশেষ সন্ধ্যায় রেণী টুইলারীতে যাবার জন্য কম্পিত দেহে গাড়ীতে উঠে ব'সল।

টুইলারীর অভ্যর্থনা কক্ষে পৌছে যখন স্যাকার্ড ব্যারণ গরদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্য দিকে চলে গেল তখন রেণী মুহূর্তের জন্য একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। দেয়ালের আয়নাগুলোর মধ্যে দিয়ে নিজের রূপ দেখে সে মনটাকে সুস্থির কোরে নিল। ক্রমে সে নিজেকে সেই ঘরের উষ্ণ আবহাওয়া, বহুকণ্ঠের কলগুঞ্জন, পোষাকের খস্‌খসানি আর নারীদেহের সুগৌর অনাবৃত স্কন্ধদেশের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে লাগল। এমনসময় সম্রাট ঘরে ঢুকলেন। তিনি একজন বেঁটে, স্থূলকায়, কেমন যেন হঠাৎ ফেঁপেওঠা চেহারার মত সৈনাধ্যক্ষের হাত ধরে ঘরটা পার হোয়ে ধীরে ধীরে অন্যদিকে যেতে লাগলেন। মেয়েরা দুটো সারি কোরে দাঁড়িয়ে গেল—আর পুরুষরা যেন সংস্কারবশেই সতর্কভাবে একটু পিছিয়ে গেল। রেণী ঠেলা-ঠেলিতে পড়ে সারির শেষপ্রান্তে একবারে দ্বিতীয় দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে গেছে। সম্রাট টল্‌তে টল্‌তে সেই দিকে এগিয়ে আসলেন। রেণী দেখতে লাগল তিনি ওর দিকেই আস্‌ছেন।

তাঁর জামায় গ্রাণ্ড কর্ডনের লাল চিহ্ন। দারুণ উত্তেজনা এবং দৃষ্টিক্ষীনতার জন্য রেণীর মনে হয় সম্রাটের সারা বুক জুড়ে যেন রক্তের ছিটে। এক্ষেত্রে যেমন ঘটে থাকে তেমনি রেণীও সম্রাটের রূপ বিচার কোরতে পারল না। তাঁর দোদুল্যমান কোমর, দেহের তুলনায় অতিরিক্ত খাট পা ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। ও'র মনটা তখন আনন্দে

ভরে উঠেছে। সম্রাটের ফ্যাকাশে মুখ, ভারী ভারী পাতায় আধবোজা নিষ্প্রাণ চোখ সত্ত্বেও তাঁকে ওর সুপুরুষ বলেই মনে হোলো। গোঁফের নীচে সম্রাটের ঠোঁট দুটি নেশার ঘোরে ফাঁক হোয়ে আছে। মাংসের স্তূপে ফোলা মুখটার মধ্যে একমাত্র নাকটাই কিছু হাড়ের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে মুখে অস্পষ্ট হাসি নিয়ে সম্রাট এবং সেই প্রবীণ সৈনাধ্যক্ষটি পরস্পরের টাল সামলাতে ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মেয়েরা মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা ওদের দেখতে লাগলেন। তাঁদের দৃষ্টি যেন একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে মেয়ে কাঁচুলী ফুঁড়ে ঢুকে যেতে লাগল। সেনাধ্যক্ষ সম্রাটের দিকে ঝুঁকে তাঁর বাহুতে চাপ দিয়ে এমনভাবে একটা মন্তব্য কোরল যে মনে হোলো তাঁরা যেন পরস্পর বন্ধু। সম্রাট তখনো তেমনি হেলেদুলে নেশাগ্রস্তের মত এগিয়ে আসছেন। তখন যেন তাঁকে আরো বোকা বলে মনে হ'চ্ছে।

তাঁরা যখন ঘরের মাঝখানে এসে পড়েছেন তখন রেণী অনুভব কোরল যে সে তাঁদের দৃষ্টিতে পড়েছে। সৈনাধ্যক্ষ বিস্মিত দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে আছেন। সম্রাটের ধূসর অস্থির ঘোলাটে চোখ দুটি থেকে লালসার আলো ঠিকরে পড়তে থাকে। রেণী ভয় পেয়ে মাথা নীচু কোরে ফেলে। গাল্‌চের কারুকার্য ছাড়া অন্য কিছুই ও আর দেখতে পায় না। কিন্তু তবু তাঁদের ছায়া দেখে সে বুঝতে পারে তাঁরা ওর সুমুখে দাঁড়িয়েছেন। ও অনুভব করে সম্রাটের দৃষ্টি ও'র মখমলের ডুরেকাটা মসলীনের স্কার্টের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। ও'র মনে হয় ও যেন সম্রাটের ব্যভিচার—স্বপ্নমগ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে: "দেখ দেখ, চয়ণের যোগ্য ফুল বটে!

কি সুন্দর বর্ণসমাবেশ—হালকা গোলাপী, সাদা, কালো।"

সৈনাধ্যক্ষ পাশব কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "ঐ গোলাপী রংটা আমাদের চমৎকার মানাবে।"

রেণী মাথা তুলল। তাঁরা চলে গেছেন। দরজার কাছে ভীড় জমছে।

এরপর থেকে প্রায়ই সে টুইলারীতে যেত। এমন কি মাঝে মাঝে সম্রাটের নিজের প্রশংসালাভ করার সৌভাগ্যও তা'র হোয়েছে। সে যেন কতকটা সম্রাটের বন্ধুর মত হোয়ে গেছে। কিন্তু তবু সেদিন সেই অভ্যর্থনা কক্ষে দুসারি মেয়ের মধ্যে দিয়ে মন্তরগতিতে সম্রাটের সেই এগিয়ে আসা ও ভুলতে পারে না। যখনই স্বামীর দ্রুত উন্নতিতে তা'র মনে আনন্দ জেগে ওঠে তখনি ও যেন দেখতে পায় সম্রাট সেই আনত নারীদেহগুলো অতিক্রম কোরে তা'র দিকে এগিয়ে আসছেন, —তা'কে গোলাপী ফুলের সঙ্গে তুলনা করছেন, সৈন্যধ্যক্ষ আবার সেই গোলাপী ফুল তাঁকে গ্রহণ কোরতে পরামর্শ দিচ্ছে। ওর কাছে ঐ স্মৃতি হোয়ে উঠল জীবনের চরমপ্রাপ্তি।

চার

ম্যাক্সিম আর লুইসীকে হাসিঠাট্টা কোরতে দেখে সব্‌জি ঘরের গন্ধঘন আবহাওয়ার মধ্যে রেণীর মনে যে সুতীব্র, সুস্পষ্ট কামনা জেগে উঠেছিল তা' ক্রমে ক্রমে দুঃস্বপ্নের মত মিলিয়ে যায়। কিন্তু তখনও ওর শরীরে যেন কাঁটা দিতে থাকে।

ভোরের দিকটা ও একটু ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙার পর ও যেন কেমন অসুস্থতা বোধ করতে লাগল। রেণী ঘরের দরজার পর্দা টেনে দিয়ে প্রায় দুদিন ঘর থেকে বেরুনোই বন্ধ কোরে দিল। ডাক্তারকে ডেকে ও জানালো যে ওর মাথা ধরছে আর গা বমি বমি কোরছে। অসুখের ছলে ও সকলকে ওর ঘরে ঢোকা বন্ধ কোরে দিল। ম্যাক্সিম বৃথা কড়া নেড়ে ফিরে গেল। ম্যাক্সিম বাড়ীর মধ্যে শুতোনা। নিজের ঘরগুলোকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার কোরতেই সে পছন্দ কোরত। সে যাযাবরের মত মাসে মাসে ঘর বদল কোরত। তা'র বাবার প্রাসাদে যখন যে তলায় তার থাকাটা সুবিধাজনক মনে হোতো সেখানেই তখন সে একটা ঘর বেছে নিত। কখনো কখনো শুধু খেয়ালেই সে এইরকম কোরত—কখনো আবার কোনো স্থায়ী বাসিন্দাকে জায়গা দেবার জন্যও সে ঘর ছেড়ে দিত। দু'চারজন প্রণয়িনীকে নিয়ে ম্যাক্সিম সময় কাটাতে লাগল। রেণীর খামখেয়াল তা'র জানা ছিল। তাই খুব একটা সহানুভূতির ভাব নিয়ে সে দিনের মধ্যে অন্তত চারবার ওপরে গিয়ে ও'র খবর নিতে লাগল। সে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল যেন ও'র জন্য সে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছে—আসলে কিন্তু ও'কে বিরক্ত করাটাই তার উদ্দেশ্য। তৃতীয় দিনে বৈঠকখানায় সে ওর দেখা পেল। রেণীর মুখে হাসি। চেহারাটা দিব্বি উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে—চোখে শান্ত দৃষ্টি।

"সিলেস্টীর সঙ্গে সময়টা ভালো কেটেছে তো?"—পরিচারিকার সঙ্গে এই ক'দিন কাটানোর জন্য খোঁচা দিয়ে ম্যাক্সিম প্রশ্ন কোরল।

"হ্যাঁ, ও খুব ভালো মেয়ে"—রেণী বলল। "ওর হাত দুটো কেমন ঠাণ্ডা। আমার কপালে ও হাত রাখত—কপালটা যেন জুড়িয়ে যেত।"

"ও তাহলে একটা ওষুধ বিশেষ! আমি যদি কখনো দুর্ভাগ্যক্রমে প্রেমে পড়ে যাই তাহলে তখন ওকে আমায় ধার দিও, কেমন? ও তখন আমার বুকে ও'র হাতদুটো রাখবে!"

এমনিভাবে হাসিঠাট্টা কোরতে কোরতে ওরা 'বয়ে' বেড়াতে যায়। এক সপ্তাহ কেটে গেল। রেণী নাচ আর এখানে সেখানে যাওয়া আসা নিয়ে আরো মত্ত হোয়ে উঠেছে। আর ও জীবনের একঘেঁয়েমি সম্বন্ধে অভিযোগ করেনা। আবার ও'র মাথায় নানা-রকম খেয়াল চেপেছে। তবু মনে হয় ও যেন গোপনে কোনো অপরাধ করেছে। মুখে প্রকাশ না কোরলেও ওর নিজের প্রতি ঘৃণা আর সমাজের কেতাদুরস্ত মহিলাদের অন্যতমা হোয়ে ওঠার ভ্রান্ত চেষ্টা দেখলে স্পষ্টই তা' বোঝা যায়। বিখ্যাত অভিনেত্রী ব্লান্সী মুলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এবং বারবনিতাদের জন্য একটা বল নাচের আয়োজন করেছিল। রেণী ম্যাক্সিমকে বলেই ফেলল যে ওরও সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে। ম্যাক্সিম নীতিবাদী না হোলেও ও'র এই ইচ্ছাতে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে। সে রেণীকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে ওটা তা'র যাবার উপযুক্ত স্থান নয়। তাছাড়া সেখানে মজার কিছুই ও দেখতে পাবে না। লাভের মধ্যে হ'বে এই যে যদি ও'কে কেউ চিনে ফেলে তাহলে কুৎসায় দেশ ভরে যাবে। নম্রভাবে হাসতে হাসতে রেণী তা'র কথা শুনে যায়। তারপর বলে :

"ম্যাক্সিম, লক্ষ্মীটি, বারণ কোরনা। আমি যাবই। একটা কালো

আঙরাখায় বেশ করে গা ঢেকে যাব। আমরা শুধু ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে একবার ঘুরে দেখে আসব।"

ম্যাক্সিম প্রত্যেকবারই শেষপর্যন্ত ওর কথা মেনে নেয়। রেণী যদি তেমন কোরে চায় তাহলে সে ওকে প্যারিসের জঘন্যতম জায়গায়ও নিয়ে যেতে পারে। কাজেই ব্লান্সী মুলারের ওখানে নিয়ে যেতে সে রাজী হোলো। ছোট ছেলেমেয়ে হঠাৎ ছুটি পেয়ে গেলে যেমন আনন্দে আত্মহারা হোয়ে ওঠে তেমনি অনন্দে রেণী হাততালি দিয়ে উঠল।

"তুমি ভারী ভালো ছেলে! কাল তো, না? তুমি সকাল সকাল এস কিন্তু। আমি ওদের আসাটা দেখতে চাই। তুমি ওদের আমাকে চিনিয়ে দেবে—ভারী মজা হবে।"

একটু ভেবে ও আবার বলে: "না, তুমি ভেতরে এস না। একটা গাড়ী ভাড়া কোরে বুলেভা মেলসার্বিসে অপেক্ষা কোর। আমি বাগান দিয়ে বেরিয়ে যাব।"

শুধু ওর অভিযানটাকে আরো রোমাঞ্চকর করে তোলার জন্যই রেণী এই ব্যবস্থাটা কোরল। কেননা ও যদি মাঝরাত্রে সুমুখের দরজা খুলে বেরিয়ে যায় তবুও ওর স্বামী জানালা দিয়ে একবার মাথা বাড়িয়েও দেখবে না। অতএব এ ব্যবস্থাটা কেবল আনন্দটাকে বাড়ানোর জন্যই করা। পরের দিন সিলেষ্টিকে তা'র জন্য জেগে অপেক্ষা করতে বলে রেণী পার্কমঁকোর অন্ধকার ছায়াছন্ন বাগানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার বুকের মধ্যেটা দুরু দুরু কোরে উঠল। স্যাকার্ড হোটেল দ্য ভিলের বড় কর্তাদের সৌজন্যে পার্কের ছোট গেটটার একটা চাবি করিয়ে নেবার অনুমতি পেয়েছিল। রেণীই স্যাকার্ডকে দিয়ে ওটা যোগাড় করিয়েছিল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে রেণী কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলল। গাড়ীর আলোটা দেখে তবে সে গাড়ীটাকে খুঁজে পায়। বুলেভা মেলসার্বসের তৈরীর কাজ তখনো শেষ হয়নি। রাত্রের দিকে পথটা একেবারে নির্জন হোয়ে যায়।

রেণী দারুণ উত্তেজনা নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। আনন্দে তার বুকের মধ্যে তখন কাঁপছে। যেন সে প্রিয় মিলনের জন্য চলেছে। ম্যাক্সিম গাড়ীর একপাশে বসে গম্ভীরভাবে চুরুট টানছে। সে চুরুটটা ফেলে দিতে গেল। রেণী হাত বাড়িয়ে তাকে আটকাতে যেতে তার হাতটা অন্ধকারে ম্যাক্সিমের হাতে না পড়ে মুখে গিয়ে পড়ল। ভারী মজা লাগল ওদের।

"আমার তামাকের গন্ধ ভালো লাগে। চুরুট ফেলনা। তাছাড়া আমরা তো আজ মাতলামি দেখতে যাচ্ছি—অতএব আমিও আজ পুরুষ।"

বুলেভায় কোনো আলো নেই। ওদের গাড়ীটা বুলেভা দিয়ে ম্যাডেলাইনের দিকে চলেছে। অন্ধকারে ওরা পরস্পরকে দেখতেও পাচ্ছে না। শুধু ম্যাক্সিম যখন চুরুটে টান দিচ্ছে তখন সেই অন্ধতম গহ্বরের মধ্যে একটা উজ্জল লাল বিন্দু জ্বলে উঠছে। এ লাল বিন্দুটা রেণীর বেশ ভালো লাগে। রেণীর কালো সাটীনের আঙরাখাটার বিরাট বিস্তারে গাড়ীটা প্রায় ভরে গেছে ম্যাক্সিম ওর আঙরাখায় অর্দ্ধাবৃত হোয়ে বসে বসে নিঃশব্দে চুরুট টানছে। গাড়ীর ভেতরের আবহাওয়া যেন একঘেয়ে হোয়ে উঠেছে। রেণীর খেয়ালের পাল্লায় পড়ে ম্যাক্সিম আজ কাফে এ্যঙ্গেইলসে মেয়েদের একটা 'পার্টিতে' যোগ দিতে পারেনি। এটাই ওর বিরক্তের প্রধান কারণ। মেয়েরা ঐ 'পার্টিতে' নিশ্চয় মুলারের বল নাচের আসরকেও হার মানিয়ে দেবে। অন্ধকারের মধ্যেও রেণী ওর বিরক্তি অনুভব করতে পারে।

"তোমার শরীর খারাপ নাকি?"—সে প্রশ্ন করে।

"না, আমার শীত কোরছে।"

"কেন, আমার তো ভীষণ গরম হোচ্ছে। দম বন্ধ হোয়ে আসছে।

আমার স্কার্টটা হাঁটুর ওপর টেনে নাও না।"

"তোমার স্কার্ট ?"—ম্যাক্সিম বিরক্তভাবে বলে ওঠে। "তোমার স্কার্টে আমার চোখ পর্যন্ত প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।"

কিন্তু নিজের কথায় ও নিজেই হেসে ফেলে। ক্রমে ওর বিরক্তি কেটে যায়। রেণী ওকে বলে পার্কমঁকো দিয়ে আসার সময় কি রকম ভয় কোরছিল। সে ম্যাক্সিমকে তার আর একটা ইচ্ছের কথা বলে। পথের ওপাশে একটা নৌকা বাঁধা থাকে, বাড়ী থেকে দেখা যায়। তার ইচ্ছে একদিন রাত্রে নৌকোয় বেড়াবে। ম্যাক্সিম ভাবল রেণী ভাবপ্রবণ হোয়ে উঠছে। গাড়ীচলার শব্দের মধ্যে কথা শুনতে পাওয়ার জন্য ওরা পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে। একটু নড়লে চড়লেই ওদের হাতে হাত ঠেকতে থাকে, পরস্পরের উষ্ণ নিশ্বাস মুখে এসে লাগে। মাঝে মাঝে ম্যাক্সিমের চুরুটের আগুন অন্ধকারের মধ্যে লাল হোয়ে জ্বলে উঠছে—রেণীর মুখে গোলাপী আলো পড়ছে। এই অপসৃয়মান আলোয় রেণীকে বড় সুন্দর দেখায়। ম্যাক্সিম একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যায়।

"আহা, আমাদের আজ কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। এস, একটু পরস্পরকে দেখি।" সে চুরুটটা কাছে এনে ইচ্ছে কোরেই জোরে জোরে টানে। দপ্‌ কোরে জ্বলে ওঠা আলোয় রেণী যেন আলোকিত হোয়ে ওঠে। রেণী তার মাথার অবগুণ্ঠনটা একটু তুলে দিয়েছে। তার অনাবৃত মাথায় থোকা থোকা কোঁকড়া চুল দেখা যাচ্ছে। মাথায় একটা নীল ফিতে বাঁধা। কালো সাটীনের জামার ওপর দিয়ে ওর দুষ্টু ছেলের মত মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এইভাবে সিগারেটের আলোয় তাকে দেখতে ভারী মজা লাগে। সে হাসতে হাসতে পিছনদিকে হেলে পড়ে! ম্যাক্সিম ছদ্মগাম্ভীর্যে বলে ওঠে "সর্বনাশ তোমার ওপর কড়া পাহারা দিতে হবে দেখছি। নইলে বহাল তবিয়তে তোমাকে বাবার কাছে ফিরত দিতে পারবো না।"

গাড়ীটা ম্যাডেলাইনের পাশ দিয়ে বেঁকে বুলেভা দিয়ে চল্‌ল। এখানে চারিদিকে আলোর নৃত্যলীলা। দোকানের সুমুখ থেকে তীব্র

আলো বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। কিছুদূরে, রু-বাসে-দু-রেমপার্টের উচু জমির ওপর যে নোতুন বাড়ীগুলো তৈরী হোয়েছে তা'রই একটাতে ব্লান্সী মুলার বাস করে। তখনো দশটা বাজেনি। দরজায় মাত্র কয়েকটা গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। ম্যাক্সিমের ইচ্ছে ছিল বুলেভায় আরো ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসবে। কিন্তু রেণী স্পষ্টই বলে দিল যে সে যদি সঙ্গে না যায় তাহলে ও একাই এখনি ভেতরে যাবে। ও তখন দারুণ কৌতূহলী হোয়ে উঠেছে। কাজেই বাধ্য হোয়ে সে ওকে অনুসরণ কোরল। ওপরে গিয়ে ওরা দেখল, যা' আশা করেছিল এর মধ্যেই তা'র চেয়ে বেশী লোকজন এসে গেছে। ম্যাক্সিম কতকটা খুশী হোয়ে উঠল। রেণী মুখে একটা মুখোস পরে নিয়েছে। ম্যাক্সিমের কাধে ভর দিয়ে সে এঘর ওঘর দেখে দেখে বেড়ায়। দরজার পর্দাগুলো একটু উঁচু কোরে ভেতরটা দেখে নেয়, আসবাব-পত্রগুলো মন দিয়ে পরীক্ষা করে। ধরা পড়ার ভয় না থাকলে ও বোধহয় টেবিলের দেরাজগুলো পরীক্ষা কোরত। ম্যাক্সিমকে ও নীচুগলায় নানারকম হুকুম করে—ম্যাক্সিমও বিনীত ভাবে হুকুম তামিল কোরে যায়।

ঘরগুলো সুন্দরভাবে সাজানো হ'লেও চারিদিকেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের চিহ্ন প্রকট হোয়ে রয়েছে। ওরা যেন চারিদিকে অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে। রেণীর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হোয়ে ওঠে। যা'তে কোনো দৃশ্য না বাদ পড়ে যায় তাই ও ম্যাক্সিমকে একটু আস্তে আস্তে চল্‌তে বলে। ম্যাক্সিম নিরুপায় হোয়ে ও'কে শেষপর্যন্ত বসার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। ও তা'র পাশে একটা 'কাউচে' বসে পড়ে। ওরা কিছুক্ষণ ওখানে বসে রইল। ক্লান্তিতে ম্যাক্সিম 'হাই' তুল্‌ছে। রেণী তা'কে এক একটি মহিলার নাম জিজ্ঞেস কোরছে আর তা'র দেহের গঠন কেমন, ভালোকোরে লক্ষ্য করছে। ও এইসব দেখতে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে দেখে ম্যাক্সিম চুপি চুপি সেখান থেকে সরে পড়ল। লরা দু অরিণী তা'কে ইশারায়

ডেকেছে। লরা, রেণীকে চিনতে না পারায় ম্যাক্সিমকে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তারপর একটার পর কাফে এ্যাঙ্গেইলসে তা'র 'পার্টিতে' যাবার জন্য ম্যাক্সিমকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে তবে ছাড়ল।

সে রেণীর কাছে ফিরে এল। লরা চেঁচিয়ে বল্‌ল : "তোমার বাবাও সেখানে থাকবেন।"

রেণীকে তখন চারিদিক থেকে একদল মেয়ে ঘিরে ধরেছে। ওরা সশব্দে হাসাহাসি কোরতে থাকে। এদিকে ম্যাক্সিমের খালি জায়গাটাতে 'মঁসিয়ে সাক্রে এসে বসে পড়ল। সে রেণীর কাছে গাড়োয়ানের মত প্রেম নিবেদন করতে আরম্ভ কোরল। মঁসিয়ে সাক্রে এবং ঐ মেয়েগুলো উরু চাপড়ে এমন চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে রেণীর কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। বিরক্তভাবে হাই তুলে সে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাক্সিমকে বলল : "চল, চলে যাই—এরা অত্যন্ত বোকা।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় মঁসিয়ে মুসী ঘরে ঢুকল। ম্যাক্সিমকে দেখে সে খুশী হোয়ে উঠল। মুখোস পরিহিতা মেয়েটির দিকে মনযোগ না দিয়ে সে বিরহ সকরুণ কণ্ঠে বলল : "ভাই, ও তো আমায় মেরে ফেল্‌বে। আমি জানি ও ভালই আছে। কিন্তু তবু আমাকে ও'র বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছে না। তুমি ভাই ওকে একটু বোলো যে আমার চোখে জল দেখেছ।"

"নিশ্চিন্ত থাক। তোমার খবর ঠিক পৌঁছে যাবে।"—ম্যাক্সিম রহস্যময় হাসি হেসে বলে। তারপর নীচে নাম্‌তে সে প্রশ্ন করে : "কি গো সুন্দরী জননী ; ও বেচারীর জন্য কি তোমার এতটুকুও দুঃখ হয় না ?"

রেণী উত্তর দিল না শুধু একটা অবজ্ঞার ভংগী কোরল। বাইরে বেরিয়ে গাড়ীতে ওঠার আগে সে ফুটপাতের ওপর ম্যাডেলাইনের দিকে চেয়ে একটু দাঁড়ালো। তখন সাড়ে এগারোটা। কিন্তু তখনো বুলেভা যথেষ্ট জনবহুল হোয়ে রয়েছে।

"তাহলে এবার বাড়ী ফিরতে হ'বে"—রেণী ক্ষুব্ধভাবে বলে।

"বুলেভায় যদি কিছুক্ষণ বেড়াতে না চাও তাহলে ফিরতে হ'বে বৈকি—" ম্যাক্সিম উত্তর দেয়। রেণী বেড়াতে রাজী হোলো। মেয়েদের স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে সে এখানে এসেছিল। কিন্তু এসে সে নিরাশ হোয়েছে। এখন বাড়ী ফিরতে তা'র মোটেই ভালো লাগছে না। তা'র স্বপ্ন ভেঙে গেছে। তার ওপর আবার মাথাটাও ধরে উঠেছে। সে ভেবেছিল অভিনেত্রীদের বলনাচের আসর জিনিষটা না জানি কি মজার বস্তু!

অক্টোবরের শেষদিকে যেমন হোয়ে থাকে আজও তেমনি মনে হচ্ছে, বসন্ত যেন ফিরে এসেছে। রাত্তিরটা মে মাসের রাত্রের মত গরম। তার ওপর মাঝে মাঝে এক এক ঝলক্ ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আস্ছে। পথের দুধারে অসংখ্য কাফে, রেস্তরাঁ এবং লোকের ভীড়ের দিকে চেয়ে রেণী গাড়ীর জানালায় মাথা রেখে বসে থাকে। তা'র মনেও নানারকম আবছায়া বাসনার ভীড়। মেয়েলী স্বাপ্নিকতার মধ্যে সে ডুবে গেছে। চওড়া ফুটপাথের ওপর রূপোপজীবিনীদের পোষাকের বর্ণ সমারোহ, পুরুষের জুতোর শব্দ আর পথের ধূসর এ্যাসফাল্ট, যার ওপর দিয়ে বহু কৃত্রিম প্রণয় এবং প্রমত্ত উল্লাসের স্রোত বয়ে গেছে, তার মনের প্রসুপ্ত কামনাকে জাগিয়ে দেয়। ভোগের উগ্র গন্ধে সে সেই বলনাচের বোকামির কথাও ভুলে যায়। ব্রেবান্টের বাড়ীটার জানালার সাদা পর্দায় সে মেয়েদের কালো ছায়া দেখতে পায়। ম্যাক্সিম একটা কদর্য গল্প বলে: একবার নাকি কোনো এক প্রতারিত স্বামী জানালার পর্দায় প্রণয়ী—কণ্ঠলগ্না চুম্বনরত স্ত্রীর ছায়া দেখতে পেয়েছিল। ও'র কথাগুলো রেণীর কানে যাচ্ছিল না। ম্যাক্সিম স্ফূর্তিতে রেণীর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে মুসীর কথা পেড়ে তা'কে বিরক্ত কোরতে থাকে।

ব্রেবান্টের সুমুখ দিয়ে দ্বিতীয়বার যাবার সময় রেণী বলে: "জান, ম'সিয়ে সাক্রে আজ রাত্রে আমাকে নেমন্তন্ন কোরেছেন?"

"তাতে তোমার বিশেষ লাভ হবে না। সাক্রে খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত বেরসিক। গলদা চিংড়ীর স্যালাডের চেয়ে ভালো জিনিষ যে কিছু থাকতে পারে তাই সে জানে না।"

"না, না, আরো অনেকরকম ভালো ভালো খাবারের নাম তো সে করছিল। কিন্তু আমার বিরক্ত লেগেছে, তা'র কারণ সে আমাকে 'তুমি তুমি' কোরে কথা বলছিল।"

বুলেভার দিকে চেয়ে রেণী কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বিরক্তভাবে বলে ওঠে ঃ "দারুণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে—সেই জন্যেই কিছু ভালো লাগছে না।"

"ক্ষিদে পেয়েছে ? তা' অসুবিধেটা কি আছে—চলনা একসঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাক্ ?"—ম্যাক্সিম শান্তভাবে বলে। রেণী প্রথমটা আপত্তি কোরল। সিলেষ্টী তা'র জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকবে। ম্যাক্সিমের কাফে এ্যাঙ্গেইলসে যাবার ইচ্ছে ছিল না তাই রু লা পেলে-টিয়েরের মোড়ে কাফে রিচের সুমুখে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। রেণী কিন্তু তখনো ইতস্তত কোরছে।

"দেখ তোমার যদি মনে হয় যে আমার কাছ থেকে তোমার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তাহলে স্পষ্ট বলে ফেল। আমি ড্রাইভারের পাশে বসে তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।" —ম্যাক্সিম বল্‌ল।

জলে পা' দিতে পাখীরা যেমন ভয় পায় তেমনি সন্তর্পণে মৃদু হেসে রেণী গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। সে মনে মনে খুবই খুশী হোয়ে উঠেছে। ফুটপাথের ওপর পা' দিতেই তা'র পা'টা যেন গরম হোয়ে ওঠে। সে সারা দেহে একটা বাসনার পরিতৃপ্তি এবং ভয়ের শিহরণ অনুভব কোরতে থাকে। ছোট ছোট পা ফেলে এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে রেণী সন্তর্পণে পথটা পার হোয়ে যায়। পাছে কেউ তা'কে দেখে ফেলে এই ভয়ে লুকোচুরী করতে সে যেন আনন্দ পাচ্ছে। আজকের তার এই বেড়ানোটা ক্রমে যেন

অভিযানে পরিণত হচ্ছে। সাক্রের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার জন্ম তা'র মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু ম্যাক্সিম যদি না আজ তা'র মুখে এই 'নিষিদ্ধ ফলটি' তুলে দিত তাহলে তা'কে দারুণ মনঃকষ্ট নিয়েই বাড়ী ফিরতে হোতো। ম্যাক্সিম এখানে সুপরিচিত। দ্রুতবেগে ও ওপরে উঠে গেল। রেণী রুদ্ধ নিশ্বাসে ও'কে অনুসরণ কোরল। হাওয়ায় মাছের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। সিঁড়ির পেতলের ডাণ্ডি লাগানো গাল্‌চেটা থেকে ধুলোর গন্ধ উঠছে। এইসমস্ত মিলে তা'র উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়।

ওপরে উঠতেই গম্ভীর প্রকৃতির একজন 'ওয়েটারের' সঙ্গে ওদের দেখা হোলো। সে ওদের পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ালো। ম্যাক্সিম বলল: "চার্লস, তুমি আমাদের সাদা ঘরটার ব্যবস্থা কোরে দাও।"

চার্লস সেলাম কোরে ওপরে উঠে গিয়ে সেই ঘরের দরজাটা খুলে দিল। গ্যাসের আলোগুলো কমানো রয়েছে। রেণীর মনে হোলো সে যেন একটা ম্লান আলোকিত মোহাচ্ছন্ন জায়গায় ঢুক্‌ছে।

খোলা জানালাগুলো দিয়ে পথের গোলমাল ভেসে আস্‌ছে। ঘরের ছাদের নীচের কাফে থেকে যে আলো এসে পড়েছে তা'র ওপর পথচারীদের ছায়া পড়ছে। ওয়েটার আলোগুলো বাড়িয়ে দিল। ছায়াগুলো মিলিয়ে গেল। রেণীর মাথার ওপর উজ্জ্বল আলোকের ধারা ঝরে পড়তে লাগলো। সে মাথার ঘোমটাটা পিছনে নামিয়ে দিয়েছে। গাড়ীতেই তার মাথার চুলগুলো একটু এলোমেলো হোয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নীল ফিতেটা ঠিক আছে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। চার্লস এমনভাবে চেয়ে আছে যে তা'র লজ্জা কোরতে থাকে। সে চোখ পিট্‌ পিট্‌ কোরে এমন কোরে চাইছে যে মনে হচ্ছে যেন সে বলতে চাইছে: "এঁকে চিনি না তো?"

"কি কি নিয়ে আসব?"—চার্লস জিজ্ঞেস করে।

ম্যাক্সিম রেণীর দিকে ফিরে বলে: "সাক্রে যা' যা' খাওয়াবে

বলেছিল তাই আনাই ?" তারপর চার্লসকে বলে: "অয়েষ্টার আর পায়রার মাংস……"

ম্যাক্সিমকে হাস্‌তে দেখে চার্লস্ সাবধানে একটু হেসে বলে: "তাহলে গত বুধবার যে খানা খেয়েছিলেন তাই চল্‌বে কি ?"

"গত বুধবারের খানা ? হ্যাঁ, আমার পক্ষে সবই সমান। তাই নিয়ে এস।"—ম্যাক্সিম বল্‌ল।

'ওয়েটার' চলে গেলে রেণী জিজ্ঞেস করে: "গত বুধবারের খানাটা কি ?"

"এমন কিছু নয়—আমার এক বন্ধু বাজীতে হেরে খাইয়েছিল।"—ম্যাক্সিম উত্তর দেয়।

অন্য কোনো জায়গায় হোলে ম্যাক্সিম রেণীকে বল্‌ত, গত বুধবার সে একটি মহিলার সঙ্গে খেয়েছিল। তা'র সঙ্গে ম্যাক্সিমের বুলেভায় দেখা হোয়েছিল। কিন্তু কাফের এই সঙ্গোপন কক্ষটিতে ঢোকায় সে যেন সংস্কারবশেই রেণীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা ক'রতে থাকে। রেণী যেন এমন একজন মহিলা যা'কে এ সময় ঈর্ষান্বিত কোরে তুল্‌লে লোকসানের সম্ভাবনা। রেণীও এ সম্বন্ধে আর কথা না বাড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। ম্যাক্সিমও তা'র কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চার্লস ওদের পিছনদিকে টেবিলে কাঁচেব বাসনপত্রগুলো সশব্দে সাজিয়ে রেখে চলে গেল।

রাত তখনো বেশী হয়নি। নীচের বুলেভার প্যারিস কর্মমুখর দিনের শেষে বাত্রিকে স্বাগতম জানাচ্ছে। প্যারিসবাসীরা শুতে যাবার জন্য প্রস্তুত হোচ্ছে। সাদা ফুটপাথ আর অন্ধকারে আবৃত কালো রাস্তাব মাঝখানে গাছের সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পথের অন্ধকার ভেদ কোরে গাড়ার আলোগুলো ছুটে চলে যাচ্ছে। পথের পাশে খবরের কাগজওলাদের আস্তানাগুলো থেকে ভিনিসীয় লণ্ঠনের রঙীন আলোর লম্বা রেখাগুলো পথটাকে আলোকিত কোরে তুলেছে। এই সন্ধ্যের সময়টাতে কিন্তু পার্কের

দোকানগুলোর তীব্র আলোকধারায় ওদের আলোগুলো চাপা পড়ে গেছে। তখনো দোকানগুলির একটিরও জানালার খড়খড়ি বন্ধ হয়নি। কাজেই সুতীব্র দিনের আলোর মত আলোকিত রাজপথে একটি ছায়াও পড়েনা। বিচ্ছুরিত আলোকধারায় পথটা যেন সোণালী ধুলোয় ভরে গেছে।

লোক চলাচলের বিরাম নেই। ভ্রমণবিলাসীরা পথে বেড়াচ্ছে—আর বারবিলাসিনীরা কখনো বা জোড় বেঁধে অলস মন্থর গতিতে ঘুরছে। তারা মাঝে মাঝে 'স্কার্টটা' উঁচু কোরে একটু তুলে ধরছে—কখনো পথচারীদের দিকে চেয়ে ক্লান্তভাবে মৃদু মৃদু হাস্ছে। জানালাটার ঠিক তলাতেই কাফে রিচের টেবিলগুলো দেখা যাচ্ছে। কাফের গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় পথের আধখানা আলোকিত হোয়ে উঠেছে। এই আলোতেই ওরা পথচারীদের বিবর্ণ হাসিমাখা মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে। রেণী বিশেষ কোরে একটি মেয়েকে লক্ষ্য কোরতে লাগল। মেয়েটি মাল্টাদেশীয় সাদা জরির কাজ করা একটা পোষাক পরে টেবিলের ধারে কোলে হাত রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে বিষণ্নভাবে কারুর জন্য অপেক্ষা কোরছে। মাঝে মাঝে সে বীয়ারের গ্লাসটায় চুমুক দিচ্ছে। পথে যারা বেড়াচ্ছিল তা'রা একে একে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি মন দিয়ে ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য কোরছিল। তা'র দৃষ্টিটা বুলেভার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ও'দের অনুসরণ কোরছিল। পথের গুঞ্জিতমুখর ভ্রমণবিলাসিদের ভিড়ের মধ্যে তারা হারিয়ে যাচ্ছে। ওখানে আলো নেই—মাঝে মাঝে শুধু আলোর বিন্দু জ্বলে জ্বলে উঠছে।

"ওঃ! পার্ক মঁকোতে এতক্ষণ সব ঘুমিয়ে পড়েছে।" রেণী বলে।

সে মাত্র এইটুকু মন্তব্য কোরে চুপ কোরে যায়। পথের গোলমাল আর আলোকধারার মধ্যে মগ্ন হোয়ে তারা নিঃশব্দে

প্রায় কুড়ি মিনিট আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে। খাবার দেওয়া হোলে তারা গিয়ে বসল। ওয়েটারের উপস্থিতিতে রেণী অস্বস্তি বোধ কোরছে দেখে ম্যাক্সিম ওয়েটারকে বাইরে যেতে বল্ল।

"আমাদের দরকার হোলে ঘণ্টা বাজিয়ে তোমায় ডাকব"—সে ওয়েটারকে বলে দিল। রেণীর গালে রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে—চোখদুটি চক্‌চক্ কোরছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও যেন এইমাত্র অনেকখানি দৌড়ে এসেছে। বুলেভার গোলমাল আর প্রাণশক্তির বীজ ওকে উপ্ত কোরে তুলেছে। ম্যাক্সিমকে ও জানালার শার্শিগুলো বন্ধ কোরতে মানা কোরল।

ম্যাক্সিম নীচের গোলমালের কথা বল্‌তে ও বল্‌ল :

"মনে কর অর্কেষ্ট্রা বাজ্‌ছে। বেশ মজার বাজনা নয়? বাজনার সঙ্গে আমাদের খানাটা তো ভালো জম্‌বে।"

এইভাবে পালিয়ে বেড়াতে এসে ও যেন ওর তিরিশ বছর বয়সের কথা ভুলে যায়। আবার যেন ওর তারুন্য ফিরে এসেছে। ও লাস্যময়ী হোয়ে উঠেছে। এই একান্ত নির্জন ঘরটি, পথের জন-কোলাহলের মধ্যে একজন যুবকের সঙ্গে এই বিশ্রম্ভালাপ ও'কে যেন প্রজাপতিধর্মী তরুণীতে পরিণত কোরেছে। ও দ্রুত অয়েষ্টারগুলো শেষ কোরতে থাকে। ম্যাক্সিমের ক্ষিদে পায় নি। সে হাস্‌তে হাস্‌তে ওর খাওয়া দেখে।

ম্যাক্সিমের খাবারটাও খেয়ে তবে রেণীর ক্ষিদে মিট্‌ল। সব ক'টা ডিস থেকেই কিছু কিছু খেল। তারপর উচ্ছল আনন্দের মধ্যে ওরা স্যাম্পেনের বোতলটাও খালি কোরে ফেলল। বাজী ফেলে মদ খাওয়ার পর দুই বন্ধুতে যেমন টেবিলে ভর দিয়ে বসে গল্প করে ওরাও তেমনিভাবে বসে নানারকম কথাবার্তা কইতে থাকে। বুলেভার গোলমাল ক্রমে কমে আসছে। কিন্তু রেণীর কানে শব্দ যেন ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। ও'র সময় সময় মনে হ'চ্ছে যেন মাথার ভিতর দিয়ে অসংখ্য চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে।

ম্যাক্সিম ডেসার্ট আনাবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করার কথা বলতে রেণী উঠে দাঁড়িয়ে ও'র সাটীনের ব্লাউজ থেকে খাবারের গুঁড়োগুলো ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে বলল :

"তুমি চুরুট ধরাতে পারো।"

ও অত্যন্ত চঞ্চল হোয়ে উঠেছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে কারণটা বুঝতে না পেরে ও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দোকানগুলো বন্ধ হোচ্ছে।

"হায়রে! অর্কেষ্ট্রা যে থেমে গেল।"—ও ম্যাক্সিমের দিকে ফিরে বল্‌ল। আবার ও জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ী আর বাসের আলোকচক্ষুগুলো দ্রুততর বেগে যাতায়াত কোরছে। অবশ্য সংখ্যায় এখন অনেক কমে গিয়েছে। ফুটপাথের দু'ধারে বন্ধ দোকানগুলোকে অন্ধকার গুহার মত দেখাচ্ছে। একমাত্র কাফের আলোগুলোই এখনো জ্বলছে। পথের এ্যাসফাল্টের ওপর আলোর রেখা পড়েছে। রু ড্রুয়ট থেকে রু দ্য হেলডার পর্যন্ত সারি সারি সাদা আর কালো পার্কগুলো ও দেখতে পাচ্ছে। ভ্রাম্যমান পথিকদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও এক এক কোরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পুতুল নাচের আসরে বাতির আলোর তলায় পুতুলগুলো যেমন নাচ্‌তে নাচ্‌তে সরে যায় বারবিলাসিনীরাও তেমনি তাদের পোষাকের ঝালর লুটিয়ে আলো থেকে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে যাচ্ছে। ওদের যেন ভূতের মত দেখাচ্ছে।

রেণী মাথা ঘুরিয়ে ভেতরদিকে চাইতেই ছোট্ট বাতিদানের আলোটা ওর চোখে পড়ল। আলোর ঝলকানিতে ওর চোখের পাতা বন্ধ হোয়ে গেল। রেণীকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ওর ঠোঁটটা কাঁপছে। চার্লস ওদের 'ডেসার্ট' সাজাচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে গম্ভীর ভারিক্কি চালে দরজাটা খুলে যাতায়াত কোরতে থাকে।

"আমার আর খিদে নেই—ওসব তুলে নিয়ে কফি দিয়ে যাও"—

ও বলে। ওয়েটার চার্লস মেয়েদের খেয়ালখুশীতে অভ্যস্ত। সে 'ডেসার্ট' তুলে নিয়ে কাপে কফি ঢেলে দেয়। সে যেন তা'র গাম্ভীর্যে সারা ঘরটাকে ভারাক্রান্ত কোরে তোলে।

ঃ "দোহাই, ওকে তাড়াও এখান থেকে"—রেণী চার্লসের উপস্থিতি সহ্য কোরতে না পেরে ম্যাক্সিমকে বলে।

ম্যাক্সিম তাকে যেতে বলল। বাইরে গিয়েই তখনি আবার ফিরে এসে সে জানালার বড় বড় পর্দাগুলো টেনে দিল। ম্যাক্সিম নিজেও বিরক্ত হোয়ে উঠেছিল। তাই এবার সে বেরিয়ে যেতেই ম্যাক্সিম উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ

"দাঁড়াও, ওর হাত থেকে রেহাই পাবার রাস্তা আমার জানা আছে।" সে দরজায় খিল এঁটে দিল।

"যাক্, বাঁচা গেল! অন্তত কিছুক্ষণ আমরা দুজন একা থাকতে পাব ?"—রেণী বলল। ওরা আবার বন্ধুর মত গোপন আলাপ আরম্ভ কোরল। ম্যাক্সিম চুরুট ধরিয়েছে। রেণী কফিতে চুমুক দিচ্ছে। একগ্লাস সাট্র্সও ও পান কোরল। ঘরটা নীল্‌চে ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে। রেণী টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে হাতে মুখ রেখে বসে আছে। গালে হাতের চাপ পড়ায় ওব মুখখানা আরো ছোট দেখাচ্ছে। গাল দুটি একটু উঁচু হোয়ে উঠেছে—সরু চোখদুটি উজ্জ্বলতর মনে হোচ্ছে। এ'রকম এলোমেলোভাবে বসে থাকায় ওর মুখখানি আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। মাথাব কোঁকড়া চুলগুলো ভ্রুর ওপর ঝাম্‌রে পড়েছে। ম্যাক্সিম চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে—রেণীর রূপের একটা বিশিষ্টতা আছে। এক এক সময় যেন বুঝতে পারা যায়না—ও পুরুষ না নারী। ওর কপালের সুদীর্ঘ বলীরেখা, স্ফুরিত অধর এবং অস্থির দৃষ্টির জন্য ওকে দীর্ঘদেহ তরুণ বলে ভুল হোয়ে যায়। ওর কালো সাটীনের ব্লাউজটা এমনভাবে তৈরী যে কেবল ওর শুভ্র সুঠাম কণ্ঠটি ছাড়া আর কিছুই দেখা না যাওয়াতে বোধ হয় আরো

ওরকম মনে হয়। ও মুখ না ফিরিয়ে মৃদু হেসে ম্যাক্সিমকে ও'র সৌন্দর্য উপভোগ কোরতে দেয়। কিন্তু ওর দৃষ্টিটা কেমন ফাঁকা হোয়ে যায়—ঠোঁট দু'টি চেপে বসে।

হঠাৎ যেন ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ও আয়নার সুমুখে গিয়ে নিজেকে দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে থেকেই ও'র তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখদু'টি আয়নাটার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। 'ম্যান্টল সেল্‌ফের' ওপর ভর দিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে ও এই ঘরের বিভিন্ন আগন্তুকের সই এবং অশ্লীল মন্তব্যগুলো পড়তে লাগল। খাবার আগে এই মন্তব্যগুলো দেখেই ও ঘৃণায় শিউরে উঠেছিল। ও কথাগুলো বানান কোরে কোরে পড়ে আর হাসে। স্কুলের ছেলেরা যেমন ভাবে টেবিলের 'পিরণ' খুলে তা'র পাতা ওল্টায় আর কষ্টেসৃষ্টে পড়ে রেণীও তেমনিভাবে পড়তে থাকে ঃ

"আরনেষ্ট এবং ক্লারা' নীচে একটা হৃদয়ের ছবি আঁকতে গেছে —কিন্তু ওটা চিম্‌নীর মত হোয়ে গেছে। এই মন্তব্যটা বরং ভালো 'আমি ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদ খেতে ভালোবাসি বলেই পুরুষদের ভালোবাসি'—নীচে সই করেছে 'লরা'। ম্যাক্সিম একি লরা ডি অরিনির লেখা নাকি ?—এটা বোধহয় কোনো মেয়ের হাত ঃ একটা মুরগী পাইপ টান্‌ছে। আরো অনেক নাম লেখা রয়েছে—একেবারে মহাপুরুষদের নামের তালিকা ঃ 'ভিকটর, এমিলী, আলেকজাণ্ডার, এডওয়ার্ড, মার্গারেট, প্যাকিটা, লুইসী, রেণী—যাক তাহলে আর একজন রেণীও আছে......"

ম্যাক্সিম আয়না দিয়ে ও'র উজ্জ্বল মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। উঁচু হোয়ে দাঁড়ানোয় ওর আঙরাখাটা পিছনদিকে লেপ্‌টে বসেছে। ও'র দেহের রেখাগুলি, সুগুরু নিতম্ব স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। ম্যাক্সিমের দৃষ্টি ওর সাটীনে আবৃত দেহের রেখাগুলির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সে কেমন একটা অস্বস্তি,—একটা অস্বাভাবিকতা বোধ কোরতে থাকে।

"ম্যাক্সিম এই যে তোমার নামও আছে—"রেণী বলে। "শোনো —'আমি……" ম্যাক্সিম রেণীর পায়ের কাছেই একটা পর্যঙ্কে বসেছিল। ও'র হাত ধরে ফেলে এক ঝট্‌কায় ওকে আয়নার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে বলে ওঠে :

"ও'টা পড়োনা লক্ষীটি!"

রেণী বিহ্বলভাবে হেসে টানাটানি কোরতে কোরতে বলে : "কেন পড়বনা ?—আমি কি তোমার বিশ্বাসের পাত্রা নই ?"

"না, না, আজ সন্ধ্যেটুকু অন্তত পড়োনা!"—ম্যাক্সিম আরো জড়িত স্বরে বলে।

সে তখনো রেণীকে ধরে আছে। রেণী ছাড়িয়ে নেবার জন্য হাতে ঝাঁকানি দেয়। ওদের চোখে কেমন এক অপরিচিত দৃষ্টি— মুখে সলজ্জ হাসি। টানাটানি কোরতে কোরতে রেণী পর্যঙ্কের একপ্রান্তে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে। ওরা তখনো টানাটানি কোরছে। রেণীর কিন্তু আর আয়নার কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। ও ক্রমশ আত্মসমর্পন কোরছে। ম্যাক্সিম ওকে জড়িয়ে ধরলে ও কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলে : "আঃ! ছেড়ে দাও—লাগ্‌ছে যে……"

ও'র মুখ থেকে ঐ অস্ফুট গুঞ্জনটি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে গ্যাসের আলোটা যেন উজ্জ্বলতর হোয়ে উঠেছে,……রেণীর মনে হয় মাটিটা যেন থর থর কোরে কাঁপছে ··বাটীগ্‌নোলীসগামী একটা বাসের বুলেভার মোড় ঘোরার শব্দ ওর কানে আসে……সব শেষ হোয়ে যায়··· ··॥

* * *

ওরা পর্যঙ্কে পাশাপাশি বসে থাকে। দুজনেরই সেই অপ্রতিভ অবস্থার মধ্যে ম্যাক্সিম জড়িত কণ্ঠে বলে : "একদিন না একদিন এ ঘটতই!"

রেণী কথা বলতে পারে না। আত্মহারা হোয়ে সে গাল্‌চেটার কারুকার্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তুমি কি ঐ কথাই ভাবছ?"—তেমনি জড়িত কণ্ঠেই ম্যাক্সিম প্রশ্ন করে। "আমি কিন্তু আর একটুও ভাবছি না। এই ঘরটা সম্বন্ধে আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।"

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সততার প্রতীক বিরদ হ্য স্যাটেল যেন এই চরমতম পাপে রেণীর মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠেন। রেণী গভীর কণ্ঠে বলে:

"আমরা এই মাত্র যা' কোরলাম তা' কিন্তু অত্যন্ত জঘন্য!"—ও'র শান্ত মুখে বয়স এবং গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে ওঠে।

ও'র শ্বাসরুদ্ধ হোয়ে আস্‌ছে। জানালার কাছে উঠে গিয়ে ও পর্দাটা সরিয়ে রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। জনকোলাহলের ঐক্যতান থেমে গেছে। নিদ্রামগ্ন বুলেভার অস্পষ্ট কোমল সংগীত-ধারার মধ্যে, বেহালার দূরাগত করুণ মূর্চ্ছনার মধ্যে ওদের পাপ কাজ শেষ হোয়েছে। বুলেভা এখন প্রেমের স্বপ্নে মশগুল। নীচে রাজপথ এবং গলিগুলো একটা ধূসর স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। পথের ভিড় এবং আলোগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীর চাকার শব্দ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

পিছন ফিরে রেণী দেখল চার্লস এসে দাঁড়িয়ে চারিদিক লক্ষ্য কোরছে। কুকুরের মত তীক্ষ্ণ ঘ্রানশক্তি দিয়ে সে যেন কিছু অনুভব কোরতে পারছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল পর্যঙ্কের একপাশে রেণীর নীল ফিতেটা দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। সে স্বাভাবিক নম্র ভংগীতে ও'টা কুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। রেণীর খোঁপাটা খুলে পড়েছে। চূর্ণ কুন্তলগুলি কপালের একপাশে পড়ে আছে। ও কিছুতেই মাথার 'ক্লীপটা' আটতে পারে না। চার্লস ওকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। যেন দাঁতে দেবার খড়কে কাটি অথবা ঐ ধরনের কিছু দিচ্ছে এমনি সহজভাবে বলল: "চিরুণী দরকার আছে কি?"

"না, কিচ্ছু দরকার নেই"—ম্যাক্সিম অসহিষ্ণুভাবে চার্লসের দিকে

চেয়ে বলে ওঠে: "যাও, আমাদের জন্য একটা গাড়ী ডেকে আন।"

গাড়ীতে বসে ওরা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ কোরতে থাকে। পার্ক মঁকো থেকে বেরুবার সময় যেমন বসেছিল তেমনি ওরা মুখোমুখী বসেছে। ওরা কেউ কারো সঙ্গে একটিও বলার মত কথা খুঁজে পায় না। গাড়ীটা জমাট অন্ধকারে আবৃত। ম্যাক্সিমের চুরুটের আগুণটাও লাল বিন্দুর মত দেখাচ্ছেনা। কাঠ কয়লার আগুণের মত শুধু একটা গোলাপী আভা দেখা যাচ্ছে। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে নির্বাক রেণীর পাশে ওরই স্কার্টে প্রায় অর্দ্ধাবৃত হোয়ে বসে ম্যাক্সিম অস্বস্তি বোধ কোরতে থাকে। সে যেন অনুভব কোরতে পারে রেণী বড় বড় চোখ মেলে অন্ধকার রাত্রির দিকে চেয়ে রয়েছে। জড়তা কাটাবার জন্য সে খুঁজে খুঁজে রেণীর হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়। এতে অবস্থাটা কতকটা স্বাভাবিক হোয়ে আসে—সেও স্বস্তি বোধ করে। রেণী অলস স্বপ্নাচ্ছন্নের মত হাতটাকে ম্যাক্সিমের হাতে ছেড়ে দেয়।

গাড়ীটা প্লেস দ্য লা ম্যাডেলাইন পার হোয়ে গেল। রেণী ভাবে ওর কোনো অপরাধ হয়নি। অগম্য-সম্ভোগের স্পৃহা ওর ছিল না। এইভাবে যতই ও ভাবে ততই নিজেকে নিরপরাধ মনে হোতে থাকে। ওর কাছে ক্রমে এই লুকিয়ে বেড়াতে আসা, ব্লান্সী মূলারের ওখানে যাওয়া, বুলেভায় বেড়ানো, এমন কি রেস্তরাঁর গোপন কক্ষের ঘটনা পর্যন্ত নির্দোষ মনে হোতে থাকে। ও এখন আর নিজেই জানেনা কেন ও পর্যঙ্কের প্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল। ও নিশ্চয় এক মুহূর্তের জন্যও সেসব কিছু ভাবেনি। আগে জান্‌লে ও সরোষেই প্রত্যাখ্যান কোরত। ও কেবলমাত্র মজা করার লোভেই বেড়াতে বেরিয়েছিল। ও এমনি-ভাবে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে থাকে। গাড়ীর চাকার শব্দে ও আবার সেই বুলেভার ঐক্যতান বাদন শুনতে পায়। পথে

যেন ও বহু পুরুষ এবং নারীর গতায়াত দেখতে পায়। ওর ক্লান্ত চোখ দু'টি যেন কে আগুণের শিক দিয়ে পুড়িয়ে দিতে থাকে।

গাড়ীটা থামল। ম্যাক্সিম নিজে আগে নেমে রেণীকে নামিয়ে নিল। পার্কের ছোট্ট গেট্'টার কাছে পৌছে সে কিন্তু ওকে চুমু খেতে ভরসা পেল না। অস্বাভাবিকভাবে ওরা শুধু করমর্দন কোরল মাত্র। রেণী রেলিঙের ওদিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ম্যাক্সিমের সঙ্গে কেবলমাত্র একটা কথা বলার উদ্দেশ্যেই এগিয়ে এসে ও প্রশ্ন কোরল—"ওয়েটারটা চিরুণীর কথা কি বলছিল?"—রেস্তরাঁ থেকে বেরুনোর পর থেকে ও'র স্বপ্নের মধ্যে যে চিন্তাটা অস্পষ্টভাবে ঘুরছিল, সেটাই ও বোকার মত প্রকাশ কোরে ফেলল।

: "কি জানি—কোন চিরুণী আমি জানি না—"ম্যাক্সিম যেন অপ্রতিভ হোয়ে বলল।

কিন্তু রেণী তখনই সত্যটা উপলব্ধি কোরল। ঘরে পর্যঙ্ক, পর্দা ইত্যাদি আসবাবের সঙ্গে নিশ্চয় একটা চিরুণীও রাখা থাকে। ম্যাক্সিমের কাছ থেকে আর কিছু শোনার আগেই ও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে পার্ক মঁকোর দিকে এগুতে লাগল। অবশ্য ম্যাক্সিমও আর কিছুই বলেনি। রেণীর মনে হোতে লাগল ও যেন পিছনদিকে একটা অতিকায় চিরুণীর হাড়ের দাঁতের মধ্যে লরা দ্য অরিনি এবং সিলভিয়ারের কটা এবং কালো চুল জড়ানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছে। রেণী অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ কোরতে থাকে। সিলেষ্টী ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সকাল পর্যন্ত জেগে বসে ও'র ওপর লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হয়। বুলেভা মেলসার্বিসের পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাক্সিম ভেবে নেয় কাফে এ্যাঙ্গেইলসে যাবে কিনা, তারপর কতকটা যেন নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই সে শুয়ে পড়বে ঠিক করে।

পরেরদিন সকালে অনেক বেলায় রেণীর স্বপ্নহীন প্রগাঢ় ঘুম ভাঙল। ও বলে পাঠালো যে সেদিন ও ঘর থেকে বেরুবেনা।

অগ্নিকুণ্ডটায় বেশ জোরে ও আগুন জ্বালিয়ে নিল। চিন্তার সময় এই ঘরটিই ওর একমাত্র আশ্রয়। দুপুরবেলা খাবার সময় ও'কে দেখতে না পেয়ে স্যাকার্ড ও'র সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য অনুমতি চেয়ে পাঠালো। রেণী প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে অনুমতি দেবেনা ভেবেছিল। কিন্তু তারপরই সে অনুমতি দেওয়াটা স্থির কোরল। গতকাল ও স্যাকার্ডের কাছে ওর দরজীর বিলটা পাঠিয়েছে। একলাখ ছত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের 'বিল'। একটু বেশী খরচ হোয়ে গেছে। কাজেই ও আশা কোরল স্যাকার্ড নিশ্চয়ই বাহাদুরী পাবার লোভে বিলটা মিটিয়ে রসিদটা নিজের হাতেই ওকে দিতে আস্ছে। রেণীর মনে পড়ে গেল গতকাল চুলগুলো এলোমেলো হোয়ে গিয়েছিল। ও আয়নায় নিজের চুলগুলো দেখে নিল—সিলেষ্টী চূর্ণকুন্তলগুলি বড় কোরে খোঁপা বেধে দিয়েছে। তখন ড্রেসিংগাউনটার মধ্যে প্রায় ডুবে গিয়ে ও অগ্নিকুণ্ডের ধারে আরাম কোরে বস্ল। স্যাকার্ডের ঘরও দোতলায় রেণীর ঘরের পাশেই। সাধারণত স্বামীরা যেমন কোরে থাকে তেমনিভাবে চটিপায়ে সে ও'র ঘরে এসে ঢুকল। সে বোধহয় মাসের মধ্যে একবারও রেণীর ঘরে আসে না। টাকাকড়ি সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু বলার থাকলে তবেই সে আসে। স্যাকার্ডের লাল চোখ আর ফ্যাকাসে মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে গতরাত্রিটা তা'র অনিদ্রায় কেটেছে। সে রেণীর হাতে সপ্রেম চুম্বন কোরল।

চিমনীর একপাশে বসে বলল: "তোমাকে যেন অসুস্থ ব'লে বোধ হচ্ছে? মাথা ধরেছে বুঝি? আমার ব্যবসা বিষয়ে গোটা-কতক নিরস কথা বলে তোমাকে বিরক্ত কোরতে বাধ্য হচ্ছি বলে ক্ষমা কোর। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী!"

সে ড্রেসিংগাউনের পকেট থেকে ওর্মসের বিলটা বার কোরল। ওর চক্‌চকে কাগজটা রেণীর চেনা।

"কাল টেবিলের ওপর আমি বিলটা পেলাম। কিন্তু আপাততঃ এটা আমি মেটাতে পারব না—এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"—সে বলল। স্যাকার্ড আড়চোখে লক্ষ্য কোরতে লাগল তা'র কথায় রেণীর কি রকম ভাববৈলক্ষণ্য হয়। রেণী অত্যন্ত আশ্চর্য হোয়ে গিয়েছিল। মৃদু হেসে স্যাকার্ড আবার আরম্ভ কোরল: "তুমি তো জান তোমার খরচপত্রের দিকে আমি কখনোই লক্ষ্য রাখি না। তবে এ বিলটার কতকগুলো বিষয় আমাকে আশ্চর্য কোরে দিয়েছে। এই যেমন দ্বিতীয় পাতায় দেখছি, 'বল নাচের পোষাক: কাপড় ৭০ফ্রাঙ্ক; মজুরি ৬০০ফ্রাঙ্ক; ৫০০ফ্রাঙ্ক ধার নেওয়া হোয়েছে; প্রসাধন দ্রব্য ৬ফ্রাঙ্ক'। সত্তর ফ্রাঙ্কের জামার অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত বেশ একটু বড় রকমই হোয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি ভালোই জানো আমি এ সমস্ত ছোটখাটো দুর্বলতাগুলোকে উদার ভাবেই নিয়ে থাকি। তোমার বিলটা মোট একলাখ ছত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দাঁড়িয়েছে—এটা তুলনা মূলক ভাবে দেখলে এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু আমার কথা হোচ্ছে—আমি দিতে পারছি না। এখন আমার অত্যন্ত টানাটানি চল্‌ছে।"

তার কথায় রেণী অত্যন্ত আহত হয়। কিন্তু তবু নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করার ভংগীতে হাত বাড়িয়ে ও সংক্ষেপে বল্‌ল: "বেশ, বিলটা দাও—আমি যা হয় কোরব'খন।'

"তুমি আমাকে বিশ্বাস কোরতে পারছনা দেখছি,"—স্যাকার্ড বলে। তা'র টাকার টানাটানি চলেছে এটা তা'র স্ত্রী বিশ্বাস কোরতে পারছেনা দেখে মনে মনে সে খুশী হোয়ে ওঠে। এটা সে গৌরবজনক বলে মনে করে।

"আমি বলছিনা যে আমার অবস্থা এমন কিছু ভয়ংকর হোয়ে উঠেছে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার এখন বড় মন্দা পড়েছে। জানি তোমাকে আমি দুঃশ্চিন্তায় ফেলেছি কিন্তু তবু আমাদের অবস্থাটা তোমাকে জানানো দরকার। তুমি তোমার যৌতুকের

টাকা বিশ্বাস কোরে আমার হাতে দিয়েছ, কাজেই তোমাকে সব কথা আমার খুলে বলা উচিত।”

বিলটা ‘ম্যাণ্টল্‌-সেল্‌ফের’ ওপর রেখে দিয়ে চিমটেটা তুলে নিয়ে সে আগুণে খোঁচা দিতে লাগল। ব্যবসার কথা বলার সময় আগুণে খোঁচা দিয়ে ছাই ওড়ানো তার অভ্যাস।

“দেখ, এইসব খুঁটিনাটি তোমাকে বলতে হ’চ্ছে বলে আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।”—আগুণে সজোরে একটা খোঁচা দিয়ে স্ফুলিংগ ছড়িয়ে সে বলল। “তুমি যে টাকাটা আমাকে দিয়েছ, আমি যথাসময়ে তার সুদ দিয়ে গেছি। সুদটা আমি তোমার হাতখরচ বলেই ধরে নিয়েছিলাম। এই কথাগুলো বলছি বলে কিছু মনে কোরোনা যেন! তোমার অন্য সব খরচপত্র আমি নিজেই চালিয়েছি—সংসার খরচের অংশ হিসাবে তোমাকে কিছু দিতে বলিনি।”

স্যাকার্ড থামল। রেণী কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চিম্‌টে দিয়ে ছাইয়ে গর্ত কোরে স্যাকার্ড একটা কাঠের টুকরো টানতে থাকে।

“তোমার টাকার যাতে বেশ মোটারকম সুদ পাওয়া যায় আমি তেমন ব্যবস্থা কোরেছি। টাকাটা মারা যাবার কোনো ভয় নেই—এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার সলোনের সম্পত্তি থেকে যে টাকাটা পাওয়া গেছে তার কিছুটা এই বাড়ীটার পেছনে খরচ হোয়েছে—বাকীটা মরক্কোর বন্দরগুলোর সোসাইটী জেনারলের কাজে লগ্নী করা আছে। আমরা হিসাব নিকাশ শেষ করতে বসিনি—আমি শুধু প্রমাণ কোরতে চেষ্টা কোরছি যে আমাদের মত গরীব স্বামীরা সব সময় উপযুক্ত কদর পায় না।”

কোনো একটা শক্তিশালী উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হওয়ায় সে সাধারণত যতটা মিথ্যে বলে তার চেয়ে কম বলছে। আসলে রেণীর যৌতুক বহুদিন আগেই লোপ পেয়েছে। ওটা এখন

স্যাকার্ডের ঐশ্বর্যের একটা কাল্পনিক অংশ মাত্র। শতকরা দুশো বা তিনশো টাকা হিসাবে সুদ দিয়ে গেলেও তার কাছে আসল মূলধনের আর ছিটেফোঁটাও পড়ে নেই। স্যাকার্ড অবশ্য কিছুটা সত্যিকথা স্বীকার কোরেছেঃ সলোনের সম্পত্তি বিক্রী কোরে পাওয়া পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্কের পুরোটাই এই বাড়ী এবং আসবাবপত্রের পিছনে চলে গেছে। বাড়ীটার পিছনে সবশুদ্ধ বিশ লাখ ফ্রাঙ্ক খরচ হোয়েছে। আসবাবগুলা এবং মিস্ত্রির কাছে এখনো দশ লাখ দেনা আছে।

"আমি তো তোমার কাছে কিছু দাবী করছি না। বরং তোমারই আমার কাছে অনেক টাকা পাওনা আছে—এ আমি জানি।"—রেণী এতক্ষণ পরে বল্‌ল।

"ছি, ছি! কি যে বল!" স্যাকার্ড চিমটেটা না ফেলেই ওর হাত ধরে বলে ওঠে।

"আমার সম্বন্ধে তোমার এমন মন্দ ধারণা! যাক্, সংক্ষেপে বলে দিইঃ বুর্সে আমার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে,—তুর্কে লারোচী কতকগুলো বোকামি করে ফেলল। আর সেই জানোয়ার দুটো, মিগনন ও সারিয়ার; ওরা আমাকে ঠকাল। সেই জন্যই বিলটা দিতে পারছি না। বল, আমাকে ক্ষমা কোরলে তো?"

স্যাকার্ড যেন সত্যিই আহত হোয়েছে। সে চিমটে দিয়ে খুঁচিয়ে স্ফুলিংগ ওড়াতে থাকে। রেণীর মনে পড়ল কিছুদিন থেকে স্যাকার্ডের চালচলন কি রকম অস্বাভাবিক হোয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনো রেণী প্রকৃত ব্যাপারটি আবিস্কার কোরতে পারেনি। স্যাকার্ড এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিলো যে প্রত্যেকদিন তা'কে কতকগুলো অলৌকিক কাজ কোরতে হচ্ছিল। সে যদিও বিশ লাখ ফ্রাঙ্কের বাড়ীতে রাজা রাজড়ার মত বাস কোরত, তবু এক একদিন সকালবেলা তার সিন্দুকে মাত্র এক হাজার ফ্রাঙ্কও থাকত না। কিন্তু কিছুতেই সে খরচ কমাতে পারল না। অগত্যা

সে নানা জায়গায় ধার দেনা কোরতে বাধ্য হোলো। তার ব্যবসার কুখ্যাত লাভের সবটাই পাওনাদারদের পেটে চ'লে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে ঠিক ঐ সময়েই বহু ব্যবসা উঠে যেতে লাগল। এই ভীষণতর নোতুন বিপদ স্যাকার্ডকে যেন হাঁ করে গিলতে এল। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় না থাকায় একমাত্র পালিয়ে বাঁচা ছাড়া তার কোনো গতি রইল না। সে যেন বারুদের স্তুপের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। চারিদিকে গোলমাল: কোথাও হয়ত পঞ্চাশ হাজার বিল মেটাতে হবে—এদিকে 'কচুয়ান'কে তখন মাইনে দিতে পারছে না—এমন অবস্থা। কিন্তু তবু সে চাল ছাড়তে পারলো না—বরং ক্রমে 'নবাবী' বাড়তেই লাগল। তা'র অক্ষয় ভাণ্ডারের প্রতি লোকের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সে অত্যন্ত দুঃখেই প্যারিসের ওপর তা'র শূন্য সিন্দুক উজাড় ক'রে ঢেলে দিতে লাগল।

"কিন্তু তোমার যখন এমন টানাটানি চলছে তখন আমাকে ঐ মুকুট আর কণ্ঠহারটা কিনে দেবার কি দরকার ছিল?"—রেণী সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস কোরল। "ওতে বোধহয় তোমার পঁয়ষট্টি হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ হোয়েছে? আমার ও জড়োয়া গয়নাগুলো দরকার নেই। তুমি যদি অনুমতি দাও তো ওগুলো বিক্রী কোরে ওর্মসের দেনাটা মিটিয়ে দিই।"

"না, না, অমন কাজ কোরো না।"—স্যাকার্ড ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে। "কাল মন্ত্রী মণ্ডলীর বলনাচের আসরে তুমি যদি জড়োয়া গহনাগুলো না পরে যাও তাহলে লোকে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু কোরবে।" সেদিন সকালে স্যাকার্ডের মেজাজটা ভালো ছিল। মৃদু হেসে, চোখ টিপে সে বলে: "আমার মত যারা ফাট্‌কা খেলে থাকে তাদের সুন্দরী মেয়েদের মত কতকগুলো ছল চাতুরী কোরতে হয়। অন্তত আমার মুখ চেয়ে তোমার মুকুট আর কণ্ঠহারটা রেখ।"

রেণীর আর একটু জোরজবরদস্তি করার ইচ্ছে ছিল। শেষপর্যন্ত ও ওগুলো বন্ধক দেওয়ার কথা তুলল। কিন্তু স্যাকার্ড ওকে বুঝিয়ে দিল যে সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়—কারণ সারা প্যারিস কাল ওর দেহে ওগুলো দেখবে আশা কোরছে। তখন রেণী টাকা যোগাড় করার আর একটা মতলব বার কোরল। ওর্মসের বিলটা ওকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কোরে তুলেছে।

"আচ্ছা, আমার সারোনীর কাজটা তো বেশ তাড়াতাড়িই এগুচ্ছে,—না?"—রেণী হঠাৎ বলে ওঠে। সেদিন তো তুমি বলছিলে যে ওটা থেকে প্রচুর লাভ হবে! লারসনো আমাকে এক লাখ ছত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আগাম দিতে পারেনা?"

স্যাকার্ড কিছুক্ষণের জন্য ভুলে চিমটেটা পায়ের কাছে ফেলে রেখেছিল। সে তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নেবার জন্য এমনভাবে ঝুঁকে পড়ল যে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে যায় আর কি! রেণী শুধু তা'র জড়িতকণ্ঠের গুঞ্জন শুনতে পেল:

"হ্যাঁ, লারসনো হয়তো......"

কথাবার্তার শুরু থেকে সে রেণীকে যেদিকে নিয়ে যেতে চেয়েছে—রেণী এখন সেচ্ছায় সেদিকে এগিয়ে যা'চ্ছে। দু'বছর ধরে সারোনীর সম্বন্ধে সে ওস্তাদের মারটি ঠিক কোরে রেখেছে। রেণী এলিজাবেথের কাছে শপথ কোরেছিল যে যদি ওর ছেলেপুলে হয় তো তাদেরই ঐ সম্পত্তিটা দিয়ে যাবে। কাজেই ও পিসীর সম্পত্তিটা স্যাকার্ডের হাতে ছেড়ে দিতে কিছুতে রাজী হয়নি। ও'র এই একগুঁয়েমী দেখে স্যাকার্ড বুদ্ধি খেলাতে আরম্ভ করে। শেষ—পর্যন্ত ঠকাবার এমন একটা কাব্যিক মতলব খাড়া কোরল যে যা'র অদ্ভুত চালে গোটা প্যারিস সহরটা, রাষ্ট্র, রেণী, এমন কি লারসনো পর্যন্ত মাৎ হোয়ে যাবে। জমিটা বিক্রী করার কথা আর সে তুলল না। সে শুধু ক্রমাগত ওটা বেকার ফেলে রেখে দেওয়া নিয়ে খুঁত খুঁত কোরতে লাগল। সে খালি বলতে লাগল অত বড়

জমিটা থেকে মাত্র শতকরা দুটাকা হারে আয় হ'চ্ছে। রেণীরও টাকার চাহিদার শেষ নেই—কাজেই শেষপর্যন্ত ও জমিটা নিয়ে ফাট্‌কা খেল্‌তে দিতে রাজী হোলো। ঐখান দিয়ে বুলেভা দ্য প্রিন্স ইউজেন, রাস্তাটা তৈরী হবার কথা আছে। কিন্তু রাস্তাটা ঠিক কোনখান দিয়ে যাবে তা' তখনো স্থির হয়নি। স্যাকার্ড এর ওপর নির্ভর কোরে মোটারকম খেসারত আদায়ের আশায় কাজ আরম্ভ কোরল। সে তা'র পুরোনো সহযোগী লারসনোকে নিয়ে এল। লারসনো রেণীর অংশীদার হোয়ে এই কর্মে একটা চুক্তি কোরল: রেণী জমিটা দেবে। জমির দাম ধরা হ'ল পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্ক। লারসনোও পাঁচলাখ ফ্রাঙ্ক খরচ করে ঐ জমির ওপর একটা জলসা ঘর তৈরী কোরবে। সুন্দর বাগান কোরবে—এবং বাগানে সব—রকম খেলার ব্যবস্থা কোরবে। লাভ লোকসান দুইই সমানভাবে দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হ'বে। যদি কোনো একজন অংশীদার বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে সম সাময়িক মূল্যমান অনুসারে নিজের অংশের টাকা ফিরত পেয়ে যাবে। রেণী জমিটার পাঁচলাখ ফ্রাঙ্ক দাম ধরা হোয়েছে দেখে আশ্চর্য হোয়ে গেল। ও জানত ওটার দাম বড় জোর তিন লাখ ফ্রাঙ্ক পর্যন্ত হ'তে পারে। কিন্তু স্যাকার্ড ওকে বুঝিয়ে দিল যে লারসনোকে জড়িয়ে ফেলার জন্য এইভাবে দাম ধার্য করা হোয়েছে। লারসনো যে বাড়ী কোরবে তা'তে কখনোই অত খরচ পড়বে না। লারসনো জলসা ঘর তৈরী কোরল। বাড়ীটা কাঠের ওপর বালির পলেস্তারা দিয়ে তৈরী। তার ওপর লাল আর হলদে রঙের টিনের জাফ্‌রী কাটা। সারোনী জায়গাটা বেশ জনবহুল। কাজেই জলসা ঘর আর বাগানটা থেকে বেশ ভাড়া পাওয়া যেতে লাগল। দুবছর পরে বোঝা গেল যে ব্যবসাটা বেশ লাভজনক হ'বে। তখন অবশ্য খুব সামান্যই লাভ হচ্ছিল। এতদিন স্যাকার্ড রেণীর কাছে উৎসাহের সঙ্গে তা'র পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে বলে এসেছে।

স্যাকার্ড অগ্নিকুণ্ডটা নিয়ে একেবারে এত মগ্ন হোয়ে গেছে যে তা'র কথাগুলোও ক্রমে অস্পষ্ট হোয়ে উঠছে। তাই দেখে রেণী শেষপর্যন্ত বল্‌ল : "আমি আজই লারসনোর কাছে যাব। ওই আমার একমাত্র ভরসা।"

এতক্ষণ যে কাঠটা নিয়ে টানাটানি করছিল সেটাকে ছেড়ে দিয়ে তখন স্যাকার্ড বলল : "সে চেষ্টা কোরতে আমি বাদ রাখিনি, গো! তোমার মনের ইচ্ছে কি আর আমি বুঝতে পারি না? আমি কাল রাত্রেই লারসনোর সঙ্গে দেখা কোরেছিলাম।"

"সে দেবে বলেছে নিশ্চয়?"—রেণী উৎকণ্ঠীত হোয়ে জিজ্ঞেস করে।

দুটো জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে সে জ্বলন্ত ছাই দিয়ে একটা পাহাড় তৈরী কোরছিল। ছোট ছোট কাঠের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে সে সন্তুষ্টভাবে নিজের কারুশিল্প দেখছিল।

"ওঃ! তুমি একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছ!"—স্যাকার্ড গুঞ্জন কোরে ওঠে। "এক লাখ ছত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কটা বড় কম নয়। লারসনো নিঃসন্দেহে ভাল লোক কিন্তু তা'র টাকা বেশী নেই। সে তোমার উপকার কোরতে সর্বদা প্রস্তুত……"

চোখ পিট্‌ পিট্‌ কোরে সে থেমে যায়। ছাইয়ের পাহাড়টার একপাশ ধ্বসে পড়েছে। সেদিকটা সে আবার তৈরী কোরতে আরম্ভ করে। তা'র এই খেলায় রেণীরও মাথা ঘুলিয়ে দেয়। নিজের অজ্ঞাতসারেই ও স্যাকার্ডের কাজ দেখতে থাকে। স্যাকার্ডের দক্ষতা কমে যাচ্ছে। রেণীর পরামর্শ দিতে ইচ্ছে হয়। ওর্মসের বিল, ও'র টাকার প্রয়োজনীয়তা সব ভুলে ও বলে ওঠে: "ঐ বড় টুকরোটা নীচের দিকে দাও—তাহলে সবটা ও'র ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

স্যাকার্ড নম্রভাবে ওর পরামর্শ মত কাজ করতে করতে বলে :

"লারসনো মাত্র পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক যোগাড় কোরতে পারে। অবশ্য ঐ টাকাটা নিয়ে আপাততঃ কিস্তি হিসাবে দিয়ে দেওয়া যায়।

তবে এ ব্যাপারটাকে সে সারোনী কারবারের সঙ্গে জড়াতে নারাজ। সে খালি মধ্যস্তের কাজ কোরছে—বুঝেছ ? যে লোকটি প্রকৃতপক্ষে ধার দিচ্ছে সে অত্যন্ত সুদ চাইছে। ছ'মাসের মেয়াদে আশি হাজার ফ্রাঙ্কের 'খত' চাইছে।

ছাইয়ে পাহাড়ের মাথার চুড়োটা ঠিক কোরে দিয়ে সে চিমটেটার ওপর দুহাত রেখে রেণীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

"আশি হাজার ফ্রাঙ্ক!"—রেণী বিস্মিতকণ্ঠে বলে ওঠে। "একেবারে ডাকাত! তুমি কি আমাকে বোকামি কোরতে বল ?"

"না, আমি তা' বলিনা"—স্যাকার্ড সহজভাবে বলল। "তবে তোমার যদি টাকার বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা'হলে আমি তোমাকে বারণ কোরব না।"

সে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। রেণী কি করা উচিত ঠিক কোরতে না পেরে একবার স্যাকার্ডের দিকে আবার 'ম্যাণ্টলসেল্‌ফের' ওপর রাখা বিলটির দিকে বিমূঢ়ভাবে চাইতে থাকে। শেষকালে ও মাথাটা চেপে ধরে বলে :

"ওঃ! এই টাকাকড়ির কথা কি সাংঘাতিক। আমার মাথাটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে! ঠিক আছে, আমি আশি হাজার ফ্রাঙ্কেরই 'খত' দেব। টাকা না পেলে আমি অসুখে পড়ে যাব। সারাদিনটা কষ্টভোগ করার চেয়ে এখনি বোকামিটা কোরে ফেলা ভালো। এতে অন্তত দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাব।"

ও কারুকে দিয়ে একটা 'ষ্ট্যাম্প' আনিয়ে নিতে বল্‌ল। স্যাকার্ড নিজেই ওর কাজটুকু করে দিতে চায়। আসলে তা'র পকেটেই 'ষ্ট্যাম্প্' ছিল। সে দুমিনিটের মধ্যেই ফিরে এল। অগ্নিকুণ্ডের কাছে সে একটা ছোট্ট টেবিল টেনে দিল। রেণী সেখানে বসে লিখতে লাগল। স্যাকার্ড কেমন একটা বিস্ময়কর কামনার দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল।

ঘরের হাওয়াটা উষ্ণ হোয়ে রয়েছে। রেণীর প্রভাতী প্রসাধন

আর সদ্য শয্যাত্যাগের গন্ধে ঘরটা তখনো ভরপুর। এতক্ষণ যে ড্রেসিংগাউনটা দিয়ে রেণী সর্বাঙ্গ জড়িয়ে রেখেছিল, কথা বলতে বলতে ও সে'টাকে ফেলে দিয়েছে। স্যাকার্ড সুমুখে দাঁড়িয়ে ও'র সোনালী চুল থেকে আরম্ভ কোরে তুষারশুভ্র কণ্ঠ ও বক্ষদেশ পর্যন্ত দেখতে থাকে। তার মুখে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। কামনার স্ফুলিংগে তা'র মুখখানা জ্বালা কোরতে থাকে। ঘরের বদ্ধ আবহাওয়া একটা প্রেমজগন্ধে ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠেছে। রেণীর সোনালী চুল শুভ্র দেহ তার মনে দাম্পত্য জীবনের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ প্রলোভন জাগিয়ে তোলে। সে আরো কল্পনা বিলাসী হোয়ে ওঠে। তার মনে হয় যে নাটকটি সে অভিনয় কোরে চলেছে,—যার একটি দৃশ্য এখনি অভিনীত হোলো, তা'র ক্ষেত্র যেন আরো অনেকখানি বিস্তৃত হোয়ে উঠেছে। তীব্র ব্যভিচারস্পৃহা তা'কে কশাইয়ের মত মাংসলোলুপ কোরে তোলে।

রেণী 'খত'টা লিখে দেবার জন্য তার দিকে এগিয়ে দিল। সে ওটা নিয়ে ও'র দিকে চেয়ে গুঞ্জন কোরে উঠল: "তুমি অপূর্ব সুন্দর…… !"

রেণী টেবিলটা তাব দিকে ঠেলে দেবার জন্য ঝুঁকে পড়তেই সে ওর কণ্ঠে বিক্ষুব্ধভাবে চুম্বন কোরল। রেণী একটা অস্ফুট শব্দ কোরে উঠে দাঁড়াল। ও'র দেহ থর থর কোবে কাঁপছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গত রাত্রে ম্যাক্সিমের চুম্বনের কথা ওর মনে পড়তে লাগল। এরকম গাড়োয়ানের মত চুম্বন করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোরে স্যাকার্ড বিদায় নিল। সে যাবার সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ও'র হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে গেল যে সন্ধ্যেবেলায়ই ও পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাবে।

পরেরদিন মন্ত্রীমণ্ডলীর বলনাচের আসরে রেণী উপস্থিত হোলো। ওকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর্মস কিস্তি হিসাবে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক নিয়ে আপাতত চুপ কোরে গেছে। আর্থিক গোলোযোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ায় রেণীর মুখে সন্থ রোগোত্থিতের মত

পাণ্ডুর হাসি ফুটে উঠেছে। ও যখন গোলাপী পোষাক পরে, চতুর্দ্দশ লুইএর আমলের মত ধব্‌ধবে সাদা জরীর কাজ করা আঁচল দুলিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষ দিয়ে চলে গেল তখন সারা ঘরটিতে একটা সাড়া পড়ে গেল। পুরুষেরা ও'কে দেখার জন্য ঠেলাঠেলী আরম্ভ কোরে দিল। ও'র অনাবৃত কাঁধদুটিকে প্রণতি জানাল। ঐ সুন্দর অনাবৃত কাঁধ দুটি প্যারিসের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মহলে সুপরিচিত। ও দু'টিকে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। ও যেন লোকের দৃষ্টিকে তাচ্ছিল্য করার জন্যই ও'র অর্দ্ধাবৃত পীন বক্ষের আবরণ আরো একটু উন্মোচিত কোরে দিয়েছে। কিন্তু এমন নম্র সহজ ভংগীতে ও চলে গেল যে ও'র নগ্নতাও কারো কাছে দৃষ্টিকটু মনে হোলো না।

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ইউজেন রুগোঁও বুঝতে পারল যে তা'র ভ্রাতৃজায়ার অনাবৃত বক্ষ তা'র বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশী সুষ্ঠু, অনেক বেশী কোমল। বর্তমান সাম্রাজ্যের প্রতি অবিশ্বাসীর মনে আস্থা জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা ও'র অনেক বেশী। নীচোল বস্ত্রটি দু'আঙ্গুল নামিয়ে দেওয়ার জন্য সে রেণীকে ধৃষ্টভাবে প্রশংসা কোরতে লাগল। আইনসভার প্রায় সমস্ত সদস্যই সেখানে উপস্থিত ছিল। সহ-মন্ত্রীরা যে ভাবে রেণীকে দেখছে তা'র থেকে ইউজেন বুঝে নিল যে আগামীকাল প্যারিসের নগরঋণের জটিল আলোচনায় তা'র সাফল্য অনিবার্য।

প্রায় একটার সময় স্যাকার্ড চলে গেল। শিকারী তা'র নিজের পাতা ফাঁদটি কাজ করছে দেখে যেমন আনন্দিত হোয়ে ওঠে স্যাকার্ডও রেণীর সাফল্যে তেমনি খুশী হোয়ে উঠল। সে বুঝে নিল ভবিষ্যতের জন্য সে লোকের মনে আবার বিশ্বাস উৎপাদন কোরতে পেরেছে। একটা কাজে লরা দ্য অরিনির বাড়ীতে যাওয়া দরকার ছিল। বলনাচের শেষ হোলে রেণীকে বাড়ী নিয়ে যেতে মাক্সিমকে বলে দিয়ে, সে চলে গেল।

ম্যাক্সিম সন্ধ্যেটা লুইসী স্থ মেরিউলের সঙ্গে আসরে উপস্থিত মেয়েদের নিয়ে বিশ্রী আলোচনা কোরে কাটিয়ে দিল। আলোচনাটা যখন একটু বাড়াবাড়ি রকমের হোয়ে যাচ্ছিল ও'রা তখন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসছিল। চলে যাবার সময় রেণী ম্যাক্সিমকে ডেকে নিল। খুশীতে ভরা মন নিয়ে ও গাড়ীতে উঠল। তখনো ও'র মনে ওখানকার আলো, গন্ধ, এবং হৈচৈ এর আমেজ রয়েছে। তাছাড়া সেদিনের সেই ঘটনাও তখন ও ভুলে গিয়েছিল। ম্যাক্সিমের মত ওটা তাদের নিছক একটা পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। গাড়ীতে উঠে ও অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন কোরল :

"তাহলে ঐ কুঁজো লুইসীকে তোমার খুব মজার লাগছে, কেমন ?" "ও : ! খুব মজার !"—ম্যাক্সিম হাসতে হাসতে উত্তর দিল। "ডাচেস স্থ ষ্টারনিচের চুলে একটা হল্‌দে রঙের পাখী আঁটা আছে দেখেছ ? লুইসী বলছিল পাখীটা 'কলের'। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওটা পাখা ঝাপটায় আর 'কুহু ! কুহু !' কোরে হতভাগা ডিউককে ডাকে।"

স্কুল থেকে সবে বেরিয়ে আসা একটি মেয়ের এই রসিকতায় রেণীরও খুব মজা লাগে। বাড়ীতে পৌঁছে, ম্যাক্সিম চলে যেতে উদ্যত হোতেই ও বলল :

"ওপরে আসবে না ? সিলেষ্টী নিশ্চয় আমার জন্য কিছু খাবার কোরে রেখেছে।"

ম্যাক্সিম ও'র সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ওপরে উঠল। কিন্তু ওপরে খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সিলেষ্টীও শুয়ে পড়েছে। রেণী নিজেই একটা ছোট বাতিদানে বাতি জ্বালিয়ে নিল। ও'র হাতটা শুধু কেঁপে উঠল।

"সিলেষ্টী মেয়েটা ভয়ানক বোকা—"রেণী বলল। "ও নিশ্চয় আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। আমাকে কেউ সাহায্য না কোরলে আমি কিছুতেই কাপড় জামা ছাড়তে পারি না।"

ও সাজঘরে ঢুকল। ম্যাক্সিমও লুইসীর আর একটা মন্তব্য মনে

পড়ে যাওয়ায়, সেটা ওকে বলতে বলতে ও'র পিছন পিছন গেল। তা'র মনে কোনো ভাব-বৈলক্ষন্য নেই। মনে হ'চ্ছে সে যেন কোন বন্ধুর বাড়ীতে একটু রাত কোরে ফেলে, চুরুট ধরাবার যোগাড় কোরছে। কিন্তু রেণী বাতিদানটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ ঘুরে একটি শব্দও উচ্চারণ না কোরে সবেগে ম্যাক্সিমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা'র ঠোঁটে নিজের ঠোঁট দুটি চেপে ধরল।

ম্যাক্সিম ও'র কাপড় জামা খুলে দিতে লাগল। এ কাজে সে অভ্যস্ত। কোনখানে 'পিন' আছে, কোমরটা কেমনভাবে বাঁধা সবই সে জানে। সে ওর চুলগুলো খুলে দিল—হীরা জহরৎগুলো খুলে দিল। তারপর রাত্রে যেমন থাকে তেমনি কোরে চুলগুলো বেঁধে দিল। সে কখনো ঠাট্টা কখনো বা আদর কোরতে কোরতে তা'র কাজ কোরতে লাগল। বেণী কেমন একটা মসৃণ চাপা হাসি হাসতে থাকে। ও'র সিল্কেব পোষাকে খস্ খস্ শব্দ হোচ্ছে আর সেই সঙ্গে অন্তর্বাসের বাঁধনগুলোও একে একে খুলে যাচ্ছে। রেণী যেই দেখল ও সম্পূর্ণ নগ্ন হোয়ে গেছে, অমনি ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে ম্যাক্সিমকে সবলে জড়িয়ে ধরে প্রায় তুলে নিয়েই শোবার ঘরে চলে গেল। বলনাচের আসরটা তাকে প্রমত্ত কোরে দিয়েছে। গতদিনের সেই অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে মোহাচ্ছন্নের মত স্বপ্ন দেখার স্মৃতিও তখন তার চেতনার মধ্যে জাগরুক রয়েছে।

সকাল ছ'টার সময় ম্যাক্সিম বিদায় নিল। পার্ক মঁকোর ছোট গেটের চাবিটা রেণী তাকে দিল। ম্যাক্সিমকে ও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে প্রত্যহ রাত্রে সে ও'র কাছে আস্‌বে। দেয়ালের গায়ে লুকোনো একটা সিঁড়ি দিয়ে সাজঘরের সঙ্গে রেণীর সেই মাখনের মত সোনালী রঙের ছোট বৈঠকখানাটার সংযোগ আছে। ওখান থেকে বুরুজের সব ঘরগুলোতেই যাওয়া আসা করা যায়। ঐ বৈঠকখানাটা থেকে 'সব্জী ঘরে' যাওয়া খুবই সহজ—সেখান থেকে পার্কে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই।

ভোরবেলার গাঢ় কুয়াশার মধ্যে ম্যাক্সিম বেরিয়ে গেল। সে নিজের আকস্মিক সৌভাগ্যে যেন একটু হতবুদ্ধি হোয়ে গিয়েছিল। যাইহোক, নির্লিপ্তের মত বেশ শান্তভাবেই সে ব্যাপারটাকে গ্রহণ কোরল। সে ভাবল: "মন্দ কি! ব্যাপারটা তো ওর নিজেরই ইচ্ছেতে ঘট্‌ছে। দেহের গড়নটাও ওর অপরূপ। শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে সিলভিয়ার চেয়ে ও ঢের ভালো।"

যেদিন বালক ম্যাক্সিম স্কুলের ছেঁড়া পোষাক পরে রেণীর কণ্ঠলগ্ন হোয়ে চুমু খেয়েছিল, সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে ও'রা এই অগম্যগমনের জঘন্য পথে নেমে আসছিল। সেই সময় থেকেই একটা যৌন বিকার ওদের প্রতি মুহূর্তেই পেয়ে বসেছে। রেণী শিশু ম্যাক্সিমকে যে শিক্ষা দিল সেই শিক্ষা, ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, ওদের গোপন আলোচনা এই সমস্তই ওদের এই জঘন্য পথে টেনে এনে শেষপর্যন্ত এমন একটা বন্ধনে বেঁধে দিল, যা'র মধ্যে বন্ধুত্বের আনন্দ দৈহিক পরিতৃপ্তিতেই পরিণত হোলো। কয়েক বছর ধরে তারা ক্রমাগত পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ কোরেছে। এই জঘন্য ঘটনা তাদের সেই অসুস্থ কামনা থেকেই উৎপন্ন হোয়েছে। গোবরের স্তূপের নোংরা রসে যেমন আগাছা গজায় ওদের অপরাধটাও তেমনি প্রমত্ত সমাজের মধ্যে থেকেই গজিয়ে উঠেছে। বিশেষ ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে একটা অদ্ভুত মার্জিত ভংগী নিয়ে ও'টা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে।

প্রত্যেক রাত্রেই ম্যাক্সিম আসতে লাগল। প্রায় একটার সময় সে বাগানের দিক দিয়ে আসত। রেণী সাধারণতঃ তা'র জন্য 'সব্জী-ঘরে' অপেক্ষা কোরত। বৈঠকখানায় আসতে গেলে তা'কে ঐ 'সব্জী ঘর' হোয়ে আসতে হোতো। ব্যভিচারের সব চেয়ে বড় সতর্কতাই হোলো আত্মগোপন করা। ওরা কিন্তু অনেক সময় সেটুকুও ভুলে একটু বেশী ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে ফেলত। বাড়ীর ঐদিকটা অবশ্য সম্পূর্ণভাবেই ওদের দখলে ছিল। স্যাকার্ডের খাস খানসামা

ব্যাপটিষ্টীই কেবল ওদিকটায় ঢুকত। সে কাজের মানুষ। কাজেই কাজ হোয়ে গেলেই সে চলে যেত। ম্যাক্সিম অনেক সময় বিদ্রুপ কোরে বলত ব্যাপটিষ্টী বোধহয় ও'র আত্মজীবনী লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছে। একদিন রাত্রে ম্যাক্সিম সবেমাত্র এসেছে—রেণী দেখল ব্যাপটিষ্টী হাতে বাতি নিয়ে বৈঠকখানা দিয়ে যাচ্ছে। তার সচিবের মত গম্ভীর দীর্ঘ দেহ বাতির হলদে আলোয় আরো ভারিক্কী দেখাচ্ছে। ওরা ঝুঁকে পড়ে দেখতে পেল ব্যাপটিষ্টী ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল।

"ও বাড়ীটা ঘুরে দেখে নিচ্ছে"—ম্যাক্সিম বলল।

রেণী ব্যাপটিষ্টীকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। ও তখন বাঁশ্ব পাতার মত থর থর কোরে কাঁপতে লাগল। রেণী বলে ব্যাপটিষ্টীই বাড়ীটার মধ্যে একমাত্র সৎপ্রকৃতির মানুষ। ওর ঔদাসীন্যে-ভরা সচ্ছ দৃষ্টি কখনো মেয়েদের দেহের প্রতি পড়ে না।

এরপর থেকে ওরা একটু সাবধান হোয়ে গেল। ছোট বৈঠক-খানার দরজাটা ওরা বন্ধ কোরে দেওয়ার নিয়ম কোরল। দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে রেণীর শোবার ঘর 'সজ্জাঘর' আর বৈঠকখানাটা একেবারে আলাদা হোয়ে যায়। এইভাবে ওরা নিজেদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গোপন জগৎ তৈরী কোরে নিল। প্রথম কয়েক মাস ওরা ওদের গোপন রাজ্যে অত্যন্ত মার্জিত সুক্ষ্ম আনন্দ উপভোগ করে কাটিয়ে দিল। কখনো শোবার ঘরের গোলাপী বিছানায়, কখনো বকের পালকের মত সাদা সাজ-ঘরে কখনো বা হালকা হলদে রঙের বৈঠক-খানায় ওদের মিলন হোতো। প্রত্যেক ঘরে বিভিন্ন রকমের পরিবেশের প্রভাব ওদের ভাব ভংগীকেও বদলে দিত। রেণী যেন এক ঘর থেকে আর এক ঘরে গেলে একেবারে আলাদা মানুষ হোয়ে উঠত। জমকালো শোবার ঘরের পুরু গদি ও বিছানায় শুয়ে ও আরো সুন্দর আরো সুক্ষ্ম হোয়ে উঠত—ওর প্রেমের ধারা যেন ক্ষীণতর হোয়েও মিস্টতায় ভরে উঠত। সাজ ঘরের আদ্র গন্ধ ভারাতুর

আবহাওয়ায় ওর খামখেয়ালীপনা বেড়ে যেত। ওখানে ওর দেহের ক্ষুধা প্রবলতর হোয়ে উঠত। সাজ ঘর থেকে বেরিয়ে ও ম্যাক্সিমের কাছে নিজেকে সমর্পণ কোরত—আর ম্যাক্সিমেরও ও'র এই অবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো লাগত। আবার নীচের বৈঠকখানায় ও ও'র সোনালী চুলগুলো নিয়ে দেবী ডায়নার বেশে উদিত হোত। হাত দুটিকে এমন সুন্দর ভংগীতে ও বুকের ওপর জড়ো কোরে রাখত যে মনে হোত কোনো কলুষ কখনো ওকে স্পর্শও করেনি। ওর কাউচের ওপর এলিয়ে দেওয়া নিখুঁত সুন্দর দেহটিতে একটা অপূর্ব পৌরাণিক সৌন্দর্য ফুটে উঠত। কিন্তু যেদিন রেণী প্রমত্ত হোয়ে উঠত সেদিন ও ম্যাক্সিমকে 'সব্জীঘরের' মধ্যে টেনে নিয়ে যেত। ম্যাক্সিম এই জায়গাটিকে ভয় কোরত। এখানে এলেই অগম্য-গমনের ঝাঁঝালো কটুতায় ওদের মনটা বিষাক্ত হোয়ে উঠত।

একদিন রাত্রে রেণী কেমন একটা তীব্র যাতনা অনুভব কোরতে লাগল। ও জবরদস্তি কোরে ম্যাক্সিমকে দিয়ে ওপর থেকে একটা কালো ভল্লুকের চামড়া আনিয়ে নিল। তা'রপর 'সব্জী ঘরের' ঘোরানো রাস্তার ধারে একটা কারুকার্যখচিত জলাধারের পাশে সেই ঘন কালো চামড়াটা পেতে ও'রা শুয়ে পড়ল। বাইরে চাঁদের ম্লান আলোর মধ্যে ঠাণ্ডায় সবকিছু যেন জমে যাচ্ছে। ম্যাক্সিম পথটা কাঁপতে কাঁপতে এসেছে—তার কানের ডগা আর আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অসাড় হোয়ে গেছে। এই দারুণ ঠাণ্ডা থেকে 'সব্জী ঘরের' তীব্র উত্তাপের মধ্যে ঢুকে সে ভল্লুকের চামড়াটার ওপর মূর্চ্ছিতের মত শুয়ে পড়ল। দারুণ ঠাণ্ডার পরই এই তীব্র উত্তাপ তার দেহে যেন চাবুক মারতে থাকে। একটু সুস্থ হোয়ে সে দেখল রেণী হাঁটুগেড়ে বসে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে কেমন একটা জান্তব ভংগীতে অবিচল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ওর মাথার চুলগুলো অনাবৃত কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে। হাতের ওপর ভর দিয়ে বসে ও একটা প্রকাণ্ড বিড়ালের মত তার দিকে চেয়ে আছে—ওর চোখ দুটো জ্বলন্ত কয়লার মত অন্ধকারে

ধক্‌ ধক্‌ কোরে জ্বলছে। ম্যাক্সিম চিৎ হোয়ে শুয়ে রেণীর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, ও'র পিছনে স্ফিংসের মর্মর মূর্তির উরুটা চাঁদের আলোয় চক্‌ চক্‌ কোরছে। রেণীর ভাবভংগী এবং হাসি দেখে মনে হোচ্ছে ও যেন একটা মেয়ের মুখওলা দানব। ও' 'স্কার্ট'টা আলগা কোরে নামিয়ে দিয়েছে। ও'কে সেই অন্ধকারের মধ্যে কালো পাথরে গড়া দেবতার মূর্তির সুমুখে, সাদা পাথরে গড়া সেবিকার মত দেখাচ্ছে। ম্যাক্সিম নিস্পন্দের মত স্থির হোয়ে শুয়ে রইল। গরমে নিশ্বাস বন্ধ হোয়ে যাচ্ছে। আকাশ থেকে যে আগুন ঝরে পড়ে এ সে রকম গরম নয়—এ কেমন একটা ভ্যাপসা অস্বাস্থ্যকর গরম। মাটির মধ্যে থেকে যেন একটা উষ্ণ বাষ্প ঝড়ো মেঘের মত ওপরে ঠেলে উঠছে। উষ্ণ আবহাওয়ায় ঘন আদ্রতায় ওদের দেহে শিশিরের মত বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। বহুক্ষণ ওরা একটিও কথা না বলে নিস্পন্দভাবে সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে রইল। ম্যাক্সিম নির্জীবের মত চিৎ হোয়ে পড়ে আছে—আর রেণী হিংস্র শ্বাপদ যেমন শিকারের নরম মাংসস্তূপের ওপর বসে কেঁপে কেঁপে ওঠে, তেমনি হাতের ওপর ভর দিয়ে বসে কাঁপছে। 'সজ্জাঘরের' কাচের শার্শির মধ্যে দিয়ে পার্ক মঁকোর একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সূক্ষ্মকালো রেখায় আবদ্ধ কালো স্তূপের মত গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে—ঘাসে ঢাকা মাঠটাকে শুভ্র তুষারে আচ্ছন্ন হ্রদের মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সুমুখে যেন একটা নিস্প্রাণ 'ল্যাণ্ডস্কেপ' ছবি পাতা রয়েছে। ও'র হালকা রঙ জাপানী ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। চারিদিকের এই বোবা ঠাণ্ডার মধ্যে শুধু ওরা যে আগুনের মত গরম মাটিতে তপ্ত বিছানা পেতে শুয়ে আছে সেখানটা যেন ফুটে উঠছে।

উন্মত্ত প্রণয়লীলায় ও'দের রাত কেটে গেল। রেণী কামনামত্ত পুরুষের মত সক্রিয় হোয়ে উঠল। ম্যাক্সিম নারীর মত আত্মসমর্পণ কোরল। প্রাচীন রোমের তরুণদের মত ম্যাক্সিমের পাতলা

ছিপছিপে দেহ এবং হালকা কটা রঙের চুলের জন্য রেণীর বাহুবন্ধনের মধ্যে তা'কে মেয়ের মত দেখাতে লাগল। মনে হচ্ছিল সে যেন এমনি একটা যৌনবিকারের জন্যই জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছে।

রেণী তা'র প্রাধান্যটা উপভোগ কোরতে থাকে। সে ম্যাক্সিমকে নিজের বাসনা অনুযায়ী খুশীমত ব্যবহার করে। মনে হয় ম্যাক্সিমের যৌনচেতনা যেন এখনো অনির্দিষ্টই রয়ে গেছে। রেণী কিন্তু এর মধ্যে সর্বদা একটা বিস্ময়কর বাসনা, একটা ইন্দ্রিয়জ কৌতুহল এবং অস্বস্তি আর তীব্র পুলকের বিচিত্র অনুভূতি লাভ কোরতে থাকে। ম্যাক্সিন নারী কি পুরুষ সে যেন বুঝে উঠতে পারে না। সন্দিগ্ধ কৌতুহল নিয়ে সে ওর কোমল মসৃণ দেহ এবং মূর্চ্ছাতুর আত্মসমর্পণ পুরো একটি ঘণ্টা উপভোগ করে। ওকে এই নোতুন উম্মাদনার সন্ধান দিয়ে ম্যাক্সিম ও'র বিলাসব্যসনকে সম্পূর্ণতা দিয়ে দিল। ও উচ্ছৃঙ্খল হোয়ে উঠল। প্রণয়ী হিসাবে ম্যাক্সিম ঠিকই যুগের উপযোগী। সেই যুগের প্রণয়ীদের মধ্যে যে সব বোকামি, কেতাদুরস্ত ভাবভংগী দেখা যেত ম্যাক্সিমের সে সমস্তই আছে। তা'র ছোটখাট সুন্দর চেহারা দেখলে মনে হোত পুরুষ না হোয়ে মেয়ে হোলেই তাকে মানাত বেশী। ঐ ম্যাক্সিম, যে মাথার মাঝখানে সিঁথে কেটে বুলেভা দিয়ে হাসতে হাসতে যেত, সেই রেণীর হাতে ব্যভিচারের পুতুলে পরিণত হোলো। যে জাতি পতনোম্মুখ তাদের ইতিহাসে এই ধরনের ব্যভিচার—এই মাংসলোলুপতা যা' বুদ্ধিবৃত্তিকেও নষ্ট কোরে দেয়—-প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

বিশেষত 'সব্জীঘরে' যখনই ওদের মিলন ঘটত রেণী পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ কোরত। সেদিনের সেই রাতটার পর আরো কয়েকটা রাত তেমনিভাবেই ওরা কাটাল। ওদের প্রণয়লীলার উত্তাপে 'সব্জীঘরটাও' যেন তপ্ত হোয়ে উঠত। সেই ঘরের ভারী আবহাওয়ার মধ্যে চাঁদের আলোয় ওদের সুমুখে আশ্চর্য উদ্ভিজ্য রাজ্যের যবনিকা উঠে যেত। ওরা দেখতে পেত সেখানেও উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মধ্যে

আলিঙ্গন বিনিময় চলেছে। পথের ওপর সেই ভল্লুকের কালো চামড়াটা পাতা থাক্‌ত। ওদের পায়ের কাছে সেই বাষ্পাচ্ছন্ন জলকুণ্ডের মধ্যে নানা রকমের শেকড় বাকড় জড়াজড়ি কোরে থাকত। জলের ওপর তারার নিষ্ক্রিয়া ফুল অমলিন কৌমার্য নিয়ে ফুটে থাকত আর টরনেলিয়ার কেশরগুলো জলপরীর চুলের মত এলিয়ে থাকত। ওদের চারপাশে পাম গাছ আর ভারতীয় বাঁশগাছ-গুলো গোল ছাদের কাছে পাতায় পাতায় জড়াজড়ি কোরে ক্লান্ত চপলমতি প্রণয়ী যুগলের মত দাঁড়িয়ে থাকত। ওদের নীচে ফার্ণ, টারিস, এ্যলসোফিলাস ইত্যাদি কুঁচী দেওয়া বড় ঘেরের স্কার্ট পরা শ্যামলা মেয়ের মত একটুখানি ভালোবাসা পাবার প্রত্যাশায় নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। তার পাশে লাল লাল ছোপ দেওয়া বিগোনিয়ার কুঞ্জ। ক্যালেডিয়ামের সাদা পাতাগুলো যেন বর্শার ফলা। প্রণয়ীর অতিরিক্ত আদরে প্রিয়ার দেহে যেমন কখনো কখনো লাল দাগ পড়ে যায় আবার তার পাশটাই যেমন ফ্যাকাশে দেখায়, ঐ বিগোনিয়ার কুঞ্জ আর ক্যালেডিয়ামের পাতা দেখলে যেন সেই কথাই মনে পড়ে যায়। কলাগাছগুলো ফলভারে অবনত হোয়ে পড়েছে। আবিসিনীয় ইউফারবিয়া কন্টকিত দেহে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে তা'র দ্রুত বৃদ্ধির সাক্ষ্য দিচ্ছে। অন্ধকারে অভ্যস্ত হোয়ে গিয়ে ওরা ক্রমে 'সজীঘরের' কোনটা দেখতে পায়। সেখানে আরো উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা চলেছে। সেখানে মারাণ্টা গ্লাক্সিনিয়া এবং ড্রসিনা গাছগুলো মিলে মিশে একাকার হোয়ে গেছে। ওদের চারিদিকে উদ্ভিদের দল নেচে চলেছে। ঘরের চার কোনে উষ্ণ মণ্ডলের লতা-বিতান। তা'র মধ্যে ভ্যানিলা, ভারতীয় জামগাছ এবং আরো নানা রকমের গাছ প্রণয়ীর মত বাহু বিস্তার কোরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হোয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে যেন প্রেমের আবেগেই ওরা ঝুঁকে পড়ে প্রণয় সংগমে লিপ্ত হোচ্ছে। বাস্তবিক, সারা 'সজীঘর' জুড়ে যেন অসংখ্য সংগম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ম্যাক্সিম আর রেণী, ওদের বিকৃত রুচি নিয়ে, প্রকৃতির এই বিরাট বিবাহ বাসরের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়। ভল্লুকের চামড়া ভেদ কোরে মাটির উত্তাপ ওদের পিঠ পুড়িয়ে দিচ্ছে। পামগাছের শীর্ষ থেকে প্রবল উষ্ণতা চুঁইয়ে পড়ছে। গাছগুলোর গুঁড়ি ভেদ কোরে যে ছোট ছোট শাখাগুলো বেরিয়েছে সেগুলো ওদের মনের মধ্যে নিজেদের বাড়িয়ে তোলার, নোতুন কোরে সৃষ্টি করার তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে। ওরাও, সারা 'সজ্জীঘরের' সেই অসংখ্য সংগমলীলায় অংশ গ্রহণ করে। সেই সময়, সেই ম্লান আলোর মধ্যে তারা নানা-রকম দৃশ্য, নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে। ওরা চারিদিকে নানারকম শব্দ শুনতে পায় : কারা যেন অস্ফুট গুঞ্জন কোরছে···, যেন ফিসফিস কোরে কথা বলছে। কে যেন সুতীব্র আবেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে···। কখনো যেন যন্ত্রনার চাপা গোঙানি, কখনো বা দূরাগত হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের নিজেদের চুম্বনের শব্দই প্রতিধ্বনির মধ্যে দিয়ে ওদের কাছে ফিরে আসছে। এক এক সময় ওদের মনে হয় যেন ভূমিকম্প হোচ্ছে। সারা পৃথিবীটা বুঝিবা বাসনা তৃপ্তির গ্লানিতে উচ্ছৃঙ্খল কান্নায় ফেটে পড়ছে।

ওরা যদি চোখ বুজেও থাকত, সেই উষ্ণ আবহাওয়া, ম্লান আলো, ওদের প্রবৃত্তিকে নষ্ট কোরে দিতে যদি সাহায্য নাও কোরত, তবু ওখানকার কেবলমাত্র সেই তীব্র গন্ধেই ওরা যথেষ্ট উত্তেজিত হোয়ে উঠত। কুণ্ডটা থেকে একটা ভারী ভ্যাপসা গন্ধ উঠছিল। ওখানে হাজার রকম ফুল পাতায় মিশে গেছে। ওখানে ভ্যানিলার মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আবার কখনো বা ষ্ট্যানহোপীর ঝাঁঝালো গন্ধ শ্বাসরুদ্ধ করার উপক্রম কোরছে। তার দিয়ে ঝোলানো অর্কিডের টবগুলো থেকে কেমন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। কিন্তু মানুষের দেহের গন্ধ, প্রেমের সুবাস, এই সমস্ত গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে। ম্যাক্সিম যখনই রেণীর ঘাড়ে চুমু খাচ্ছে অথবা ও'র চুলে মুখ গুঁজছে তখনই এই গন্ধ তা'র নাকে ঢুকছে। নারীদেহের এই প্রেমের গন্ধে

মাতাল হোয়ে সময় কেটে যায়। সারা 'সঞ্জীঘর' ঐ গন্ধে ভরে উঠেছে—মনে হোচ্ছে পৃথিবী যেন নোতুন কোরে নিজেকে সৃষ্টি কোরতে চাইছে।

সাধারণত ওরা সেই বিষাক্ত ট্যাঙ্গিনিয়ার তলাতেই শুতো। এই ট্যাঙ্গিনিয়ারই একটি পাতা একবার রেণী কামড়ে ফেলেছিল। ওদের চারিদিকে সাদা সাদা পাথরের মূর্তিগুলো যেন উদ্ভিদ রাজ্যের প্রণয়লীলা দেখে হাসতো। চাঁদ যেন পালা অনুযায়ী তা'র আলো বদলে বদলে এক এক সময় এক একটি গাছের দলকে উজ্জ্বল কোরে তুলত তখন ওরা যেন প্যারিস থেকে শত সহস্র যোজন দূরে চলে যেত···যেন ভারতবর্ষের কোন গহন বনের মধ্যে, কোন এক ভীষণ মন্দিরের সুমুখে গিয়ে পড়ত। ঐ কালো 'স্ফিংসমূর্তিটা' যেন সেই ভয়ানক মন্দিরেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা। ওরা অনুভব কো'রত ওরা যেন পাপের মধ্যে, অভিশপ্ত প্রেমের মধ্যে, জান্তব কোমলতার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চারিদিকের সেই উদ্ভিদরাজ্য সেই বাষ্পাচ্ছন্ন কুঞ্জ ওদের যেন দাস্তেব কামনার নরকে নামিয়ে নিয়ে যেত। তখন সেই কাঁচের পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ হোয়ে, ঠাণ্ডা ডিসেম্বার রাত্রে, গ্রীষ্মের খরতাপে নিমজ্জিত অবস্থায় ওরা অগম্য-গমনের বিষাক্ত আনন্দ অনুভব কোরত। ওদের মনে হোতো এ যেন সেই মাটির উত্তাপজাত পাপফল। কালো ভল্লুকের চামড়ার ওপর রেণীর দেহটা শুভ্রতর দেখাত। প্রকাণ্ড বিড়ালের মত ও উপুড় হোয়ে পিঠটা বিস্তৃত কোরে শুয়ে থাকত। প্রবল উচ্ছৃঙ্খলতায় ও যেন ফুলে উঠত। ওর কাঁধ আর কোমরের হাল্কা রেখাগুলো তীর্যকভাবে ছায়ার মধ্যে থেকে ফুটে উঠত। ও ওর শীকার ম্যাক্সিমকে দেখত: ম্যাক্সিম ও'র নীচে শুয়ে রয়েছে। নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে ও'র হাতে ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ও তা'র মুখে নিজের উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে চুম্বন কোরত। ওর চীনে হিবিস্কাসের মত লাল ঠোঁট দুটি তখন লোভে উন্মুক্ত হোয়ে যেত। তখন ওকে ঐ 'সঞ্জীঘরের'

'বহ্নিকন্যা' ছাড়া আর কিছুই মনে হোতো না। ঐ বড় বড় লাল ফুলগুলো—যেগুলো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য ফুটে উঠেই ঝরে পড়ে—ও'র চুমোগুলোও যেন তেমনি ফুটে উঠে হঠাৎই মিলিয়ে যেত। দানব মোসালীনার অতৃপ্ত অধরের মত ওরা আবার জেগে উঠত।

পাঁচ

শীতটা রেণীর খুব আনন্দে কাট্‌ল। টাকার অভাবটাই ও'র একমাত্র কষ্ট। ম্যাক্সিম তখনো ও'র সম্পর্কের দাবী মেনে চল্‌ছে। রেণীকেই সর্বত্র খরচপত্র কোরতে হয়—ম্যাক্সিম খরচের বেলায় ও'কে সংমা বলেই মেনে নিয়ে চুপচাপ থাকে। ম্যাক্সিমেব যা'তে কোনো অভাব না হয় সেজন্য ও'কে নানাভাবে মাথা খাটিয়ে উপায় উদ্ভাবন কোরতে হয়। স্যাকার্ডের কাছ থেকে কয়েক হাজার ফ্রাঙ্ক আদায় কোরতে পারলেই ও'রা স্কুল পালানো ছেলের মত বোকামির খেয়ালখুশীতে টাকাগুলো উড়িয়ে দেয়। হাতে যখন টাকাকড়ি থাকেনা তখন বাড়ীতে বসে উচ্ছৃঙ্খল ফুর্তিতে সময় কাটায়। স্যাকার্ড কখনোই সেখানে থাকে না।

পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ কোরে এবং কোনো অপরাধেই শাস্তি না পেয়ে পেয়ে ওদের সাহস ক্রমশ বেড়ে যায়। রাত্তির বেলা অবশ্য ওরা দরজায় খিল এঁটে দেয়—কিন্তু দিনের বেলায় বাড়ীতে যেখানে সেখানে ওরা পরস্পরকে চুম্বন করে। বাদ্‌লা দিনে ওরা নানারকম খেলা আবিস্কার করে। অগ্নিকুণ্ডে গন্‌গনে আগুন কোরে তা'র সুমুখে বসে ঝিমোতে রেণী অত্যন্ত ভালোবাসে। ও'র শীতের পোষাকগুলোর মধ্যে চরম বিলাসিতা ফুটে ওঠে। ও দামী দামী সেমিজ, চাদর গায়ে দেয়। ওর হংস-শুভ্র দেহটাকে ও নানারকম কাজ করা সাদা মেঘের মত হাল্‌কা কেম্ব্রিকের কাপড়ে অর্দ্ধাবৃত কোরে রাখে। আগুনের লাল আভায় ও'কে যেন উলঙ্গ দেখায়। পাতলা কাপড় ভেদ কোরে আগুনের উত্তাপ ওর দেহটাকে উত্তপ্ত কোরে তোলে। ম্যাক্সিম ও'র পা'য়ের কাছে বসে ও'র হাঁটুতে চুমু খায়। কাপড়ের রং আর উত্তাপ ও'র দেহের রং এবং উত্তাপের সঙ্গে এমন মিলে যায় যে সে অনুভবই কোরতে পারে না ওদের মধ্যে

কোনো কাপড়ের ব্যবধান আছে কি না। মেঘলাদিনে ওর ধূসর সিল্কের পর্দা ঢাকা শোবার ঘরটা কাকজ্যোৎস্নার ম্লান আলোয় স্বপ্নপুরীর মত দেখায়। সিলেষ্টী নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে ওদের পিছন দিয়ে যাতায়াত করে। সেও ওদের সহযোগী হোয়ে উঠেছে। এক একদিন সকালে ওরা বিছানা ছেড়ে উঠতেই ভুলে যায়। সিলেষ্টী ভক্ত চাকরের মত শান্তভাবেই ওদের দেখে চলে যায়। ও'রা আর তা'র কাছে লুকোচুরী করার চেষ্টা করে না। এমন কি ওদের চুম্বনের শব্দে সে একবার ফিরেও চায় না। ও'রা জানে বরঞ্চ যথা সময়ে সে ওদের সতর্কই কোরে দেবে। তা'র এই সহযোগিতার জন্য তাকে কোনো বকশিস কোরতে হয়নি। টাকাকড়ির ব্যাপারে সে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং সৎ। তা'র এমন কি একজন প্রণয়ীও নেই।

কিন্তু ঘরের মধ্যে আট্‌কে থাকার মেয়ে রেণী নয়। ও ম্যাক্সিমকে নিয়ে সামাজিক আনন্দ উৎসবে যোগ দেয়। ম্যাক্সিম ও'র চাকরের মত, সেজেগুজে ও'র সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। বিজয়ের সুতীব্র আনন্দে ও শীতকালটা কাটাতে থাকে। সাজপোষাক সম্বন্ধে এত বলিষ্ঠ কল্পনা আগে ওর ছিল না। এখন ও সাহস কোরে সেই জঙ্গলা ছবি আঁকা বিখ্যাত পোষাকটাও পরে। পোষাকটার ওপরে একটা হরিণ শীকারের ছবি আঁকা আছে। ছবিটাতে বারুদের কৌটো, বড় বড় ফলাওয়ালা ছুরি, শিঙা ইত্যাদি সবই আঁকা আছে। অনেক সময় সে সেকেলে কায়দায় চুল বাঁধে। ম্যাক্সিম ক্যাম্পানা মিউজিয়ম থেকে ও'র জন্য নানারকম 'নক্‌সা' এঁকে আনে। মিউজিয়মটা নোতুন হোয়েছে।

রেণীর বয়স যেন অনেক কমে গেছে। ও ও'র উগ্র সৌন্দর্যকে সকলের সুমুখে মেলে দিতে চায়। জঘন্যতম ব্যভিচার ও'র দৃষ্টিতে আগুনের শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে—ওর হাসিকে সুতীক্ষ্ণ কোরে তুলেছে। চশমাটা উদ্ধতভাবে ওর নাকের ডগায় ঝুলে থাকে।

ও ওর পাপ-পঙ্কনিমগ্ন বন্ধুবান্ধবদের প্রতি এমন একটা তাচ্ছিল্যের

ভংগীতে চেয়ে হাসে যে মনে হয় ও যেন বলছে ঃ "আমিও পাপের সমুদ্রেই ভেসে চলেছি !"

ম্যাক্সিমের কিন্তু এইসব সামাজিকতা ভালো লাগে না। এটা তা'র লোক দেখানো নয়—সে সত্যিই ওসবে আর আনন্দ পায়না। টুইলারী কিংবা মন্ত্রীদের কারো বাড়ীতে গেলে সে রেণীর আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে খেয়ালী-পনায় সেই প্রভুত্ব করে। রেণী অনেক সময় বুলেভার সেই গোপন ঘরটিতে যেতে চায়। ওখানকার পর্যঙ্কটা দেখলেই ও'র হাসি আসে। ম্যাক্সিম ও'কে গণিকালয়, থিয়েটার, অপেরা প্রভৃতি সব জায়গাতেই নিয়ে যায়। এসব জায়গায় গেলে ও'রা ওদের পাশব আনন্দ উপভোগ কোরতে পারে—তাছাড়া লোকের কাছে অচেনা থাকতেও ওদের বেশ মজা লাগে। চোরের মত লুকিয়ে বাড়ী ফিরে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে ওদের কানের কাছে অশ্লীল গানের সুর বাজতে থাকে। ঘুমের মধ্যেই ও'দের 'অশ্লীল প্যারিসের' নেশা কেটে যায়।

'স্কেটিং' ওদের আর একটা খেলা। সে বছর শীতে 'স্কেটিং'টা খুব প্রচলিত হোয়েছিল। সম্রাটই প্রথম বয় ত্য বুলোনের তুষারাচ্ছন্ন হ্রদের বরফের ওপর 'স্কেটিং' করেন। রেণী ওর্মস্‌কে দিয়ে মখমল আর 'ফারের' একটা পুরোপুরি পোলদেশীয় পেষাকই তৈরী কোরে ফেলল। ম্যাক্সিমকেও জোর কোরে উঁচু বুট এবং শেয়ালের চামড়ার টুপি পরাল। যখন 'বয়ে' ওরা পৌঁছুলো তখন ঠাণ্ডায় ওদের নাক আর ঠোঁটগুলো চড়চড় কোরছে। প্রবল হাওয়ায় যেন অসংখ্য বালুকণা ও'দের মুখে চাবুকের মত এসে পড়ছে বলে মনে হোচ্ছে। কিন্তু এই দারুণ ঠাণ্ডাটাই ওদের বেশ মজার বলে মনে হয়। সমস্ত 'বয়টা' একটা ধূসর রুক্ষতায় ভরে গিয়েছে। গাছের ডালে তুষারের মরুর রেখাগুলোকে জরির মত দেখাচ্ছে। বিবর্ণ আকাশের নীচে, জমাট হ্রদের ওপারে ছোট ছোট দ্বীপের পাইন গাছগুলো রঙ্গমঞ্চের

দিগন্তপ্রসারিত দৃশ্যপটের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঐ গাছগুলোতেও তুষারের মোটা মোটা জরির জাল বোনা রয়েছে। মাথার ওপর উড়ন্ত চড়াইপাখীগুলোর মত ওরাও তীব্রবেগে বরফের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি কোরতে থাকে। পিঠের ওপর একটা হাত রেখে, অন্য-হাতে পরস্পরের কাঁধ ধরে ও'রা বেগে দড়ির বেড়া দেওয়া জায়গাটার চারিদিকে মাথা উচু কোরে হাস্‌তে হাসতে ঘুরতে থাকে।

বসন্ত ফিরে এলে রেণীর আবার সেই পুরোনো খেয়াল জেগে ওঠে। ও ম্যাক্সিনকে জোর কোরে চাঁদের আলোয় পার্ক মঁকোতে বেড়াতে নিয়ে যায়। ও'রা সেখাকার কৃত্রিম গুহার মধ্যে ঢোকে,—উপবনের সুমুখে ঘাসের ওপর বসে থাকে। কিন্তু হ্রদের ওপর নৌকো কোবে বেডাতে গিয়ে দেখে নৌকোটার দাঁড় নেই। নৌকোটাকে বাড়ী থেকে দেখতে পাওয়া যায় কাজেই ওখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো সমীচীন নয়। এই আশাভংগে ওরা বিক্ষুব্ধ হোয়ে ওঠে। তাছাড়া পার্কের বড় বড় কালো ছায়াগুলোতে ওদের কেমন ভয় কোরতে থাকে। এর চেয়ে ওখানে যদি ভিনিসীয় প্রথায় লাল আলো জেলে, ঐক্যতান বাদনের সঙ্গে একটা ভোজের ব্যবস্থা হোতো তা হলে ওরা বেশী খুশী হোতো। কাজেই সন্ধ্যের চেয়ে দিনের বেলায় ওখানে যাওয়াটাই ওরা বেশী পছন্দ কোরতে থাকে। অনেক সময় ওরা বাড়ীর জানালার কাছে বসে পথের লোক চলাচল দেখেও সময় কাটায়।

কিন্তু শিগ্‌গীরই এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে রেণী আর ম্যাক্সিনকে সারা প্যারিসের সুমুখে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে হোলো। লারসনোর কাছে অনেকগুলো খতের টাকা বাকী পড়ে ছিল। ওগুলো উকালের হাতে গেছে জেনেও স্যাকার্ড নিশ্চিন্তভাবে চুপ কোরে রইল। এর জন্যও রেণী ততটা ব্যাকুল হয়নি। কিন্তু ওর্মসের দেনাটাই তাকে ভাবিয়ে তুল্‌ল। ওর্মসের প্রায় দুলাখ ফ্রাঙ্ক পাওনা দাঁড়িয়েছে। ও'রা অন্তত কিস্তি হিসাবেও দেবার জন্য তাগাদা কোরছে। নাহলে ও'রা ধার দেওয়া বন্ধ কোরে দেবার

ভয় দেখাচ্ছে। যদি নালিশ মকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায় তাহলে যা' ভয়ানক কেচ্ছা হবে তা' কল্পনা করেই রেণী ভয়ে কাঁপতে থাকে। বিশেষত অতবড় একজন বিখ্যাত পোষাক ব্যবসায়ীর সঙ্গে ঝগড়া করতেও সে ভয় পায়। তাছাড়া রেণীর হাতখরচার টাকাও দরকার। দিনের মধ্যে অন্তত কয়েক লুই খরচ কোরতে না পারলে রেণী আর ম্যাক্সিম দুজনেরই অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। ও'র বাবার দেরাজটা হাঁটকে কিছু না পেয়ে ম্যাক্সিম একেবারে হতাশভাবে বসে পড়েছে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হোয়ে যাওয়ার জন্যই গত কয়েকমাস যাবৎ স্যাকার্ড সচ্চরিত্র হোয়ে উঠেছে। কোনো বারবনিতাকে যে নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়াবে এমন টাকাও পকেটে না থাকায় সে ধার্মিকের মত আজকাল সন্ধ্যে হোলেই বাড়ী ফিরে আস্ছে। ওদের প্রত্যেক খেলার শেষেই ম্যাক্সিমকে তা'র রেস্তর াঁ, বলনাচ প্রভৃতির জন্য রেণীকে টাকা দিতে হয়। এদিক দিয়ে ও ম্যাক্সিমের সঙ্গে মা'য়ের মত ব্যবহারই করে। মিষ্টির দোকানের সুমুখ দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যেবেলা ও ম্যাক্সিমকে 'অয়েষ্টার প্যাটী' খাওয়ায়। অনেকদিন সকালবেলা ম্যাক্সিম তা'র 'ওয়েষ্টকোটের' পকেটে কয়েক লুই রয়েছে দেখতে পায়। এ টাকা ও'র নয়—মা' যেমন তা'র বাচ্ছা ছেলের পকেটে পয়সা দিয়ে থাকে রেণীও তেমনিভাবেই ওগুলো তা'র পকেটে দিয়ে দেয়। এই আনন্দময় দিনগুলো ফুরিয়ে আসছে ভাবতেও ও'দের কষ্ট হয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিপদ অপেক্ষা কোরছিল। সিলভিয়ার জহুরীর ম্যাক্সিমের কাছে প্রায় দশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাওনা ছিল। সে ম্যাক্সিমকে জেলে দেওয়ার ভয় দেখায়। তা'র কাছে যে 'খত'গুলো ছিল সেগুলো সুদে আরো প্রায় তিন চার হাজার ফ্রাঙ্ক বেড়ে গেছে। স্যাকার্ড স্পষ্ট বলে দিল যে এ ব্যাপারে সে কিছুই কোরতে পারবে না। তা'র ছেলে জেলে গেলে তা'র বদনাম নিশ্চয় বাড়বে কিন্তু আবার যখন সে ছেলেকে খালাস করে নেবে তখন সারা দেশটা তা'র পিতৃত্বের উদার আদর্শ দেখে

তেমনি 'ধন্য ধন্য' কোরবে। এদিকে রেণী কিন্তু দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ে। ও যেন দেখতে পায় ওর ছেলেকে জেলে নিয়ে গেছে—ভিজে খড়ের বিছানায় শুয়ে সেই নরকের মধ্যে ম্যাক্সিম ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে। ও ম্যাক্সিমকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘরে লুকিয়ে থাকতে পরামর্শ দেয়। ও বলে যেমন কোরেই হোক টাকা ও যোগাড় কোরবেই। যার জন্যে ম্যাক্সিম ধার করেছে সেই সিলভিয়ার নামও ও মুখে আনে না। সেই ঘরে, আয়নার গায়ে এই সিলভিয়াই ম্যাক্সিমকে ভালোবাসার কথা লিখেছিল। সবশুদ্ধ ওর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক দরকার—ম্যাক্সিমের জন্য পনেরো হাজার, ওর্মসের ত্রিশ হাজার, আর নিজের হাত খরচ বাবদ পাঁচ হাজার। তাহলে অন্তত সপ্তাহ খানেক ওদের আবার আনন্দে কাটবে। ও নানারকম মতলব ভাঁজতে থাকে।

ও ঠিক কোরল প্রথমে ও'র স্বামীর কাছে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক চাইবে। যদিও তা'র কাছে টাকা চাইতে ও'র অত্যন্ত ঘৃণা হয়, তবু চাইতেই হ'বে। শেষবার যখন সে ওকে কিছু টাকা দেবার জন্য ঘরে ঢুকেছিল, তখন ও'র কণ্ঠে চুমুখেয়ে সে অনেক ভালোবাসার কথা বলেছিল। মেয়েদের পুরুষের মনের কথা বোঝবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কাজেই ও বুঝেছিল টাকার কথা বললেই মিষ্টি হেসে সে নিশ্চয় ও'র কাছে কিছু চাইবে। আর ঠিক তাই-ই ঘটল। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের কথা তোলা মাত্র স্যাকার্ড বলে উঠল লারসনো কিছুতেই অতো টাকা দিতে পারবে না। কারণ সে নিজেও এখন অত্যন্ত অভাবে পড়েছে। পরক্ষণেই সুর বদ্‌লে উচ্ছ্বসিতভাবে সে বলে : "কিন্তু তোমাকে বিমুখ করা আমার পক্ষে অসম্ভব! আমি এই অসাধ্য সাধন করার জন্য সারা প্যারিস চুঁড়ে ফেলব। তোমাকে খুশী কোরতে পারলেই আমার আনন্দ।"

ও'র চুলে চুমু খেয়ে কানে মুখ দিয়ে ইষৎ কম্পিত কণ্ঠে সে বলে :

"কাল সন্ধ্যেবেলা এই ঘরেই আমি তোমায় টাকা এনে দেব—তোমাকে কোনো 'খত' লিখে দিতেও হ'বে না।"

রেণী বলে অতকষ্ট করার দরকার নেই—ও'র এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই।

"খত' দিতে হবে না" একথাটা হঠাৎ তা'র মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। বলে ফেলে সে নিজেই ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল। ও'র কথা শুনে ধীরে ধীরে উঠে দঁাড়িয়ে সে বলে : "বেশ, তুমি যা' বল্‌বে তাই হবে। তোমার যখনই প্রয়োজন হ'বে তখনই আমি টাকাটা যোগাড় কোরে দেব। এর মধ্যে লারসনোকে আমি আনতে চাই না—এটা তোমাকে আমার উপহার।"

স্যাকার্ড সরলভাবে হাসে। রেণীর মধ্যে একটা প্রবল আত্মপীড়া জেগে ওঠে। ও বুঝতে পারে এখনো যেটুকু সাম্যতা ও'র বজায় আছে, স্যাকার্ডের কাছে আত্মনিবেদন করলে সেটুকুও ও হারিয়ে ফেলবে। বাপের সঙ্গে বিয়ে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে যে ছেলেরই বৌ এইটুকু গৌরবই ওব অবশিষ্ট আছে।

মাঝে মাঝে ম্যাক্সিম যেন উদাসীন হোয়ে যায়। ও তখন তা'কে অবস্থাটা বুঝিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা ক'রে। আশা করে ও তা'র জন্য কি কোরেছে শুনে ম্যাক্সিম ও'র পায়ে লুটিয়ে পড়বে। ম্যাক্সিম কিন্তু নির্বিকার ভাবেই শুনে যায়। তা'র ধারনা তা'কে কেবল আশ্বস্ত করার জন্যই ও বল্‌ছে তা'র বাবা তা'র সঙ্গে দেখা করবে।

স্যাকার্ড চলে যাওয়া মাত্র রেণী তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ছেড়ে নিয়ে গাড়ী জুড়তে বলে। গাড়ীতে উঠে ও কচুয়ানকে রু দ্য ফবুর্গ ও পয়সনিয়েরে যাবার নির্দেশ দেয়।

মাদাম সিডোনী রেণীকে দোকানের পর্দা ঢাকা দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে। সিডোনীর সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে একজন খদ্দেরের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল। ভাগ্যক্রমেই তা'র সঙ্গে ও'র দেখা হোয়ে গেছে। রেণীকে দেখে সে এত খুশী

হোয়ে ওঠে যে আজ সে ওখানে যাবেনা ঠিক কোরে ফেলে। সে রেণীকে কিছুতেই বাইরের লোকের মত দোকানে বসাতে রাজী হোলো না। দোকানের পিতলের ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে রেণীকে নিয়ে ওপরে চলে গেল।

"এখানে বস ভাই—"রেণীকে একটা কাউচ দেখিয়ে সে বল্‌ল। "এখানে আমরা নির্জনে গল্প কোরতে পারব। তুমি খুব সময়ে এসেছ—আর একটু হোলে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।"

"তুমি কি যেন বল্‌বে বলেছিলে?—"রেণী প্রশ্ন কোরল।

"হ্যাঁ সে একটা শোনার মত কাহিনী। মঁসিয়ে সাক্রে বলছিলেন তিনি না কি মাদাম স্যাকার্ডকে ভালোবেসে ফেলেছেন।" সিডোনী হাত দুটি জোড় কোরে,—পেটুক লোক যেমনভাবে খাওয়ার গল্প করে তেমনি লোলুপভাবে বল্‌ল। "হ্যাঁ গো সুন্দরী, তোমাকে সাক্রে ভালোবেসে ফেলেছেন। কবে নাকি অভিনেত্রীদের একটা বলনাচের আসরে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হোয়েছিল। তুমি একটা আঙরাখায় মুখ ঢেকে রেখেছিলে। আচ্ছা, সাক্রে সেদিন কি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?"

রেণী আশ্চর্য হোয়ে যায়।

"হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু তাঁকে আমায় চিনিয়ে দিল কে?"

তিনি বললেন পরে তিনি নিজেই না কি চিনতে পেরেছিলেন। তুমি তখন চলে গেছ। তা'র না কি তখন মনে পড়ে যায় তোমাকে ম্যাক্সিমের হাত ধরে যেতে দেখেছেন। সেই থেকেই তিনি তোমার প্রেমে মাতোয়ারা হোয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটা না কি আকস্মিক। তিনি আমার কাছে এসে তোমাকে জানাতে বলে গেছেন যে তিনি তোমার ক্ষমাপ্রার্থী ...."

"বেশ বলে দিও আমি ক্ষমা করেছি—"রেণী তাচ্ছিল্যের সুরে বলল।

ও কাজের কথা পাড়ল। তখনো দুশ্চিন্তায় ও'র মনটা ভরে আছে।

"আমি ভাই ভয়ানক বিপদে পড়েছি। কাল সকালে আমার পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক একান্ত দরকার। এই বিষয়ে একটা সুরাহা করার জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি তো আমাকে বলেছিলে যে তোমার সঙ্গে কয়েকজন 'কুসিদজীবির' জানা শোনা আছে।" রেণী তা'র গল্পের মাঝখানে হঠাৎ বাধা দেওয়ায় সিডোনী বিরক্ত হোয়ে উঠেছিল। সে ইচ্ছে করেই একটু দেরী কোরে উত্তর দিল।

"হ্যাঁ তা' আছে বটে! তবে আমি বলি কি প্রথমে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেই টাকাটা যোগাড় করার চেষ্টা কর। তোমার জায়গায় আমি হোলে, আমি সহজেই যোগাড় কোরে ফেলতাম। আমি সোজা ম'সিয়ে সাক্রেকে জানাতাম।"

রেণীর মুখে তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে।

"তুমি তো বলছ সে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে—কাজেই এটা তো উচিত কাজ হবেনা।" সিডোনী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ও'র মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ক্রমে তা'র মাংসল মুখে একটা কোমল সহানুভূতির হাসি ফুটে ওঠে।

"তুমি একটু আগে নিশ্চয় কাঁদছিলে। লুকিয়ো না—তোমার চোখ দেখে আমি বুঝতে পারছি। দেখ, নিজেকে শক্ত কর—জীবনকে জীবন বলেই গ্রহণ কর। বল, আমি ব্যবস্থা কোরে দিই।"

রেণী হাতের আঙুলগুলো সজোরে মোচড় দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল। ও'র অন্তরে তখন দারুণ দ্বন্দ্ব চলেছে। কি যেন ও বলতে গেল—হয়তো বা সম্মতিই দিতে যাচ্ছিল এমন সময় পাশের ঘরে ঘণ্টার শব্দ হোলো। সিডোনী তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে রেখেই চলে গেল। ওঘরে দু'সার পিয়ানো রয়েছে দেখা যাচ্ছে। রেণী পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—চাপা স্বরে কথাবার্তা হ'চ্ছে।

সিডোনী ফিরে এসে সাবধানে দরজাটা বন্ধ কোরে দিয়ে রেণীকে আস্তে কথা বলার জন্য ইশারা কোরল। সে ওর কানে কানে ফিস্

-ফিস্ কোরে বলল :

"দেখ অবস্থাটা বেশ আশাপ্রদ। ম'সিয়ে সাক্রে এসেছেন।"

"আমি এখানে আছি ও'কে বলনি তো?"—রেণী উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করে।

সিডোনী যেন ভয়ানক আশ্চর্য হোয়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে অত্যন্ত সরলভাবে বলে :

"এই রে! আমি বলে ফেলেছি যে! এখানে ডেকে পাঠানোর জন্য উনি অপেক্ষা করছেন! এ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের কথা অবশ্য আমি বলিনি……"

কে যেন চাবুক মেরেছে এমনিভাবে রেণী লাফিয়ে ওঠে। ও একেবারে বিবর্ণ হোয়ে যায়। ও'র মনের মধ্যে একটা প্রবল অহমিকা জেগে ওঠে। পাশের ঘরে জুতোর মশ্‌মশানি ওকে যেন উন্মত্ত কোরে তোলে :

"আমি চললুম—দরজাটা খুলে দাও"—ও সংক্ষেপে বলে।

সিডোনী হাসার চেষ্টা করে।

"ছেলেমানুষি কোরনা। আমি ওঁকে বলে ফেলেছি তুমি এখানে আছ—এখন আমি কি কোরব—? তুমি আমাকে খেলো কোরে দেবে দেখছি……"

কিন্তু রেণী তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে। বন্ধ দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে ও বলে ওঠে : "খোল—দরজা খুলে দাও।"

সিডোনী দরজায় ছিটকিনি দিয়ে চাবি লাগিয়ে চাবিটা সব সময়ে নিজের পকেটে রেখে দিত। এখন সে ইচ্ছে কোরেই দেরী কোরে খোলে। শেষপর্যন্ত সে ভীষণ রেগে ওঠে। তার ধূসর রঙের চোখে স্বাভাবিক হিংস্রতা ফুটে ওঠে। সে রাগে চেঁচিয়ে ওঠে : "কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে আমি কি বলব?"

রেণী পথে নেমে বলে : "বোল, আমি বিক্রীর মাল নই।"

ও দরজাটা সশব্দে টেনে দিতে দিতে শুনতে পায় সিডোনী

গজরাচ্ছে "দূর হও—বদমায়েস মাগী! তোকে কি শাস্তি দিই দেখবি।"

ক্রহামে উঠে বসে রেণী মনে মনে ভাবে "ভগবান বাঁচিয়েছেন—ও'র চেয়ে আমার স্বামীও ঢের ভালো।"

ও সোজা বাড়ী চলে যায়। সেদিন ও ম্যাক্সিমকে আসতে মানা কোরে পাঠাল। ও'র মনটা অত্যন্ত খারাপ হোয়ে গেছে—এখন বিশ্রাম দরকার। পরেরদিন সকালে সত্যি সত্যি ও ম্যাক্সিমের হাতে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক তুলে দিল। ম্যাক্সিমের বিস্মিত দৃষ্টির সুমুখে ও যেন সঙ্কুচিত হোয়ে পড়ে। স্যাকার্ড হঠাৎ ব্যবসায় কিছু লাভ কোরে টাকাটা এনে দিয়েছে—ও যেন কৈফিয়ৎ দেবার মত কোরেই বলে। সেদিনের পর থেকে ও আরো খেয়ালী হোয়ে ওঠে। ও ম্যাক্সিমের সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট সময়গুলো প্রায়ই অদল বদল করে—এমন কি অনেক সময় তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ও 'সজীঘরের' মধ্যে পালিয়ে বসে থাকে। ও'র এই পরিবর্ত্তনে ম্যাক্সিম কিন্তু বিশেষ ব্যাকুল হয়নি। রেণীকে সর্বদা মেনে চলতেই সে আনন্দ পায়। কিন্তু ও'দের মিলন যখন মাঝে মাঝে নীতির বাতিকগ্রস্ত হোয়ে পড়ে তখনই ও বিরক্তি বোধ করে। রেণী যেন আজকাল অত্যন্ত বিষন্ন হোয়ে থাকে। এমন কি অনেক সময় অকারণেই ও'র চোখ দিয়ে অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ে।

ম্যাক্সিম ভাবে: "ও বুড়ী হোয়ে যাচ্ছে। আর দু'এক বছরের মধ্যে ও'র সব রস শুকিয়ে যাবে।" কিন্তু আসল ব্যাপারটি তা' নয়। রেণী তখন মনে মনে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কোরছিল। ও'র মনে ম্যাক্সিমকে ঠকিয়ে ম'শিয়ে সাক্রের দিকে এগোবার প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। মাদাম সিডোনীর বাড়ীতে কেবলমাত্র ও'র স্বাভাবিক অহমিকার জন্যই ও বিদ্রোহ ঘোষণা কোরেছিল। ঐ সামান্য টাকার জন্য দেহ বিক্রয় কোরতে ও'র সম্মানে আঘাত লাগছিল। কিন্তু তা'র পরের দিন থেকেই ব্যভিচারস্পৃহার বিক্ষুব্ধ

আলোড়নে ও'র সব কিছুই যেন ভেঙে গড়তে থাকে। ক্রমে ও এমন অধীর হোয়ে ওঠে যে, কোনো বাচবিচার না কোরে যে কোনো লোকের কাছেই ওর আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছে হোতে থাকে। কিছু-দিন আগে—ম্যাক্সিমের সঙ্গে ওর পাপ সংসর্গের সময় স্বামীর চিন্তা মনে এলেও ও ভয়ে শিউরে উঠত। কিন্তু এখন সেই স্বামীর সঙ্গে ও সহজেই প্রণয়লীলায় মগ্ন হোয়ে যায়। স্যাকার্ডের রুক্ষ কাঠিন্যের প্রভাবে ওর সমস্ত সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো নিজের কাছেই যন্ত্রণাদায়ক হোয়ে ওঠে। এতদিন পাপকেও ও পরিমার্জিত কোরে তুলতে চাইত—অবৈধ প্রেমের মধ্যেও ও স্বর্গীয় জ্যোতি দেখতে পেত। আজ কিন্তু ও নিজেকে একসঙ্গে দুজনের ভোগ্য কোরে জঘন্যতম ব্যভিচারের অন্ধতম গহ্বরে নেমে যেতে চায়। কলঙ্কের মধ্যে দিয়ে আনন্দলাভ করার নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষায় ওর মনটা ভরে ওঠে। স্যাকার্ডের চুম্বনের উত্তাপ অধরে নিয়েই ও ম্যাক্সিমের চুম্বন গ্রহণ করে। ওর কৌতূহল ক্রমে এই অভিশপ্ত ভোগের আনন্দে নিমগ্ন হোয়ে যায়। ও এমনকি প্রেমের এই ভিন্ন মুখী দু'টি ধারাকে মিলিয়ে এক কোরে ফেলতে চায়—বাপের আদরের মধ্যে ও ছেলেকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু দ্বৈতপ্রণয়ীকে একসঙ্গে উপভোগ করার এই বিপদ সংকুল অজ্ঞাত পথ থেকে ও শুধু একটা দারুণ আতংকই সঞ্চয় কোরে আনে। সেই আতংকের মধ্যে ও যেন ও'র মুমূর্ষু আনন্দের অন্তিম নিঃশ্বাস শুনতে পায়।

দামী জামাকাপড় পরলে প্রথম প্রথম যেমন একটু আড়ষ্ট লাগে—কিন্তু ক্রমে সেটা কেটে যায়, রেণীর কাছেও তেমনি এই জঘন্য পাপ ক্রমশঃ সহজ হোয়ে উঠল। ও যুগকে অনুসরণ করতে থাকে। যুগের ধারা অনুসারেই ও সাজগোজও করতে লাগল। আবার বিবস্ত্র হওয়ার লজ্জাসঙ্কোচও ও ত্যাগ করল। ও'র ধারণা: প্রচলিত নীতিবাদের অনেক ওপরে ও বাস করছে। ও'র সেই কল্পনার স্বর্গে প্রবৃত্তি অনেক বেশী তীব্রতর—অনেক

বেশী সুস্পষ্ট। সেই স্বর্গের অ[illegible] সকলের তৃপ্তির জন্যই দেহকে বিবস্ত্র করা যেতে পারে। পাপ ওর কাছে একটা বিলাসে পরিণত হোলো। পাপকে ও অঙ্গের ভূষণ করে তুল্‌ল। সম্রাটের, তাঁর সৈনাধ্যক্ষের হাত ধরে মেয়েদের সারির মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ার ছবিটা ও'র একমাত্র লক্ষ্য এবং মোক্ষ হোয়ে উঠল।

শুধু একটি লোককে ও কিছুতেই সইতে পারছিল না—সে হ'চ্ছে ব্যাপটিষ্টী। স্যাকার্ডের সঙ্গে ও'র ঘনিষ্ঠ সংযোগ আসার পর থেকে এই দীর্ঘদেহ গম্ভীর মানুষটি পাহারাওয়ালার মত নির্বাকভাবে ও'র ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল। সে কখনো ও'র মুখের দিকে চাইত না। তার কঠিন দৃষ্টি ও'র মাথার ওপর দিয়ে ওকে পার হোয়ে চলে যেত। মনে হোতো সে যেন ও'র মুখের দিকে চেয়ে নিজের দৃষ্টিকে কলুষিত কোরতে চায় না। রেণীর দৃঢ় বিশ্বাস সে সব কিছুই জানে। কাজেই নিতান্ত সাহসের অভাব না থাকলে ও টাকা দিয়ে তা'র মুখ বন্ধ করার চেষ্টাও কোরত। তাই ব্যাপটিষ্টীকে দেখলেই ও'র মনটা কেমন একটা অস্বস্তিকর সম্ভ্রমে ভরে উঠত। ও ভাবত: চাকরটা যেন সারা বাড়ীর সততার একমাত্র প্রতীক হোয়ে উঠেছে।

একদিন সে সিলেষ্টীকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস কোরে ফেলল:

"আচ্ছা, ব্যাপটিষ্টীকে কখনো চাকর বাকরদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কী কোরতে দেখেছ? ও'র কোনো প্রণয়িনী আছে কিনা জানো কি?"

"কি বল্‌ছেন আপনি!"—সিলেষ্টী আশ্চর্য হোয়ে বলল।

"কেন, তোমার দিকে ও একটু বেশী মনোযোগ দেয় না?"

"ও কোনো মেয়ের দিকে চেয়েই দেখে না। আমরা তো ও'কে দেখতেও পাই না—ও সর্ব সময় হয় বাবুর ঘরে নয় তো আস্তাবলে থাকে।"

রেণী ব্যাপটিষ্টীর এই বিশিষ্টতায় মনে মনে আরো বিরক্ত হোয়ে

গেল। ও চাকর-বাকরদের ঘৃণা করতে চায়। সিলেষ্টীকে ও ভালবাসে বটে কিন্তু তবু যদি ও জানতে পারতো যে তা'র একজন গোপন প্রণয়ী আছে তাহলে ও বোধহয় খুশী হোতো।

: "কিন্তু সিলেষ্টী, তোমার ব্যাপটিষ্টীকে বেশ সুপুরুষ মনে হয় না ?"

কোনো আশ্চর্য ঘটনা শুনলে লোকে যেমন চম্‌কে ওঠে তেমনি সচকিতে সিলেষ্টী বলে উঠল : "দেখুন, আমার একটা সম্পূর্ণ আলাদা রকম ইচ্ছে আছে। আমি কোনো পুরুষকেই চাই না। আমি খুব বোকা নই। কি কোরব না কোরব সে আমি ঠিকই করে রেখেছি—পরে আপনি সবই জানতে পারবেন।"

রেণী তার কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারল না। ওর নিজের দুশ্চিন্তাও তখন বেড়ে উঠেছে। ও'র এই উন্মত্ত জীবন বার বার বাধার সম্মুখীন হোচ্ছে। এইসব বাধাবিপত্তি উৎরোতে অনেক সময় ওকে আহতও হোতে হচ্ছে। কিছুদিন আগে, লুইসী দ্য মেরিউল ম্যাক্সিম আর ও'র মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। রেণী লুইসীকে দারুণ ঘৃণায় লুইসীর 'কুঁজী' নাম দিয়েছিল। কিন্তু সেই 'কুঁজী'কে ও ঈর্ষা কোরত না—কারণ ও জানত সে অসুস্থ। ম্যাক্সিম কোটী টাকা পেলেও তা'কে বিয়ে করবে না। লুইসী সরে যাওয়ার পর, রেণী ওর মধ্যবিত্ত শ্রেনীজাত স্বাভাবিক সরলতার জন্যই ওর আশপাশের সকলকে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ কোরল। ও একমাত্র নিজেকেই ঘৃণা কোরত—তাই অন্য সকলেই ওর চোখে বড় হোয়ে উঠতে লাগল। লুইসীর সঙ্গে ম্যাক্সিমের বিয়েটা ওর কাছে একটা বিরাট ফাঁকিবাজী বলে মনে হোয়েছিল। কিন্তু যখন আর ওদের বিয়ের সম্ভাবনা রইল না তখন ও শান্তি পেল না। ম্যাক্সিমের নানা জায়াগায় মেলামেশা, বহু বন্ধুবান্ধব ওকে পীড়া দিতে লাগল। ম্যাক্সিমের কাছে লুইসীর কথা তুললেই সে সহজভাবে হাসতে হাসতে বলত : "ছুঁড়ি আমাকে প্রিয়তম বলে ডাকে—জান ?"

ম্যাক্সিম এমন সহজভাবে কথাগুলো বলত যে লুইসীর সতের বছর বয়স হোয়েছে একথা তা'কে মনে করিয়ে দিতে ওর সাহস হোতো না। ও কিছুতেই বলতে পারতনা পরস্পরের হাত নিয়ে ওদের খেলা করা, বৈঠকখানার নির্জন কোনে গিয়ে রসিকতা, ও'র এক একটি মনোরম সন্ধ্যেকে একেবারে মাটি কোরে দেয়।

এই সময়ে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যা'তে অবস্থাটা আরো অদ্ভুত হোয়ে দাঁড়ালো। বেণী ওর অহংকারের জন্য এক এক সময় অসমসাহসিক কাজ কোরে ফেলত। এক একদিন ও ম্যাক্সিমকে দরজার পাশে কিংবা পর্দার আড়ালে টেনে নিয়ে এমন অসতর্কভাবে চুম্বন কোরত যে, কারুর চোখে পড়ে যাওয়াটা মোটেই অসম্ভব ছিল না। সেটা ছিল বৃহস্পতিবার। ছোট্ট বৈঠকখানাটা লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ রেণীর মাথায় খেয়াল চাপল। 'সব্জীঘর' থেকে বেরিয়ে এসে ও ম্যাক্সিমকে ডেকে নিয়ে গেল। ম্যাক্সিম তখন লুইসীর সঙ্গে গল্প করছিল। রেণী ম্যাক্সিমকে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'সব্জীঘরে' দু'টো ঝোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার মুখে চুমু খেল। ও ভেবেছিল ও'দের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু লুইসী ম্যাক্সিমের পিছন পিছন গেছে এটা ও লক্ষ্য করেনি। মুখ তুলেই ওরা দেখল লুইসী মুখে একটা অস্বাভাবিক হাসি নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। তা'র মুখে বিস্ময় অথবা লজ্জার চিহ্ন মাত্র নেই। সেও যেন ও'দের পাপ পথের সহযাত্রী—এই চুম্বনের মূল্য সম্বন্ধে তার যেন যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

ম্যাক্সিম সেদিন সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রেণী কিন্তু নির্বিকার—বরং ও যেন একটু আনন্দিতই হোয়ে উঠেছিল। সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেল। লুইসী আর ম্যাক্সিমের দিকে হাত বাড়াবে না। রেণী বোধ হয় ভেবেছিল :

"এটা আমার ইচ্ছে করেই করা উচিত ছিল। লুইসীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার ওর 'প্রিয়তম' আমারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি।"

লুইসীকে ঠিক আগের মতই হাসিখুশী দেখে ম্যাক্সিম আবার নিশ্চিন্ত হোতে পারল। সে ভাবল : লুইসী খুব ভাল মেয়ে।

রেণীর আশংকার যথেষ্ট কারণও ছিল। কিছুদিন থেকে স্যাকার্ড লুইসীর সঙ্গে ম্যাক্সিমের বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হোয়ে উঠেছিল। বিয়েতে যে দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক 'পণ' পাওয়া যাবে সেটাকে সে কোনমতেই হাতছাড়া কোরতে নারাজ। সে ঠিক করেছিল 'বরপণটা' সেই হাতিয়ে নেবে। লুইসী শীতকালে অত্যন্ত অসুস্থ হোয়ে প'ড়ে, প্রায় সপ্তাহ তিনেক বিছানায় পড়ে রইল। সেই সময় পাছে বিয়েটা না হয় এই ভয়ে সে এত ব্যাকুল হোয়ে উঠল যে সে ঠিক কোরে ফেলল তখনই বিয়েটা দিয়ে দেবে। কিন্তু ডাক্তাররা বলল : মার্চ মাসটা লুইসীর পক্ষে বিশেষ ভয়ের সময়।

এ বিষয়ে ম্যাক্সিমের মতামত জানতে চাইলে ম্যাক্সিম সংকুচিত হোয়ে পড়ল। লুইসীকে তা'র বেশ লাগে—তাছাড়া 'পণের' টাকাটার লোভ সংবরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে মত দিল। এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে না চাওয়ায় স্যাকার্ড ও'দের বিয়ের জন্য যে দিন স্থির কোরল তা'তে ও আপত্তি তুল্‌ল না। কিন্তু মনে মনে সে বুঝতে পারলো যে ব্যাপারটা অত সহজে শেষ হবে না। রেণী কিছুতেই মত দেবে না। ও কান্নাকাটি কোরবে—হয়তো বা এমন কুৎসা রটাবে যে সারা প্যারিসে ছিঃ ছিঃ পড়ে যাবে, এটা সে মোটেই চায় না। রেণীকে সে ভয় কোরতে আরম্ভ কোরল। ও এমনভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে যে তা'র বুক কেঁপে ওঠে। কাঁধে হাত রাখলে মনে হয় ও'র হাতের তীক্ষ্ণ নখগুলো যেন তা'র কাঁধের মাংসের মধ্যে বসে যাচ্ছে। রেণীর স্বৈরাচার যেন দিন দিন রুক্ষতর হোয়ে উঠেছে ওর হাসির মধ্যেও যেন একটা কঠোর শব্দ শোনা যায়। ম্যাক্সিম সত্যি সত্যি ভাবে একদিন রাত্রে হয়তো ও তা'র বাহুবন্ধনের মধ্যেই উন্মাদ হোয়ে যাবে। ও'র ঐ মনোভাবের জন্য ওদের ব্যভিচারের আনন্দও আর তেমন জমে না। যন্ত্র বিকল হোয়ে যাবার আগে

যেমন ঝড়্‌ঝড়্‌ কোরতে থাকে রেণীকে দেখেও সেইরকম মনে হয়।

ম্যাক্সিম রেণীকে ছেড়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। সে বারবার বলে ওরা অত্যন্ত বোকামি কোরে ফেলেছে। অতীতে একদিন ওদের ঘনিষ্ঠতাই ওদের সহজ ভালবাসাকে উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারে পরিণত কোরেছিল—আজ আবার সেই ঘনিষ্ঠতার জন্যই অন্য যে কোনো মেয়ে হ'লে যেমনভাবে ছেড়ে চলে আস্‌ত, রেণীকে তেমন ভালভাবে ছাড়তে পারলনা। সাধারণত ঝগড়া-ঝাটি না কোরে প্রেমের পরিসমাপ্তি আনার জন্য সে একটা বিশেষ উপায় অবলম্বন করে। সে করে কি—কিছুদিন দেখাশোনা করা বন্ধ কোরে দেয়। ঝগড়াঝাটি করা তার পোষায় না। আর রেণীর কাছে সে যেন এখনো ইচ্ছে করেই ধরা দিয়ে ফেলে। রেণী তা'র সঙ্গে মা'য়ের মত ব্যবহার করে: তার খরচপত্র যোগায়, পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচায়……। কিন্তু তবু লুইসীর কথা, দশলাখ ফ্রাঙ্ক পণের কথা তাকে ভাবিয়ে তোলে। এমন কি রেণীর চুম্বন গ্রহন কোরতে কোরতেও সে ভাবে: "এসব নিঃসন্দেহে খুবই ভালো, কিন্তু তবু এ চিরকাল থাক্‌বে না।"

একদিন রাত্রে একটা ঘটনা ঘটল। ম্যাক্সিম একটা মেয়েমানুষের বাড়ীতে প্রায়ই জুয়া খেলতে যেত। এমনি অনেক দিন সে জুয়া খেলতে খেলতে রাত ভোর হোয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন খেলা আরম্ভ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একেবারে নিঃস্ব হোয়ে গেল। বাধ্য হোয়েই তা'কে উঠে পড়তে হোলো। খেলায় হেরে শূন্য পকেটে বাড়ী ফেরার সময় জুয়াড়ীরা যেমন রাগে জ্বলতে থাকে, ম্যাক্সিমের তেমনি নিস্ফল রাগে গা জ্বালা কোরতে লাগল। তখন কয়েক লুই ফেলে দিয়ে আর এক বাজী খেলার জন্য বোধহয় সে সর্বস্ব দিতে পারতো। টুপিটা তুলে নিয়ে সে যন্ত্রচালিতের মত সোজা পার্ক মঁকোতে এসে উপস্থিত। ছোট 'গেটটা' খুলে সে

'সজ্জাঘরে' ঢুকল। রাত ১২টা বেজে গেছে। রেণী তা'কে সে রাত্রে আস্‌তে মানা করে দিয়েছিল। আজকাল আসতে বারণ করার সময় রেণী কোনোরকম কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দেয় না। ম্যাক্সিমও ঐদিনগুলোকে ছুটির মত উপভোগ করবে ভাবে। ছোট বৈঠকখানার কাচের দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে রেণীর সেই বারণ করাটা আজ তা'র সুস্পষ্টই মনে ছিল। সাধারণত যেদিন সে আসে, সেদিন রেণী আগে থেকেই দরজার ছিট্‌কিনি খুলে রাখে।

রেণীর সাজঘরের জানালা দিয়ে তখনো আলো দেখা যাচ্ছে। সে ভাবল: "নীচে থেকে শীষ্ দিলে রেণী নিশ্চয় নেমে আসবে। আজকে আর ও'কে বিরক্ত কোরবনা—ও'র কাছ থেকে কয়েক লুই নিয়ে চলে যাব।"

সে আস্তে আস্তে শীষ্ দিল। আগেও অনেকবার এইভাবে সে আগমনবার্তা জানিয়েছে। কিন্তু সেদিন কয়েকবার শীষ্ দিয়েও সে সাড়া পেল না। কিন্তু সাড়া না পেয়ে ম্যাক্সিমের যেন গোঁ চেপে গেল। সে ক্রমে জোরে জোরে শীষ্ দিতে আরম্ভ কোরল। ধার কোরে টাকা নিয়ে ফিরে যাবার মতলবটা সে কিছুতেই ছাড়তে নারাজ। অনেকক্ষণ পরে সে দেখল অত্যন্ত সতর্কভাবে কে যেন কাঁচের দরজাটা খুলছে। নিঃশব্দ চরণে রেণী 'সজ্জাঘরের' মধ্যে এসে দাঁড়ালো। ও'র চুলগুলো খুলে এলোমেলো হোয়ে রয়েছে। বোধহয় ও সবেমাত্র শুতে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাথর বিছানো পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে রেণী ম্যাক্সিমকে একটা কুঞ্জের দিকে ঠেলে দিল। ওর পায়ে জুতোও নেই—কিন্তু তবু পথের পাথরগুলো যেন ও'র পায়ে ফুটছেনা—একটু ঠাণ্ডাও যেন লাগছেনা।

"বোকার মত ওরকম জোরে জোরে শিষ্ দিচ্ছিলে কেন?"—রাগ চেপে ও বলে। "তোমায় আজ আস্‌তে বারণ করেছিলাম না? —কি দরকার তোমার আমার কাছে?" ম্যাক্সিম এ রকম

অভ্যর্থনা পেয়ে একটু আশ্চর্য হোয়ে যায়। বলে: "ওপরে চল—বলছি। এখানে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

কিন্তু একটু এগোতেই রেণী তা'কে আট্‌কে ফেলে। এতক্ষণে ম্যাক্সিম লক্ষ্য করে, ওকে দারুণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ভয়ে ও একেবারে কুঁকড়ে গেছে। ওর বাঁশ পাতার মত কম্পিত দেহে নানারকম জামাকাপড়গুলো ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে ঝুল্‌ছে।

আশ্চর্য হোয়ে ও'কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সে প্রশ্ন করে:

"কি ব্যাপার তোমার অসুখ কোরেছে নাকি?"

কতকটা যেন সংস্কারবশেই সে 'সজ্জীঘরের' কাঁচের শার্শির মধ্যে দিয়ে সাজঘরের জানালার দিকে চেয়ে দেখে। ঐ জানালাতেই সে আলো দেখেছিল।

"আরে, তোমার ঘরে একজন লোক রয়েছে, না?"—সে হঠাৎ বলে উঠল।

"না, না,! কেউ না!!—"রেণী জড়িতকণ্ঠে বলে। ও যেন ছটফট করতে থাকে।

"উহুঁ! আমি ছায়া দেখতে পেয়েছি।"

কিছুক্ষণ ওরা স্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভয়ে রেণীর দাঁতে দাঁতে লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। ওর মনে হয় কে যেন ওর খালি পায়ের ওপর বাল্‌তি বাল্‌তি বরফজল ঢেলে দিচ্ছে। ম্যাক্সিম মনে মনে খুব রেগে ওঠে। কিন্তু সে তবু নিজেকে সংযত কোরে নিয়ে ভাবতে থাকে। সে নিজেকেই বলে ভালো হোয়েছে—এবার সে সহজেই সম্পর্ক তুলে দিতে পারবে।

"সিলেষ্টী কোট পরে বেড়াচ্ছে একথা নিশ্চয় তুমি বলবে না। 'সজ্জীঘরের' শার্শির কাঁচগুলো যদি অতটা পুরু না হোত তাহলে আমি সম্ভবতঃ ভদ্রলোকটিকে চিনতেও পারতাম।"

ম্যাক্সিমকে কুঞ্জের দিকে আরো ঠেলে দিয়ে রেণী হাত জোড় কোরে বলে ওঠে: "দয়া কর······ম্যাক্সিম······"

কিন্তু ম্যাক্সিমের মধ্যে তখন একটা দারুণ প্রতিহিংসা জেগে উঠেছে। রাগ ঝেড়ে দিয়ে মনটাকে হালকা করে ফেলার মত মনের জোর তা'র ছিল না। প্রচণ্ড বিদ্বেষে সে নিজের ঠোঁট কামড়াতে থাকে। প্রথমে তা'র ওকে ধরে বেশ কোরে ঠেঙ্গাতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছেটাকে দমন কোরে সে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে :

"আগেই তোমার একথা আমাকে জানানো উচিত ছিল—আমি তাহলে তোমাকে বিরক্ত কোরতে আসতাম না। একজনকে যে চিরকাল ভালো লাগবেনা এটা খুবই স্বাভাবিক। আমার নিজেরও আর ভালো লাগছে না……। না, না, অস্থির হোয়ো না……। আমি তোমাকে এখুনি ছেড়ে দেব—তুমি সচ্ছন্দে ওপরে চলে যেতে পারো—কিন্তু তার আগে ঐ ভদ্রলোকের নামটি বলে যেতে হ'বে।

: "না, সে আমি কিছুতেই বলতে পারব না……" রেণী প্রাণপণে কান্না চেপে বলে।

: "নামটি জানতে পারলেই আমি ওকে ডাকতে যাচ্ছি না—আমি শুধু জানার জন্যই জানতে চাইছি। বল, তাড়াতাড়ি নামটি বলে ফেল—আমি এখুনি তোমাকে ছেড়ে দেব।"

"ম্যাক্সিম, বিশ্বাস করো—আমি বলতে পারছি না……"

কিন্তু রেণী শেষপর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়। ও একেবারে ভেঙে পড়েছে। চকিত দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে ও চাপা গলায় বলে : "মঁসিয়ে সাক্রে।"

ম্যাক্সিম নিজের নৃশংসতায় বোধহয় একটু খুশী হোয়ে উঠেছিল। কিন্তু রেণীর মুখে নামটি শুনে সে একেবারে পাংশু হোয়ে যায়। একটা তীব্র বেদনা তাকে দারুণ উত্তেজিত কোরে তোলে। সজোরে ধাক্কা দিয়ে সে রেণীকে একপাশে ফেলে দেয়। তারপর ওর কাছে এগিয়ে এসে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে :

"তুমি একটা......!!"

ম্যাক্সিম আর কথা বল্‌তে পারে না। সে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু রেণী ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে। বারবার ক্ষমা চেয়ে বলতে থাকে আমি তোমাকেই ভালবাসি, বিশ্বাস করো......, কাল আমার সব কথা তোমাকে খুলে বলব। কিন্তু ম্যাক্সিম নিজেকে মুক্ত কোরে নিয়ে সশব্দে দরজাটা টেনে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেঃ "না, না, যথেষ্ট হোয়েছে......আমার খুব শিক্ষা হোয়েছে!!"

রেণী যেন মাটিতে মিশিয়ে যায়। ম্যাক্সিম বাগান পার হোয়ে চলে যাচ্ছে—ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ওর মনে হয় 'সব্জীঘরের' গাছপালাগুলো ওকে ঘিরে ভূতের মত নাচ্‌ছে। তারপর বহুকষ্টে নিজের দেহটাকে টান্‌তে টান্‌তে ও সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। ঠাণ্ডায় ওর গায়ের রং ফ্যাকাসে হোয়ে গেছে—জামা-কাপড়গুলো অত্যন্ত কুৎসিতভাবে বিস্রস্ত হোয়ে পড়েছে। ওপরে ওর স্বামীও ওর প্রতীক্ষা কোরছে। ওকে একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। ও বলে ওর একটা নোটবুক হারিয়ে গেছে, সেইটাই ও খুঁজতে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে ওর মনটা দারুণ অনুশোচনায় ভরে ওঠে। ও ভাবে ম্যাক্সিমকে বলা উচিত ছিল, তার বাবা বাড়ী ফিরে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কয়েকটা জরুরী কথা বলার জন্য ওর ঘরে এসেছে।

এদিকে স্যাকার্ড ঠিক কোরে ফেলল পরের দিনই সে সারোণীর ব্যাপারটা শেষ কোরবে। রেণী এখন তার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। 'বুলেভা দ্য প্রিন্স ইউজেন' পথটা কোনখান দিয়ে যাবে সেটা খুব শীগ্‌গীরই স্থির হোয়ে যাবে। কাজেই ঐ জমিটা দখল হওয়ার কথা জানাজানি হবার আগেই রেণীর কাছ থেকে ওটাকে বার কোরে নিতে হবে। স্যাকার্ড শিল্পীর মত নিখুঁতভাবে কাজ কোরতে ভালোবাসে। ঠিক সময়টি আসার জন্য সে ধৈর্য্য ধরে

অপেক্ষা কোরে—তারপর ভালো শিকারীর মত এমনভাবে ফাঁদ পাতে যে নিস্কৃতি পাবার কোনো উপায় থাকে না। বাটপাড়ি করার মধ্যে সে একটা বিশেষ রকমের আনন্দ পায়। তার ইচ্ছে: নামমাত্র মূল্যে সে জমিটা দখল কোরবে। তারপর ওর থেকে যা' লাভ হ'বার হোয়ে গেলে রেণীকে লাখ খানেক ফ্রাঙ্কের গহনা কিনে দেবে। অতি সহজ জিনিষও সে হাত দেওয়া মাত্র জটিল হোয়ে উঠত। লোভটা তা'র এমনই প্রবল হোয়ে উঠেছিল যে সে বোধ হয় পাঁচ ফ্রাঙ্কের জন্য তা'র বাবাকেও খুন কোরতে পারত। কিন্তু এত জাল জচ্চুরি কোরে যা' সে রোজগার কোরত তা' নবাবের মত ওড়াতেও তা'র বাধ্‌তনা। কিন্তু রেণীর সম্পত্তিটা দখল করার আগে সে লারসনোকে একবার বাজিয়ে নেবে ঠিক কোরল—কিছুদিন থেকে তার সন্দেহ হচ্ছিল লারসনো যেন তাকে 'ব্লাকমেল' করার মতলব করছে। স্যাকার্ডের তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবারের মত তাকে বাঁচিয়ে দিল। লারসনো সত্যই তাকে শোষণ করার মতলব কোরেছিল। স্যাকার্ড রু দ্য রিভোলীতে লারসনোর অফিসে গিয়ে দেখল লারসনো যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে এমনি ভান কোরছে।

"এবার আমাদের ভরা ডুবি……"—লারসনো স্যাকার্ডের হাত ধরে বলল। "আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের যা হোক একটা মতলব বার কোরতে হবে।"

লারসনোর চোখে যেন জল এসে যায়। স্যাকার্ড কিন্তু ইতি-মধ্যে দেখে নিয়েছিল যে টেবিলের ওপর যে চিঠি রয়েছে সেটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে লেখা। ওটাতে মানসিক দুশ্চিন্তার কোনো ছাপই নেই। সে আসার আগে লারসনো ঐ চিঠিটা লিখছিল। কাজেই ব্যাপারটা একমুহূর্তে বুঝে নিয়ে শান্তভাবে সে জিজ্ঞেস কোরল: "কেন, কি হোয়েছে?"

লারসনো টেবিলের সুমুখে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। সে যেন কথা বলতে পারছে না এমনিভাবে হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে শুধু মাথা নাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ভাঙাগলায় সে বলে উঠল :

"আমাদের সেই হিসাবের খাতাটা চুরী গেছে।"

সে একটা গল্প বানিয়ে বলে দিল : তা'র একজন কেরানী অনেকগুলো কাগজপত্র চুরী কোরে পালিয়েছে। সেইসব কাগজ-পত্রের মধ্যে খাতাটাও গেছে। কি ভাবে ঐ খাতাটাকে ব্যবহার করা যায় তাও সে বুঝতে পেরেছে। সে বলে পাঠিয়েছে একলাখ ফ্রাঙ্ক দিলে সে খাতাটা ফিরত দিতে পারে।

স্যাকার্ড ভাবতে লাগল। গল্পটা যে বানানো এতে তার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। স্যাকার্ড বিশ্বাস করুক আর নাই করুক তাতে লারসনোরও কিছু আসে যায় না। লারসনো কোনো একটা ছলে স্যাকার্ডকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিল যে সারোনীর ব্যাপারটার জন্য তার এক লাখ ফ্রাঙ্ক চাই। টাকাটা পেলে সে সত্যি সত্যিই ঐ কাগজপত্রগুলো ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এতটাকা দেওয়া স্যাকার্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। লারসনো যদি তার কাছে লাভের একটা অংশ চাইত তাহলে সে সানন্দেই দিতে রাজী ছিল। কিন্তু লারসনো তা'কে ফাঁদে ফেলে ঠকাবার চেষ্টা করায় সে ভীষণ চটে গেল। সে নিজেও মনে মনে মতলব ঠিক কোরেই রেখেছিল। সে জানত লারসনোকে কি ভাবে শায়েস্তা করা যায়। না হলে সে সচ্ছন্দে লারসনোকে ইউজেনের কাছে নিয়ে গিয়ে একলাখ ফ্রাঙ্ক দিয়ে দিতে পারতো। ইউজেন গোলমালটা চাপা দেবার জন্য নিশ্চয় টাকা দিত।

স্যাকার্ড বসে পড়ে বলে : "এঃ! ব্যাপারটা তো ভালো নয়। আচ্ছা, সেই লোকটার সঙ্গে দেখা করা যায় না?"

"হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। সে এই কাজেই রু জীন-

ল্যাতিয়েরে থাকে।" দশ মিনিটের মধ্যেই একটি বেঁটেখাটো ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। লোকটির মাথার চুলগুলো পাতলা হোয়ে গেছে—মুখ ভর্তি মেচেতার দাগ। অত্যন্ত সাবধানে, যাতে একটুও শব্দ না হয় এমনিভাবে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। লোকটির গায়ে একটা জীর্ণ কালো কোট। স্যাকার্ডের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। লারসনো ওকে ব্যাপটিষ্টীন বলে ডাকতে লাগল। লারসনোর প্রশ্নগুলো সে যতটা সম্ভব এক কথায় উত্তর দিতে লাগল। লারসনো তাকে চোর বাটপাড় ইত্যাদি যা মুখে এল তাই বলে গালাগাল করতে লাগল—সেও নির্বিকারভাবে সহ্য করে গেল।

স্যাকার্ড কিন্তু মনে মনে লোকটির স্থৈর্যের প্রশংসা না কোরে পারছিল না। লারসনো হঠাৎ চেয়ার থেকে এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যে মনে হোলে সে বোধহয় ওকে মারবে। ও অত্যন্ত বিনীত-ভাবে শুধু একটু পিছিয়ে গেল।

"হোয়েছে, হোয়েছে, ওকে যেতে দাও"—স্যাকার্ড বলল। "তুমি একলাখ ফ্রাঙ্ক পেলে কাগজগুলো দিয়ে দেবে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, যাও।"

লোকটি চলে গেল। লারসনো কিন্তু তখনো যেন নিজেকে সামলাতে পারছিল না। "কি সাংঘাতিক লোক! কি রকম ভিত্-ভিতে চোখে চেয়ে থাকে দেখছ। এই মেনীমুখো লোকগুলো ভয়ংকর প্রকৃতির—ও'রা মাত্র কুড়ি ফ্রাঙ্কের জন্য খুনও করতে পারে।"

স্যাকার্ড ও'কে থামিয়ে দিয়ে বলল: "যাক্, ছেড়ে দাও—ও এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। ও'র সঙ্গে সহজেই বোঝাপড়া করে নেওয়া যাবে। আমি এর চেয়ে আরো বেশী দুশ্চিন্তার খবর নিয়ে এসেছি। তুমি আমার বৌকে বিশ্বাস না কোরে ঠিকই কোরেছিলে, ও মঁসিয়ে হাফনারকে ও'র সম্পত্তির অংশ বিক্রী করে দিচ্ছে। ও

বল্‌ছে ওর টাকার দরকার। ও'র বন্ধু সুশানী বোধহয় ওকে এই মতলবটি দিয়েছে।"

লারসনোর বিক্ষুব্ধভাব এক মূহুর্তে যেন কোথায় মিলিয়ে যায়।

"এই বিক্রীর মানে হ'চ্ছে আমাদের ধ্বংস"—স্যাকার্ড বলে। "ম'সিয়ে হাফনার আমাদের অংশীদার হোলে আমাদের মুনাফা তো কমবেই—কিন্তু তা'র চেয়েও আমার ভয় এই যে আমরা বড় বিশ্রী অবস্থায় পড়ে যাব। হাফনার অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক, সে নিশ্চয় হিসাবপত্র দেখতে চাইবে।"

লারসনো দারুণ উৎকণ্ঠায় পায়চারি কোরতে লাগল।

"ওঃ! পরের উপকার কোরতে গেলে কি বিপদেই না পড়তে হয়! কিন্তু ভাই, আমি তোমার জায়গায় হোলে কিছুতেই আমার বৌকে এ রকম বোকামি করতে দিতাম না। আমি ওকে ঠেঙ্গিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতাম।"

স্যাকার্ড বাঁকা হাসি হেসে বলেঃ "আহা, ভুল কোরছ! তোমার ঐ জোচ্চোর ব্যাপটিষ্টীনের ওপব যতটুকু ক্ষমতা আছে, আমারও আমার বৌএর ওপর তা'র চেয়ে বেশী ক্ষমতা নেই।"

লারসনো পায়চারি থামিয়ে স্যাকার্ডের সুমুখে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। স্যাকার্ড তখনো তেমনি-ভাবে হাস্‌ছে। তা'রপর আবার ধীরে ধীরে পায়চারি আরম্ভ কোরল। একটা আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে ও 'নেকটাই'টা ঠিক কোরে নিয়ে আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে আরম্ভ কোরল।

"ব্যাপটিষ্টীন"—লারসনো হঠাৎ চেঁচিয়ে ডেকে ওঠে।

সেই লোকটি আবার ঘরে ঢুকল। এবার কিন্তু সে অন্য দরজা দিয়ে এল। তার মাথায় টুপি নেই। হাতে একটা কলম।

"যাও, হিসাবের খাতাটা নিয়ে এস—" লারসনো বলল।

সে চলে গেলে লারসনো স্যাকার্ডকে বল্‌ল তাকে কত দিতে হবে।

স্যাকার্ড সারোনীর ভবিষ্যৎ মুনাফা থেকে ত্রিশহাজার ফ্রাঙ্ক দিতে রাজী হোলো। মনে মনে সে বুঝল যে লারসনোর হাত থেকে কমের ওপর দিয়েই রেহাই পাওয়া গেছে। স্যাকার্ডের হোয়ে লারসনো নিজেই ব্যাপটিষ্টীনের কাছে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের জন্য জামিন দাঁড়িয়ে প্রহসনটা শেষ কোরল। স্যাকার্ড মুক্তির আনন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে খাতার পাতাগুলো একটি একটি কোরে অগ্নিকুণ্ডের আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। কাজ শেষ কোরে যাবার সময় লারসনোর হাতখানা ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে সে প্রশ্ন কোরল :

"তাহলে আজ সন্ধ্যেবেলা লরার ওখানে যাচ্ছো তো?—আমার জন্য ওখানে অপেক্ষা কোর। আমি এখুনি আমার বৌএর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেব—আজ ওখানেই আমাদের পরিকল্পনাটাকে পাকাপাকি করে ফেল্‌তে হ'বে।"

লরা ছ্য অরিনি কখনো এক জায়গায় বেশীদিন থাকৃত না। তখন সে 'এক্সপিয়েটরী স্যাপেলের' সুমুখে বুলেভা হাউসম্যানের ওপর একটা মস্ত বাসা ভাড়া নিয়ে বাস কোরছিল। সপ্তাহে একদিন সে তা'র বাসায় কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ কোরত। আসলে, সারা সপ্তাহ ধরে যেসব লোক তা'র কাছে যেত তাদেরই ও ঐ দিনটিতে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ কোরত। প্রত্যেক মংগলবার স্যাকার্ড ওখানে যেত। এটা একটা বাঁধাধরা নিয়মের মত হোয়ে গিয়েছিল। স্যাকার্ড যেন দেখতে পায়নি কাজেই মংগলবার রাতটা তা'র একার সম্পত্তি হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। লরা মাঝে মাঝে তা'কে লুকিয়ে আরো কারুকে আস্‌তে বলে দিত। স্যাকার্ড তখন যেন বুঝতে পারেনি এমনিভাবে হাস্‌ত। সকলে চলে যাবার পর চুরুট ধরিয়ে সে লরার সঙ্গে কখনো কাজের কথা ব'লত—কখনো আবার যে লোকটিকে লরা আস্‌তে বলে দিয়েছে, তা'কে নিয়ে ওকে ঠাট্টা কোরত। এদিকে সে লোকটি ততক্ষণ স্যাকার্ডের চলে যাওয়ার জন্য পথে অপেক্ষা কোরছে।

লরাকে গাল টিপে আদর কোরে সেও যেমনি এক দরজা দিয়ে বেরুত, সেই লোকটিও তেমনি আর এক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকত। লরা এইভাবে এক ঢিলে দুই পাখী মারত : স্যাকার্ডের সম্মানও বজায় থাকৃত আবার লরার মাসে দু' 'সেট' কোরে নোতুন আসবাব-পত্রও আসত। এই চালাকিটা নিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি কোরত। কিন্তু লরার আর এসব ভালো লাগছিল না। সে ঠিক কোরে ফেল্‌ল এবার সে এসব শেষ কোরবে। কিন্তু শেষ কোরতে গেলে লোক জানাজানি কোরতে হ'বে। কাজেই এমন একজন বোকা খুঁজে বার করা দরকার যে সকলকে জানিয়ে তা'র 'কর্ত্তা' হোতে রাজী হ'বে। জগতে বোকার অভাব নেই—কাজেই এরকম বোকাও পাওয়া গেল। ডিউক দ্য রোজান তা'র নিজের সমাজের মেয়েদের কাছে বিশেষ পাত্তা না পেয়ে দুশ্চরিত্রতার কুখ্যাতি কেনার জন্য ব্যস্ত হোয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক সম্ভবত তার পান্‌সে জীবনটার একটু স্বাদ বদলাবার জন্যই একাজে নেমেছিল। প্রত্যেক মংগলবার লরার বাড়ীতে এসে সে লরার মন ভোলাবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম কোরত। অতিরিক্ত সরলতা দেখিয়ে শেষপর্যন্ত সে লরাকে জয়ও কোরল। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক তখনও মা'এর ঘাড়েই বসে খেত। তার আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় যে একসঙ্গে দশলুই খরচ করার সামর্থও ছিলনা। যেদিন লরা তার ঐ দশটি লুই আদায় করার মতলব কোরত সেদিন তার সুমুখে নিজের অভাব গাইতে শুরু কোরত। সে বোলত কয়েক লাখ ফ্রাঙ্ক পেলে আপাতত কোনোরকমে চলে। ডিউকও তার দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলত ভবিষ্যতে সম্পত্তি তার নিজের হাতে এলে সে লরার অভাব রাখবে না। লরার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। লারসনোর সঙ্গে লরার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। সে ঠিক কোরল ডিউকের সঙ্গে লারসনোর আলাপ করিয়ে দেবে। ডিউকের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠলে লারসনো তাকে

একদিন 'টর্টনীতে' খেতে নিয়ে গেল। সেখানে খেতে খেতে একজন স্পেনীয় মেয়ের সঙ্গে ও'র নিজের কল্পিত প্রেম-কাহিনী বর্ণনা করার ছলে লারসনো শুনিয়ে দিল যে ও'র সঙ্গে কয়েকজন কুসিদজীবির জানাশোনা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যেন ডিউককে সাবধান করে দিচ্ছে এমনিভাবে সে বলল: "ওদের খপ্পরে পড়লে কিন্তু রক্ষে নেই।" এই গোপন খবরটি পেয়ে ডিউক টাকা ধার করার জন্য লারসনোকে ধরে পড়ল। লারসনো শেষপর্যন্ত যেন একান্ত অনিচ্ছায় রাজী হোলো। স্যাকার্ড যেদিন ও'র সঙ্গে লরার বাসায় দেখা করবে ঠিক কোরল, সেদিনই লারসনোর টাকা নিয়ে যাবার কথা।

লারসনো যখন লরার সাদা আর সোনালী কারুকার্য করা প্রকাণ্ড বৈঠকখানাতে গিয়ে পৌছুল তখন কেবলমাত্র পাঁচ ছ'টি মেয়ে এসেছে। লারসনোকে দেখে ওরা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ হাত ধরে, কেউ গলা ধরে ঝুলে পড়ে ওকে আদর কোরতে আরম্ভ কোরল। ওরা আদর কোরে ওকে "লার" বলে ডাকে। 'লার' নামটা লরার আবিষ্কার। শেষে লারসনো বলে ওঠে:

"হোয়েছে, হোয়েছে,—তোমরা এবার আমার টুপিটা ভাঙবে।"

ওরা ঠাণ্ডা হোয়ে লারসনোকে ঘিরে বসে। ও ওদের সিলভিয়ার কথা বলতে থাকে। সিলভিয়া কাল রাত্রে লারসনোর সঙ্গে খেতে গিয়েছিল। খাওয়াটা একটু বেশী চাপ হোয়ে যাওয়ায় বেচারীর আজ পেটের গোলমাল হোয়েছে। লারসনো পকেট থেকে একবাক্স বাদামের বরফি বার কোরে ওদের বরফি খাওয়ায়। এমন সময় লরা ঘরে ঢুকল। লরা এতক্ষণ তার শোবার ঘরে ছিল। তখন কয়েকজন ভদ্রলোক এসে গিয়েছেন। লরা লারসনোকে তার সাজঘরে ডেকে নিয়ে গেল। বৈঠকখানার একপাশে কয়েকটা পর্দা দিয়ে সাজঘরটাকে আলাদা করা হোয়েছে।

· "টাকা এনেছ ?"—লরা ওকে জিজ্ঞেস করে।

লারসনো কোটের ভেতরের পকেটটা চাপড়ে রসিকতা কোরে মাথা নাড়ে।

"তুমি ভয়ানক দুষ্টু, লার !"—লরা হেসে বলে।

ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে লরা ওকে চুম্বন করে।

"একটু অপেক্ষা কর ! আমি ওকে আর একটু দুর্বল কোরে ফেলতে চাই······রোজান আমার ঘরেই আছে। ওকে ডেকে আনছি।"

কিন্তু লারসনো তাকে আট্‌কে কাঁধে চুমু খেয়ে বলে ঃ

"আমার 'দস্তুরী'টা মনে আছে তো ?"

'হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ। আমি তো রাজী হোয়েছি !"

লরা রোজানকে ডেকে আনল। লারসনোর পোষাক পরিচ্ছদ ডিউকের চেয়ে অনেক ভালো। ওব হাতের দস্তানাটা ডিউকের মত বেঢপ নয়—গলার 'টাই'টাও ডিউকের 'টাই'এর চেয়ে অনেক সুন্দর। অন্যমনস্কভাবে করমর্দন কোরে ওরা রেসের গল্প আরম্ভ কোরল। ওদের এক বন্ধুর ঘোড়া কালকের রেসে হেরে গেছে। এদিকে লরা ক্রমে অধৈর্য হোয়ে ওঠে।

"ওসব এখন থাক্"—লরা শেষপর্যন্ত না বলে পারে না। "রোজান, লার টাকা এনেছে। ও ব্যাপারটা আগে মিটিয়ে ফেল।"

লারসনোর যেন এতক্ষণ মনেই ছিল না এমনি ভান কোরে বলে ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকাটা আমি এনেছি। কিন্তু এসবে না জড়ালেই তুমি ভালো কোরতে ভাই। ওঃ ! ওরা একেবারে ডাকাত ! আমার কাছে শতকরা পঞ্চাশ টাকা সুদ চাইল—মনে পড়লে আমার গা জ্বলে উঠছে। অগত্যা আমি রাজী হোলাম—কি কোরব, তুমি তো আমাকে রাজী হোতে বলে দিয়েছিলে।"

লরা রেভীনুষ্ট্যাম্প আনিয়ে রেখেছিল কিন্তু দোয়াত কলমের কথা উঠতে সে একটু লজ্জায় পড়ে গেল। ঐ বস্তুগুলো এসব জায়গায়

পাওয়া যায় না। রান্নাঘরটা একবার খুঁজে দেখবে মনে কোরে সে উঠল। কিন্তু তাকে যেতে হোলো না। লারসনো পকেট থেকে একটা রূপোর কলম আর আবলুষকাঠের দোয়াত বার করল। রোজানের দিকে ওগুলো এগিয়ে দিয়ে সে বলল : "খতটা আমার নামেই লেখ। তোমাকে আমি লোকের কাছে অপদস্থ কোরতে চাই না। আমরা নিজেদের মধ্যে যা হোক ব্যবস্থা কোরে নেব। পঁচিশ হাজার ফ্রাঙ্কের ছটা নোট আছে—গুনে নাও।"

লরা টাকাগুলো গুনে নিল। রোজান ওগুলো একবার চোখেও দেখতে পেল না। 'খতে' সই কোরে সে যখন মাথা তুল্‌ল তখন টাকাগুলো লরার পকেটে চলে গেছে। যাইহোক লরা এগিয়ে এসে তার দু'গালে চুমু খেল। এতেই সে খুশী। লারসনো দার্শনিকের মত নির্বিকারদৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে খতটা' সযত্নে পাট কোরে পকেটে পুরল।

লবা তখনো রোজানের গলা জড়িয়ে ধরে আছে—এমন সময় স্যাকার্ড দরজাব পর্দাটা একটু সরিয়ে মাথা বাড়াল।

"আহা—হা। ব্যস্ত হবার দরকার নেই......"সে হাস্‌তে হাস্‌তে বলে।

লজ্জায় রোজানের মুখখানা লাল হোয়ে ওঠে। লরা এগিয়ে গিয়ে স্যাকার্ডের হাত ধবে চোখ টিপে বলে : "কাজ হোয়ে গেছে। আমি তোমায় আগেই বলিনি ? যাক্, আমার ওপর রাগ করোনি তো ?"

স্যাকার্ড সহজভাবে হাসে। ডিউক আর লরা বেরিয়ে আসে। সে পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে নকীবের মত ঘোষনা করে : "মহামান্য ডিউক এবং ডাচেস্ !!" এই বিদ্রুপে বৈঠকখানার সকলে হেসে ওঠে। পরেরদিন খবরের কাগজপত্রগুলোও স্যাকার্ডের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি কোরল। কাগজগুলো লরার নাম কোরেই

খবরটা ছাপল। ওদের দুজনের নাম না কোরলেও কাগজগুলো এমন সচ্ছভাবে ইঙ্গিত করল যে কারুর বুঝতে বাকি রইল না, লোক দুটি কে। স্যাকার্ডের সঙ্গে লরার প্রেম নিয়ে যতটা হৈচৈ হোয়েছিল, বিচ্ছেদ নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী হৈ চৈ হোতে লাগল।

"খাসা মেয়ে,—না?" লারসনোর দিকে ফিরে স্যাকার্ড প্রশ্ন করে। "ওঃ!" সাংঘাতিক মেয়ে! কিন্তু এ নিশ্চয় তোমার মতলব। তুমি নিশ্চয় এর থেকে কিছু গুছিয়ে নিয়েছ। কত হোলো বলনা?"

"না, না, কিছু না!"—লারসনো হাস্তে হাস্তে বলে।

স্যাকার্ড ওকে ডেকে বসায়।

"চুলোয় যাক্! আমি তোমার গোপনকথা জানতে চাইছি না! তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে। বৌএর সঙ্গে কথা বলেছি—সব ঠিক হোয়ে গেছে।"

"ও সম্পত্তিতে ও'র অংশ ছেড়ে দিতে রাজী?"

'হ্যাঁ; রাজী। ওঃ! এরজন্য আমাকে কি কম ঝঞ্ঝাট কোরতে হোয়েছে! মেয়েরা কিরকম একগুঁয়ে হয় জান তো? ও নাকি ও'র বুড়ী পিসীকে কথা দিয়েছিল জামটা কখনো বিক্রী করবেনা। কথার খেলাপ হবে এই নিয়ে ও'র আর ভাবনার অন্ত নেই! যাক্, আমি একটা দারুণ কাহিনী ঠিক করে রেখেছিলাম। তাই শেষপর্যন্ত ··"

সে উঠে বাতি থেকে একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে এসে 'কাউচে' শুয়ে পড়ে। "আমি ও'কে বললাম, তুমি একেবারে নিঃস্ব হোয়ে গেছ। 'বোর্সে' জুয়ায় হেরে, বোকার মত ফাট্কা খেলে, বেশ্যা-বাড়ীতে টাকা উড়িয়ে তুমি একেবারে ভিখিরী হোয়ে গেছ। ওকে একথাও বলেছি যে আমি তোমাকে খুব বিশ্বাস করিনা। আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম: তোমার সঙ্গে সঙ্গে সারোনীর ব্যবসাটাও ডুবে যাবে। অতএব এর সংস্রব থেকে বেরিয়ে আসাই ও'র একমাত্র উপায়।

কাজেই তুমি যখন ও'র অংশটা কিনতে চাইছ, তখন দাম একটু কম হলেও ছেড়ে দেওয়াই ভাল।"

"গল্পটা তো ভাল বানানো হয়নি। ও এই গল্প বিশ্বাস কোরল?" স্যাকার্ড হাসে। হঠাৎ যেন তা'র মুখ খুলে যায়ঃ

"তুমি ভয়ানক বোকা! দেখ গল্পের কাহিনীটার এসব ক্ষেত্রে কোনো মূল্য নেই। বলার ভাবভংগী, খুঁটিনাটি বর্ণনা, কণ্ঠস্বরের আন্তারকতা, এইগুলোই কাজ করে। রোজানকে ডাক না,—আমি বাজী খেলছি ওকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে দেব এখন রাত নয় দিন। আমার বৌএর মাথায় রোজানের চেয়ে বেশী বুদ্ধি নেই। আমি শুধু ওকে দেখিয়ে দিলাম যে ও একেবারে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। এ সব জায়গাগুলো যে সরকার দখল কোরবে এ সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই নেই। ও শুধু এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিল যে এরকম বিপদে পড়েও আবার তুমি কেন ঐ ঝক্কি ঘাড়ে নিচ্ছ। আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে তুমি তোমার পাওনাদারদের ঠকাবার মতলব কোরেছ—কিন্তু ও মধ্যিখানে থাকায় তোমার সুবিধে হচ্ছে না। শেষকালে আমি বললাম যে বিক্রী না করলে ওকেও মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হবে—তার চেয়ে টাকা নিয়ে সরে আসাই ভালো।"

লারসনোর কিন্তু গল্পটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ও নিজে এমন নাটকীয় কায়দায় কাজ সারতে পারেনা। সে বলেঃ

"আমি কিন্তু অন্যরকম মতলব করেছিলাম। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কায়দা থাকে তো। যাক্, তাহলে এখন আমাদের শুধু টাকাটা দিয়ে......"

"হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে ঐটারই একটা ব্যবস্থা কোরতে চাই। কাল 'বিক্রয় কবলাটা' আমিই আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে সই করিয়ে আনব। তুমি ও'টা দেখে টাকা দিয়ে দেবে। তোমাদের দেখা না হওয়াটাই আমি ভালো মনে করি।"

পাছে ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এসে পড়ে এই ভয়ে স্যাকার্ড কখনো লারসনোকে নিজের বাড়ীতে যেতে দিতনা। লারসনোর রেণীর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার হোলে, স্যাকার্ড নিজে ও'কে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেত। তাও এরকম ঘটনা বোধহয় এ পর্যন্ত বার তিনেক ঘটেছে। স্যাকার্ড রেণীর কাছ থেকে 'মোক্তার-নামা' নিয়ে স্ত্রীর হোয়ে সব কাজকর্ম করে দিত। আসলে, রেণী পাছে তা'র কারবারগুলি ধরে ফেলে এই ভয়ে সে ও'কে এসব থেকে একটু দূরে দূরে রাখতে চাইত।

স্যাকার্ড 'পকেট-বই' খুলে বলে: "এই যে, এখানে রেণীর দুলাখ ফ্রাঙ্কের 'খত' আছে। জমিটার দাম হিসাবে এই দুটো দেবে এবং কাল সকালে আমি একলাখ ফ্রাঙ্ক এনে দেব, সেটা দিয়ে দেবে। ওঃ! কি কষ্টে যে টাকাগুলো যোগাড় করছি তুমি বুঝতে পারছনা! এই কারবারটার পিছনে আমার প্রচুর টাকা যাচ্ছে।"

"তাহলে মোট তিনলাখ ফ্রাঙ্ক দাঁড়ালো। রসিদটাও কি ঐ টাকারই হ'বে নাকি?" লারসনো প্রশ্ন করে।

"তিন লাখ ফ্রাঙ্কের রসিদ!" স্যাকার্ড হেসে ওঠে। "বাঃ! তাহলে তো পরে আমাদের খুব লাভ হবে! আমরা যা' হিসাব করেছি তাতে ভবিষ্যতে ঐ জমিটার দাম দাঁড়াবে পঁচিশ লাখ ফ্রাঙ্ক। সুতরাং রসিদটা অন্তত তা'র অর্দ্ধেক টাকার তো করতেই হ'বে।"

"তোমার বৌ তাহলে কিছুতেই সই কোরবেনা।"

"আলবৎ কোরবে। আমি বললাম না, সব ঠিক হোয়ে গেছে? আমি ও'কে বলেছি ঐটিই তোমার প্রথম সর্ত। তোমার নিঃস্ব অবস্থাটাকে যেন তুমি আমাদের ওপর ব্রহ্মাস্ত্রের মত ব্যবহার কোরতে চাইছ। এবং সেই জন্যেই যেন আমি তোমার সততার ওপর আস্থা হারিয়েছি এবং বলছি তুমি পাওনাদারদের কলা দেখাবার মতলব কোরছ। আমার স্ত্রী এত ঘোরপ্যাঁচ বুঝবে?"

লারসনো মাথা নেড়ে বলে : "হয়তো বুঝবে না,—কিন্তু তুমি এর চেয়ে সহজ কোনো মতলব ঠিক কোরলেই পারতে !"

"আরে, আমার গল্প তো জলের মত পরিষ্কার—এর মধ্যে জটিলতা কোনখানে পেলে ?"—স্যাকার্ড আশ্চর্য হোয়ে যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, স্যাকার্ড নিজের অজ্ঞাতসারেই অতি সাধারণ টাকাকড়ির ব্যাপারেও নানারকম ফন্দিফিকির খাটাতো। আসলে, রেণীকে বানানো গল্প বলে বোকা বুঝিয়ে সে আনন্দ পেত। নির্লজ্জ মিথ্যা বলে, অসম্ভব কাহিনীর অবতারণা কোরে, ফন্দিফিকির-গুলোকে অকারণে জটিল কোরে তুলে সে আনন্দ পেত। এরকম একটা নাটক তৈরী করার ইচ্ছে না থাকলে সে অনেক আগেই জমিটা হাতিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সহজভাবে পেলে তার আনন্দ কমে যেত।

স্যাকার্ড উঠে পড়ে লারসনোর হাত ধরে বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে বলে : "আমার কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে পেরেছ তো ? এখন শুধু আমি যেমন বলেছি তেমনিভাবে কাজ কোরে যাও। দেখ, শেষকালে আমাকে সুখ্যাতি কোরতেই হ'বে ! আচ্ছা, তুমি হল্‌দে রঙের দস্তানা পরো কেন ? ও'তে তোমার হাত দুখানা একেবারে মাটি হো'য়ে যায় !"

"আহা দস্তানার সুবিধে আছে ম'শাই—পরে যা খুশী ছোঁও, হাতে ময়লা লাগবে না।"—লারসনো হাসতে হাসতে বলে।

কিন্তু বৈঠকখানায় ফিরে এসে দরজার পর্দার ওপাশে ম্যাক্সিমকে দেখতে পেয়ে স্যাকার্ড যেন একটু ভয় পেয়ে যায়। ও একটা কটা চুলওলা মেয়ের পাশে বসে আছে। মেয়েটা একঘেঁয়ে সুরে ওকে কি একটা গল্প বলছে—হয়তো তার নিজের কাহিনীই হবে। স্যাকার্ড আর লারসনোর কথাবার্তার কিছু কিছু সত্যিই ম্যাক্সিমের কানে গিয়েছে। ও বুঝতে পারে ওরা দুজনেই ক্ষুরের মত ধারালো। রেণীর বিশ্বাসঘাতকতায় ও তখনো এত বিরক্ত হোয়েছিল যে ওরা

রেণীকে ঠকাবার মতলব কোরছে জেনে ও'র আনন্দই হচ্ছিল। স্যাকার্ড ও'র কাছে এসে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ও'র সঙ্গে করমর্দন কোরল। ম্যাক্সিম কিন্তু সেই মেয়েটাকে দেখিয়ে সহজভাবে তা'র কানে কানে বলে :

"ওকে দেখতে মন্দ নয়,—না? আজ রাতে আমি ও'কে নিয়েই কাটাব ঠিক করেছি।"

স্যাকার্ডও সহজ হোয়ে ওঠে। লরা কিছুক্ষণ ও'দের কাছে এসে বসে। সে অভিযোগ করে—ম্যাক্সিম আজকাল মাসেও একবার আসে না। ম্যাক্সিম বলতে চায় যে ও আজকাল ভয়ানক ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে—কিন্তু ও'র কথায় ঘরশুদ্ধ সকলে হেসে ওঠে। ও বলে, —ভবিষ্যতে ও সর্বত্রই যেতে পারবে।

"আমি একটা বিষাদান্ত নাটক লিখেছি—"ম্যাক্সিম বলে। "তার পঞ্চম অংকটা কাল রাত্রে শেষ হোয়ে গেছে। এবার আমি প্যারিসের প্রত্যেক সুন্দরীর বাড়ীতে গিয়ে বিশ্রাম কোরব।"

নিজের কথায় ও নিজেই হাসে। ওর ইঙ্গিতটা একমাত্র ও ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারেনি। বৈঠকখানায় অবশ্য ওরা ছাড়া তখন শুধু লারসনো আর রোজান উপস্থিত ছিল। স্যাকার্ডরা—বাপ-বেটা, উঠে দাঁড়াল। কটা চুলওলা মেয়াটাও ওদের সঙ্গে উঠল। সে ঐ বাড়ীতেই বাস কোরত। লরা ডিউকের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে কথাবার্তা আরম্ভ কোরল। লরা যেন একটু বিরক্ত এবং বিস্মিত হোয়েছে। ডিউক কিছুতেই চেয়ার ছেড়ে নড়তে চাইছে না দেখে সে চাপাগলায় বলে : "না, আজ রাত্রে নয়। আমার মাথা ধরেছে। কাল রাত্রে—আমি কথা দিচ্ছি।"

রোজান অগত্যা ওঠে। ওর সিঁড়ি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য লরা অপেক্ষা করে—সিঁড়িতে নামামাত্র লারসনোর কানে কানে সে বলে :

"কি গো; কথা রেখেছি তো?—যাও, ওকে ও'র গাড়ীতে তুলে দিয়ে এস।"

লরার বাসা থেকে বেরিয়ে সেই মেয়েটা ওদের কাছে বিদায় নিয়ে ওপরে চলে গেল। ম্যাক্সিম তা'র সঙ্গে গেলনা দেখে স্যাকার্ড আশ্চর্য হোয়ে গেল :

"কি হোলো ?"—সে জিজ্ঞেস কোরল।

"নাঃ! আমি ভেবে দেখলাম......"ম্যাক্সিম চুপ কোরে গেল। ওর' মাথায় একটা ভারী মজার মতলব খেলে যায় : "আমার দাবীটা আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি যাও—এখনো দরজা বন্ধ করেনি।"

"ধন্যবাদ, আপাতত আমার ওর চেয়ে ভালো জিনিষ আছে—" স্যাকার্ড তাচ্ছিল্যের ভংগীতে বলে।

ওরা চারজনে নীচে নেমে যায়। ডিউক লারসনোকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করে। তার মা 'ম্যারেস'-এ বাস করে— কাজেই যাওয়ার পথে সে লারসনোকে রু ছ রিভোলীতে একেবারে ওর দরজায় নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবে। লারসনো রাজী হোল না। ডিউকের গাড়ীর দরজাটা নিজেই বন্ধ কোরে দিয়ে ও কোচুয়ানকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বলে। ডিউক চলে গেল। ও বুলেভা হাউসম্যানের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

স্যাকার্ড ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলে : "আহা, ডিউক বেচারীর অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।" লারসনো কিন্তু কিছুতেই স্বীকার কোরতে চায় না। ও বলে, ও সবের ও কোনো ধার ধারে না—কাজের মানুষ ও। কিন্তু ওকে ওরা ঠাট্টা করতে থাকে। শেষপর্যন্ত ও বলে ওঠে : "তোমরা আমার কথা বিশ্বাস ক'রছনা—অত্যন্ত অসভ্য তোমরা আমি এবার পুলিশ ডাকব...... !"

হাস্‌তে হাস্‌তে ও ভেতরে চলে যায়।

ম্যাক্সিম আর স্যাকার্ড হাত ধরাধরি কোরে বুলেভার দিকে চলল। পাত্‌লা কুয়াশায় ঢাকা চাঁদনী রাত......। এমন রাতে বরফ জমা ঠাণ্ডার মধ্যে বেড়াতে বেশ লাগে......। স্যাকার্ড বলে,

জারসনো ভুল কোরছে—লরার সঙ্গে বন্ধুত্বের চেয়ে আর বেশী এগুনো উচিত নয়। এই ধরনের মেয়েদের প্রেমও বিষাক্ত। সে হঠাৎ নীতিবাদী হোয়ে উঠে। জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে থাকে :

"এ সব কখনো টেকে না—বুঝলে। মাঝখান থেকে শরীরটাও নষ্ট হয় অথচ খাঁটী আনন্দ বলতে যা' বোঝায় তা'ও পাওয়া যায় না। আমি মোটেই গোঁড়া নই—কিন্তু তবু এ সব আমার কাছে অত্যন্ত বিস্বাদ হোয়ে উঠেছে। এখন আমি 'থিতু' হোতে চেষ্টা কোরছি।"

ম্যাক্সিম মুখে একটা শ্লেষসূচক শব্দ কোরে ওর বাবার দিকে চেয়ে থাকে। স্যাকার্ড কিন্তু আরো গম্ভীর হোয়ে উঠেছে। :"তুমি ঠাট্টা করতে পার—কিন্তু তবু আমি বলব সে সহজ বিবাহিত জীবন-যাপন কোরলেই লোকে সবচেয়ে বেশী সুখী হোতে পারে।"

সে লুইসার কথা তোলে। কথাটাকে শেষ করার জন্য আরো আস্তে আস্তে চলতে থাকে। বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হোয়ে আছে।

যে বৃহস্পতিবার খৃষ্টীয় ব্রত-উৎসব আরম্ভ হ'চ্ছে তার পরের রবিবার চুক্তিপত্র সই হবার কথা পর্যন্ত মেরিউলের সঙ্গে হোয়ে আছে। সেই বৃহস্পতিবার পার্ক মঁকোতে একটা উৎসব হবে। ঐ উৎসবে বিয়ের খবরটা ঘোষণা করা হবে। স্যাকার্ডের প্রস্তাবগুলো ম্যাক্সিমের বেশ সন্তোষজনক বলেই মনে হয়। রেণীব কবল থেকে ও উদ্ধার পেয়েছে—অতএব এখন আর বিয়েতে কোনো বাধা নেই। কাজেই এতদিন রেণীর হাতে যেমনভাবে ও নিজেকে ছেড়ে দিত, ও'র বাবার হাতেও তেমনিভাবেই ও সব ভার তুলে দেয়।

"বেশ তো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু রেণীকে এসব জানিও না। তাহলে ও'র বন্ধুবান্ধবরা আমাকে জ্বালিয়ে মারবে—সকলে যেদিন জানবে ও'রাও সেদিন জানবে।"—ম্যাক্সিম বলে।

স্যাকার্ড কোনো কথা প্রকাশ কোরবে না—কথা দেয়। বুলেভা মেলসার্বসের কাছে পৌছে স্যাকার্ড, কি ভাবে সংসারকে সুখের

কোরে তোলা যায় সেই বিষয়ে ম্যাক্সিমকে অনেক উপদেশ দেয়।

"দেখ, স্ত্রীর সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ আসতে দিওনা। সাংসারিক জীবনে সুখী হোতে গেলে এই কথাটি সবসময়ে মনে রাখা দরকার। স্বামী-স্ত্রীতে যদি বনিবনা না থাকে তাহলে খরচের সীমা থাকে না। সে ক্ষেত্রে প্রথমতঃ বেশ্যার পিছনে অজস্র টাকা নষ্ট হবে। তার ওপর আবার সংসারের খরচও অনেক বেড়ে যাবে। কারণ, স্ত্রীরও গোপন আনন্দের খরচ যোগাতে হবে: তার জামাকাপড়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খাই-খাওয়া ইত্যাদিতে প্রাণান্ত হবার দাখিল হবে।"

স্যাকার্ডের মধ্যে তখন দারুণ নিষ্ঠা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আসলে, সারোনীর ব্যাপারটার আশাতীত সাফল্যে তার মনটা নরম হোয়ে পড়েছিল।—এটা তারই ফল।

"আমি সুখী হবার জন্যই জন্মেছিলাম। সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে আমার সংসারের নিবিড় স্নেহমমতার মধ্যে জগতের কাছে অপরিচিত থেকেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম। লোকে আমাকে বুঝতে পারেনা—মনে করে আমি অত্যন্ত খামখেয়ালী। কিন্তু বাস্তবিক, আমি তা নই। আমি আমার স্ত্রীর কাছেই থাকতে চাই;—সামান্য কিছু নির্দিষ্ট আয়ের বদলে আমি আমার সমস্ত কাজ কারবার ছেড়ে দিয়ে আনন্দে প্লাসায় ফিরে যেতে রাজী আছি। তুমি প্রচুর টাকা পাচ্ছ,—লুইসাকে নিয়ে এবার সুখের সংসার গড়ে তোলো। এর চেয়ে ভালো কিছুই নেই। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের দেখে আসব। তোমাদের দেখেও আমি আনন্দ পাব।"

স্যাকার্ডের শেষ কথাগুলো কান্নায় ভারী হোয়ে ওঠে। ও'রা তখন বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছেচে। পথের পাশে দাঁড়িয়ে ও'রা কথা বলতে থাকে। প্যারিসের ওপর দিয়ে ছুরির মত ধারালো উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। স্যাকার্ডের ভাবালুতায় ম্যাক্সিম যেন একটু বিস্মিত হোয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন ও'র মনে উঁকি দিচ্ছে।

"কিন্তু আমার মনে হয় তুমি বোধহয়···" ম্যাক্সিম চুপ কোরে যায়।

"তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে বলছি!"—ম্যাক্সিম কথাটা শেষ করে।

স্যাকার্ড মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়ঃ

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ! আমি অনেক বোকামি করেছি। আর সেই জন্মেই তোমাকে এসব কথা বললাম। আমি এসব আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছি। যাইহোক, এখন আবার আমি আমার দাম্পত্যজীবন ফিরে পেয়েছি। প্রায় সপ্তাহ ছ'এক আগে এ ব্যাপারটা ঘটেছে। আজকাল যেদিন আমার ফিরতে রাত না হয় সেদিন সন্ধ্যে থেকেই আমরা একসঙ্গে কাটাই। আজকে অবশ্য বেচারীকে একলা থাকতে হবে। আমার হাতে প্রচুর কাজ জমে গেছে—আজ সারারাত আমাকে কাজ কোরতে হবে। ওঃ! ওর দেহটা যে কি অপূর্ব সুন্দর!"

ম্যাক্সিম চলে যাবার জন্ম ব্যস্ত হোয়ে ওঠে। কিন্তু সাকার্ড ওকে আটকে চাপা গলায় বলে যায়ঃ "ব্ল্যান্সী মুলারকে দেখেছ তো? ও'র দেহটা অনেকটা তার মত—তবে আরো ঢের বেশী কমনীয়। ওর নিতম্বটা···সে যে কি সুন্দর···"

ম্যাক্সিম চলতে আরম্ভ করে।

ঃ "তুমি আমার মত হোয়েছ—তোমার হৃদয় আছে। তোমার স্ত্রী নিশ্চয় সুখী হবে। আচ্ছা, এস।"—স্যাকার্ড কথা শেষ করে।

স্যাকার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ম্যাক্সিম পার্কে ঘুরতে থাকে। এইমাত্র ও যা জানতে পেরেছে তাতে ও আশ্চর্য হোয়ে গেছে। ওর মনে রেণীর সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিনের দুর্ব্যবহারের জন্ম ওর ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়। রেণী হঠাৎ মিথ্যে করে মঁসিয়ে সাক্রের নাম কোরল কেন?—স্যাকার্ডের এত কোমলতারই বা কি কারণ? ও'র মনে অদম্য কৌতূহল জেগে ওঠে। ও রেণীর সঙ্গে ওর পুরোনো বন্ধুত্ব ফিরে পেতে চায়।

রেণী যদি না ও'র ওপর চটে গিয়ে থাকে তাহ'লে ও'র বিয়ের খবরও তাকে ও দেবে। অর্থাৎ, ওদের প্রেম যে শেষ হোয়েছে এটা তা'কে বুঝিয়ে দিতে হ'বে—এখন শুধু সেই পুরোনো বন্ধুত্ব...।

ম্যাক্সিম ছোট দরজাটা খুলে ফেলে। এখনো ও সেই চাবিটা রেখে দিয়েছে। ভেতরে ঢোকার সময় ও নিজেকে বোঝায় স্যাকার্ডের কথা শোনার পর রেণীর সঙ্গে দেখা করা ও'র কর্তব্য।

'সঙ্গীঘরে' ঢুকে ম্যাক্সিম সেদিনের মত শিষ্ দেয়। আজ আর ওকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা কোরতে হোলো না। রেণী বৈঠকখানার কাঁচের দরজাটা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে ওপরে চলে গেল। তার দেহে ধবধবে সাদা পোষাকটার প্রান্তদেশের সাদা পাথরগুলোতে বাতির আলোয় কখনো নীল কখনো গোলাপী আভা খেলছে। ওর পিছন পিছন ম্যাক্সিম ওপরে গেল। রেণীর মুখখানা যেন অতিরিক্ত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে—সুতীব্র আবেগে তার মুখে কথা ফুটছে না। ওকে দেখে ম্যাক্সিমের অত্যন্ত কষ্ট হোতে থাকে। রেণী নিশ্চয় আশা করেনি ও আস্‌বে। তার দেহটা তখনো থর থর কোরে কাঁপছে।

ম্যাক্সিম কোনো কথা না বলে পায়চারি কোরতে থাকে। মাঝে মাঝে ও রেণীর দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। রেণী তখনো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। তারপর 'ম্যান্টলপীসে' হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, চুরুটটা দাঁতে চেপে, ম্যাক্সিম সংক্ষেপে প্রশ্ন করে:

"বাবা সেদিন রাত্রে ওখানে ছিল, একথা তুমি লুকোলে কেন?"

রেণী মুখ তুলে বেদনার্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। তার সারা মুখখানি লাল হোয়ে ওঠে। লজ্জায় দুহাতে মুখ চাপা দিয়ে সে জড়িতকণ্ঠে বলে ওঠে: "তুমি জানতে পেরেছ?"

তারপর প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ কোরে নিয়ে সে আবার মিথ্যে বলার চেষ্টা করে: "তুমি ভুল শুনেছ—কে বলেছে তোমায়?"

ম্যাক্সিম বিশেষ একটা ভংগী কোরে বলে: "বাবা নিজেই

আমার কাছে তোমার সৌন্দর্যের কত প্রশংসা কোরল……তোমার নিতম্বটা কত সুন্দর তার বর্ণনা করল……”

কথাগুলো বলতে বলতে ম্যাক্সিমের স্বরে একটা বিরক্তি ফুটে ওঠে। ও আবার পায়চারি করতে করতে বন্ধুর মত রেণীকে বকৃতে থাকে :

“সত্যি, তুমি যে কি তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝলাম না। তুমি আশ্চর্য মেয়ে! আমার কালকের দুর্ব্যবহারের জন্য তুমিই দায়ী? তুমি যদি বল্‌তে বাবা ঘরে রয়েছে তাহলে আমি কিছুই না বলে চলে যেতাম। আমি জানি ওখানে আমার কিছু বলার অধিকার নেই—কিন্তু তুমি শুধু শুধু হঠাৎ মঁসিয়ে সাক্রের নাম কোরলে!’

রেণী মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছে। ম্যাক্সিম তার কাছে এসে সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর জোর করে তার হাতটা মুখ থেকে সরিয়ে দেয়।

“আচ্ছা, তুমি মঁসিয়ে সাক্রের নাম বল্‌লে কেন?—ম্যাক্সিম জিজ্ঞেস করে। রেণী মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মৃদু কণ্ঠে বলে :

“আমি ভেবেছিলাম তোমার বাবা আছে শুনলে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে।”

ম্যাক্সিম উঠে দাঁড়ায়। ‘ম্যান্টল সেল্‌ফের’ কোনে চুরুটটা রেখে দিয়েছিল, ওখান থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে ও গুঞ্জন করে ওঠে :

“আশ্চর্য মেয়ে তুমি!”

রেণীর কান্না থেমেছে। অগ্নিকুণ্ডের আগুনের হলকায় এবং তার নিজের গালের উত্তাপে চোখের জল শুকিয়ে যায়। সত্যি ঘটনাটা জেনেও ম্যাক্সিম এত শান্ত হোয়ে রয়েছে দেখে সে আশ্চর্য হোয়ে যায়। তার নিজের লজ্জাও সে ভুলে যায়। সে ভেবেছিল এসব শুনে ম্যাক্সিম নিশ্চয় একেবারে ভেঙে পড়বে। সে একদৃষ্টে ম্যাক্সিমের পায়চারি করা দেখতে থাকে। ম্যাক্সিমের কথার

আওয়াজটা যেন স্বপ্নের মত তার কানে ভেসে আসে। তেমনি চুরুট টান্‌তে টান্‌তে ম্যাক্সিম বলে—সে ভুল ভেবেছিল। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক—আর এতে ও কিছুই মনে কোরত না। কিন্তু কি কোরে সে বলল ঘরে তার অন্য একজন প্রণয়ী রয়েছে! বারবার ম্যাক্সিন ঐ এক কথাই বল্‌তে থাকে। বাস্তবিকই, ও বুঝে উঠতে পারে না এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে। ও মেয়েদের উন্মত্ত ভাবালুতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলে।

"তোমার মাথায় ছিট্‌ হোয়েছে—এখন থেকে সাবধান হও—" ম্যাক্সিম বলে।

"কিন্তু এতলোক থাক্‌তে হঠাৎ মঁসিয়ে সাক্রের নাম মনে এল কেন?"—ও প্রশ্ন কোরল।

"সাক্রে আমার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা কোরছে যে।"

ম্যাক্সিম একটা রূঢ় মন্তব্য সাম্‌লে নিল। ওর ইচ্ছে হয়েছিল বলে: সেইজন্য এর মধ্যে থেকেই মাসখানেক পরে সাক্রে যা' কোরবে তাই কল্পনা কোরতে আরম্ভ করে দিয়েছ। ঐ কথাগুলো না বল্‌লেও মুখে ও'র একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। চুরুটটা আগুনে ফেলে দিয়ে ও 'ম্যান্টল সেল্‌ফের' পাশে বসে পড়ল। বসে বসে ও রেণীকে বোঝাতে লাগল কেন, এরপর থেকে শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকুই থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রেণীর অবিচল দৃষ্টিতে ও যেন কেমন কুণ্ঠা বোধ কোরতে লাগল। বিয়ের কথাটা ও আর তাকে জানাতে পারল না। রেণী ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য কোরতে থাকে। তার চোখ দুটি তখনো ফুলে রয়েছে। তার মনে হয়: ম্যাক্সিম তুচ্ছ, সঙ্কীর্ণমনা, নীচ—কিন্তু তবু ও তার কাছে বিলাসের সামগ্রীর মতই প্রিয়।

'ম্যান্টল সেল্‌ফের' কোনে রাখা বাতিটার আলোয় ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে। মাথাটা একটু পিছনদিকে হেলালেই বাতির আলো ওর চুলে, ওর মুখে পড়ছে—ওর নরম মাংসল গালের ওপর সুন্দরভাবে খেলা কোরছে।

[illegible] ও বলে ঃ "এবার আমি চলি।" কিন্তু যেতে ও পারেনা। তাছাড়া রেণীও ওকে যেতে দিত না। ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত স্বাভাবিকভাবে গল্প কোরতে থাকে। শেষপর্যন্ত ম্যাক্সিম সত্যিই যাবার জন্য রেণীর হাতটা হাতে নিয়ে চাপ দিয়ে পা বাড়াতেই রেণী আবার ও'কে কিছুক্ষণের জন্য আটকে স্যাকার্ডের কথা বলতে আরম্ভ করে। স্যাকার্ডের সে প্রচুর সুখ্যাতি করে। বলে ঃ

"আমার অত্যন্ত অনুশোচনা এসেছিল—জান। এখনকার অবস্থাটা আসে—এটা আমি চাইছিলাম। তুমি তোমার ব'বাকে চেন না। ও'র মত উদার, কোমল স্বভাবের মানুষ আমি দেখিনি। এখন বেচারী বড্ড দুশ্চিন্তায় পড়েছে!"

ম্যাক্সিম নিরুত্তরে নিজের জুতোর দিকে চেয়ে থাকে—ও যেন একটু কুণ্ঠিত হোয়ে পড়ে। রেণী বলে যায় ঃ

"যতদিন ও'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি ততদিন আমি ওর কথা ভাবিনি। কিন্তু যখন দেখলাম ও আমাকে কত ভালবাসে, কত কষ্টে সারা সহরটা চষে আমাকে টাকা এনে দিচ্ছে, আমার জন্য নীরবে নিজের সর্বনাশ কোরছে, তখন থেকে আমার মনটা খারাপ হোয়ে গেল।······ওঃ! তুমি জাননা কত সাবধানে ও আমার স্বার্থ বাঁচিয়ে গেছে!"

ম্যাক্সিম নিঃশব্দচরণে ফিরে গিয়ে 'ম্যাণ্টল-সেলকে' হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তখনো ও অপ্রতিভভাবে মাথা নীচু কোরে আছে। ক্রমে কিন্তু ও'র মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে।

"হ্যাঁ, পরের স্বার্থের ওপর লক্ষ্য রাখার বিষয়ে বাবার বিশেষ দক্ষতা আছে"—ও আস্তে আস্তে বলে।

"ওর কথার ভংগীতে রেণী চমকে ওঠে। সে আশ্চর্য হোয়ে ও'র দিকে চেয়ে থাকে। ম্যাক্সিম তাড়াতাড়ি যেন নিজেকে বাঁচাবার জন্যই আবার বলে ঃ

"আমি অবশ্য কিছুই জানিনা। আমি শুধু বলছি যে বাবা খুব

কাজের লোক।” “ওর সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা বলা তোমার উচিত নয়”—রেণী বলে। “তুমি ওর ওপরটাই দেখেছ! আমি যদি তোমাকে বলি—কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ওর দিন কাটছে, আজ সন্ধ্যেবেলাও ও আমাকে কি বলেছে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে, লোকে যে মনে করে ও টাকার জন্য লালায়িত সে ধারণা কত বড় ভুল।”

ম্যাক্সিম একটা তাচ্ছিল্যের ভংগী করে। শ্লেষের হাসি হেসে ও বলে:

“আমি ওকে খুব ভালোভাবেই জানি। তোমাকে ও নিশ্চয় একটা সুন্দর গল্প বলেছে—না? গল্পটা বল না—শুনি।”

ম্যাক্সিমের শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বর রেণীকে আঘাত করে? সে স্যাকার্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোয়ে ওঠে। স্যাকার্ডকে সে একেবারে মহাপুরুষ বানিয়ে ছেড়ে দেয়। সারোনীর ব্যাপারটা সে বর্ণনা করতে থাকে। ঐ জটিল ব্যাপারটি রেণীর নিজেরই মাথায় ঢোকেনি। সে এমন ভাব দেখায় যেন ঐ ঘটনার মধ্যে দিয়ে স্যাকার্ডের বুদ্ধি এবং মহত্ব তার কাজে প্রকাশিত হোয়ে পড়েছে। সে ম্যাক্সিমকে জানায় যে কাল সে দলিলে সই দেবে—যদি এর ফলে তাকে বিপদেও পড়তে হয় তো সে ধরে নেবে এটা তার পাপের শাস্তি। ম্যাক্সিম বিদ্রুপের হাসি হাসতে হাসতে চুপ কোরে শুনে যায়। ওর চোখে একটা শঠতা ফুটে ওঠে।

“বা! বেশ,···বেশ!”—চাপা সুরে ম্যাক্সিম বলে।

তারপর গলার সুরটা একটু উঁচু কোরে রেণীর কাঁধে হাত রেখে ও বলে: “ধন্যবাদ, তোমার গল্প বলার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি গল্পটা আগেই জানতাম।”

চলে যাবার জন্য ও পা বাড়ায়। কিন্তু ওর মনে হঠাৎ রেণীর কাছে সব ফাঁস করে দেবার ইচ্ছেটা প্রবল হোয়ে ওঠে। স্যাকার্ডের অজস্র প্রশংসায় ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ও যে ঠিক করেছিল

এখন কোনো কথা বলবে না যাতে আবার গোলমাল বেধে ওঠে, সে কথা ও ভুলে যায়।

"কেন, তুমি কি বল্‌তে চাইছ?"—রেণী প্রশ্ন করে।

"বলতে চাইছি, যে, বাবা তোমাকে সুন্দরভাবে পথে বসাবার ব্যবস্থা করেছে। তুমি নিতান্তই বোকা।"

লরার বাসায় ও যা' শুনেছিল, সে সব কথা ও বেশ গুছিয়ে বলে যায়। মনে মনে ও পরনিন্দা করার একটা পুলক অনুভব করতে থাকে। ও'র মনে হয় ও যেন ওর অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। দরজার পাশে আড়িপেতে ও যা' শুনেছে বেশ্যাদের মত সেই গুলোকে রসিয়ে রসিয়ে ও বর্ণনা করতে থাকে। স্যাকার্ড কি ভাবে নিজেই ধার দিয়ে রেণীর কাছে চড়া হারে সুদ আদায় করছে, কি ভাবে রূপকথার গল্প বানিয়ে তা'কে ঠকাবার চেষ্টা করছে, সবই ও রেণীকে খুলে বলে। রেণী দাঁতে দাঁত চেপে চুপ কোরে শুনে যায়। তা'র মুখখানা ফ্যাকাশে হোয়ে যায়—আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মুখ নীচু কোরে সে দাঁড়িয়ে থাকে। গাউনটা কাঁধের ওপর থেকে সরে যাওয়ায় তা'র মর্ম্মর মূর্তির মত ধব্‌ধবে সাদা, নিঃস্পন্দ হাত দুটি বেরিয়ে পড়ে।

তুমি যাতে বোকা না বনে যাও এই উদ্দেশ্যেই আমি জানালাম। কিন্তু এরজন্য যদি তুমি বাবার ওপর রাগ কর তাহলে অন্যায় কোরবে। মানুষ হিসেবে ও মোটেই বদমায়েস নয়। মানুষ মাত্রেরই দোষ থাকে—ওরও আছে। আচ্ছা তাহলে আবার কাল দেখা হ'বে……" ম্যাক্সিম দরজার কাছে এগিয়ে যায়।

কিন্তু রেণী হঠাৎ হাত তুলে চেঁচিয়ে ওঠে: "দাঁড়াও, দাঁড়াও!"

ওকে জড়িয়ে ধরে সে প্রায় কোলের ওপর টেনে নেয়। তারপর ও'র ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলে:

দেখ, নিজেদের কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। কাল, তুমি চলে যাবার পর থেকে আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি যেন জড় হোয়ে

গিয়েছিলাম। আজকে বল্‌নাচের সভায় আমি যেন সবকিছু ঝাপ্‌সা দেখছিলাম। তোমাকে ছেড়ে আমি যেন বাঁচতে পারব না। তুমি ছেড়ে দিলে, আমি সত্যি মরে যাব। হেসো না, লক্ষ্মীটি বিশ্বাস কর —আমার মনের কথাই তোমাকে বলছি।"

বহুদিন অদেখার অতৃপ্তি নিয়ে সে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

"তুমি ঠিকই বলেছ—আমি নিতান্ত বোকা। তোমার বাবা ইচ্ছে করলে আমাকে দিনের আলোয়ও তারা দেখাতে পারে। আমি কি এতশত বুঝি? ও যখন বল্‌তে লাগল আমার মাথার মধ্যে তখন ভোঁ ভোঁ করছে। ও ইচ্ছে করলে তখনই আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারত যে 'কবলায়' সই করিয়ে ও আমাকেই কৃতার্থ করছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছি……এইটাই আমার বোকামি।" হাস্‌তে হাস্‌তে সে ম্যাক্সিমকে আরো নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরে।

"আমরা কিইবা এমন পাপ করেছি? দুজনে দুজনকে ভালোবাসি —সুখী করার চেষ্টা করি—এই তো? সকলেই তো এমনি করে। তোমার বাবাও নিজেকে বঞ্চিত করে না। ও টাকা চায়—তাই যে কোনো উপায়েই হোক টাকা রোজগার করে। ও যা' করছে ঠিকই করছে—কিন্তু তা'তে আমিও মুক্তি পেয়ে যাচ্ছি। আমি আর কোনো কিছুতে সই দেব না—আর তুমিও এবার থেকে প্রত্যেকদিন রাত্রে আসবে। আমার ভয় হোয়েছিল তুমি বুঝি আর আসবে না। —কিন্তু তুমি যখন কিছু মনে করোনি তখন……তাছাড়া ওকে আর আমি আস্‌তে দেব না।"

রেণী উঠে রাত্রে শোবার ম্লান আলোটা জ্বালে। ম্যাক্সিম বিক্ষুব্ধভাবে ইতস্তত কোরতে থাকে। ও বুঝতে পারে কি ভয়ানক বোকামি ও করে ফেলেছে। নিজের ওপর ও'র রাগ হোতে থাকে। এখন আর বিয়ের খবর রেণীকে জানানো যাবে না……! বেশ ছাড়াছাড়ি হোয়ে গিয়েছিল। এঘরে আসারও দরকার ছিল না—আর

স্যাকার্ড যে তাঁকে ঠকাচ্ছে একথা জানানোরও দরকার ছিল না। এমন বোকার মত আত্মহারা হোয়ে পড়ায় ম্যাক্সিমের নিজের ওপর ভীষণ রাগ হোতে থাকে। একবার ও ভাবে রেণীর সঙ্গে আর একবার আগের মত দুর্ব্যবহার কোরে এখনি চলে যাবে;—কিন্তু পরক্ষণেই রেণীর নগ্নমূর্তির দিকে তাকিয়ে ওর মনটা ভয়ে আচ্ছন্ন হোয়ে যায়। ও আর যেতে পারে না……।

পরেরদিন স্যাকার্ড দলিলটা নিয়ে রেণীর কাছে এলে রেণী শান্ত-ভাবে বলল: সে ভেবেচিন্তে দেখেছে সই করা উচিত হবে না—কাজেই সে সই করবে না। আসল ব্যাপারট যে সে জেনে ফেলেছে তার একটু আভাসও সে দিল না। সে অশান্তি ডেকে আনতে চায় না। তাই সবকিছু গোপন রাখবে ঠিক করেছে। সে পরম শান্তিতে তার পুনরুজ্জীবিত প্রেমকে উপভোগ কোরতে চায়। সারোনীর ব্যাপারটা যা হয় হোক—সে তাতে এতটুকুও পরোয়া করেনা। এই সই না করাটা কেবল তা'র প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। স্যাকার্ডের রাগে অন্ধ হোয়ে যাবার উপক্রম হয়। ওর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে যায়। ওর অন্যসব কারবার ক্রমশ মন্দতর হোয়ে যাচ্ছে। ও'র হাত খালি হোয়ে গেছে;—আজ সকালেই ও পাঁউরুটিওলার টাকা দিতে পারেনি। এখন কেবল বুদ্ধির সাহায্যে একটা সমাধান করার আশায় ও বসে আছে। যাইহোক এরজন্য ও বৃহস্পতিবারে উৎসব পিছিয়ে দিল না।

বাচ্ছা ছেলের দুষ্টুমিতে কোনো বয়স্ক লোকের কাজ পণ্ড হোলে সে যেমন ক্ষেপে ওঠে, স্যাকার্ডও রেণীর কথায় তেমনি ক্ষেপে উঠল। 'বিক্রয় কবলা'টা রেণীকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে পারলে ও সরকারী ক্ষতিপূরনের ভরসায় ও আবার টাকা যোগাড় কোরতে পারতো। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোলে সে ভাবতে আরম্ভ করে। রেণীর হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ কি? নিশ্চয় ও'কে কেউ পরামর্শ দিয়েছে। ওর সন্দেহ হয়—রেণীর কোনো প্রণয়ী জুটেছে। এই ধারণাটা

ও'র মনে এমন বদ্ধমূল হোয়ে যায় যে রেণীর গোপন জীবন সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা জানার জন্য ও তখনি সিডোনীর কাছে ছোটে। সিডোনী রেণীর ওপর চটে আছে। মঁসিয়ে সাক্রের কাছে তাঁকে অপদস্থ করার জন্য রেণীকে সে ক্ষমা কোরতে পারেনি।

কাজেই স্যাকার্ডের সন্দেহ বুঝতে পারামাত্র সে বলে যে রেণীর যে প্রণয়ী আছে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে স্বেচ্ছায় ওদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার ভার নেয়। সে চায় রেণী বুঝুক কার সঙ্গে ও শত্রুতা করেছে। স্যাকার্ড স্বভাবত কোনো অপ্রিয় সত্য জানার জন্য ব্যগ্র নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ একটা আগ্রহই তাকে এ কাজে প্রবৃত্ত করেছে। নইলে সে বুদ্ধিমানের মত চোখ বুঁজে থাকতেই ভালো বাসে। কাজেই সে সিডোনীর প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

"নিশ্চিন্ত থাক, আমি সব বার করে ফেলব"—সিডোনী বলে। এ্যানজেলী কিন্তু তোমার মত স্বামীকে কখনোই এভাবে ঠকাত না। প্যারিসের লোকগুলোর হৃদয় বলে কোনো কিছু নেই। তাছাড়া আমি ওকে সবসময়ে সদুপদেশ দিয়েছি তবু কিনা শেষপর্যন্ত ·····

ছয়

বৃহস্পতিবার স্যাকার্ডের বাড়ীতে উৎসব হোলো। মেয়েরা সেই উৎসবে "নারসিসাস এবং একো" নাট্য কবিতাটি অভিনয় কোরল। কবিতাটির রচয়িতা মঁসিয়ে হুপে দ্য লা মু রিহার্সাল এবং অভিনেতৃদের সাজগোজ দেখাশোনা করার জন্য মাসখানেক ধ'রে বারবার পার্ক মঁকোতে যাতায়াত করেছেন।

এগারোটার সময় অভিনয় আরম্ভ হ'বার কথা। সাড়ে দশটা থেকেই বৈঠকখানাটা অতিথি সমাগমে ভরে উঠল। মেয়েরা নাচের পোষাক পরে মঞ্চের সুমুখে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে বসেছে। অভিনয়ের পর 'বলনাচ' হ'বে। কতকগুলো তক্তাপোষ জোড়া দিয়ে মঞ্চটা তৈরী করা হোয়েছে। লোহার ডাণ্ডিতে সোনালী পাড় বসানো লাল মখমলের যবনিকা টাঙানো হোয়েছে। মঞ্চটার প্রান্ত বৈঠকখানার গ্যালারী পর্যন্ত বিস্তৃত। ধূমপানের ঘর থেকে মঞ্চে আসতে হ'বে। দোতলার কতকগুলো ঘর মেয়েদের সাজপোষাক করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হোয়েছে। সেখানে একদল পরিচারিকা মেয়েদের সাজাচ্ছে।

সাড়ে এগারোটা বেজে গেল—কিন্তু তখনো যবনিকা উঠল না। বৈঠকখানাটা কলগুঞ্জনে মুখরিত হোয়ে উঠেছে। সুমুখের সারিগুলোতে নানারকম পোষাক পরে মেয়েরা বসে আছে। কেউ মার্শেনস সেজেছে, কেউ সম্ভ্রান্ত মহিলা সেজেছে, কেউ গয়লানী সেজেছে, আবার কেউ বা সুন্দরী কিম্বা সুলতানা সেজেছে। ওদের জড়োয়া গয়না, শুভ্রদেহ এবং হালকা রঙের পোষাকের পিছনে পুরুষদের কালো কোটের সারি সুন্দর পটভূমিকা তৈরী কোরেছে। মেয়েরাই শুধু নাচ এবং অভিনয়ের পোষাক পরেছে। ঘরটা এরই মধ্যে গরম হোয়ে উঠেছে। তিনটে বাতিদান সোনালী আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।*

শেষের সারির পিছনে অতিথিদের একটা ছোট দলের মধ্যে স্যাকার্ড দাঁড়িয়ে আছে। ব্যারণ গরদ অসুস্থ—কিছুদিন থেকে ভদ্রলোকের হাত পা, ফুল্‌ছে। তাই ব্যারণের জন্য একটা চেয়ার ভিড়ের বাইরে আলাদা কোরে বসিয়ে দেওয়া হোয়েছে। মাঁসয়ে তুর্তে-লারোচী, মেরিউল ও মিসেলীন এক জায়গায় গল্প করছে। লারোচীকে সম্প্রতি সম্রাট সিনেটের সভ্য মনোনীত করেছেন। মেরিউল পরিষদের নির্বাচনে সভ্য নির্বাচিত হোয়েছে। মিসেলীনকে গতকাল একটা খেতাব দেওয়া হোয়েছে। মিগনন আর সারিয়ার পিছনদিকে বসে আছে। অতিথিরা পরস্পরের সঙ্গে গল্প গুজব কোরছে। স্যাকার্ড সিডোনীর সঙ্গে কথা বলার জন্য কিছুক্ষণের জন্য ওদিকে চলে গেল। সিডোনী এইমাত্র এসে লুইসী আর মাদাম মিসেলীনের মাঝখানে গিয়ে বসেছে। সিডোনী ডাইনীবুড়ী সেজেছে। চাকরের সাজে লুইসীকে দুষ্টু ছেলের মত দেখাচ্ছে।

: "কিছু জানতে পারলে ?"—স্যাকার্ড চুপি চুপি সিডোনীকে জিজ্ঞেস কোরল।

: "না এখনো পারিনি বটে কিন্তু আজ রাত্রেই আমি ওদের ধরব। সেই হারামজাদা নিশ্চয় এখানে আছে।"

: "ধরতে পারলেই আমাকে খবর দিও।"

স্যাকার্ড লুইসী আর মিসেলীনকে প্রশংসা কোরতে লাগল। সে বলল মিসেলীনকে ঠিক মহম্মদের পরীর মত দেখাচ্ছে আর লুইসীকে যেন তৃতীয় হেনরীর প্রিয়া বলে মনে হ'চ্ছে। তা'র কথা বলার গ্রাম্যসুরের দোলায় পাতলা দেহটা যেন নেচে উঠতে থাকে। এদিকে ফিরে এলে মেরিউল তা'কে একপাশে ডেকে লুইসী-ম্যাক্সিমের বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করে। রবিবার দিন চুক্তিপত্র সই হ'বার কথা।

: "আমার আজকেই বিয়ের খবরটা বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে। অবশ্য তোমার যদি এতে কোন আপত্তি না থাকে—

আমি আমার ভাইএর জন্য অপেক্ষা কোরছি। ও'র আজ আসার কথা আছে।"—স্যাকার্ড বলে।

মেরিউল খুশী হোয়ে ওঠে। ওদিকে লারোচী হঠাৎ চেঁচাতে আরম্ভ কোরেছে। মনে হ'চ্ছে যেন সে কারুর কাছে অপমানিত হোয়েছে। কণ্ট্রাক্টার দুজন ও'র কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঃ "আমি সরলভাবেই ঐসব ব্যাপারে আমার নামটা জড়াতে দিয়েছিলাম"—লারোচী মিসেলীন আর কণ্ট্রাক্টর দুজনকে বলে। স্যাকার্ড আর মেরিউলও সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

"জান স্যাকার্ড, আমি এঁদের মরোক্কর 'সোসাইটী জেনারেলের' ব্যাপারটা বলছিলাম"—লারোচী বলে।

স্যাকার্ড কিন্তু ও'র কথায় যেন ভ্রূক্ষেপও কোরল না। ঐ কোম্পানিটি কিছুদিন আগে লালবাতি জ্বেলেছে। এ নিয়ে অনেক কুৎসা প্রচারিত হোয়েছিল। কৌতূহলী অংশীদাররা ব্যাপারটা জানার জন্য হৈ চৈ আরম্ভ করে। তখন অনুসন্ধানে জানা যায় যে মরোক্কোর বন্দরটি কেবলমাত্র কোম্পানির অফিসে টাঙানো ইঞ্জিনীয়ারদের নক্সাতেই আছে—আসলে তা'র কোনো অস্তিত্বই নেই। তারপর থেকেই লারোচী তা'র অকলঙ্ক নামটাকে এর মধ্যে অন্যায়ভাবে জড়ানো হোয়েছে বলে চেঁচাতে আরম্ভ করে। ও এনিয়ে এমন হৈচৈ শুরু কোরল যে সরকার ওকে থামাবার জন্য এবং লোকের কাছে আবার ওকে সম্মানীয় কোরে তোলার উদ্দেশ্যে ওকে সিনেটের সভ্য মনোনীত কোরলেন। অর্থাৎ যে ব্যাপারটার জন্য ওকে হয়তো শেষপর্যন্ত আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হোতো সেই ব্যাপার থেকেই ও ওর বহুদিনের বাঞ্ছিত পদটা পেয়ে গেল।

ঃ "এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো উচিত নয়—তুমি এ সবের অনেক ওপরে"— স্যাকার্ড বলে।

"ক্রেডিট্ ভিটিকলের প্রচুর কাজ করার আছে—সেখানে তোমার ক্ষমতা দেখিয়ে দাও।"

: "নিশ্চয়, সেইটাই তো তোমার নামে কুৎসা রটনার উপযুক্ত উত্তর"—মেরিউল বলে।

বাস্তবিক, মাত্র কিছুদিন আগে ক্রেডিটভিটিকল একটা লজ্জাজনক অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে। একজন মন্ত্রী হঠাৎ এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর দয়াপরবশ হোয়ে নির্ধারিত মূল্যমানটা একটু অদল বদল কোরে দেন। লারোচী সেই সুযোগটাকে চমৎকারভাবে কাজে খাটায়। কাজেই ক্রেডিট ভিটিকলের প্রশংসা করলে ও অত্যন্ত খুশী হোয়ে ওঠে। সাধারণত কোনো ছলে ও একথাটা তোলার চেষ্টা করে থাকে।

লারোচী ব্যারণ গরদের চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেরিউলের দিকে একবার সকৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকিয়ে ও গরদের মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল: "ভালো আছেন?—আপনাকে বেশ হালুচালু দেখাচ্ছে না তো?" ব্যারণ জড়িতকণ্ঠে কি বললেন বোঝা গেল না।

"এঁর শরীরটা ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে'—লারোচী আর সকলের দিকে চেয়ে বলল।

মিসেলীন মুচকে মুচকে হাসছে আর মাঝে মাঝে চোখ নামিয়ে বুকে আঁটা সম্মান চিহ্ন, লাল 'রিবন'টা, দেখছে। বারোটা বেজে গেছে। সকলেই ক্রমে অধৈর্য হোয়ে পড়ছে। তখনো কোনোরকম গুঞ্জন আরম্ভ না হোলেও, কথাবার্তা ক্রমে বেড়ে উঠেছে। মেয়েরাও অধীরভাবে ঘন ঘন পাখা নাড়ছে।

এতক্ষণ পরে মঁসিয়ে ছুপে ছ লা মু ফিরে এলেন। মঞ্চে ওঠার সরু পথটা দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন মাদাম ছ এসপানে মঞ্চে উঠছে। অন্য মেয়েরা এসপানের জন্য তৈরী হোয়ে অপেক্ষা কোরছে। প্রিফেক্ট ছুপে ছ লা মু দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে মার্শনেসের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যে সকলেই যাতে দেখতে পায় তিনি মার্শনেসের সঙ্গে কথা বলছেন। মার্শনেস তখনো

পর্দার আড়ালেই রয়েছে। গলার স্বরটা একটু নীচু কোরে মঁসিয়ে হুপে বললেন : "আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—আপনার পোষাকটা সুন্দর···।"

"পোষাকের ভেতরে যা' আছে তা' আরো সুন্দর!"—এসপানে মঁসিয়ে হুপেকে বিদ্রূপ কোরে বলল। হুপেকে ঐ ভাবে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসপানের ভারী মজা লাগছিল।

এসপানের বিদ্রূপে হুপে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। ক্রমে ক্রমে কথাটার রস গ্রহণ কোরে হাসতে হাসতে বললেন : "চমৎকার··· চমৎকার বলেছেন!"

পর্দার কোনটা ছেড়ে দিয়ে তিনি ব্যাপারটা সকলকে বলার জন্য দর্শকদের মধ্যে নেমে পড়লেন। তাঁর নাট্যকারের গাম্ভীর্য তখন ভেঙে গেছে। এমন কি তাঁর কোটের হাতায় যে, কোনো মেয়ের রঙ মাখা হাতের সাদা ছাপ লেগে রয়েছে সেদিকেও তাঁর নজর নেই। তার ওপর আবার তাঁর বুড়া আঙুলের ডগায় লাল রঙ লেগে আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মেয়েদের রঙের বাটিতে তিনি যে কোনো কারণেই হোক আঙুল ডুবিয়েছিলেন। রুমালটা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে হুপে হেসে বলে ওঠেন :

"চমৎকার মেয়ে······আশ্চর্য বুদ্ধি ·····"

"কে?"—স্যাকর্ড জিজ্ঞেস করে।

"মার্শেনস। এইমাত্র ও আমাকে কি বলল জান······"

তিনি কথাগুলো বলেন। সকলেই প্রশংসা কোরতে থাকে। একজন থেকে আর একজনের কাছে ক্রমে কথাটা ছড়িয়ে যায়। এমন কি মঁসিয়ে হাফনার পর্যন্ত সুখ্যাতি করেন। এমন সময় পিয়ানোতে 'ওয়াল্টজ' বাজনা আরম্ভ হোলো। চারিদিক নিস্তব্ধ···। 'ওয়াল্টজের' এলোমেলো সুর বিচ্ছেদহীন ঝরণাধারার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। স্বরগ্রাম ক্রমশঃ উঁচুতে উঠে তারায় পৌঁছে সুতীক্ষ্ণ হোয়ে উঠছে। পর মুহূর্তেই আবার একবারে উদারায় নেমে আসছে।

সুরটার মধ্যে যেন প্রবল উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়িয়ে রয়েছে। পিয়ানোর বাজনা আরম্ভ হওয়ায় মঁসিয়ে হুপের উল্লাস থেমে গিয়েছিল। লাল মখমলের যবনিকার দিকে চেয়ে তিনি ভাবতে থাকেন—অন্য মেয়েদের মত এসপানেকেও তা'র নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে এলে ভালো হোতো।

ধীরে ধীরে যবনিকা উঠতে থাকে। পিয়ানোতে আবার নীচু পর্দায় 'ওয়াল্টজ'টা বাজতে আরম্ভ করে। সারা বৈঠকখানাটা জুড়ে মৃদু গুঞ্জন সুরু হয়। মেয়েরা সুমুখে ঝুঁকে পড়ে,…পুরুষেরা গলা বাড়িয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।…এক আধ টুকরো মন্তব্য… মাঝে মাঝে একটু উচ্চতর কণ্ঠস্বর,…স্বতঃস্ফূর্ত দীর্ঘশ্বাস…চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসতে থাকে। মিনিট পাঁচেক এইরকম ভাবে কাটে।

মূক অভিনয়ের মাঝামাঝি সময় সচিব ইউজেন তার সেক্রেটারী সাক্রেকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। স্যাকার্ড এতক্ষণ অধীরভাবে তা'র ভাইএর আগমন প্রতীক্ষা কোরছিল। ওদের দেখেই সে ওদের দিকে যাবার জন্য ব্যগ্র হোয়ে উঠল। কিন্তু ইউজেন ওকে ইশারায় ব্যস্ত হোতে বারণ কোরল। নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে কর্তাব্যক্তিদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

দর্শকদের ওর দিকে চোখ পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরটায় একটা ফিসফিসানি শুরু হোয়ে গেল। সকলেই ঘুরে ওকে দেখতে লাগল। অর্থাৎ সচিব ইউজেনের উপস্থিতি, অভিনয়ের সাফল্য উচ্ছ্বাসের ভারসাম্য রক্ষা কোরল।

: "ওঃ। আপনি তো একজন কবি হোয়ে উঠেছেন।"—ইউজেন মঁসিয়ে হুপেকে বলে।

"'কনভলভুলি' নামে আপনার একটা কাব্য বেরিয়েছে না? অফিসের ঝঞ্ঝাট সত্বেও আপনি দেখছি কবিতা লিখতে পারছেন।"

এদিকে স্যাকার্ড, ম্যাক্সিম আর লুইসীর বিয়েটা সকলকে জানানোর জন্য ব্যবস্থা কোরতে লাগল। স্যাকার্ড ইউজেনের সঙ্গে তার

অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠটা জানানোর জন্য ইউজেনকেই ঘোষণা করতে বলল। ইউজেনও ভাইকে যেন কত ভালবাসে এমনি ভাব দেখিয়ে ঘোষণা করতে রাজী হোলো। ও সকলকে ওর ভালমানুষী দেখাতে চায়, অবশ্য ইউজেন প্রকৃতই এদের চেয়ে অনেক উচ্চশ্রেণীর মানুষ। ওর নির্মল দৃষ্টি, ছোটখাটো নীচতার প্রতি আপাতঘৃণা এবং বিশালদেহ দেখলেই বোঝা যায় যে এদের মত মানুষকে ও পরোয়াই করে না। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই ও উৎসাহ দেখায়। ও এমন ভাব দেখায় যেন বিয়ের যৌতুক ও ঠিক কোরেই রেখেছে। ম্যাক্সিনকে যে অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় পরিষদে 'হিসাব পরীক্ষক' নিযুক্ত করা হবে এখবরটাও ও সকলকে জানিয়ে দেয়। স্ট্যাকার্ডকে ও বন্ধুর মত বলে :

"তোমার ছেলেকে বল, ওর বিবাহ বাসরে আমি সাক্ষী থাকতে চাই।"

অভিনয়ের শেষে 'বল-নাচ' আরম্ভ হোলো। অভিনয়ের মঞ্চে ঐক্যতান বাদকরা বসল। ঐক্যতানের মধ্যে বাঁশীজাতীয় বাজনাই প্রধান। মঞ্চের নকল বনের মধ্যে 'করনেট্' আর 'তূর্যের' তীক্ষ্ণ শব্দ একটা বিশেষ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে থাকে। প্রথম 'কোয়াড্রিল' নাচ আরম্ভ হোলো। লোকে এই নাচটা বিশেষ পছন্দ করে। মেয়েরা নাচতে লাগল। 'কোয়াড্রিলের' ফাঁকে ফাঁকে 'পোলকা' 'ওয়াল্টজ' 'মজুরকা' নাচ চলতে লাগল। নাচিয়েরা জোড়ায় জোড়ায় এগিয়ে এসে গ্যালারীর সুমুখে দাঁড়ালো। বাঁশী তূর্য ইত্যাদির ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ওরা লাফিয়ে সুমুখে এগিয়ে এলো। তারপর বেহালার ঘুমপাড়ানী সুরের তালে তালে ওরা জোড় বেঁধে দুলতে লাগল। মেয়েদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের সাজ পোষাক সমস্ত পরিবেশটাকে উজ্জ্বল কোরে তুলল। বাজনার সুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কোরে পুরুষ এবং মহিলা জোড় বেঁধে এগিয়ে আসতে লাগল। 'করনেটের' ঝোড়ো সুরে ঝড়ের

মুখে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত দুলে দুলে ওরা সারা ঘরটা ঘুরতে লাগল। কখনো আবার দুটি নাচের ফাঁকে একটু সুযোগ করে নিয়ে এক একজন মহিলা জানালার কাছে গিয়ে মাথায় একটু বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়ে বিশ্রাম কোরে নিতে লাগল। ক্রমে ওরা এক এক জোড়ায় 'কাউচে' বসে পড়ল—অথবা 'সজীঘরের' মধ্যে নেমে গেল। উষ্ণ মণ্ডলীয় লতাবিতানের মধ্যে থেকে শুধু ওদের স্কার্টগুলো ঝিলিক দিতে লাগল। এদিকে করনেটগুলো সুতীক্ষ্ণ সুরে 'কোয়াড্রিলের' সময় যে গানগুলো বাজিয়েছিল সেই গানগুলো বাজাতে লাগল।

চাকররা খাবার ঘরের দরজা খুলে দিল। খাবার ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল পাতা হোয়েছে। টেবিলের ওপর ঠাণ্ডা মাংস রাখা রয়েছে। দরজা খুলতেই একটা ঠেলাঠেলি শুরু হোলো। একটি লম্বা গোছের সুন্দরমত লোক টুপিটা হাতে নিয়ে এগোচ্ছিল। ভদ্রলোক ভিড়ের ধাক্কায় দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল। হাতের টুপিটা মড় মড় কোরে ভেঙে দুমড়ে গেল। ব্যাপারটা দেখে সকলে হেসে উঠল। অতিথিরা যেন খাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরস্পরকে কনুইএর গুতো দিয়ে এমন হৈ হৈ করতে করতে ওরা এগুতে লাগল যে কেউ দেখলে ভাবত বুঝিবা ওরা লুঠতরাজ কোরতে চলেছে। চারিদিকের হট্টগোলে চাকরেরা হতবুদ্ধি হোয়ে গেল। কার ডাকে যে আগে সাড়া দেবে তা' যেন তারা ঠিক করতেই পারেনা। এইসব সুসভ্য অভিজাতশ্রেণীর মানুষগুলি যেন পাছে পাতা খালি হোয়ে যায় এই ভয়েই সারা হোয়ে যাচ্ছে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো স্যাম্পেন আর বোর্দোর মদ নেই বলে রেগেই আগুন। ঐ দুটি জিনিষ না খেলে নাকি তাঁর ঘুম হয় না।

"একটু আস্তে"—ব্যাপটিষ্টী তার স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। "প্রচুর জিনিষ আছে—কারুর কম পড়বে না।"

কিন্তু ও'র কথায় কেউ কানই দিল না। খাবার ঘরটা এর মধ্যেই

ভরে গেছে। তখনো দরজার কাছে অনেকে দাঁড়িয়ে……। দেয়ালের পাশে অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। অনেকে গেলাসে হাত পৌঁছুতে না পেরে মদ না খেয়েই খাবার খাচ্ছে। আবার আর একদল খাবার না পেয়ে শুধু মদই গিলছে।

ওদিকে তখনো ঐক্যতান বাদন চলেছে। জোড়া জোড়ায়—'চুম্বন'—নামে বিখ্যাত 'পোল্কা' নাচছে। এই নাচে তালে তালে জুড়িদের পরস্পরকে চুমা খাওয়া নিয়ম। মাদাম এসপানে খাবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। তা'র মুখখানা লাল হোয়ে উঠেছে। চুলগুলো এলোমেলো হোয়ে গেছে। তা'কে কেউই পথ ছেড়ে দিল না। কাজেই বাধ্য হোয়ে কনুইএর ধক্কা দিতে দিতে সে এগিয়ে এল। টেবিলটা ঘুর, মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভংগী কোরে সে মসিয়ে হুপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

:"দয়া কোরে আমাকে একটা চেয়ার যোগাড় করে দেবেন ?"—সে মিষ্টি হাসি হেসে মঁসিয়ে হুপেকে বল্‌ল। "টেবিলের চারপাশে কোথাও তো জায়গা পেলাম না।" মসিয়ে হুপের মনে এসপানের প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু তবু তিনি ওর কাজ করে দেওয়ার সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার যোগাড় কোরে এনে এসপানেকে বসালেন। এসপানে কয়েকটা চিংড়ী মাছ, একটু মাখন এবং সামান্য একটু স্যাম্পেন ছাড়া কিছু খেল না। পুরুষদের গোগ্রাসে গেলার দৃশ্যের মধ্যে ও'র খাওয়াটা অত্যন্ত সুন্দর দেখাতে লাগল। বিশেষভাবে মেয়েদের জন্যই মাঝখানের বড় টেবিলটা এবং চেয়ারের ব্যবস্থা করা হোয়েছিল। অবশ্য ব্যারণ গরদ সর্বত্রই ব্যতিক্রমের দলে। তাঁকে একটা চেয়ার দিয়ে টেবিলের সুমুখে বসানো হোয়েছে। এসপানে মঁসিয়ে হুপেকে বলল যে এই মুক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার আনন্দ সে জীবনে ভুলতে পারবে না। ওর কথায় মঁসিয়ে হুপে একেবারে গলে গেলেন। কেন যে

অভিনয়ের শেষ অংশে ও'রা হুপের জন্য অপেক্ষা করেনি সে বিষয়ে ও এমন একটা কৈফিয়ৎ দিল যে মঁসিয়ে হুপের রাগ পড়ে গেল। সে বল্‌ল যে সচিব মশাই এসেছেন শুনে মেয়েরা বিশ্রামের সময়টা আর বাড়ানো ঠিক হবে না মনে কোরল। শেষকালে সে হুপেকে মাদাম হাফনারকে ডেকে দিতে বলল। হুপে তাড়াতাড়ি মাদাম হাফনারকে ডেকে আনলেন। কিন্তু হুপের এমন দুর্ভাগ্য যে সুশানী অর্থাৎ মাদাম হাফনার আসার পর থেকে এসপানে আর তাঁর দিকে ফিরেও চাইলনা।

লারোচী, মেরিউল, এবং হাযনারকে সঙ্গে নিয়ে স্যাকার্ড পাশের একটা ছোট টেবিল অধিকার কোরে বসেছে। মঁসিয়ে সাক্র মাদাম মিসেলীনের হাত ধরে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও জায়গা নেই। স্যাকার্ড ওদের তাদের টেবিলেই বসতে অনুরোধ কোরল। মাদাম মিসেলীন তা'র চারপাশের পাঁচজন পুরুষের দিকে সঙ্কুচিত চেয়ে হাসিমুখে আস্তে আস্তে এক একটি মিষ্টি খেতে লাগল। ওরা সকলেই এমনভাবে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে সে প্রায় টেবিলের গায়ে সেঁটে গেছে। তার মাথার সোনালী সুতোর কাজ করা ঘোমটা ওদের মুখে ঠেকছে। ক্রীতদাসীর মত নম্রভংগীতে সে ওদের প্রত্যেকের হাত থেকে সযত্ন পরিবেশিত 'কেক' গ্রহণ কোরতে লাগল। ওদিকে মঁসিয়ে মিসেলীন ঘরের শেষপ্রান্তে একা বসে নিজের মনে একটি 'হাঁসের যকৃৎ' উদরস্থ করছে।

মাদাম সিডোনী বাজনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বল নাচের আসরের চারদিকে পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে রেণীকে ধরার জন্য ব্যগ্র হোয়ে আছে। এতক্ষণ পরে খাবার ঘরে এসে সে স্যাকার্ডকে ইশারা কোরে ডাকল।

"রেণী নাচে যোগ দিলনা—" সে বলল। "আমার মনে হচ্ছে ও যেন খুব চিন্তিত রয়েছে;—নিশ্চয় কোনো মতলব আঁটছে, বুঝলে।

এখনো ও'র হারামজাদা প্রণয়ীটাকে ধরতে পারিনি। কিছু খেয়ে নিয়ে আবার আমি নজর রাখতে যাচ্ছি।"

একটা মুরগীর ডানা যোগাড় কোরে পুরুষদের মত সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিল। একটা বড় স্যাম্পেনের গ্লাসে খানিকটা 'মালাগা' ঢেলে ঢক্ ঢক্ কোরে খেয়ে নিল। তারপর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সে আবার বৈঠকখানায় ফিরে গেল। তা'র ডাইনীর পোষাকের তলাটা মাটিতে লুটিয়ে কার্পেটের ধুলোয় মাখামাখি হোয়ে গেছে।

বিলম্বিত লয়ে বলনাচ চলেছে। এমন সময় ঐক্যতানে নোতুন ঝংকার বেজে উঠল। সারা ঘরে মৃদু গুঞ্জন উঠল : "কটিল্লন। এবার কটিল্লন আরম্ভ হচ্ছে।" নাচিয়েরা প্রস্তুত হোয়ে নিল—বাঁশীগুলো বাজতে লাগল। নাচিয়েরা 'সঙ্গীঘরের' লতাগুল্মের আড়াল থেকে জোড় বেঁধে বেরিয়ে এল। বৈঠকখানাটা আবার নাচের শুরুতে যেমন ভরে ছিল তেমনি ভরে উঠল। দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন চলতে লাগল। এইটাই শেষ নাচ। যারা নাচে যোগ দেয়নি তারা ঘরের মাঝখানে জমায়েত ভিড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। পাশের টেবিলে বসে যারা খাচ্ছিল তারা টেবিল থেকে না উঠে গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগল।

"মঁসিয়ে মুসী রাজী হচ্ছেন না" একজন মহিলা বলল। "আসুন মঁসিয়ে মুসী অন্তত আমাদের জন্য এ'বারটার মত আরম্ভ করে দিন।"

মুসী শক্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি তার পক্ষে আবার নামা অসম্ভব। সকলের মুখেই একটা নিরুৎসাহের ভাব ফুটে ওঠে। ম্যাক্সিমও ক্লান্ত হোয়ে পড়ার অছিলায় নামতে রাজী হয়নি। মঁসিয়ে ছুপেও পারবেন না। তিনি কবিতা পড়ার পরই সরে পড়েছেন। একজন মহিলা মঁসিয়ে সিমসনের নাম কোরল। কিন্তু সিমসনের নাম তুলতেই সকলে তাকে থামিয়ে দিল। সিমসনের নাচের ভংগী অত্যন্ত বিশ্রী। সে যত সব অদ্ভুত কায়দা আমদানি করে। লোকে

বলে একবার কোথায় নাকি অতিথিরা তাকে পরিচালক মনোনীত করেছিল। ফলে, সেখানে সে মেয়েদের শেষপর্যন্ত নাচতে নাচতে চেয়ারগুলো লাফিয়ে পার হোতে বাধ্য কোরেছিল। তাছাড়া তার আর একটা কায়দা হ'চ্ছে চারজন করে দল বেঁধে সারা ঘর নেচে নেচে ঘোরা।

"মঁসিয়ে সাক্রে চলে গেছেন কি ?"—কে একজন জিজ্ঞেস করে। সাক্রে তখন যাবার জন্য প্রস্তুত হোয়ে রেণীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। রেণীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হোয়ে সে ওর সঙ্গে অন্তত সদ্ভাবটুকু বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করছিল। সাক্রে সদিচ্ছ প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু অপরের খেয়াল খুশীকে সে শ্রদ্ধা করে। 'হল' থেকে তাকে জোর কোরে ধরে আনা হোলো। সে এদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য বলল যে এসব তার পোষায় না কাটখোট্টা লোক সে। কিন্তু তবু তাকে ছাড়া হোলো না। মেয়েরা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। অগত্যা সে বলল :

"বেশ, তাহলে সকলে প্রস্তুত হোয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়ান। আমি কিন্তু সেকেলে লোক আগেই বলে দিচ্ছি। আমার মাথায় এক ফোঁটাও নোতুন কল্পনা নেই।"

ঘরের সব চেয়ারগুলো ভর্তি। এমন কি সঙ্গীঘর থেকে কতকগুলো লোহার চেয়ারও অতিথিরা টেনে এনেছে। মঁসিয়ে সাক্রে পুরুতের মত ভারিক্বী চালে চারদিক দেখে নিয়ে কাউন্টেস বাস্‌কাকে নিজের জুড়ি বেছে নিল। বাস্‌কার পলার মত লাল পোষাক আগেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মেয়েরা এক একজন পুরুষকে পাশে নিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ালে সাক্রে ঐক্যতান শুরু করার ইংগিত কোরল্।

রেণী এই 'কটিল্লনে' যোগ দেয় নি। নাচ শুরু হওয়া থেকেই ওর মনটা উৎফুল্ল হোয়ে উঠেছিল। নাচে অংশ না নিয়েও ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওর বন্ধুবান্ধবরা ওকে দেখে আশ্চর্য হোয়ে

গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা ও তাদের কাছে ওর বেলুনে চড়ে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনার কথা বলছিল। 'কটিল্লন' আরম্ভ হবার পর আর খুশীমত ঘুরতে না পেরে ও বিরক্ত হোয়ে উঠল। ও 'হলের' দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওর স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব কোরতে লাগল। যারা চলে যাচ্ছে তাদেরও বিদায় সম্ভাষণ জানাতে লাগল। ব্যারণ গয়দের চলার শক্তি নেই। তাঁকে একজন চাকর কোলে কোরে তুলে নিয়ে গেল। যাবার সময় তিনি রেণীর বেশভূষার প্রশংসা কোরে গেলেন।

তুর্তে—লারোচী স্যাকার্ডের সঙ্গে করমর্দন কোরে বিদায় চাইতে, স্যাকার্ড বলল :

: "ম্যাক্সিম কিন্তু আপনার ভরসায় আছে।"

: "ঠিক আছে।"—লারোচী বলল। তারপর রেণীর দিকে ফিরে বলল :

"আপনাকে এখনো ধন্যবাদ জানান হয় নি। যাক্ ম্যাক্সিমের তাহলে একটা ব্যবস্থা হোয়ে গেল।"

রেণী একটু বিস্মিতভাবে হাসল।

: "ও এখনো জানে না"—স্যাকার্ড বলল। "আমরা আজ সন্ধ্যেবেলা মাদমোয়াজেল মেরিউলের সঙ্গে ম্যাক্সিমের বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা কোরে ফেলেছি।"

রেণী তখনো তেমনিভাবে হাসতে লাগল। লারোচী প্রশ্ন কোরল :

"তাহলে চুক্তিপত্র রবিবার সই হবে—আমি কয়লার খনি সংক্রান্ত ব্যাপারে একবার 'নেভার্সে' যাচ্ছি—ঠিক সময়ে ফিরে আসব।"

লারোচী চলে গেল।

রেণী কিছুক্ষণ একা 'হলের' মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। এইমাত্র যে খবরটা ও শুনল সেটা নিয়ে যতই ও ভাবতে থাকে ততই যেন ওর বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ও লাল মখমলের পর্দাগুলোর দিকে, 'ম্যাজলিকা'র টবগুলোর দিকে, অবিচলদৃষ্টিতে তাকিকে থাকে। শেষপর্যন্ত ও চেঁচিয়েই বলে ওঠে :

"ম্যাক্সিমের সঙ্গে কথা বল্‌তে হবে।"

ও বৈঠকখানায় ফিরে এল। নাচিয়েরা পথরোধ কোরে নাচ্‌ছে—কাজেই ও ভেতরে ঢুকতে পেলনা। ঐকতানে নীচু পর্দায় 'ওয়াল্টজ' বাজছে। মেয়েরা পরস্পরের হাত ধরে গোল হোয়ে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে ঘুরছে। ওদের মাঝখানে মঁসিয়ে সিমসন হাতে একটা গোলাপী 'স্কার্ফ' নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেলেরা যেমন কোরে জাল ফেলে তেমনিভাবে 'স্কার্ফটা মেয়েদের মাথায় ফেলার জন্য সে প্রস্তুত হোয়ে আছে। মেয়েরা ঘুরে ঘুরে ক্রমে শ্রান্ত হোয়ে পড়্ছে। সে 'স্কার্ফটা' এমন কায়দায় ছুঁড়ল যে ওটা এসপানে আর মাদাম হাফনারের ওপর পড়ল। সিমসন তখনই ওদের দুজনের সঙ্গে 'ওয়াল্টজ' নাচার প্রস্তাব কোরে দুহাতে ওদের দুজনের কোমর জড়িয়ে ধরল। মঁসিয়ে সাক্রে 'কটিল্ল নব' রাজার মত কঠোর স্বরে বলে উঠল : "না, দুজনের সঙ্গে নাচা চল্‌বে না।"

কিন্তু মঁসিয়ে সিমসনও ওদের কোমর ছাড়বে না। এ্যডিলাইন এবং সুশানী তা'র বাহুর ওপর এলিয়ে পড়ে হাসতে লাগল। কথা কাটাকাটি চল্‌তে থাকে। মেয়েরা ক্রমে রেগে উঠছে। পুরুষেরা মজা দেখছে আর ভাবছে সাক্রে কি কোরে উভয়সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবে। সাক্রে কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হোয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল কি কোরে সিমসনকে হাস্যাস্পদ কোরে জেতা যায়। হঠাৎ তা'র মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মৃদুহেসে সে এসপানে আর হাফনারের কানে কানে কি জিজ্ঞেস কোরল। তারপর সিমসনকে বল্‌ল :

"ভারবিনা ফুল নেবে, না পেরিউইংক্‌ল্‌ ফুল নেবে ?" সিমসন একটু হকচকিয়ে বলল : "ভারবিনা।"

সাক্রে এসপানেকে ঠেলে দিয়ে বলল : "এই নাও ভারবিনা।"

ঘরের সকলেই উল্লসিত হোয়ে উঠল। ব্যাপারটা সকলেরই বেশ মজার লেগেছে। মেয়েরা মন্তব্য কোরল : "সাক্রে বিখ্যাত নাচিয়ে, ওকে বোকা বানান অসম্ভব।" ঐক্যতানে আবার 'ওয়াল্টজ' বাজছে। সিমসন এসপানেকে নিয়ে একবার 'ওয়াল্টজ' নাচতে নাচতে সারা ঘরটা ঘুরে এসপানেকে তা'র আসনে বসিয়ে দিল।

রেণী এতক্ষণে ভেতরে ঢুক্‌তে পেল। এইসব বোকামি দেখে ও রাগে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। এই 'স্কাফ´' ছুঁড়ে দেওয়া, ফুলের নাম করা এসব ওর কাছে দারুণ বোকামি বলে মনে হোতে থাকে। ও'র কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ কোরছে। ও জোর কোরে পথ কোরে নিয়ে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। দ্রুতগতিতে নাচিয়েদের ধাক্কা দিয়ে ও বৈঠকখানা পার হোয়ে গেল। ও সোজা 'সব্জীঘরে' গিয়ে ঢুকল। ম্যাক্সিম আর লুইসীকে কোথাও না দেখতে পেয়ে ও ভেবেছিল তারা নিশ্চয় 'সব্জীঘরে' লতাগুল্মের আড়ালে বসে মজার গল্প কোরছে। কিন্তু 'সব্জীঘরের' আবছায়া অন্ধকারে ও তাদের খুঁজে পেল না। তাদের বদলে ও দেখল একটি দীর্ঘদেহ তরুণ, মাদাম দাস্তের হাতে চুমু খেয়ে বল্‌ছে :

"মাদাম গু লরেন্স ঠিকই বলে—তুমি সত্যি দেবী।"

ও'র বাড়ীতে, ওরই 'সব্জীঘরের' মধ্যে একজন পুরুষ অন্য একজনকে 'দেবী' বলে ঘোষণা করায় ও'র মনে যেন আঘাত লাগে। ও মনে মনে ভাবে : মাদাম লরেন্স তার দলবল নিয়ে অন্য জায়গায় গেলেও তো পাবে! ওর মনে হয় এই লোকগুলোকে দূর কোরে তাড়িয়ে দিতে পারলে ও বোধহয় কতকটা শান্তি পায়। কুণ্ডের সুমুখে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে, ম্যাক্সিম আর লুইসী কোথায় লুকোতে পাবে, ও ভাবতে থাকে। ঐক্যতানের 'ওয়ল্টজের' সুরে ও যেন অসুস্থ বোধ কোরতে থাকে। একি অন্যায়! নিজের ঘরে বসে একটু ভাবারও জো নেই!—ও যেন বিহ্বল হোয়ে পড়ে।

ম্যাক্সিমদের যে এখনো বিয়ে হোয়ে যায়নি সে কথাও ও ভুলে যায়। ও ভাবে তারা নিশ্চয় ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে শুয়েছে। হঠাৎ ও'র খাবার ঘরটা দেখার কথা মনে পড়ে যায়। ও তাড়াতাড় 'সজ্জীঘর' থেকে নেমে আসে। কিন্তু বৈঠকখানার সুমুখে আবার ওকে নাচের জন্য থেমে যেতে হয়।

"ভদ্রমহিলারা, এগুলো হ'চ্ছে 'কালো বিন্দু"—সাক্রে বলে। "এটা আমার নিজস্ব আবিস্কার। আপনাদের জন্য আমি এটা আরম্ভ কোরছি।"

সারা ঘরে একটা হাসির ধূম পড়ে যায়। পুরুষেরা মেয়েদের কাছে ইংগিতটার মানে বুঝিয়ে দেয়। সম্রাট নাকি কবে একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন: রাজনৈতিক গগণে কতকগুলো কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। সেই থেকে 'কালো বিন্দু' কথাটা চালু হোয়ে গেছে। প্যারিসবাসীরা নানারকমভাবে কথাটাকে ব্যবহার কোরছে। সাক্রে পুরুষ নাচিয়েদের ঘরেব একপ্রান্তে মেয়েদের দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তাদের কোট তুলে মাথার পিছনটা ঢেকে ফেলতে হুকুম দিল। ব্যাপারটা সকলেরই বেশ মজার লাগে। কুঁজো হোয়ে দাঁড়িয়ে কোট তুলে পুরুষদের সত্যিই বীভৎস দেখাচ্ছে।

"ভদ্রমহিলারা, হাসবেন না।—হাস্‌লে আমি আপনাদের পোষাকের ঝালরগুলো মাথায় চাপা দিতে হুকুম দেব"—সাক্রে রসিকতার ভংগীতে ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলে।

ঘরে একেবারে হাসির হুল্লোড় চলতে থাকে। কয়েকজন ভদ্রলোকের ঘাড় ঠিকমত ঢাকা পড়েনি। সাক্রে তাদের কাছে গিয়ে বলে: "তোমরাই হোচ্ছ 'কালো বিন্দু'। মাথা চাপা দাও —একমাত্র পিঠটা খুলে রাখ। মেয়েরা যেন তোমাদের পিঠ ছাড়া আর কিছু দেখতে না পায়। যাও, নিজেদের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে নাও মেয়েরা যেন তোমাদের চিনতে না পারে।"

চারিদিকে খুব হাসাহাসি চল্‌ছে। পুরুষেরা মাথা চাপা দিয়ে এলোমেলোভাবে ঘুরছে। একজন ভদ্রলোকের সার্টে একটা ছোট তালি দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের হাসতে হাসতে দম আটকে যাবার যোগাড়। তারা সাক্রেকে ব্যাপারটা শেষ করার জন্য অনুরোধ কোরতে লাগল। তখন সাক্রে হুকুম দিল: "যান্ ঐ কালো বিন্দুগুলোকে নিয়ে আসুন।" মেয়েরা এগিয়ে গিয়ে যাকে হাতের কাছে পেল তাকেই ধরে আন্‌ল। ঘরে এমন হৈ হৈ হ'চ্ছে যে তিষ্ঠানো দায় হোয়ে উঠেছে। দোর খুলে ওরা একটা সারি বেঁধে ঐক্যতানে 'ওয়াল্টিজ' বাজনার সঙ্গে তাল রেখে সারা বৈঠকখানাটা ঘুরতে লাগল।

রেণী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাগে ওর মুখখানা ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। ঠোঁট চেপে বন্ধ কোরে ও একদৃষ্টে দেখতে থাকে। এরমধ্যে আবার একজন বৃদ্ধভদ্রলোক এসে প্রশ্ন কোরলেন ও নাচে যোগ দিল না কেন। একটু হেসে ওকে ভদ্রভাবে উত্তর দিতে হোলো। শেষকালে, ও ওখান থেকে পালিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। ঘরটা খালি। ছোট টেবিলগুলো তছ্‌নছ হোয়ে রয়েছে—খালি বোতল এবং ডিসগুলো মেঝেতে গড়াচ্ছে। ম্যাক্সিম আর লুইসী টেবিলের এক পাশে একটা তোয়ালে পেতে পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে, সেই নোংরা গেলাস, চর্বিমাখা ডিসে, এঁটো কাঁটার মধ্যে বসে পরম নিশ্চিন্তভংগীতে ওরা খেয়ে যাচ্ছে। ওরা শুধু ওদের আশপাশটা একটু ঝেড়ে নিয়েছে। ব্যাপটিষ্টী গম্ভীরভাবে টেবিলটার চারদিকে ঘুরছে। ঘরের নোংরার দিকে যেন তার নজরই নেই। ঘরটা দেখলে মনে হ'চ্ছে যেন একদল নেক্‌ড়ে এইমাত্র ওখান দিয়ে চলে গেছে। ব্যাপটিষ্টী ঘরটা একটু পরিষ্কার করার জন্য অন্য চাকর-বাকরদের আসার অপেক্ষা কোরছে।

ম্যাক্সিম কিন্তু যাইহোক দুজনের মত বেশ ভালো খাবার

যোগাড় কোরে নিয়েছে। লুইসী পেস্তা দেওয়া 'কেক' ভালোবাসে। একটা ছোট টেবিলে একডিস ঐরকম 'কেক' পড়েছিল। স্যাম্পেনের তিনটে আধখালি বোতল ওদের সুমুখে রয়েছে।

: "বাবা বোধহয় এতক্ষণ চলে গেছেন"—লুইসী বলে।

: "ভালই তো"—ম্যাক্সিম বলে ওঠে, "আমিই তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।"

লুইসী হাস্‌তে থাকে।

: "জান, এবার ওরা সত্যি চাইছে আমি তোমাকে বিয়ে করি" —ম্যাক্সিম বলে। "এবার আর ঠাট্টার কথা নয়। কিন্তু বিয়ে হোয়ে গেলে আমরা কি কোরব—বলোত' ?"

: "কেন, সবাই যা' করে আমরাও তাই কোরব।"

কথাটা বলে ফেলেই লুইসী সাম্‌লাবার জন্য বলে ওঠে :

"আমরা ইটালী বেড়াতে যাব। আমার শরীরেরও এতে উপকার হবে। আমার শরীরটা অত্যন্ত খারাপ। ম্যাক্সিম তোমার জন্য দুঃখ হ'চ্ছে!—তোমার স্ত্রীর দেহটা সত্যি অত্যন্ত কুশ্রী হ'বে!"

লুইসী বিষণ্ণভাবে হাসে। শুকনো কাশির ধমকে ওর গাল দুটো লাল হোয়ে ওঠে।

: "ঐ 'কেক্‌গুলো' খেয়ে কাশি আস্‌ছে। বাড়ীতে আমার ওগুলো খাওয়া বারণ। ডিস্‌টা এগিয়ে দাওতো 'কেক্‌গুলো' পকেটে পুরে নিই।"

লুইসী কেকগুলো পকেটে পুরছে এমনসময় রেণী ঘরে ঢুকল। লুইসীকে দেখে ওর মারতে ইচ্ছে করতে লাগল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ কোরে ও সোজা ম্যাক্সিমের কাছে গিয়ে রুক্ষস্বরে বলল : "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

ম্যাক্সিম ওর সঙ্গে যেতে ভয় পেয়ে ইতস্তত কোরতে লাগল।

: "তোমার একার সঙ্গে, এখনি"—রেণী বলে উঠল।

: "ম্যাক্সিম, যাও না—"লুইসী বলল। "আমার বাবাকেও একটু খুঁজে দেখোতো। প্রত্যেক উৎসবেই আমি বাবাকে হারিয়ে ফেলি।"

ম্যাক্সিম উঠে রেণীর পিছন পিছন চল্‌ল। খাবার ঘরের মাঝামাঝি এসে সে রেণীকে আটকে জিজ্ঞেস কোরল, এমন কি দরকার যে এখনি যেতে হবে। রেণী চল্‌তে চলতেই দাঁতে দাঁতচেপে শুধু বলল: "ভালো চাও তো বল, নাহলে আমি সকলের সুমুখে সব কথা বলে দেব।"

ম্যাক্সিম ভয়ে সাদা হোয়ে গেল। মার খেয়ে কুকুর যেমন ভয়ে ল্যাজগুটিয়ে কুঁকড়ে যায় তেমনিভাবে সে ওর পিছন পিছন চলল। রেণীর মনে হোলো ব্যাপটিষ্টী নিশ্চয় ওর দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনের অবস্থা এমন হোয়ে উঠেছিল যে ব্যাপটিষ্টীর দৃষ্টিতে ও এতটুকুও ঘাবড়ালো না। দরজার কাছে এসে নাচের জন্য আবার ওদের থাম্‌তে হোলো। ও রাগে গজরে উঠল: "দাঁড়াও, এই বোকাগুলো আর থামবে না দেখছি।"

মঁসিয়ে সাক্রে ডিউক রোজানকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করাচ্ছে। তার সুমুখে একজন মহিলাকে সে দাঁড় করায়—আবার সেই মহিলাটির পিঠের দিকে পিছন করে একজন পুরুষকে দাঁড় করাল। এমনভাবে স্বরাস্থপের মত দীর্ঘ একটা সারি তৈরী করে সাক্রে হেঁকে উঠল: "আসুন ভদ্রমহিলারা সারিটা তৈরী করে ফেলুন।"

নাচিয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বল্‌তে থাকে।

সারি তৈরী হোয়ে গেল। মেয়েরা ঐরকম ত্বজন পুরুষের মধ্যে বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে ভারী খুশী হোয়ে ওঠে। ওদের সুউচ্চ বক্ষ পুরুষদের জামায় ঠেক্‌ছে। পুরুষদের পায়ের দিকগুলো ওদের 'স্কার্টে' প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। এত কাছাকাছি ওরা দাঁড়িয়েছে যে মেয়েরা একটু ঝুঁকলেই পুরুষদের গোঁফে ওদের মুখ ঠেকে

যাচ্ছে। যাতে মনে না হয় যে ওরা চুমু খাচ্ছে তাই পুরুষেরা বাধ্য হোয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে আবার কোনো একটি রসিক ভদ্রলোক সামান্য একটু ঠেলা দিয়ে দিলেন। ফলে, পুরুষেরা প্রায় মেয়েদের গায়ে লেপ্‌টে গেল। চারিদিকে হাসির হিল্লোল বইতে লাগল। ব্যারনেস মেইনহোল্ড বলে উঠলেন : "অত চাপ দেবেন না—আমার দমবন্ধ হোয়ে আস্‌ছে।" তাঁর কথায় সারা সারিটা মজায় ভেঙে পড়ার দাখিল। মঁসিয়ে সাফ্রে হাততালি দিয়ে ইশারা করলেন। যারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল তারা পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। একমাত্র ডিউক রোজান দেয়ালের দিকে মুখ কোরে দাঁড়িয়ে রইল।

"এসো"—রেণী ম্যাক্সিমকে বল্‌ল।

তখনো ঐক্যতানে 'ওয়াল্টজের' সুর বাজছে। ম্যাক্সিমের হাত ধরে রেণী ছোট বৈঠকখানায় এসে তাকে সাজঘরে যাবার সিঁড়ির দিকে ধাক্কা দিয়ে বলল :

"ওপরে চলো।"

ও ম্যাক্সিমের পিছনে গেল। মাদাম সিডোনী সারা সন্ধ্যেটা রেণীকে ধরার জন্য ঘুরে তখন সবেমাত্র 'সজ্জাঘরের' সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে। সে অন্ধকার সিঁড়ির ওপর শুধু দুটি পুরুষের পা দেখতে পেল। তার মোমের মত ফ্যাকাশে মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি সে স্যাকার্ডকে খবর দিতে গেল। স্যাকার্ড তখন মেরিউলের সঙ্গে বসে ম্যাক্সিমদের বিয়ের পণ এবং চুক্তিপত্র নিয়ে আলোচনা করছে। সিডোনী স্যাকার্ডের কানে কানে ব্যাপারটা বলল। স্যাকার্ড মেরিউলের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল।

সাজঘরটা তখনো এলোমেলো হোয়ে আছে। চেয়ারগুলোর ওপর 'একোর' পোষাকগুলো পড়ে রয়েছে। এখানে সেখানে

মেয়েদের অন্তর্বাস, ফিতে ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে। বসে সাজার ছোট ছোট হাতির দাঁতের টুলগুলো এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। মেঝের গাল্‌চের ওপর কোথাও চিরুণী, কোথাও বুরুশ, কোথাও বা ভিজে তোয়ালে পড়ে আছে। পাথরের থালার ওপর থেকে তখনো সাবানগুলো তোলা হয়নি। সেণ্টের শিশিগুলোর ছিপি পর্যন্ত আঁটা হয়নি। ঘরটা সেণ্টের উগ্রগন্ধে ভরে উঠেছে। মেয়েরা অভিনয়ের শেষে যে জলে হাত মুখ ধুয়েছে তার ওপর রং ভাস্‌ছে।

ম্যাক্সিম কোন কিছুতে হোঁচট লেগে পড়তে পড়তে সামলে নিল্‌। সে হাসার চেষ্টা কোরতে লাগল। কিন্তু রেণীর গম্ভীর মুখখানা দেখে তা'র মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। রেণী তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল :

"ঐ কুঁজীটাকে তাহলে তুমি বিয়ে কোরছ ?"

"না তো ? কে বল্‌লে তোমাকে ?"

"আঃ! শুধু শুধু মিথ্যে কথা বোলো না!"

ম্যাক্সিমের মনে বিদ্রোহ জেগে উঠল। রেণী তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবু ব্যাপারটা আজ এখনি শেষ কোরবে—সে ঠিক কোরল।

"বেশতো যদি বিয়েই করি, তাতে হবে কি শুনি ?—আমি নিজেই তো আমার কর্তা ?"

রেণীর মুখে একটা ভয়ংকর হাসি ফুটে উঠল। ম্যাক্সিমের কাছে এগিয়ে এসে ও তার হাতের কব্জীটা সজোরে চেপে ধরল।

"কি ? তুমি নিজেই নিজের কর্তা ?—মোটেই নয়। আমিই তোমার কর্তা। ইচ্ছে করলে আমি তোমার হাত দুখানা ভেঙে দিতে পারি। তোমার হাতে একটা মেয়ের মতও ক্ষমতা নেই!"

ম্যাক্সিম যত হাত দুটো ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা কোরতে লাগল ও ভীষণ রাগে তত তা'র হাতে মোচড় দিতে লাগল। সে যন্ত্রনায়

আর্তনাদ কোরে উঠল। রেণী তা'কে ছেড়ে দিয়ে বলল : "গায়ের জোর দেখাবার চেষ্টা কোরনা—আমার ক্ষমতা তোমার চেয়ে অনেক বেশী।"

ম্যাক্সিম তখন হাতের যন্ত্রণায় আর লজ্জায় ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। রেণী উন্মাদের মত পায়চারি করছে। ও'র চলার পথে যেসব জিনিষগুলো পড়ছে সেগুলোকে ও ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। ম্যাক্সিমের বিয়ের খবরটা শুনে অবধি ও'র মাথায় নানারকম মতলব ঘুরছে।

: "তোমাকে এখন আমি এখানে বন্ধ কোরে রাখব"—রেণী বলল। "কাল সকালে আমরা হাভ্রে যাত্রা কোরব।"

ম্যাক্সিম ভয়ে সাদা হোয়ে গিয়ে বলে ওঠে :

"তুমি পাগল হোয়ে গেছ ! আমারা দুজনে একসঙ্গে কিছুতেই পালাতে পারিনা। "হয়তো সত্যিই তাই ;—কিন্তু তুমি আর তোমার বাবা আমাকে এই কোরতে বাধ্য করছ। তোমাকে আমার দরকার—অতএব আমি তোমাকে নিয়ে যাব। তা'তে যে যা' বলে বলুক !"

রেণীর চোখদুটো জ্বলন্ত কয়লার মত লাল হোয়ে উঠেছে। ম্যাক্সিমের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ও কথা বলতে থাকে। ও'র নিশ্বাসের হল্কায় ম্যাক্সিমের মুখখানা যেন পুড়ে যায়।

: "তুমি যদি ঐ কুঁজীটাকে বিয়ে কর তাহলে আমার কি হ'বে ? তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে হয়তো বাধ্য হোয়েই আমাকে ঐ বোকা মুসীকে ডেকে আনতে হ'বে। মুসী আমার পায়ের যোগাও নয়।...আমরা যা' করেছি একাজ করার পর সব লোকে একসঙ্গেই সারাজীবন কাটায়। তাছাড়া তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমার চলবে না। অতএব তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। তোমার যা' যা' আনানো দরকার সিলেষ্টীকে দিয়ে আনিয়ে নিতে পার।"

ম্যাক্সিম নিজেকে রেণীর হাতে ছেড়ে দিয়ে বলে :

"রেণী, লক্ষ্মীটি, এমন ভুল কোরো না। তুমি তো এমন ছিলে না। কি ভয়ানক বদনাম হবে একবার ভেবে দেখ।"

সে মাথা নীচু কোরে রেণীর আদেশগুলো শুনে যায়। রেণীর কাছে সে হার স্বীকার করে।

: "আমরা হাভ্‌রে চলে যাব"—রেণী চাপাগলায় বলে। "সেখান থেকে আমরা ইংলণ্ডে যাব। ওখানে আর আমাদেব কেউই বিরক্ত কোরতে যাবে না। সেখানেও যদি অসুবিধে হয় তাহলে আমরা আমেরিকা চলে যাব। এদেশটা আমাব অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে—আমেরিকায় আমি অনেক আবামে থাক্‌তে পারব।"

রেণী ওর পরিকল্পনা যতই ম্যাক্সিমকে বোঝাতে থাকে ম্যাক্সিমের ভয়ও ততই বেড়ে যায়। চিরকালের মত প্যারিস ছেড়ে যাওয়া, এই উন্মাদ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে অতদূরে যাত্রা করা, নিজের দেশে জঘন্য অপবাদ রেখে যাওয়া, তার কাছে যেন দুঃস্বপ্নের মত ভয়াবহ মনে হোতে থাকে। সে কোনরকমে এই সাজঘর থেকে পালাবার জন্য ব্যস্ত হোয়ে ওঠে। তা'র মনে হয় এটা সাজঘর নয়—'সারেনটনের' উন্মাদ-আশ্রম। শেষকালে তার মাথায় একটা মতলব খেলে যায়। শান্তভাবে সে বলে :

"কিন্তু আমার তো টাকা নেই। এখন যদি তুমি আমাকে আটকে রাখ তাহলে আমি টাকা যোগাড়ও কোরতে পারব না।"

"আমার একলাখ ফ্রাঙ্ক আছে। সব ব্যবস্থাই ঠিক আছে……" এই বলে রেণী আলমারি থেকে সেই 'বিক্রয় কবলাটা' বার কোরে ম্যাক্সিমকে দিয়ে শোবার ঘর থেকে দোয়াত কলম আনিয়ে সই করে। রেণী যদি মত বদলায় এই আশায় স্যাকার্ড দলিলটা রেণীর কাছেই রেখে গিয়েছিল। সই করতে করতে রেণী বলে : "আমি ইচ্ছে কোরেই ঠক্‌ছি। ষ্টেশনে যাবার আগে আমরা লারসনোর কাছে ঘুরে যাব। ম্যাক্সিম, আপাতত তোমাকে বন্ধ কোরে

যাচ্ছি। ওদের আগে তাড়াই, তারপব আমরা বাগান দিয়ে বেরিয়ে যাব। আমাদের কোনো মালপত্র নেবারও দরকার নেই।"

ওর মনটা আবার খুশী হোয়ে ওঠে। এই পাগলামি ওর নিজের খুবই ভালো লাগছে। ও বুঝতে পারছে কাজটা চুড়ান্ত পাগলামি হচ্ছে। বেলুনে চড়ার উত্তেজনার চেয়েও এর উত্তেজনা বেশী। ম্যাক্সিমকে জড়িয়ে ধরে ও গুঞ্জন করে ওঠে: "একটু আগে তোমাকে আঘাত দিয়েছি! কি কোরব, তুমি তখন যে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলে না। দেখো, এতে আমরা কত সুখী হব! ঐ কুঁজীটা কি তোমাকে আমার মত ভালোবাসে? ও কি মেয়েমানুষ!"

ও হাসতে হাসতে ম্যাক্সিমকে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে চুমু খায়। এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ওরা পিছন ফিরে দেখে—স্যাকার্ড ঘরের চৌকাটের ওপব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটা ভয়াবহ স্তব্ধতায় ঘরটা ভরে ওঠে। রেণী ধীরে ধীরে ম্যাক্সিমের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে মৃতেব মত ভাবলেশহীন চোখে স্যাকার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও'র চোখের একটি পাতাও পড়ে না। আর ম্যাক্সিম দারুণ ভয়ে থরথর কোরে কাঁপতে কাঁপতে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে থাকে। স্যাকার্ড এই চরমতম আঘাতে একেবারে পাথর হোয়ে গেছে। এতদিন পরে আজ প্রথম তা'র মধ্যে স্বামী এবং পিতা একই সঙ্গে যেন আর্তনাদ কোরে ওঠে। এক পাও না এগিয়ে সে শুধু ওদের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে থাকে। সেই ভিজে স্যাঁতসেঁতে গন্ধে ভরপুর ঘরের মধ্যে বাতি তিনটে সুউচ্চ শিখা বিস্তার কোরে জ্বলন্ত কান্নার মত স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই ভয়াবহ নৈঃশব্দের মধ্যে একমাত্র 'ওয়াল্টজের' সুর সরীসৃপগতিতে এঁকে বেঁকে পাক খেতে থাকে।

স্যাকার্ড ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। হিংস্র রাগে তা'র মুখখানা লাল হোয়ে উঠেছে। মুঠো পাকিয়ে সে এগিয়ে যায়।

ওদের দুজনকে তার বেশ কোরে মারতে ইচ্ছে করে। ঐ ছোট্ট মানুষটির মধ্যে থেকে প্রচণ্ড রাগ যেন বন্দুকের গুলির মত ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌তে থাকে। তেমনি এগুতে এগুতে রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে :

"তোমার বিয়ের খবর ও'কে জানাচ্ছিলে ?"

ম্যাক্সিম পিছিয়ে গিয়ে দেয়'লে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

"না, আমি না……শোনো……ও-ই তো……"—ম্যাক্সিম জড়িতকণ্ঠে বলার চেষ্টা করে।

ছোট ছেলে দোষ করে হঠাৎ ধরা পড়লে যেমন করে, ম্যাক্সিমও তেমনি নির্লজ্জের মত আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে সব দোষ রেণীর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটুকু করার মত ক্ষমতাও তার ছিলনা—তাই মাঝপথেই সে থেমে যায়। রেণী পাথরের মূর্তির মত অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ও যেন অনমনীয় স্পর্দ্ধায় সব কিছুকেই অগ্রাহ্য কোরতে থাকে। বোধ-হয় কোনো অস্ত্র খোঁজার জন্যই স্যাকার্ড এদিক ওদিক চাইতে, হঠাৎ সাজার টেবিলের কোনে, চিরুণী বুরুশ ইত্যাদির মধ্যে দলিলটা তার চোখে পড়ে যায়। সে একবার দলিলটার দিকে একবার ওদের দিকে দেখতে থাকে। তারপর ঝুঁকে পড়ে সে দেখে দলিলটা সই হোয়ে গেছে। বাতিদানের তলায় তখনো দোয়'ত কলম পড়ে আছে। সে দেখতে পায় কলমের কালিটা তখনো শুকোয় নি। দলিলটার সুমুখে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে স্যাকার্ড ভাবতে থাকে।

ঘরের স্তব্ধতা যেন ক্রমে বেড়ে ওঠে। বাতির শিখাগুলো আরো উঁচু হোয়ে ওঠে। ঐকাতানে 'ওয়াল্টজের' সুর ক্রমে যেন ঘুমপাড়ানি গানের মত সারা বাড়ীটাকে একটা আবেশে ভরিয়ে তোলে। স্যাকার্ডের মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে ওঠে। সে একবার তার স্ত্রী রদিকে আবার ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে

দেখে। তার দৃষ্টিটা যেন গভীরতর হোয়ে উঠেছে,—যেন সে ওদের মুখের মধ্যে এইসব কাজের একটা কৈফিয়ৎ খুঁজছে। তারপর ধীরে ধীরে দলিলটা পাট কোরে পকেটে রাখে। তার মুখখানা আরো বিবর্ণ হোয়ে উঠেছে।

ঃ "সই কোরে ভালোই কোরেছ"—সে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলে। "তুমি একলাখ ফ্রাঙ্ক লাভ করলে—আজ রাত্রেই তুমি টাকাটা পাবে।"

কেবল তার হাতটাই তখনো কাঁপছে—মুখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে। সে কয়েক পা' এগিয়ে গিয়ে বলে ঃ

'এঃ! এখানে একেবারে দম্ আট্‌কে আসছে। রসিকতা করার ভালো জায়গা বেছেচ যাহোক!"

ম্যাক্সিন স্যাকার্ডের শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য হোয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। স্যাকার্ড ম্যাক্সিমকে ডেকে বলে ঃ

"আমার সঙ্গে এস। তোমাকে ওপরে আস্‌তে দেখে ডাক্‌তে এসেছিলাম। মঁসিয়ে মেরিউল এবং তাঁর মেয়েকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে হবে।"

ওরা দুজন কথা বল্‌তে বল্‌তে নেমে গেল। রেণী একা সেই সাজঘরের মধ্যে সিঁড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িটা যেন তার কাছে একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের মত মনে হতে থাকে। সেই গহ্বরের মুখে ও এইমাত্র পিতা পুত্রকে অদৃশ্য হোয়ে যেতে দেখেছে। ও কিছুতেই সেখান থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। কি আশ্চর্য! ওরা শান্তভাবে, বন্ধুর মত চলে গেল!! ওরা পরস্পরকে খুন করলে না!!!—ও কান খাড়া কোরে শুনতে থাকে ঃ যদি কোনো শব্দ পাওয়া যায়—যদি বোঝা যায় ওরা মারপিট কোরতে কোরতে সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে! কিন্তু না……কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু বাজনার শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছে। ওর মনে হয় যেন দূর থেকে মার্শিনেস এসপানের

হাসির শব্দ, মঁসিয়ে সাক্রের পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তাহলে কি এখানেই নাটকের যবনিকা পড়ল?—ওর অপরাধ ……ওর গোলাপী চাদর ঢাকা প্রকাণ্ড বিছানায় অজস্র চুম্বন ……'সজ্জাঘরের' মধ্যে সেই উন্মত্ত প্রণয়লীলা……ওর এই অভিশপ্ত প্রেম যা মাসের পর মাস ধরে ওকে কুরে কুরে খেয়েছে, সে সবই কি এমনি হীনভাবে এমনি অপমানের মধ্যে দিয়ে শেষ হোয়ে যাবে?

ও'র স্বামী সব জানল—তবু ওকে শাস্তি দিল না। চারিদিকের এই প্রগাঢ় স্তব্ধতা ওকে দারুণ ভয় দেখাতে লাগল। মানুষ খুনের শব্দ শুনলে যেমন আতংকিত হোয়ে ওঠে এই স্তব্ধতা যেন ও'কে তা'র চেয়েও বেশী আতংকগ্রস্ত কোরে তুলল্। এই পরম প্রশান্তি, হালকা রঙকরা প্রেমের গন্ধে ভরপুর গোপন সাজঘর—সবই যেন ওকে ভয় দেখাতে লাগল।

আলমারির প্রকাণ্ড আয়নাটার দিকে চোখ পড়তেই ও নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। ও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। ম্যাক্সিমের কথা, ওর স্বামীর কথা সব ভুলে ও ও'র সুমুখের সেই অপরিচিতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ক্রমে যেন ওর মাথা গোলমাল হোয়ে যেতে লাগল। চুড়ো কোরে বাঁধা সোনালী চুলগুলোর দিকে চেয়ে ওর যেন নিজেকে মূর্তিমতী নগ্নতা,—মূর্তিমতী অশ্লীলতা বলে মনে হোতে লাগল। ওর কপালের বলীরেখা চোখের ওপর একটা কালো দাগের মত গভীর হোয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে কে যেন চাবুক মেরে এখানে কালসিটে পড়িয়ে দিয়েছে। কে ওকে এমনভাবে মারল? ওর স্বামী?—না সে তো ওর গায়ে হাত তোলেনি! ঠোঁট দুটোর বর্ণহীনতা ও'কে নিজেকেই আশ্চর্য কোরে দিল। নিজের চোখদুটি ওর কাছে যেন মৃতের চোখ বলে মনে হোতে লাগল। ও'কে কি ভীষণ বুড়ী দেখাচ্ছে! কপালটা কুঁচকে ও নিজের অন্তর্বাসের ওপর পাতলা 'গজ' কাপড়ের ব্লাউজপরা দেহটার

দিকে তাকিয়ে নিজেই লজ্জায় লাল হোয়ে উঠল। কে ও'কে উলংগ কোরে দিল? বারবিলাসীনিদের মত অর্দ্ধনগ্ন দেহে, নিরাবরিত বক্ষে কি কোরছিল ও?—ও নিজেই কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

ওর বুদ্ধিটুকুও একেবারে লোপ পেয়ে গেল। অমন নগ্নদেহে ও কি কোরে ছিল এতক্ষণ, ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন একসময় ও আবার নিজের শৈশবে ফিরে গেল। ও'র মনে হোতে লাগল, সেই সাত বছরেব মেয়েটিব মত ও বিরদ প্রাসাদে ঘুবে বেড়াচ্ছে। ও'র মনে পড়তে লাগল একদিন এলিজাবেথ পিসী ওকে আর ক্রীষ্টাইনকে ধূসর জমির ওপর লাল চেক্‌ কাটা পশমের পোষাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল 'ক্রীষ্টমাসের' সময়। একরকম জামা হওয়ায় ও'দের সেদিন কি আনন্দই না হোয়েছিল। রেণীর মনে পড়তে লাগল ওর বাবাও সেখানে ছিলেন। তিনি ওদের আনন্দ দেখে শুধু তাঁর স্বাভাবিক বিষণ্ণ ভংগীতে হেসেছিলেন। সেদিন পাছে জামায় ময়লা লেগে যায় এই ভয়ে খেলা না কোরে ওরা দুই বোনে বয়স্ক লোকেদের মত বাগানে বেড়িয়ে সময়টা কাটিয়ে দিয়েছিল। তারপর কনভেণ্টে গেলে ওর বন্ধুরা ওর ঐ গলাবন্ধ পুরোহাতা জামা নিয়ে ও'কে কত বিদ্রুপই না কোরেছিল। পড়তে পড়তে ও কেঁদে ফেলেছিল। খেলার সময় যাতে না অসুবিধে হয় তাই ও হাত গুটিয়ে গলার কলারটাকে ভিতরদিকে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। তখন গলায় 'পলা' বসানো কণ্ঠহারটা আর হাতের ব্রেসলেট দুটো, খোলা গলা আর হাতের ওপর ওর নিজেরই বেশী সুন্দর বলে মনে হোয়েছিল। তাহলে সেইদিন থেকেই কি ও নিজেকে বিবস্ত্র কোরতে আরম্ভ কোরেছে?

রেণী ওর স্মৃতি—পাতা উল্টে পিছনে ফেলে আসা জীবনের ছবি দেখতে থাকে। পুরাতন জীবনের উম্মদনার ইতিবৃত্তি ওর মনে পড়ে যায়। অর্থ এবং কামলালসার বন্যাস্রোত কেমনকোরে ক্রমে ক্রমে

ওকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন কোরেছে। আজ সেই বন্যার তরঙ্গ বিক্ষোভে ও প্রতিমুহূর্তে আহত হচ্ছে। মোহনিদ্রার মত এ' লালসা ও'কে আজ অক্ষম, শক্তিহীন কোরে তুলেছে। ও'র সমস্ত বিলাসিতা থেকে শুরু কোরে বিবাহ পর্যন্ত সব ঘটনাই এই লালসারই ফল। আজ যে ফলের বিষাক্ত রস ওর দেহের প্রতি রক্ত কনিকাকে বিষিয়ে তুলেছে, সে ফলের বীজ বহুজনের দ্বারাই ওর জীবন ভূমিতে রোপিত হোয়েছে। ওর শৈশবের কথা মনে পড়ে। শৈশবে ওর মনে ছিল শুধু একটা কৌতূহল। তারপর, যখন ও'র ওপর বলাৎকার হোয়ে গেল, তখনো এতটা পাপের লালসা ওর ছিল না। তখনো ও যদি সাবধান হোতো, যদি নিজেকে এলিজাবেথ পিসীর হাতে তুলে দিত, তাহলে হয়তো এতটা অধঃপতন ওর হোতো না। আয়নার দিকে চেয়ে ও যে ভবিষ্যৎ সুখকে নষ্ট কোরে বসে আছে তার কথা ভাবতে ভাবতে নিজের হৃৎস্পন্দনের মধ্যে যেন এলিজাবেথ পিসীর অস্তিত্ব অনুভব কোরতে লাগল। কিন্তু ও'র সুমুখে যে রূপময়ী নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে কে? সে তো একটা খেলার পুতুলমাত্র! বহুপুরুষের ভোগলাঞ্ছিতা ঐ পুতুলটার বিদীর্ণ বক্ষদেশ থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। সেই মুহূর্তেই ও'র মধ্যে ওর বাবার রক্ত, মধবিত্ত মানুষের সততার রক্ত, এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্‌গ্রীব হোয়ে উঠল। কে, কে, ওকে এমন ভাবে উলংগ কোরে দিয়েছে?

আয়নার নিলচে কাঁচের মধ্যে দিয়ে ও যেন স্যাকার্ড এবং ম্যাক্সিমের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। স্যাকার্ড তার লোহার মত কালো চেহারা নিয়ে বিদ্রুপের হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। আজ দশবছর ধরে তা'কে ক্রমাগত যুদ্ধ কোরতে দেখছে। এতদিন পরে আজ এই মূহুর্তে ও যেন তা'কে বুঝতে পারল। যক্ষের মত ঐশ্বর্যের লালসায় সে অমানুষিক পরিশ্রম কোরে চলেছে। পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ, সমস্ত বিশ্রামসুখ থেকে

নিজেকে বঞ্চিত কোরে সে শুধু অর্থ সংগ্রহ কোরে চলেছে। তারপর স্যাকার্ডের রুক্ষদেহের পিছনে ম্যাক্সিমের সুন্দর মুখখানা ফুটে উঠল। ম্যাক্সিমের মুখে রূপোপজীবিনীর মোহনীয় হাসি। স্যাকার্ডকে সে ঘৃণা করে। স্যাকার্ডের অর্জন-স্পৃহা তা'র মধ্যে লালসায় রূপান্তরিত হোয়েছে। সে যেন কোনো ধনীর রক্ষিতা মাত্র। তা'র হাতের সুদীর্ঘ আংগুলগুলি পাপের বহ্নিশিখার মত,—দেহটা তার সুন্দরী নারীর মত মসৃণ কোমল। তা'র অলস ভীরু রক্তস্রোতে পাপ সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসা নেই—পাপ সেই রক্তস্রোতে সহজ-গতিতে প্রবাহিত হোয়ে চলেছে। ম্যাক্সিম কখনো কিছু আরম্ভ করে না—শুধু অনুসরণই কোরে যায়। রেণী মুর্তি দুটির ভয়ে আয়নার সুমুখ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে যায়। ও'র মনে হয় স্যাকার্ড যেন ওকেই বাজী ধরে জুয়া খেলতে নেমেছে। আর ম্যাক্সিম স্যাকার্ডের পকেট থেকে পড়ে যাওয়া টাকা কুড়িয়ে নিচ্ছে। ও স্যাকার্ডের কাছে তা'র ব্যবসায়ের মূলধন স্বরূপ। তা'র লোভের চুল্লিতে ফেলে স্যাকার্ড ও'কে গড়েপিটে নিজের কাজের উপযোগী যন্ত্রে পরিণত করেছে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে ও'কে বঞ্চিত কোরে, স্যাকার্ড ওকে ম্যাক্সিমের বাহুবন্ধনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ম্যাক্সিম যেমন স্যাকার্ডেরই অনুর্বর রক্ত মাত্র, রেণীও তেমনি ওদের দুজনের কীট-দুষ্ট ফল। ও ওদেরই তৈরী নরক, যেখানে ওরাই আজ গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ঐ দুটি লোকই আজ ও'কে উলংগ কোরে দিয়েছে। স্যাকার্ড ওর উর্দ্ধাংগের আর ম্যাক্সিম ওর নিম্নাংগের বস্ত্রহরণ কোরেছে। আজ ও নগ্নদেহে কেবল দাসত্বের সোনার শিকল পরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগেও ওরা ওকে এমনিভাবেই দেখেছে। কিন্তু তবু একবার বলেনি: "ওগো, তোমার দেহে আবরণ নেই।" ম্যাক্সিম তার অপরাধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার নামে ভয়ে কেঁপেছে। ও'কে অনুসরণ কোরতে সে ভয় পেয়েছে। আর স্যাকার্ড ও'কে খুন না

কোরে লুঠ কোরেছে। অপরকে নিঃস্ব কোরেই সে শাস্তি দিয়ে থাকে। তাই দলিলে ও'র সাক্ষরটা দেখামাত্র তা'র রাগ পড়ে গেছে,—দলিলটা সে হস্তগত কোরেছে। ও'দের মূর্তি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়···গালচের ওপর এক ফোঁটা রক্তও ঝরে পড়ে না···একটা আর্তনাদও শোনা যায় না। ভীরু, কাপুরুষ ওরা···ওরাই বিবস্ত্র কোরেছে !!

ওর একদিনের কথা মনে পড়ে। সেই একদিনমাত্র ও পার্ক-ম'কোর ছায়াঘন গুঞ্জনের মধ্যে ভবিষ্যতের বাণী শুনতে পেয়েছিল। ও বুঝেছিল ও'র স্বামী ও'কে নোংরামির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে উন্মাদ কোরে দেবে। এতদিন যে ও ভেবে এসেছে ও স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে বাস করছে সে যে কতবড় ভুল আজ ও তা বুঝতে পারছে। এতদিন ও শুধু লজ্জার কণ্টকশয্যায়ই দিন কাটিয়েছে··· ওর সারা দেহ কলুষিত হোয়ে গেছে···ওর সত্তার মৃত্যু হোয়েছে। সেদিনের সেই সাবধানবাণী না শোনার জন্য আজ ও কাঁদতে থাকে।

ওর নগ্নতা ক্রমে ও'কে উত্তেজিত কোরে তোলে। ঘরের চারি-দিকে ও চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। সাজঘরের সুবাসিত উষ্ণতার মধ্যে ঐক্যতানে 'ওয়াল্টজের' সুর ছোট ছোট আবর্ত রচনা কোরে ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যাচ্ছে। তা'র উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ-মত্ততা ওর কানে অসহনীয় হোয়ে ওঠে। ও দুহাতে কান চাপা দিয়ে ঘরটার জাঁকজমকে ভরা আসবাবগুলো দেখতে থাকে। ঘরের প্রতিটি বস্তু যেন ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। স্নানের কুণ্ডটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কুণ্ডের স্থির জলে যেন ঘুমের প্রলেপ পড়েছে। পায়ে কোরে ও চেয়ারের সাটীনের আস্তরণটা সরিয়ে দেয়। 'একোর' পরিত্যক্ত পরিচ্ছদগুলো ও সজোরে মাড়িয়ে এগিয়ে যায়। প্রতিটি জিনিষ থেকে একটা লজ্জার বাষ্প উঠে ও'কে আচ্ছন্ন কোরে ফেলতে চায়। 'একোর' পরিচ্ছদগুলো ও'কে ম্যাক্সিমের সঙ্গে ওর উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। কুণ্ডের জলের মধ্যে থেকে

যেন ওরই কামার্ত স্নেহের গন্ধ ভেসে উঠতে থাকে। সাবানটা যেন ওর দৈহিক লালসার কথা, ও'র অবৈধ প্রেমকাহিনী, ও'কে মনে করিয়ে দেয়। যা' ও ভুলতে এত চেষ্টা করছে এরা ও'কে তা' ভুলতে দেবে না। এই ঘরের কলুষিত পরিবেশ থেকে কোথায় পালাবে ঠিক কোরতে না পেরে ও আবার ঘরের মাঝখানে ফিরে আসে। ও'র চারিদিকের আসবাবপত্র যেন ঘরটাকে গণিকালয়ে পরিণত কোরেছে। ঘরটা যেন ও'র মত নগ্নদেহে বাহুবিস্তার কোরে ও'কে আলিঙ্গণ কোরতে চাইছে। দেয়ালের গোলাপী আবরণীগুলো, টেবিলের গোলাপী মর্মরগুলো যেন জীবন্তদেহের মত মসৃণ, কেমন উষ্ণ হোয়ে উঠেছে। ভয়ে ও চোখ বুঁজে মাথা নীচু কোরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার ওপরের ছাদটা নেমে আসছে···পা'য়ের তলার মেঝেটা উপরে উঠছে···চারপাশের দেয়ালগুলো কাছে এগিয়ে আসছে···! ওরা এখনি, ওকে চেপে মেরে ফেলবে !!

ও চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু অন্ধকারেও ও'র নিস্কৃতি নেই। ঘন অন্ধকারের মধ্যে ওর সুসজ্জিত শোবার ঘর, মাখনের মত নরম ছোট্ট বৈঠকখানা, উগ্রসবুজ 'সজ্জাঘরের' ছায়া ভেসে যেতে থাকে। ঐ ঐশ্বর্য, ঐ বিলাসিতাই ওকে বিষে জর্জরিত কোরেছে। একটা নোংরা ঘরে, নোংরা বিছানায়, ম্যাক্সিমকে নিয়ে রাত্রিযাপন সম্ভব হোতোনা। চারিদিকের এই সম্পদের প্রাচুর্যই ও'র অপরাধকে সহজ কোরে দিয়েছে। এই প্রাচুর্য, এই বিলাসিতার উপকরণগুলোকে, ভেঙেচুরে তছনছ কোরে ফেলে দিয়ে ও'র মনের মধ্যেকার লালসাটাকে উপড়ে ফেলে দিতে ওর ইচ্ছে হোতে থাকে।

আবার চোখ খুলতেই ও আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। সেই প্রতিবিম্বের মধ্যে কি দেখে ও?—ও দেখে: ও মরে গেছে······সব শেষ হোয়ে গেছে······ম্যাক্সিম ও'র জীবনের শেষ-যৌনবিকারের মত ওর দেহটাকে নিঙড়ে নিয়ে শুধু ছিবড়েটা ফেলে দিয়ে গেছে। জীবনের সব আনন্দ নিঃশোষিত হোয়েছে। ওর

মনের মধ্যে আবার একটা হিংস্র ক্ষোভ জেগে ওঠে : না, ম্যাক্সিমকে ছাড়া চল্‌বে না……ম্যাক্সিম ওর শীকার……ম্যাক্সিমকে ও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে……লুইসী কখনোই ম্যাক্সিমকে বিয়ে করতে পারবে না… ম্যাক্সিম লুইসীর নয়, একথা লুইসীও ভালোই জানে !! একটা 'ফারের' চাদর গায়ে জড়িয়ে রেণী নীচে নেমে যায়।

বৈঠকখানায় ঢুকতেই ও'র সঙ্গে মাদাম সিডোনীর মুখোমুখি দেখা হোয়ে যায়। সিডোনী স্যাকার্ডকে ডেকে দিয়ে কি ঘটে দেখার জন্য 'সজীঘরের' সিঁড়ির ওপর অপেক্ষা কোরছিল। কিন্তু স্যাকার্ড যখন ম্যাক্সিমের সঙ্গে বেরিয়ে এসে তা'র প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে রুক্ষভাবে বলল 'কিছুই ঘটেনি' তখন সে আশ্চর্য হোয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই আসল ব্যাপারটি সে বুঝে নিল এবং রেণীর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা শোন্বার জন্য সিঁড়ির দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যি ঘটনাটা বুঝতে পারলেও ও'টা তা'র কাছে তখনো অবিশ্বাস্য বলে বোধ হচ্ছিল। রেণী দরজা খুলতেই সিডোনীকে দেখে রাগে চেঁচিয়ে উঠল :

"ও ! তুমি বুঝি আড়ি পাত্‌ছ ?"

সিডোনী ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলল : "না, তোমার নোংরামির মধ্যে আমি মাথা গলাতে চাই না।" তারপর তা'র ডাইনীর পোষাকের আঁচলটা উঁচু কোরে ধরে চলে যেতে যেতে ভারিক্কী চালে বলল :

"তুমি যদি হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে থাক তো তা'র জন্য আমি দায়ী নই। তোমার ওপর কোনো রাগ নেই ! আমি তোমাকে মা'য়ের মতই স্নেহ কোরতাম—এখনো করি। তোমার যখন খুশী তুমি আমার বাসায় যেতে পারো।"

তার কথা রেণীর কানেই গেল না। ও বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল। ওখানে তখনো নাচ চলেছে। ঘরের মধ্যে মেয়ে পুরুষেরা জমায়েত হোয়ে রয়েছে। সাক্রে বাঁশীর মত সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল :

"ভদ্রমহিলারা আসুন, এবার 'মেক্সিকোর যুদ্ধ' আরম্ভ হোচ্ছে। মেয়েরা শত্রুপক্ষীয় সৈন্য সেজে 'স্কার্ট' ছড়িয়ে বসুন। আমি হাততালি দিলেই পুরুষেরা ঐ সৈন্যদের আক্রমণ কোরে ধরে নিয়ে 'ওয়াল্টজ' নাচতে শুরু কোরবে।"

সাক্রে হাততালি দিল। ঐক্যতানে আবার 'ওয়াল্টজের' সুর বেজে উঠল। নাচ শুরু হোয়ে গেল।

রেণী 'হলে' পৌঁছে দেখল স্যাকার্ড এবং ম্যাক্সিম লুইসীদের এগিয়ে দিতে যাচ্ছে। ব্যারণ গরদ আগেই চলে গেছেন। মাদাম সিডোনী কণ্ট্রাক্টর দুর্জনের সঙ্গে চলে গেছে। মঁসিয়ে হুপে মাদাম মিসেলীনকে নিয়ে পৌঁছে দিতে গেছেন। রাত্রিটা তিনি মাদাম মিসেলীনের সঙ্গেই কাটানোর ব্যবস্থা কোরে রেখেছেন।

—লুইসী পকেটের 'কেক'গুলোকে সাম্‌লে আস্‌তে আস্‌তে এগোচ্ছে। বাড়ী থেকে বেরুবার ঠিক আগেই সে দারুণভাবে কাশ্‌তে থাকে।

"ভালো কোরে গায়ে চাপা দিয়ে নাও"—তার বাবা তাকে বলে। ম্যাক্সিম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় ঘোমটার ফিতেগুলো বেঁধে দিল। সে লুইসীর মুখ তুলে ধরে ফিতে বাঁধছে, এমনসময় রেণী সেখানে এসে দাঁড়ালো। রেণীকে দেখে মেরিউল ফিরে দাঁড়িয়ে বিদায় অভিবাদন জানাল। ওরা কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল। ওকে অত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করায় ও বলল যে দারুণ শীতের জন্যই বোধহয় ওকে ওরকম দেখাচ্ছে—এবং সেইজন্যই ও 'ফারের' চাদরটা গায়ে জড়িয়েছে। ও লুইসীকে কয়েকটা কথা বলার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল। পুরুষেরা একটু এগিয়ে যেতেই ও কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল :

"তুমি নিশ্চয় ম্যাক্সিমকে বিয়ে করবে না,—না? এ বিয়ে হোতেই পারে না। তুমি তো জানো······"

কিন্তু লুইসী ওকে মাঝখানেই থামিয়ে দিয়ে ওর কানে কানে বলে :

"তুমি কিচ্ছু ভেবো না—আমি ওকে বিয়ে করেই এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব—আমরা তো বিয়ের পরই ইটালী চলে যাচ্ছি, কাজেই আপাতত আর আশংকার কোনো কারণ নেই।"

লুইসীর মুখে শয়তানী হাসি ফুটে ওঠে। রেণীর মুখে আর কোনো কথা ফোটেনা। ও বুঝে উঠতে পারেনা লুইসী ওকে বিদ্রুপ করছে কি না।

"আবার রবিবার দেখা হবে—"বলে মেরিউলরা চলে গেল। রেণী, ম্যাক্সিম আর স্যাকার্ডের দিকে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।······ স্যাকার্ড এবং ম্যাক্সিম ওর সুমুখে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে···। ওদের দেখে এতটুকুও বিক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে না······। রেণী সহ্য কোরতে পারলোনা। মুখে হাতচাপা দিয়ে ও 'সঙ্গীঘরে' ছুটে পালালো।

পথটা জনশূন্য। গাছের বড় বড় পাতাগুলো যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কুণ্ডের ঘন জলের আস্তরণের ওপর দুটি 'নিম্ফিয়ার' কুঁড়ি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে! রেণীর গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঘরের গরম স্যাঁতসেতে আবহাওয়া, তীব্রগন্ধ, ওর গলা চেপে কণ্ঠরোধ কোরে দেয়। ও কুণ্ডের ধারে হল্‌দে বালিবিছানো পথটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে : এইখানেই গতবার শীতকালে ও সেই ভাল্লুকের চামড়ার বিছানা পেতেছিল··· ··। চোখ তুলতেই ও খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দেখতে পায় তখনো নাচ চলেছে।

এলোমেলো শব্দের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আর তার মধ্যে শুধু কতকগুলো 'স্কার্ট' আর কতকগুলো কালো প্যাণ্ট পরা পা দেখা যাচ্ছে। সাক্রে চেঁচাচ্ছে : "মেয়েদের বদলাবদলি করে নিন······ মেয়েদের বদলাবদলি করে নিন !!" একজন পুরুষ একটি কোরে মেয়েকে নিয়ে চারপাঁচ পাক নেচে নিয়েই সঙ্গিনীকে তা'র পাশের

পুরুষটির বুকে ঠেলে দিচ্ছে। সে আবার নিজের সঙ্গিনীটিকে এ'র বুকে ঠেলে দিচ্ছে।

রেণী ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ স্কার্টের ঘুর্ণী আর তালে তালে পা ফেলা দেখতে থাকে। এ সবের অর্থ ওর কাছে সুস্পষ্ট হোয়ে ওঠে। ও ওখানে দাঁড়িয়ে সেই চক্চকে চামড়ার জুতোপরা পা এবং ধব্ধবে সাদা গোড়ালীগুলোর উন্মত্ততা দেখতে থাকে। এক একবার ওর মনে হয় এখনি বুঝি একটা ভুতুড়ে হাওয়া এসে ওদের দেহের সমস্ত আবরণ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ওদের অর্দ্ধনগ্ন দেহ, উন্মাদ নৃত্যলীলা,—ঐক্যতানে 'ওয়াল্টজের' এলোমেলো সুর ঘরের পর্দাগুলোর আরক্তিম ঔজ্জ্বল্য সবই যেন ওর কাছে ওর নিজের নগ্ন, রিক্ত জীবনের প্রতীক বলে মনে হোতে থাকে। হয়তো ম্যাক্সিম এবার লুইসীকে নিয়ে এই জায়গায়, যেখানে একদিন ওরা দুজন শুয়েছে, সেইখানেই এসে শোবে। এইকথা মনে হোতেই একটা তীব্র বেদনায় ও'র বুকের শিরা উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে পড়তে থাকে। সুমুখের ঐ বিষাক্ত 'ট্যাঙ্গিনীয়ার' পাতাগুলো চিবিয়ে সমস্ত রসটা ওর শুষে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ও কিছুতেই পারেনা ……ওর ভীরু মন পিছিয়ে আসে……!! কম্পিত দেহে ও ফারের চাদরটা গায়ে আরো ভালো কোরে জড়িয়ে নিয়ে—লজ্জায়, আতংকে স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে…।

সাত

তিনমাস পরের কথা।

বসন্তের এক বিষন্ন সকাল···। প্যারিসের আকাশ, কুয়াশা আর মলিন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। স্যাকর্ড 'প্লেস স্যাটো দ্য ইউ' এর সুমুখে চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়ী থেকে নামল। ওদিকে তখন নোতুন রাস্তা 'বুলেভা প্রিন্স ইউজেনের' ভাঙার কাজ শুরু হোয়ে গেছে। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ পড়ে রয়েছে। ওরা ক'জনে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকে গেল। 'ক্ষতিপূরণ সমিতির' সঙ্গে কয়েকজন জমি বা বাড়ীর মালিকের মতের অমিল হওয়ায় 'ক্ষতিপূরণ সমিতির' বিচারক মণ্ডলী একটা 'তদন্ত পরিষদ' গঠন কোরে তা'দের সরে-জমীন তদন্ত কোরে দাম নির্ধারণ করার ভার দিয়েছিলেন। এঁরা সেই 'তদন্ত পরিষদের' লোক।

স্যাকার্ড তখন আবার রু দ্য লা পিপিনিয়েরের বাজী মাৎ করার কাজে মন দিয়েছে। রেণীর নামটাকে এ ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার জন্য সে প্রথমে জমিটা একবার বাজে বাজে কেনাবেচা করে নিল। একজনকে মহাজন খাড়া কোরে লারসনোর কাছ থেকে প্রথম সে জমিটা নীলাম করিয়ে নিল। এইভাবে হাত ফিরিয়ে শেষপর্যন্ত সে তিরিশ লাখ ফ্রাঙ্কের বিক্রয়—কবলা কোরে জমিটা একজন কাল্পনিক ক্রেতার কাছে বেচে দিল। কিন্তু টাকার অংকটা এমন অস্বাভাবিক রকম বেশী হোয়ে গিয়েছিল যে 'ক্ষতিপূরণ সমিতি' কিছুতেই পঁচিশ লাখ ফ্রাঙ্কের ওপর উঠতে রাজী হোলো না। দামটা আরো তোলার জন্য মঁসিয়ে মিসেলীন ভেতর ভেতর অনেক চেষ্টা কোরল, লারোচী এবং ব্যারণ গরদ অনেক বক্তৃতা দিলেন কিন্তু তবু কোনো ফল হোলো না। স্যাকার্ড এটা আশাই কোরেছিল। কাজেই 'ক্ষতিপূরণ সমিতির'—নির্ধারিত খেসারত সে প্রত্যাখ্যান কোরল।

তখন ব্যাপারটা বিচারক মণ্ডলীর হাতে গেল। সে নিজে এবং মঁসিয়ে মেরিউল বিচারক মণ্ডলীর সদস্য। বিচারক মণ্ডলী আবার যে 'তদন্ত-পরিষদ' গঠন কোরল ভাগ্যের জোরে সে সেই পরিষদে নির্বাচিত হোয়ে গেল। সুতরাং তার নিজের জমির মূল্য নিধারণের ভার কতকটা তা'র নিজের ওপরই এসে পড়ল।

মঁসিয়ে মেরিউলও ওদের সঙ্গে আছে। বাকী তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন ডাক্তার; তিনি জমিজমা, বাড়ীঘর সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি নিশ্চিন্তভাবে চুরুট টানতে টানতে ওদের সঙ্গে চলেছেন। অন্য দুজন ব্যবসায়ী—একজন শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তৈরী করেন, আর একজনের গম পেষাইএর কারখানা ছিল।

পথের অবস্থাও সাংঘাতিক হোয়ে আছে। সারারাত বৃষ্টি হওয়ায় পথে এক হাঁটু কাদা জমে আছে। তার ওপর নরম মাটিতে গরুরগাড়ীর চাকা বসে গিয়ে বিরাট বিরাট খাদ তৈরী হোয়েছে। পথের দুপাশে আধভাঙা পাঁচিলগুলো তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলো কোথাও আধভাঙা অবস্থায় কোথাও বা এমনি জনশূন্য অবস্থায় বীভৎসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা অথবা ভেঙেপড়া দরজা দিয়ে সিঁড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা ঘরগুলো যেন হাঁ কোরে গিল্‌তে আস্‌ছে। দেয়ালের কাগজগুলো ছিঁড়ে গিয়ে নোংরা চুণবালি—খসা দেয়ালগুলো বেরিয়ে পড়েছে। খোলা দেয়ালগুলোর গা বেয়ে চিমনিগুলো ওপরে উঠে গেছে। কোনো বাড়ীর ছাদে এখনো বায়ুনির্দেশক যন্ত্রটা লাগানোই রয়েছে। হয়তো মালিক যাবার সময় ওটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। ধূসর আকাশের তলায় এই কাদায় ভরা নোংরা পথ, মাটির স্তূপ, পচা জলের ডোবা, সমস্ত পরিবেশটাকে যেন কেমন ভয়াবহ বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দিয়েছে।

এই পঙ্কিলতার মধ্যে নিখুঁতভাবে সজ্জিত ঐ ভদ্রলোক কয়টিকে

কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ওদের ঝক্‌ঝকে পালিশ করা জুতো, পরিষ্কার কোট, সিল্কের উঁচু টুপি এই পরিবেশের পক্ষে সম্পূর্ণই বেমানান। এখান দিয়ে মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা দুটো রক্তশূন্য কুলীকাবারী ঘোড়াগুলো চাবকাতে চাবকাতে ময়লার গাড়ী নিয়ে চলেছে। ওরা কজন যথাসম্ভব কাদা বাঁচিয়ে পাথরের ওপর পা রেখে ডিঙ্গি মেরে মেরে চল্‌ছে। তবু মাঝে মাঝে কাদায় ওদের পায়ের গোড়ালী ডুবে যাচ্ছে। কাদা থেকে পা' তুলে মাটিতে পা' ঠুকে ওরা পা ঝাড়তে ঝাড়তে এই বিশ্রী কাজটাকে গালাগালি কোরছে। স্যাকার্ড বলে যে রু দ্য সারোণী দিয়ে গেলে ওদের এত জলকাদায় পড়তে হোতো না। কিন্তু নোতুন বুলেভার ওপর কয়েকটা জমি ওদের দেখা দরকার। আর কাজটা কেমন হোচ্ছে সেটা জানার কৌতূহলের জন্যে, ওরা এই রাস্তাটাই বেছে নিয়েছিল। তাছাড়া এই জায়গাটা দেখতেও ওদের বেশ লাগ্‌ছে। কোনো কোনো জায়গায় কাদার মধ্যে প্রকাণ্ড বালির চাঙড় পড়ে রয়েছে। কোনো বাড়ীর কড়ি খসে অন্য বাড়ীর ওপর গিয়ে পড়েছে—ছাদটা নিরবলম্বভাবে শূন্যে ঝুলে রয়েছে। সুসজ্জিত প্যারিসের বুকের ওপর এই বিধ্বস্ত সহরের অংশটা দেখতে ওদের সত্যিই বেশ মজা লাগছিল।

"বেশ লাগছে কিন্তু,—না?"—মেরিউল বলল। "স্যাকার্ড, ঐ দেখ রান্নাঘরটার উনুনের ওপর এখনো একটা কড়া ঝোলানো রয়েছে।"

ডাক্তার ভদ্রলোকটি দাঁতে চুরুট চেপে একটা ভাঙা বাড়ীর সুমুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাড়ীটার ওপরতলাগুলো ভেঙে ফেলা হোয়েছে। নীচের তলার একটা অংশ দড়ি বেঁধে টেনে ফেলার চেষ্টা হ'চ্ছে। অনেকগুলো কুলী মিলে দড়ি ধরে টান্‌ছে।

"ওরকমভাবে শুধু বাদিকে টানলে বাড়ীটা ফেলতে পারবে না" —তিনি মন্তব্য কোরলেন।

ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কুলীরা দড়িতে টান দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলঃ

"মারে জোয়ান, হেঁইও! আউর থোড়া জোর হেঁইও!!"

"হ'বে না,"—ডাক্তার বললেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেয়ালটা টল্‌তে আরম্ভ কোরল। ওদের মধ্যে একজন সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল: "নড়ছে! দেয়ালটা নড়ছে!!"

মড় মড় কোরে দেয়ালটা ভেঙে পড়ল! চুনবালির মেঘ উঠে আকাশ অন্ধকার করে ফেলল। ওদের পরিচ্ছন্ন পোষাকের ওপর সূক্ষ্ম ধূলোর পলেস্তারা পড়ে সাদা হোয়ে গেল।

কুলীদের সমালোচনা কোরতে কোরতে ওরা আবার চলতে আরম্ভ কোরল। কুলীগুলো অত্যন্ত কুড়ে; ওদের মধ্যে অনেক গুণ্ডা বদমায়েসও আছে; ওরা মনিবের মংগলকামনা করেনা। একটা ভাঙা ছাদের কোনে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে দুটি কুলী কুড়ুল চালাচ্ছে দেখে মেরিউল শংকিত কণ্ঠে বলল: "এদের কিন্তু সাহস আছে।" ওরা সকলেই কুলী দুটির দিকে চেয়ে দেখল। একবার যদি কুড়ুলের আঘাতটা ঠিক জায়গায় না পড়ে তাহোলে সেই মুহূর্তেই ওরা নীচে পড়ে যাবে। ডাক্তার বললেন: "ওটা অভ্যেস।" তার পর চুরুটে দাঁতের চাপ দিয়ে মন্তব্য কোরলেন: "ওরা একেবারে জানোয়ার!"

ওরা একটা বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে ওদের কিছু কাজ আছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই কাজ সেরে ওরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। রু মেনিলমনটাণ্টে উপস্থিত হোয়ে ব্যবসায়ী দুজনের মধ্যে একজন এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বল্‌লেন যে, বছর তিরিশ আগে প্রথম যখন তিনি প্যারিসে আসেন, তখন এইখানেই থাকতেন। যে বাড়ীটায় তিনি বাস কোরতেন সে বাড়ীটাকে এই ভগ্নস্তূপের থেকে তিনি খুঁজে বার করার চেষ্টা কোরতে থাকেন। হঠাৎ একটা আধভাঙা বাড়ীর সুমুখে দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি দরজা জানালাগুলো পরীক্ষা কোরতে থাকেন। তারপর বাড়ীটার ওপর তলার কোনের

দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন: "ঐ যে! ঐ ঘরটায় আমি থাকতাম।"

ভদ্রলোক আবেগে উচ্ছ্বসিত হোয়ে ওঠেন: "ওখানে আমি জীবনের পাঁচটি বছর কাটিয়েছি। তখন আমি খুবই গরীব ছিলাম, কিন্তু তবু তখন আমার যৌবন ছিল। ঐ কাবোর্ডটা দেখেছেন ওখানে আমি একটি একটি কোরে পয়সা জমিয়েছি।"

: "থাক্ থাক, ওসব পুরোনো কথা ছেড়ে দিন,"—ডাক্তার একটু শ্লেষের সুরে বলে ওঠে।

: "তা' সত্যি। কিন্তু আমার পুরোনো ঘরটা ভেঙে ফেলবো, দুঃখু হোচ্ছে।"

: "তা' হোক, ওতে কিছুই ক্ষতি হ'বে না। বরং এখানে দেখবেন এই নোংরা বাড়ীগুলোর জায়গায় বিরাট বিরাট প্রাসাদ তৈরী হ'বে এবং তখন ইচ্ছে কোরলে আপনিও সেই প্রাসাদে বাস কোরতে পারবেন"—স্যাকার্ড বলল।

ভদ্রলোক যেন একটু সান্ত্বনা লাভ কোরেই চুপ কোরে গেলেন।

ওরা আর দুটো বাড়ীতে থামল। তারপর এগিয়ে চলল। রু দ্য আমানডিয়েরের পর থেকে বাড়ীর সংখ্যা কমে গেল। এখানে বেশীর ভাগই জমি। স্যাকার্ড এই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দিয়ে যেতে বেশ খুশী হোয়ে উঠেছিল। তা'র মনে পড়তে লাগল বহুদিন আগে তা'র প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে খেতে খেতে সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে প্যারিসের এইসব অংশগুলো নিশ্চয় ভেঙে ফেলা হ'বে। তা'র সেই ভবিষ্যদ্বাণী এতদিন পরে মিলে গেছে। ডিঙ্গি মেরে সে এগিয়ে যেতে থাকে।

এই নোতুন পরিবেশের মধ্যে এসে ওদের মনে হচ্ছে, ওরা যেন গ্রামে বেড়াতে এসেছে। চারিদিকে গাছপাছা। নানারকম ফুলের সমারোহ। বড় বাগানগুলোর কুঞ্জবনগুলোকে বিশ্রামাগার বলে মনে হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে যে দুএকখানা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে

গ্রীসীয় মন্দিরের পাশে ইতালীয় শিল্পীর তৈরী নাটমন্দির বলে মনে হোচ্ছে।

"ওগুলোকে 'ভিলা' বলে"—ডাক্তার চোখ টিপে বলল।

কিন্তু ওরা তাঁর কথাটার বিশেষ অর্থ ধরতে পারেনি দেখে তিনি বুঝিয়ে দেন যে পঞ্চাদশ লুইএর আমলে এগুলো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের 'প্রমোদভবন' রূপে ব্যবহৃত হোতো।

ওদের সকলেরই মন তখন কাজ থেকে সরে গিয়ে ডাক্তারের কথার মধ্যে নিবিষ্ট হোয়ে যায়। ব্যবসায়ী দুজনের চোখ উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে। ওরা মন দিয়ে বাড়ীগুলো দেখতে থাকে। এইসময় ডাক্তার হঠাৎ একটা আধভাঙা বাড়ী দেখিয়ে বলে যে ওটা কাউণ্ট গু স্যাভিনির 'প্রমোদভবন' ছিল। কাউণ্টের খামখেয়ালের কাহিনী কারো কাছেই অজানা নয়। বাড়ীটা ভালো কোরে দেখার জন্য ওরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

কুলীরা তখন খাবার খেতে চলে গেছে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ওরা বাড়ীটার দেয়ালের কারুকার্য, দরজার রং ইত্যাদি দেখতে থাকে। ডাক্তার কল্পনার সাহায্যে বাড়ীটার কোথায় কি ছিল বলে যায়। দেয়ালের একটা জায়গা দেখিয়ে বলে:

"এখানে নিশ্চয় একটা বিরাট পালঙ্ক ছিল। ঐ পালঙ্কটার ওপরে নিশ্চয় একটা আয়না টাঙানো ছিল—এই দেখুন এখানে এখনো হুক' পোতা রয়েছে। ওঃ! এরা ভোগ কোরেছে বটে!"

ওদের ওখান থেকে বেরুবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। স্যাকার্ড হাসতে হাসতে বলে ওঠে: "যতই খুঁজুন, মেয়েদের পাবেন না। কাজেই মিথ্যে সময় নষ্ট না কোরে চলুন কাজটাই সেরে ফেলা যাক্।"

যাবার আগে ডাক্তার দেয়ালের গায়ে বসানো একটা কুলুঙ্গিতে উঠে দেয়ালের গা' থেকে খসে পড়া একটা রঙিন 'ক্যুপিডের' মাথা পেড়ে নিয়ে কোটের পকেটে পুরে নেয়। এতক্ষণ পরে ওদের পথ

শেষ হোলো। এলিজাবেথের জমিটা প্রকাণ্ড। 'জলসা ঘর' এবং বাগানে, তা'র আধখানাও ভরেনি। লাবসনো ওদের অভ্যর্থণা কোরে নিয়ে গেল। সে ওদের বাগানটা দেখিয়ে জলসা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে গিয়ে সে ওদের জমির কাগজপত্র বার কোরে দেখাতে লাগল। এদিকে সেই ব্যবসায়ী দুজনের মাথায় তখনো কাউন্ট স্যাভিনীর 'প্রমোদ ভবন' ঘুরছে। ডাক্তারও ওদেব ফলিয়ে গল্প বলছে। ওরা বাগানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চাদশলুই এর প্রেম কাহিনী শুনতে লাগল। কাজেই মেরিউল আর স্যাকার্ডকেই তদন্তের কাজ শেষ কোরতে হোলো।

কিছুক্ষণ পরে বাগানে ফিরে গিয়ে স্যাকার্ড বলল : "দেখা হোয়ে গেছে—যদি বলেন তো আমি একটা বিবরণী লিখে ফেলি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওবা একটা গাড়ী নিয়ে ওখান থেকে যাত্রা কোরল। তখন ওদের আলোচনা রাজনীতিতে এসে পৌঁছেচে।

স্যার্কাডই তদন্তের বিবরণ লিখল। সেই বিবরণ অনুসারে বিচারক মণ্ডলী তিরিশ লাখ ফ্রাঙ্ক খেসারতই নির্ধারণ করেন। টাকাটা পেয়ে স্যার্কার্ড ধ্বংসেব হাত থেকে বেঁচে গেল। সে পার্ক মঁকোর প্রাসাদের কনট্রাক্টর এবং আসবাবওলার দেনা মিটিয়ে আবার নোতুন কোরে ব্যবসায় নামল। সারা প্যারিসে আবার স্যাকার্ডের অতুল ঐশ্চর্য নিয়ে আলোচনা শুরু হোয়ে গেল। তা'র লোহার সিন্দুক সোনার মোহরে ভরে উঠল। কিন্তু স্যাকার্ডের উচ্চাশার শেষ ছিল না। কাজেই এতেও সন্তুষ্ট না হোয়ে সে আবার এমনসব কাজ আরম্ভ কোরল যে তা'র পা'য়েব তলার জমি ধীরে ধীবে সরে যেতে লাগল। সারোনীর ব্যাপারে লারসনোর কাজ দেখে সন্তুষ্ট হোয়ে স্যাকার্ড ও'কে শতকরা দশ ফ্রাঙ্ক দালালি এবং তিরিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পুবস্কার দিয়ে দিল। লারসনো ঐ টাকায় একটা 'ব্যাঙ্ক' খুলল। কিছুদিন পরে লাবসনোর অবস্থা স্যাকার্ডেব চেয়ে ভাল হোয়ে উঠল। স্যাকার্ড একদিন একটু ঈর্ষান্বিতভাবে কথা বলায় ও হেসে

জবাব দিল: "ওস্তাদজী, তুমি টাকার বৃষ্টি করাতে পারো কিন্তু সেই টাকা কুড়িয়ে নিতে জানো না।"

এদিকে রেণীর অবস্থা তখন সাংঘাতিক হোয়ে উঠেছে। মানসিক যন্ত্রণায় ও তখনো ছট্‌ফট্‌ কোরছে। এলিজাবেথ মারা গেছেন। ক্রীষ্টাইনের বিয়ে হোয়ে গেছে। বিরদ প্রাসাদের ছায়াঘন গাম্ভীর্যের মধ্যে ওর বাবা একা বজ্রাহত বনস্পতির মত মূক বেদনায় স্তব্ধ হোয়ে মাথা উঁচু কোরে বসে আছেন। পিসীর কাছে যা কিছু পেয়েছিল সবই রেণী এক বছরের মধ্যে জুয়া খেলে উড়িয়ে দিল। আজকাল ও জুয়া খেলা ধরেছে। এক‌জনদের বৈঠকখানায় মেয়েদের জুয়ার আড্ডা বসে। এক একদিন সারারাত ওখানে জুয়া খেলে রেণী লক্ষ লক্ষ ফ্রাঙ্ক উড়িয়ে দেয়। জীবনের ওপর ওর তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। কেবলমাত্র 'দিনগত পাপক্ষয়' করার জন্যই ও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। ও'র মনটা এমন অসাড় হোয়ে গেছে যে, কোনো কিছুই আর ও'র মনে সাড়া জাগাতে পারে না। দেহের দিক থেকেও ও একেবারে বুড়ী হোয়ে গেছে। ওর চোখের তলায় কালো দাগ পড়েছে……নাকটা খাঁড়ার মত তীক্ষ্ণ হোয়ে উঠেছে……সুন্দর ঠোঁট দু'টি আজকাল অকারণেই অনেক সময় ঘৃণায় সঙ্কুচিত হোয়ে ওঠে।…রেণীর রূপবহ্নি নিবে গিয়েছে……প্যারিস বাসিনী উর্বশীর মৃত্যু হোয়েছে…।

লুইসীকে বিয়ে কোরে ম্যাক্সিম ইটালী চলে যাওয়ার পর রেণী যেন ম্যাক্সিমের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলল। এমন কি অনেক সময় মনে হোতো ও বোধহয় ম্যাক্সিমকে ভুলেই গেছে। তারপর প্রায় মাস ছ'য়েক পরে ম্যাক্সিম যখন লুইসীকে লম্ব'ডির একটা অখ্যাত গ্রামে অজ্ঞাত সমাধিভূমিতে সমাধিস্থ কোরে একা ফিরে এল, তখন রেণী তা'র সঙ্গে এমন ব্যবহার কোরল, যা'র মধ্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই। ম্যাক্সিমের সঙ্গে আর যা'তে ওর দেখা না হয় এই জন্যে ও স্যাকার্ডের সঙ্গে ম্যাক্সিমের ঝগড়া বাধিয়ে দেবার মতলব

কোরল। ও স্যাকার্ডকে বলল যে সেই বলনাচের দিনে স্যাকাড যখন সাজঘরে হঠাৎ ঢোকে সেইসময় ম্যাক্সিম ওকে ব্যভিচারে লিপ্ত করার চেষ্টা করছিল। ও এমন বারবার স্যাকার্ডকে সাবধান হোতে বলে যে স্যাকার্ড সত্যি ভয় পেয়ে যায়। এর ফলে শেষ-পর্যন্ত স্যাকার্ডের সঙ্গে ম্যাক্সিমের ঝগড়া হোয়ে গেল।—স্যাকার্ড ম্যাক্সিমকে তা'র বাড়ীতে আসতে বারণ করে দিল। ম্যাক্সিম তখন যৌতুকের টাকায় বেশ ধনী হোয়ে উঠেছে। সে 'এ্যাভিন্যু হ্য লা ইমপেরাট্রীস্'—এ বাসা নিয়ে আরামে বাস কোরতে লাগল। সে রাস্ট্রীয় পরিষদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে রেসের ঘোড়ার ব্যবসায় মন দিল। ওদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে রেণী মনে যেন কতকটা শান্তি পেল। ওর মনে হোলো হয়তো ও কতকটা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। যে কলঙ্ক ওরা ও'কে দিয়েছিল সেই কলঙ্কটুকু অন্তত ওদের মুখে ছুঁড়ে দিতে পেরেছে। দুইবন্ধুর মত কাঁধ ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ওরা আর ওকে নিয়ে যেমনভাবে ইচ্ছে খেলা কোরতে পারবে না।

এমনিভাবে রেণীর চারিদিকে সবকিছু যখন ভেঙে পড়ল তখন ওর সমস্ত স্নেহ মমতা পরিচারিকা সিলেষ্টীর ওপর অকৃপণধারায় ঝরে পড়তে লাগল। সিলেষ্টীকে ও যেন নিজের মেয়ের মতই দেখতে আরম্ভ কোরল।

ম্যাক্সিমের সঙ্গে ও'র আনন্দের দিনগুলোর একমাত্র সাক্ষী—সিলেষ্টী। হয়তো বা সেই জন্মেই তা'কে ও'র অত ভালো লাগতে থাকে। রেণী তা'র অবিচল প্রভুভক্তিতে মুগ্ধ হোয়ে যায়। সিলেষ্টী ওর সমস্ত লজ্জাকর পাপাচার দেখেছে। কিন্তু তবু সে ও'কে ছেড়ে যায় নি। এজন্যে ও ও'র অনুশোচনাপীড়িত অন্তরের অন্তস্থল থেকে তা'কে ধন্যবাদ জানায়। সিলেষ্টীর প্রশান্ত ব্যবহারের মধ্যে থেকে ও যেন পাপের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। আত্মত্যাগের সুকঠিন দীক্ষা ও তা'র কাছ থেকেই যেন লাভ করে।

ও জানে সিলেষ্টীর কোনো গোপন প্রণয়ী নেই,—সিলেষ্টীর কোনো কলংক নেই। সেইজন্যেই তা'র ভক্তি ও'র কাছে আরো মোহনীয় হোয়ে উঠেছে।

এক একদিন ও'র মনটা যখন অত্যন্ত খারাপ হোয়ে যেত ও সিলেষ্টীকে বলত : "দেখ, শুধু তোমার জন্যই বেঁচে আছি।"

সিলেষ্টী উত্তর দিত না—শুধু হাস্‌ত।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা সিলেষ্টী রেণীর কাছে বিদায় চাইল। সে দেশে যাবে। রেণী বেদনায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে ও সিলেষ্টীকে জিজ্ঞেস কোরল কেন সে চলে যেতে চাইছে?—ও তার মাইনে বাড়িয়ে দিতে চাইল।

সিলেষ্টী কিন্তু শান্তভাবে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। ধীরে ধীরে সে বলল : "যত টাকাই দিন না কেন, আমি আর এক সপ্তাহও থাকতে পারবো না। আমি আজ আট বছর আপনার কাছে আছি—এতদিনেও কি আমাকে আপনি বুঝতে পারেন নি? যেদিন আমি প্রথম কাজে লেগেছিলাম, সেদিনই আমি ঠিক কোরেছিলাম যে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক জমাতে পারলেই আমি গ্রামে ফিরে যাব। সেখানে 'লেগাসীর' বাড়ীটা কিনে নিয়ে বাকী জীবনটা আমি সুখে কাটিয়ে দেব। আপনি কাল আমার যে মাইনে দিয়েছেন সেটা নিয়ে আমার পুরো পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক জমল।"

রেণী বুকের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা অনুভব কোরল। ওর চোখের সুমুখে অতীতের ছবি ফুটে উঠল : ম্যাক্সিম আর ও যখন পরস্পরকে চুম্বন কোরত;—সিলেষ্টী নির্বিকার ঔদাসিন্যে পিছন দিয়ে যাওয়া আসা কোরত। এসব যেন তার চোখেই পড়ত না। কেন? তাহলে সে কি সেসময় অন্যমনস্কভাবে কেবল এই পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের হিসাব কোরত?—ও বুঝতে পারে এতদিন যাকে ও কেবল প্রভূভক্তি বলে মনে কোরেছে, সেটা স্বার্থপরতা ছাড়া

আর কিছুই না। তবু তাকে আটকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সিলেষ্টী অটল। সে শুধু মৃদুহেসে বলেঃ "না, আমি আর থাকব না। আমার মা নিজেও যদি বারণ কোরতেন, তাহলে এক্ষেত্রে আমি তাঁর কথাও শুনতাম না। আমি ওখানে একটা টুপি, মোজা ইত্যাদির দোকান কোরব। আপনার ইচ্ছে হলেই আমার ওখানে যাবেন। আপনি আমার কাছে আসেন এটা বাস্তবিকই আমি চাই? আমাদের গ্রাম এমন কিছু দূরও নয়—'কীনের' কাছেই। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে যাব।"

রেণী আর অনুরোধ কোরল না। ওর চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। পরেরদিন ও সিলেষ্টীকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল। ওর মন তখন খুব সুস্থ নয়। যাবার সময় সিলেষ্টীকে ও নিজের কম্বলটা আর কিছু টাকা দিল। ও মায়ের মত উদ্বেগ নিয়ে সিলেষ্টীর যাত্রার আয়োজন করে দিল। ব্রুহামে বসে সারা পথটা ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেল। সিলেষ্টীর কিন্তু এদিকে একেবারেই নজর নেই। সে যে কত খুশী মনে বিদায় নিচ্ছে, এইকথাই সে কেবল বলতে লাগল। রেণীর দুর্বলতার প্রশ্রয় পেয়ে সে কতকটা উপদেশের ভংগীতেই বলতে লাগল:

"জীবনটাকে আপনি যে ভাবে গ্রহণ কোরেছেন আমি সেভাবে করিনি। তাই মঁসিয়ে ম্যাক্সিমের সঙ্গে আপনাকে দেখলে আমি অনেক সময়ই আশ্চর্য হোয়ে ভাবতাম: মানুষ এত বোকামি করে কি কোরে! এসবের ফল কখনোই সুখের হয় না। আমি পুরুষজাতটাকে অত্যন্ত অবিশ্বাস করি।"

হাস্‌তে হাস্‌তে গাড়ীর গদীর ওপর হেলে পড়ে সে বলে:

"যদি বিশ্বাস কোরতাম তাহলে আজ আর আমার একটি পয়সাও থাকত না। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটিও কানা হোতো। সেই জন্য ওদের আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিই। কিন্তু তখন আপনাকে এসব কথা বলতে আমার ভরসা হয়নি। তাছাড়া বলারও আমার

দরকার ছিল না। আপনার খুশীমতই আপনি নিশ্চয় চলবেন। আর আমারও তো কেবল টাকা রোজগার করার সম্পর্ক।"

ষ্টেশনে নেমে রেণী জোর কোরেই তা'কে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে দিল। ট্রেন আসতে তখনো দেরী আছে। রেণী সিলেষ্টীর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল: "সাবধানে থেক—শরীরের দিকে নজর রেখ।"

সিলেষ্টী নির্বিকারভাবে ওর আদরগুলো গ্রহণ কোরতে লাগল। তা'র মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছে। রেণীর চোখ দিয়ে বেদনার অশ্রু ঝরে পড়ছে।

ঘণ্টা বাজল। সে তাড়াতাড়ি বাক্স বিছানাগুলো গোছাতে লাগল। রেণী তা'কে চুমু খেল। সিলেষ্টী আর কোনো ·দিকে না চেয়ে ট্রেনে উঠে পড়ল। ট্রেন ছেড়ে দিল—সে একবার ফিরেও দেখল না।

ট্রেনটা যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ রেণী ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল। ও'র মনটা বেদনায় হাহাকার কোরছে। কি যে কোরবে ও ভেবে পাচ্ছে না। সবকিছু ও'র স্মুখে ফাঁকা হোয়ে গেছে। গাড়ীতে উঠে ও বাড়ীর দিকে যাত্রা কোরল। কিন্তু নিজের নিঃসঙ্গ ঘরের কথা মনে পড়তেই ও'র বুকের ভেতরটা হু হু কোরে উঠল। মানুষের ভীড়ের মধ্যে নিজের নিঃসঙ্গতার হাত থেকে মুক্তিলাভ করার আশায় ও 'কোচুয়ানকে' গাড়ীটা 'বয়'-এর দিকে নিয়ে যেতে বলল।

তখন চারটে বেজেছে। 'বয়' সবেমাত্র দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা থেকে জেগে কর্মচঞ্চল হোয়ে উঠছে। দূরে এ্যাভিন্যু ডা লা ইমপেরাট্রিসের দিক থেকে ধূলোর ঝড় উড়ছে। দিগন্তে অস্তসূর্যের কিরণ-ধারায় সোনালী রেণু ঝরে পড়ছে। 'বয়ে' তখন সবেমাত্র জল দেওয়া হোয়েছে। গাড়ীগুলো গালচের মত নরম ধূসর মাটির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে। গাছের তলার জায়গায় জায়গায়

ভ্রমণকারীরা জমায়েত হোয়েছে। এক একটি পরিবার এক একটি বেঞ্চ অধিকার কোরে বসে আছে। দীঘির জলটা আয়নার মত ঝক্ ঝক্ কোরছে। আকাশের প্রান্তে কে যেন আগুণ ধরিয়ে দিচ্ছে। ডানদিকে 'ফার' গাছের সারি স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দীঘির জলে ছোট প্রমোদতরীগুলোকে কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। দূরের ঘনসবুজ মাঠগুলো সূর্যের আলোয় যেন পান্নার মত ঝল্‌মল্ কোরছে। সারা পরিবেশটা আনন্দে হাস্যমুখর হোয়ে উঠেছে।

এমন সুন্দর আবহাওয়াতে বন্ধ গাড়ীতে বেরুনোর জন্য রেণীর লজ্জা কোরতে থাকে। জানালা খুলে দিয়ে একটু পিছিয়ে বসে। এ্যাভিন্যুয়ের মোড়ের কাছে গাড়ীর সারি চলেছে। ঘূর্ণমান চাকাগুলো সোনার তারা বলে মনে হ'চ্ছে। আকাশ থেকে ঝরে পড়া উজ্জ্বল আলোয়, প্রমোদকাননের ঘনসবুজ পটভূমিকার ওপর দিয়ে পিতলের কাজ করা গাড়ীগুলো, ঝক্‌মকে পোষাক পরা আরোহিনীদের নিয়ে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে।

আজকের এই সূর্যালোকিত বিকালবেলার দৃশ্যে রেণীর এক কাক জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। সেদিন—ম্যাক্সিম ওর সঙ্গে ছিল। বোধহয় সেদিনই প্রথম ম্যাক্সিমের সম্বন্ধে ওর মনোভাবটাকে ও অনুভব কোরতে পেরেছিল। এই 'বয়ের' ওপর ওদের বেড়ানোর কথা ওর মনে পড়তে থাকে। এইখানে,—গাড়ীর গদির ওপর বসেই ম্যাক্সিম ক্রমে ক্রমে তা'র যৌবনকে লাভ কোরেছে। জল, ঝড়, রদ্দুর সবরকম আবহাওয়াতেই ওরা এখানে বেড়িয়েছে। আজকের দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে এই স্মৃতিচারণা রেণীর মনটাকে যেন একটা তীব্র আনন্দে ভরিয়ে তোলে। ওর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কে যেন বারবার বলে ওঠে—"না, আর হবে না। আর হবে না।—"ও যেন জমে বরফ হোয়ে যায়। ও'র গাড়ীর পাশ দিয়ে যারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে ও ডিউক ন্ত রোজান, মুসী এবং সাক্রেকে চিনতে পারে। লারসনো

ডিউকের একলাখ পঞ্চাশ হাজার ফাঙ্কের 'খতটা'র সাহায্যে ডিউকের মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে। এ আঘাত সামলাতে না পেরে ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। ডিউক তা'র দশলাখ ফ্রাঙ্ক সম্পত্তির অর্দ্ধেক লরা দ্য অরিনির হাতে তুলে দিয়েছে—এখন বাকী অর্দ্ধেকটা ব্লান্সীমূলারের পূজোয় ব্যয় কোরছে। মুসী ইংলণ্ডের দূতাবাসের কাজ থেকে ইতালীয় দূতাবাসের কাজে বদলী হোয়ে গেছে। সাফ্রে ঠিক আগের মতই আছে। সে স্যাকার্ডের বাড়ার সেই নাচের পর থেকে কাউণ্টেস বান্সকার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

মেয়েরাও সকলেই বেড়াতে বেরিয়েছে। ডাচেস দ্য ষ্টারনীচ, মাদাম দাস্তে, সিলভিয়া, লরা দ্য অরিনি, মাদাম মিসেলীন সকলেই আছে। মার্শনেস এবং মাদাম হাফনার একটা গাড়ীতে বসে হাসতে হাসতে চলেছে।

পুরুষদের মধ্যেও অনেকেই গাড়ীতে বেরিয়েছে। মঁসিয়ে সিব্রে সিমসন, মিগনন আর সারিয়ার সকলেই বেড়াচ্ছে। মেরিউল আর লারোচী একটা গাড়ীতে রাজনীতি আলোচনা কোরতে কোরতে যাচ্ছে। মেরিউল এখনো মেয়ের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ কোরে রয়েছে।

শোভাযাত্রার শেষে একটা গাড়ীতে ব্যারণ গরদ তাঁর অতি স্থূল-স্থবির দেহটাকে বালিশে হেলিয়ে বসে রয়েছেন।

দিঘীর জলটা সূর্যের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ কোরছে।

স্যাকার্ড আর ম্যাক্সিম হাত ধরাধরি কোরে বেড়াচ্ছে। স্যাকার্ড নিশ্চয় ম্যাক্সিমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

: "তুমি অত্যন্ত বোকা,—"স্যাকার্ড বলে। "তোমার মত অত টাকা থাকলে কেউ টাকাটাকে এমনি ফেলে রাখে না। আমি যে কাজটা বলছি এতে শতকরা একশ টাকা লাভ হ'বে। বিপদেরও কোনো ঝুঁকি নেই। তুমি তো জানো তোমাকে আমি কখনোই বিপদে ফেলব না।"

ম্যাক্সিম তা'র বাবার পীড়াপীড়িতে যেন একটু বিরক্ত হোয়ে ওঠে। মুখে হাসি টেনে সে বলে : "ঐ বেগুনী রংয়ের পোষাক পরা মেয়েটিকে দেখেছ?—ও আগে ধোবানী ছিল। মুসী ও'কে বার কোরে এনেছে।"

ওরা বেগুনী পোষাক পরা মেয়েটিকে দেখতে লাগল। স্যাকাড পকেট থেকে চুরুট বার কোরে ম্যাক্সিমকে বলল :

"আগুনটা দাও তো।"

ম্যাক্সিমের মুখে চুরুট ছিল। সে চুরুটটা মুখে ধরেই স্যাকার্ডের মুখের চুরুটে ছুঁইয়ে ওটাকে ধরিয়ে দিল। স্যাকার্ড বলল :

"তুমি যদি না আমার কথা শোন, তাহলে কিন্তু খুবই বোকামি কোরবে। তাহলে, কথা ঠিক রইল তো?—কাল তুমি আমাকে একলাখ ফ্রাঙ্ক এনে দিচ্ছ?"

: "আমি তোমার বাড়ীতে যাই না—তাতো তুমি জান।"—ম্যাক্সিম ঠোঁট চেপে উত্তর দিল।

: "আঃ! ওসব ছেড়ে দাও। এখন কি আর ঝগড়া করার সময়!"—স্যাকার্ড বলল।

ওরা ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। এদিকে গাড়ীর মধ্যে বসে রেণীর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ও'র মনে হয় বুঝি এখনি মূর্ছিত হোয়ে পড়বে। গদিতে মাথা রেখে ও শুয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় পথের ভীড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। পথচারীরা থেমে পিছন ফিরে দেখতে থাকে। একটা গাড়ীর শব্দ শোনা যায়। দু'জন ঘোড়সোয়ার পথ পরিষ্কার কোরে এগিয়ে গেল। ওদের গায়ে সবুজ পোষাক। মাথার গোলটুপিতে সোনালী সুতোর কাজ করা। সুমুখে ঝুঁকে পড়ে বিরাট দুটি ঘোড়া হাঁকিয়ে ওরা চলে গেল। পথটা ফাঁকা হোয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্রাটের গাড়ী এগিয়ে এল।

একটা 'ল্যাণ্ডোর' পিছনের আসনে সম্রাট বসে আছেন।

সম্রাটের দেহে কালো পোষাক। মাথায় ঝক্‌মকে সিল্কের উঁচু টুপি। তাঁর সুমুখের আসনে দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বসে আছে।

রেণীর মনে হোলো সম্রাটের বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। 'মোম' দিয়ে মাজা মোটা গোঁফজোড়াটির তলায় তাঁর ঠোঁট দুটি যেন সপ্নাচ্ছন্নের মত আলস্যে ফাঁক হোয়ে রয়েছে। চোখের পাতা দুটিও আধবোজা। সম্রাটের ভাবলেশহীন মুখের মধ্যে একমাত্র উঁচু নাকটিই যেন খাড়া হোয়ে জেগে রয়েছে।

সম্রাটকে দেখে মেয়েরা সতর্কভাবে হাসে। পুরুষেরা পরস্পরকে দেখিয়ে আলোচনা শুরু করে। ঘোড়সোয়ার দু'টি চলে যাওয়ামাত্র স্যাকার্ড সম্রাটকে টুপি তুলে অভিবাদন করার জন্য প্রস্তুত হোয়েছিল। এখন সম্রাটের গাড়ীটা কাছে আসতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে:

"সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।"

সম্রাট বিস্মিত হোয়ে ফিরে দেখে তা'কে চিনতে পেরে, মৃদুহেসে মাথা হেলিয়ে প্রতিনমস্কার করলেন। সূর্যের সোনালী আলোয় ওরা মিলিয়ে গেল।

রেণী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। ও'র আর একদিনের কথা মনে পড়তে থাকে। ও'র মনে হয় সম্রাট আজ হঠাৎ ঐ ভ্রমণ বিলাসীদের দলের সঙ্গে, শেষ জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।······ গৌরবজ্জ্বল প্যারিস······ঐ রাজকীয় 'ল্যাণ্ডোই' হ'চ্ছে এই সুসজ্জিত আনন্দপরায়ণ প্যারিসের প্রতীক।

রেণী বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা অনুভব কোরতে থাকে। ও'র কানে তখনো স্যাকার্ডের কথাগুলো ভাস্‌ছে: "সম্রাট দীর্ঘ-জীবী হোন······।"

ওর বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। ও দু'হাতে বুক চেপে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ও'র মনটা শান্ত হোয়ে আসে। 'কোচুয়ানের' দিকে ঝুঁকে পড়ে ও হুকুম করে:

"বিরদ প্রাসাদে চল।"

বিরদ প্রাসাদের প্রাঙ্গণটা গির্জার মত গম্ভীর। রেণী বাগানে ঘুরতে থাকে। ঝরণার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ঝরণার পাথরে সবুজ শেওলা জমেছে। পাথরের সিংহের মুখ দিয়ে জল বেরুত। সিংহের মুখটা খসে গেছে। ও'র মনে পড়ে যায় ছোট বয়সে ও আর ক্রীষ্টাইন এই সিংহটার মুখখানা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কোথা থেকে জল আস্‌ছে দেখার চেষ্টা কোরত। শব্দহীন প্রকাণ্ড সিঁড়িটা দিয়ে ও ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায়। সিঁড়ির পাশের ঘরটার খোলা দরজা দিয়ে ও ও'র বাবার সুদীর্ঘ মূর্তি দেখতে পায়। এলিজাবেথের মৃত্যুর পর থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে ম'সিয়ে বিরদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হোয়েছে। রেণী এইমাত্র 'বয়ে' যে সব মানুষগুলোকে দেখে এল তাদের সঙ্গে ও'র বাবার তুলনা করে। বিশেষ কোরে ওর বৃদ্ধ ব্যারণ গরদের চর্বাল মাংসস্তূপের মত দেহটা মনে পড়তে থাকে।

রেণী 'নার্শারী'তে যাবার জন্য উঠে যায়। দরজায় তখনো চাবিটা লাগানো রয়েছে। চাবিটাতে মরচে ধরে গেছে। চাবি ঘুরিয়ে ও দরজা খোলে। চাবিটা যেন সশব্দে প্রতিবাদ জানায়। 'নার্শারীটার' চারিদিকে মাকড়সার জাল······গাছের টবে মাটি শুকিয়ে ফেটে গেছে······তখনো তার ওপর দুএকটা শুকনো গাছের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা 'রডোডেনড্রন' গাছে হাত দেওয়া মাত্র সেটা গুঁড়িয়ে ধূলো হোয়ে যায়। মেঝের মাদুরটা বিবর্ণ হোয়ে গেছে—জায়গায় জায়গায় ইঁদুরে গর্ত করেছে। রেণীর ওটাকে যেন একটা শবাচ্ছাদনী বলে মনে হয়। ও হঠাৎ একপাশে ও'র একটা পুতুল পড়ে রয়েছে দেখে তুলে নেয়। পুতুলটার একটা গর্ত দিয়ে তুষগুলো বেরিয়ে গেছে। শুধু ওর চিনেমাটির মাথাটা তখনো ঝক্‌ঝক্‌ কোরছে। এনামেল করা ঠোঁট দুটিতে তখনো হাসি লেগে রয়েছে। চেয়ে চেয়ে রেণীর মনে হয় মূঢ় জীবনযাপনের ফলে যেন পুতুলটির দেহ রিক্ত হোয়ে গেছে।

ওর শৈশবের খেলাঘরের চাপা আবহাওয়ায় রেণীর যেন শ্বাসরোধ হোয়ে আসে। জানালা খুলে ও বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। বাইরে সবই অমলিন—সবই অকলংক। ও যেন আবার নবজীবন লাভ করে। বাড়ীর পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যকে দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু গ্রহপতির শেষ রশ্মিজাল প্যারিসের পথ-গুলোর ওপর মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। রেণী বুঝতে পারে, দিন শেষ হোয়ে এল !!

দূরে পন্ট দ্য কনস্টানটাইনের স্তম্ভের ওপর টেলিগ্রাফের তারের জালবোনা রয়েছে। ডানদিকে হলে অক্সভিঁ এবং জার্ডিন দ্য প্লানটেস, নিষ্কম্প ছায়াঘন সবুজ জলের মত স্তব্ধ হোয়ে রয়েছে। পথের ধারে বাড়ীর সারি কুড়ি বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। দূরে কারখানার ধূসর চিমনিগুলো দেখা যাচ্ছে······স্যালপেত্রের হাসপাতালের স্লেটের ছাদটা সূর্যের আলোয় নীল দেখাচ্ছে। এইসব দৃশ্য যেন ওর পুরোনো বন্ধুর মত মনে হোতে থাকে।

দূরদিগন্ত থেকে প্রবাহিত সেইন নদীর বিশাল সৌন্দর্য ওর মনটাকে সান্ত্বনায় ভরিয়ে তোলে। ও'র মনে পড়ে ছোট বেলায় এই নদীটির উন্মাদলীলা ওর কত প্রিয় ছিল। আজো ঐ নদীর স্রোতপ্রবাহ যেন ও'র সেই ফেলে আসা সুখের দিনগুলোকে ও'র কাছে বয়ে নিয়ে আসে।

রেণী মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। অনন্ত মহাকাশে হালকা নীল মেঘগুলি কাকজ্যোৎস্নার শুভ্রতায় মিলিয়ে মিশিয়ে একা-কার হোয়ে যাচ্ছে। ও'র সেই ব্যভিচারমগ্ন সহরের ইতিকথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়েঃ বুলেভার বহ্নিময়ী উন্মত্ত রাত্রি···আলোক-জ্জ্বল উত্তপ্ত 'বয়'···স্যাকার্ডের বিরাট প্রাসাদের নগ্ন বীভৎসতা···। আবার মুখ নীচু কোরতেই ও দেখতে পায় দিকচক্রবালে ও'র শৈশবের শান্ত প্রতিচ্ছবি ·····সহরের এই দিকটা,—যেখানে বাস

করে মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষ······যেখানে আছে শান্তি, আছে বিশ্বাস, আছে পবিত্রতা······।

এমনি একটা জীবনই তো রেণী কামনা করেছিল। কিন্তু ভাগ্য ওকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলল? রেণীর চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে থাকে।

* * * *

পরের বছর শীতকালে রেণী 'মেনিনজাইটিস' রোগে মারা গেল। ওর বাবা ওর সব দেনা শোধ করলেন। ওর্মসের ও'র কাছে পাওনা ছিল: দুলাখ পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক।

সমাপ্ত



এমিল জোলার আর একটি যুগান্তসৃষ্টিকারী গ্রন্থ

'বহ্নি'

'Pot—BOUILLE' : এর অনুবাদ

নারীতে ও'র অরুচি ছিল না ·……

ও দেখল প্যারিস-নাগরিকা লোভার্ত, দুঃসাহসী, লালসান্বিত :

ক্লারিসী—একজনের রক্ষিতা। তবু সে বহু-বল্লভ···।

মেরী পিস—কোমল দৃষ্টি আর কমনীয়তার মুখোশধারী স্বৈরিণী···।

বার্থা—অভিসারিকা। অক্টেভের ঘরে ও'র নৈশাভিসার সমাজের মুখে ছিটিয়ে দিল কলঙ্কের কালি······জাগিয়ে দিল মানুষের অন্তরের হিংস্র দানবকে······।'

ও'রা সমাজের ওপরতলার মহিলা······

প্যারিসের মধ্যবিত্ত ঘরের কপট প্রশান্তির মধ্যে বাস ক'রে, বুর্জোয়া সমাজের নিখুঁতভাবে শিক্ষিতা মেয়ে-বৌদের সংগে মেলামেশা ক'রে তরুণ অক্টেভ মরেট কি অভিজ্ঞতা লাভ ক'রল? ও দেখল ও'রা স্বৈরিণী। কিন্তু কেন? জীবনের রিক্ততা ওদের স্বৈরিণী হোতে বাধ্য করেছে—আর ঐ একই কারণ বাধ্য ক'রেছে ও'দের চেয়ে দুর্বল মেয়েদের গণিকাবৃত্তি অবলম্বনে······।

১৭নং রু দ্য চসালের ভাড়াটে বাড়ীর সম্ভ্রান্ততার ভারী যবনিকার আড়ালে চলে অভিজ্ঞতা আর প্রণয়ের মিশ্র অনুশীলনী।

অমর লেখক জোলার আঁকা দেহজপ্রেমের লেখনী চিত্র। একটা পর্যুদস্ত সমাজের আন্তরিকতায় ভরা ছবি······যে সমাজে পুরুষ খুঁজে ফেরে শুধু অবৈধ প্রণয় আর নারী বিক্রিত হয় কামনার সামগ্রীরূপে ···।



ইউরোপে পাঁচ বছর

(যন্ত্রস্থ)





লেখক—রণজিৎ সেন

একটি সুমধুর ভ্রমণ কাহিনী। বর্ণনার গুণে, অ ভি জ্ঞ তা য়, ভাষার মাধুর্যে চলচ্চিত্রের মত সজীব হ'য়ে উঠেছে। ও'দেশেব রী তি নী তি সমাজ, সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে লেখকেব সুগভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যেভরা এর প্রতিটি পাতা। ......দেখবেন আপনাদের ভোঁদা ও'দেশে গিয়ে ও'নিল' হয়ে কি রকম ব্যাকা মুখে পাইপ ধরেছে।......সাত চড়ে যার রা বেরুতনা সেই ত্রিদিব সেনের চাঁদনীরাতে রেবাদেবীর সঙ্গে টেমস্ নদীতে 'বাইচ' খেলা। অলকা সান্যালের এবং বকাই সেনের 'মন্টিকার্লো'ব জুয়াব আড্ডায় গিয়ে সর্বস্বান্ত হলো। সুনীল এলো Barister হয়ে। তপতীও এদিকে অন্তরেব দীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করছে। শবরীর প্রতীক্ষা বৃথা যায়নি, সুনীলের বইয়ের হরফগুলি জীবন্ত হয়ে একটা বিশেষ মুখের সৃষ্টি করে। ইউরোপে ৫ বছর সমাজ এবং ভ্রমণতথ্য সম্বন্ধে এক প্রামাণিক গ্রন্থ।

ভূতপূর্ব ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্তের সত্য ঘটনার ছায়াবলম্বনে লিখিত রহস্যোপন্যাস

তবে—কে?

ও

অভিশপ্ত কণ্ঠহার

দাম—বারো আনা

"রহস্যোপন্যাস হইলেও রচনাটির অভিনবত্ব আছে। একজন নিরপরাধ, নিঃস্বার্থ কর্মী তাহার প্রিয়তম বন্ধুকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন, নিম্ন আদালতে তাঁহার অপরাধ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হইয়া গেল, তিনি নিজের পক্ষ সমর্থন পর্যন্ত করিলেন না। তাহার পর একজন সৌখীন গোয়েন্দার প্রচেষ্টায় কি করিয়া রহস্যজাল ভেদ করা হইল লেখক তাহাই সহজ, সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।"

যুগান্তকার—রবিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৩৬০

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্তের "তবে—কে" ও "অভিশপ্ত কণ্ঠহার" পড়লাম। লেখকের প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। উদ্ভট কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে, অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশে এর কাহিনী গ'ড়ে ওঠেনি. এর কাহিনী গ'ড়ে উঠেছে, নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে। গোয়েন্দাকে এখানে সাধারণ মানুষের মত এগুতে হ'য়েছে, তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে, আর তার জোরেই শেষ পর্যন্ত তার জয়মাল্য লাভ হয়েছে।"

আনন্দবাজার—রবিবার, ২১শে চৈত্র, ১৩৬০